



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
September 2016

"মিষ্টি বাচ্চারা - ত্বের(পাঁচ ত্ব) সাথে সাথে সমস্ত মানুষকে পরিবর্তন করার ইউনিভার্সিটি কেবলমাত্র একটাই, এখান থেকেই সবার সঙ্গতি হয়।"

প্রশ্ন :- বাবার প্রতি নিশ্চয়তা আসতেই কোন্ রায় তৎক্ষণাত্ মেনে চলা উচিত ?

উত্তর :- ১) যখন তোমরা নিশ্চিত হয়েছো যে বাবা এসেছে, তখন বাবার প্রথম রায়ই হল, এই চোখে যা কিছু দেখছো সব ভুলে যাও। এক বাবার মতেই চলো। এই রায়কে এখুনি মেনে চলতে হবে।
২) যখন তোমরা বেহদের বাবার হয়েছ, তখন পতিত মানুষদের সাথে তোমাদের কোনোরকম দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক হওয়া উচিত নয়। নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের কখনোই কোনো বিষয়ে সংশয় আসে না।

ওম্ শান্তি। এ হলো তোমাদের ঘরও আবার বিশ্ববিদ্যালয়ও। একেই গড ফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বলা হয় কারণ এখানে সারা দুনিয়ার মানুষের সঙ্গতি হয়। আসল ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি হল এটাই। এ হল ঘরও যেখানে মা বাবার সামনে সন্তানরা বসে থাকে, আবার ইউনিভার্সিটিও। তোমাদের আধ্যাত্মিক পিতাও এখানেই বসে আছেন। এ হল আত্মার জ্ঞান যা তোমরা আত্মারা বাবার থেকেই প্রাপ্ত করো। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান আধ্যাত্মিক পিতা ছাড়া কোনো মানুষ দিতে পারে না। তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় আর এই জ্ঞানের দ্বারাই সবার সঙ্গতি হয় তাই জ্ঞানের সাগর, সবার সঙ্গতিদাতা একমাত্র শিববাবাই। বাবার দ্বারাই শুধুমাত্র সারা পৃথিবীর মানুষরাই নয়, তার সঙ্গে ৫ ত্বও সতোপ্রধান হয়ে যায়। সবারই সঙ্গতি হয়। এই কথা খুবই বোঝার মতো কথা। এখন সবার সঙ্গতি হবে। এই পুরোনো দুনিয়া আর এই দুনিয়াতে থাকা সমস্ত কিছুই পরিবর্তন হয়ে যাবে। যা কিছু এই দুনিয়াতে দেখছো, সবই পরিবর্তন হয়ে নতুন হয়ে যাবে। এই গানও আছে যে এখানে মিথ্যে মায়া, মিথ্যে শরীর এ সমস্ত মিথ্যে ভুখণ্ড হয়ে যাবে। ভারত সত্যখণ্ড ছিলো, এখন তা মিথ্যা খণ্ড হয়েছে। রচয়িতা আর রচনার সমন্ধে মানুষ যা বলে সবই মিথ্যা। এখন তোমরা বাবার দ্বারাই জেনেছো ভগবানুবাচঃ। ভগবান হলেন একমাত্র শিববাবাই। তিনি হলেন নিরাকার, আসলে সমস্ত আত্মারাই নিরাকার, এই পৃথিবীতে এসে সাকার রূপ গ্রহণ করে। মূলবতনে কোনো আকার থাকে না। আত্মারা মূলবতন বা ব্রহ্মমহাত্মে নিবাস করে। সেটাই হলো আমাদের আত্মাদের ঘর, ব্রহ্মমহাত্ম। আর এই হল আকাশত্ব, এখানে সাকারী পাট চলতে থাকে। এই পৃথিবীর ইতিহাস, ভৌগলিক পরিবেশ বারে বারে আবর্তিত হয়। এর অর্থও কেউ বোঝে না, বলতে থাকে রিপোর্ট হয়। স্বর্ণ যুগ, রৌপ্য যুগ তারপর কি? অবশ্যই স্বর্ণ যুগ আবার আসবে। আবার সঙ্গমযুগ একটাই হয়। সত্যযুগ, ত্রেতা বা ত্রেতা বা দ্বাপরের মাঝের সময়কে সঙ্গম বলা হয় না, এ সবই ভুল কথা। বাবা বলেন যে আমি কল্প - কল্প অর্থাৎ প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। যখন সমস্ত মানুষ পতিত হয়ে যায় তখনই তো তারা আমাকে ডাকতে থাকে। মানুষ বলে যে, তুমি পবিত্র বানাতে এসো। সত্য যুগেই মানুষ পবিত্র হয়। এখন হলো সঙ্গম যুগ, একে কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ বলা হয়। আত্মা আর পরমাত্মার মিলনের যে সঙ্গম তাকে কুস্তও বলা হয়। দুনিয়াতে কুস্তকে নদীর মেলা হিসাবে দেখানো হয়। দুটো নদী তো থাকেই, তৃতীয় নদীকে গুপ্ত হিসাবে দেখানো হয়, এও সব মিথ্যা। গুপ্ত নদী কখনো হতে পারে? বিজ্ঞানীরাও মানবেন না যে কোনো গুপ্ত নদী থাকতে পারে। তীর মারা হল আর গঙ্গা বেরিয়ে এল, এ সমস্ত কথাই মিথ্যা। বলা হয় যে জ্ঞান, ভক্তি আর

বৈরাগ্য। এই শব্দগুলিই মানুষ জানে কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। প্রথম হল জ্ঞান অর্থাৎ দিন যা সুখদায়ী, তারপর ভক্তি অর্থাৎ রাত যা হল দুঃখদায়ী। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত। এ তো একের হবে না, অনেকেরই হবে। অর্ধেক কল্পের জন্য ব্রহ্মার দিন থাকে আর অর্ধেক কল্পের জন্য ব্রহ্মার রাত হয়। তারপর সমস্ত পুরোনো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসে। বাবা বলেন যে দেহের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু তোমরা এই চোখের দ্বারা দেখছো সেই সমস্তকিছু জ্ঞানের দ্বারা ভুলতে হবে। কাজ কারবার সমস্ত কিছুই করতে হবে। সন্তানেরও দেখাশোনা করতে হবে। কিন্তু বুদ্ধির যোগ এক বাবার সাথেই লাগিয়ে রাখতে হবে। অর্ধেক কল্প তোমরা রাবণের মতে চলে এসেছো। এখন যখন বাবার হয়েছে, তখন যা কিছুই করো বাবার মতেই করো। এতদিন তোমাদের লেনদেন পতিত মানুষদের সঙ্গে হয়ে এসেছে, তার ফল তোমরা কি পেয়েছো? দিন দিন তোমরা পতিতই হয়ে এসেছো কারণ ভক্তিমার্গ হলো উত্তরতি কলার মার্গ। সত্যপ্রধান থেকে সত্য, রজ এবং তমোতে আসতে হবে। এইভাবে অবশ্যই নামতে হবে। এর থেকে কেউই মুক্তি পেতে পারে না। লক্ষ্মী - নারায়ণেরই ৮৪ জন্মের কথা বলা হয়। ইংরেজি অক্ষর খুবই সুন্দর। বলা হয় গোল্ডেন এজ তারপর খাদ পড়তে পড়তে এখন আয়রন এজে এসে দাঁড়িয়েছে। গোল্ডেন এজ বা স্বর্ণযুগে নতুন দুনিয়া ছিলো বা নতুন ভারত ছিলো। তখন এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো। এ যেন কালকের কথা। কিন্তু শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে লাখ বছরের হিসেব। এখন বাবা বলেন যে শাস্ত্র ঠিক না আমি ঠিক? বাবাকেই বলা হয় পৃথিবীর সর্বময় কর্তা। যারা বেদ - শাস্ত্র অনেক পাঠ করে তাঁদের সর্বজ্ঞানী বলা হয়। বাবা বলেন যে এ সবই ভক্তিমার্গের সর্বজ্ঞান। জ্ঞানের জন্য তো আমার নাম করো বাবা তুমি জ্ঞানের সাগর, আমরা নই। মানুষ সবাই ভক্তির সাগরে ডুবে আছে। সত্যযুগে কেউই বিকারে যায় না। কলিযুগের মানুষ আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখীই থাকে। আগের কল্পেও বাবা তোমাদের এইভাবে বুঝিয়েছিলেন, এখন আবার তিনি বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা বোঝে যে আগের কল্পেও বেহদেরবাবার থেকে আমরা এই বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকার নিয়েছিলাম এখন আবার সেই জ্ঞান অর্জন করে সেই অধিকার লাভ করছি। খুবই অল্প সময় বাকি আছে। এ সমস্ত কিছুই বিনাশ হয়ে যাবে, তাই বেহদের বাবার থেকে তোমাদের সম্পূর্ণ বর্ষা নেওয়া উচিত। শিববাবা হলেন একাধারে বাবা, শিক্ষক এবং গুরুও। আবার বাবাই হলেন সুপ্রীম ফাদার আর সুপ্রীম শিক্ষকও। সারা পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভৌগলিক অবস্থান কেমনভাবে আবর্তিত হয় বাবাই সেই জ্ঞান তোমাদের দেন। অন্য কেউই এইসব কথা তোমাদের বোঝাতে পারবে না। এখন বাচ্চারা বোঝে যে ৫০০০ বছর আগের মতো বাবাই হলেন গীতার ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নন। মানুষকে কখনোই ভগবান বলা যাবে না। ভগবান হলেন পুনর্জন্ম রহিত। তাঁর জন্মকে দিব্য জন্ম বলা হয়। নাহলে আমি কেমন করে নিজেকে নিরাকার বলবো? আমাকেই এসে সকলকে পবিত্র বানাতে হবে তাই এই পবিত্র বানাবার যুক্তি আমাকেই দিতে হবে। তোমরা জানো যে তোমরা আস্ত্রারা সকলেই অমর। এই রাবণ রাজ্যে তোমরা সকলেই দেহ - অভিমানী হয়ে পড়েছ। সত্যযুগে আবার সবাই দেহী - অভিমানী থাকে। বাকি পরমাত্মা রচয়িতাকে আর তাঁর রচনাকে সেখানেও কেউই জানে না। সত্যযুগে যদি সবাই জানতে পারে যে আমাদের আবার নীচে নামতে হবে, তাহলে এই রাজত্বের খুশী কেউই উপভোগ করতে পারবে না, তাই বাবা বলেন যে এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে, কারণ তোমাদের সঙ্গতি হয়ে গেলে এই জ্ঞানের আর প্রয়োজন পড়বে না। দুর্গতি হলেই এই জ্ঞানের প্রয়োজন পরে। এই সময় সবাই দুর্গতিতে আছে, সকলেই কামচিটায় বসে বিনা জলে তেষ্টায় মরছে। বাবা বলেন যে তোমরা আমার বাচ্চারা, অর্থাৎ আস্ত্রারা, তোমরা শরীরের দ্বারা অভিনয় করো, আবার তোমরাই কামচিটায় বসে তমোপ্রধান হয়ে গেছো। তোমরা

বাবাকে ডাকতে থাকো ...বাবা , আমরা পতিত হয়ে গেছি । কাম - চিতায় বসেই তোমরা পতিত হয়ে যাও । ক্রোধ বা লোভের জন্য কিন্তু পতিত হও না । সাধু - সন্তরা সকলেই পবিত্র, দেবতারাও পবিত্র তাই পতিত মানুষ তাঁদের সামনে গিয়ে মাথা নত করে । গানও করে যে তুমি নির্বিকারী আর আমরা সবাই বিকারী । জ্ঞানের দুনিয়া আর অজ্ঞানের দুনিয়া , এই কথার গায়ন আছে । ভারতই জ্ঞানের পৃথিবী ছিলো । এখন আবার অজ্ঞানী হয়ে গেছে । ভারতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীই এখন অজ্ঞানী । জ্ঞানের দুনিয়ায় আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে একই ধর্ম ছিলো, পবিত্রতা ছিলো তাই শান্তি আর সমৃদ্ধিও ছিলো । পবিত্রতা হলো সর্বপ্রথম । এখন সেই পবিত্রতা নেই তাই শান্তি আর সমৃদ্ধিও নেই ।

বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর , সুখের সাগর এবং প্রেমের সাগর । তোমাদেরও বাবা এমনই প্রিয় করে তোলেন । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানীতে সকলেই খুব প্রিয় হয় । মানুষ , জন্তু - জানোয়ার সকলেই খুব প্রিয় হয় । বাঘ এবং ছাগল একইসঙ্গে জলপান করে । এটা একটা দৃষ্টান্ত । সেখানে পরিবেশ অপরিষ্কার করার মতো কোনো জিনিসই থাকে না । এখানে তো রোগভোগ, মশা অনেককিছুই আছে । কিন্তু সেখানে এই ধরনের জিনিস থাকে না । সাহকার মানুষদের কাছে খুব সুন্দর আসবাবপত্র থাকে । আবার গরীবদের খুব সাধারণ আসবাবপত্র থাকে । ভারত এখন গরীব , এখন এখানে কত আবর্জনাপূর্ণ হয়ে গেছে । সত্যযুগ কত পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকে । সেখানে সোনার মহল ইত্যাদি কত সুন্দর থাকে । বৈকুণ্ঠের গাইকে কত সুন্দর দেখানো হয় । কৃষ্ণের কাছেও কত সুন্দর গাইদের দেখানো হয় । কৃষ্ণপুরীতে গাইরাতো থাকবেই । সেখানকার জিনিস সবই খুব সুন্দর । সে তো স্বর্গ রাজ্য । এই পুরোনো ছি ছি দুনিয়া হলো আবর্জনাপূর্ণ । এই সমস্তকিছুই এই জ্ঞানযন্ত্রে স্বাহা হয়ে যাবে । দেখো , কতো ধরনের বোম্ব বানানো হয় । বোম্ব ফেলা হলেই আগুন ছড়িয়ে পড়বে । আজকাল তো এমন জীবাণু প্রয়োগ করে এমন বিনাশ করে যে এই বেহদই শেষ হয়ে যাবে । হাসপাতাল ইত্যাদি তো কিছুই থাকবে না, যাতে ওষুধপত্র দেওয়া যায় । বাবা বলেন যে বাচ্চাদের যেন কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় তাই গায়ন আছে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মুমলধারে বৃষ্টি । বাচ্চারা এই বিনাশের সাক্ষাত্কারও করেছে । কেউ কেউ বলে বিনাশের সাক্ষাত্কার হলে তবেই মানবো, ঠিক আছে মেন না, তোমাদের মর্জি । কেউ কেউ আবার বলে আমরা আল্লার সাক্ষাত্কার করবো তবেই মানবো । আচ্ছা , আল্লা তো বিন্দী , তাকে দেখলেই বা কি হবে ? এরজন্য কি কোনো সন্দ্বিতি হবে ? বলা হয় পরমাত্মা হলো অখণ্ড জ্যোতিস্বরূপ, হাজার সূর্য্যের থেকেও তেজময় । কিন্তু এমন কিছু নয় । গীতাতে বলা আছে যে অর্জুন বলেছিলো এবার তোমার রূপ শান্ত করো, আমি সহ্য করতে পারছি না কিন্তু এমন কথা নয় । বাবাকে বাচ্চারা দেখবে আর বলবে আমরা সহ্য করতে পারছি না, এমন তো হতেই পারে না । যেমন আল্লা, ঠিক তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । তোমাদের মধ্যেও জ্ঞান আছে । বাবাই এসে পড়ান, আর কোনো কথাই থাকে না, যারা যারা যেই ভাবনাতে বাবাকে স্মরণ করে, সেই ভাবনা বাবা পূরণ করে দেন । এও নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । বাকি কেউই ভগবানকে পেতে পারে না । মীরা সাক্ষাত্কার করে কতো খুশী হয়েছিলো । দ্বিতীয় জন্মেও ভক্তিমতি হয়েছিলো । কিন্তু বৈকুণ্ঠে তো যেতে পারে নি । এখন তোমরা বাচ্চারা বৈকুণ্ঠে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে । তোমরা জানো যে তোমরা বৈকুণ্ঠ বা কৃষ্ণপুরীর মালিক হতে যাচ্ছে । এখানে তো সবাই নরকের মালিক । ইতিহাস আর ভৌগলিক অবস্থান সবই আবর্তিত হবে তাই না ? বাচ্চারা জানে, আমরা আবার নতুন করে রাজ্য ভাগ্যের অধিকার লাভ করছি । এ হলো রাজযোগের শক্তি । বাহুবলের লড়াইতো অনেকবার অনেক জন্ম ধরে চলে এসেছে । যোগবলের দ্বারাই তোমাদের

চড়তি কলা হয়। তোমরা জানো যে বরাবর এই স্বর্গের রাজধানী স্থাপন হয়। যারা আগের কল্পে পুরুষার্থ করেছিলো তারাই আবার করবে। তোমাদের হার্টফেল করলে চলবে না। যারা সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন, তাদের কখনোই কোনো সংশয় আসে না। সংশয়বুদ্ধি মানুষও অবশ্যই থাকে। বাবা বলেন যে আশ্চর্যবত সুনন্তি, কথন্তি, ভাগন্তি.....মায়া তুমি এদের উপর জয়লাভ করো। মায়া খুবই শক্তিশালী। খুব ভালো সেবানারী, বা সেন্টার চালান যারা তাদেরও মায়ার খাপ্পড় লেগে যায়। তারা বাবাকে লেখে ...বাবা বিয়ে করে মুখ কালো করে ফেলেছি। কাম কাটারির সামনে আমরা হার মেনেছি। এখন তো বাবা তোমার সামনে আসার মুখ আর নেই। আবার লেখে, বাবা তোমার সামনে আবার আসি? বাবা লেখেন যে কালো মুখ করেছো এখন এখানে আর আসতে পারবে না। এখানে এসে আর কি করবে? তবুও ওখানে থেকে পুরুষার্থ করো। একবার ভূপাতিত হয়েছো কি সব হারিয়ে ফেলবে। এমনভাবে রাজার পদ পেতে পারবে না। কথিত আছে না চড়তি কলা হলে বৈকুণ্ঠের রস পান করতে পারবে, আর যদি পতিত হও তবে চণ্ডালতুল্য হবে হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে। পাঁচতলার উপর থেকে পড়লেও অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্ত করার পর আধোগতি হলেও কেউ কেউ বাবাকে লিখে জানায়। আবার কেউ তো কিছুই বলে না। যেমন ইন্দ্রপ্রস্থের পরীদের উদাহরণ আছে। এ সকলই হলো জ্ঞানের কথা। এই সভাতে কোনো পতিত মানুষদের থাকার হুকুম নেই। আবার কাউকে তার এই অবস্থায় বসাতেই হয়। পতিত মানুষরাই তো এখানে আসবে পবিত্র হবার জন্য। এখন দেখো, কত দ্রোপদীরা বাবাকে ডাকতে থাকে, বাবা আমাদের বিবস্ত্র হওয়ার হাত থেকে বাঁচাও। সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ মেয়েদের অভিনয়ও এখানে চলতে থাকে। কামেশু, ক্রোধেশু এই কথা আছে না? এই নিয়ে অনেক মনোমালিন্য চলতেই থাকে। বাবার কাছে এইসব খবর আসে। বেহদের বাবা বলেন যে এই কাম, ক্রোধের উপর তোমরা জয় পাও। এখন পবিত্র হও, আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারবে। খবরের কাগজেও এই কথা লেখা হয় যে কোনো একজন প্রেরক আছে যার দ্বারা এই বোম্ব বানানো হয়। যার দ্বারা তোমাদের বংশেরই নাশ হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে, সবই এই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে, তাই দিনে দিনে মানুষ বানিয়েই চলেছে। সময় তো আর খুব বেশী নেই। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্যযুগের প্রেমের রাজধানীতে যাওয়ার জন্য অনেক বেশী প্রেমপূর্ণ হতে হবে। রাজপদের অধিকারী হবার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পবিত্রতাই হল প্রথম বিষয় তাই কাম মহাশত্রু, এর উপর বিজয় পেতে হবে।

২) এই পুরানো দুনিয়া থেকে বেহদের বৈরাগী হওয়ার জন্য এই চোখে দেহের সঙ্গে যা কিছু দেখছো, তাকে দেখেও না দেখতে হবে। প্রতি পদে বাবার মত নিয়ে চলতে হবে।

বরদান :- মুখের বাণীর সাহায্যে জ্ঞান রত্নের দান করে মাষ্টার জ্ঞানী আত্মা হও । যারা বাণীর সাহায্যে জ্ঞান রত্নের দান করেন, তারা মাষ্টার জ্ঞানী আত্মার বরদান প্রাপ্ত করতে পারেন । তাদের এক একটি কথা অতি মূল্যবান । তাদের এক একটি কথা শোনার জন্য অনেক আত্মারা তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে । তাদের প্রতিটি শব্দে জ্ঞানের সার ভরা থাকে । তারা অনেক খুশীরও প্রাপ্তি করে । তাদের কাছে এই জ্ঞানের সম্পত্তি ভরপুর থাকে তাই তারা সর্বদা সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত থাকে । তাদের বাণী শক্তিশালী হতে থাকে । এই জ্ঞানের বাণীর দান করতে করতে মুখের বাক্য অনেক গুণ সমৃদ্ধ হতে থাকে ।

স্লোগান :- স্বরাজ্যের মালিক হও তাহলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারের(বর্সা) অধিকারী হতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -নিজের সত্যকার চার্ট রাখলে অবস্থা উন্নত হবে , চার্ট রাখলে কল্যাণ হতে থাকবে"

প্রশ্নঃ - কোন স্মৃতি পুরানো দুনিয়া থেকে সহজেই পাড়ে পৌঁছে দেয় ?

উত্তরঃ - যদি এই স্মৃতি থাকে , আমরা কল্প -কল্প বাবার থেকে বেহদের বরসা নিই অর্থাৎ বিশ্বের মালিকানা প্রাপ্ত করি । এখন নতুন করে আবার শিববাবার আশ্রয় নিয়েছি - স্বর্গ রাজ্যের অধিকার নিতে । বাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন , আর আমরা সত্যকার ব্রাহ্মণ তৈরী হয়েছি । শিববাবা আমাদের গীতা শুনাচ্ছেন । এই সকল স্মৃতি পুরানো দুনিয়া থেকে কিনারায় নিয়ে যাবে ।

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা এখানে বসেছ শিববাবার স্মরণে , তোমরা তো জেনেছ তিনি আমাদের আবার নতুনভাবে সুখধামের মালিক বানিয়ে তুলছেন । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সারা জ্ঞান ভরপুর থাকায় অন্তর্মানে কত খুশিই থাকা উচিত , এখানে বসে বাচ্চাদের ধনসম্পদের ভাণ্ডার মিলে যায় । অনেকপ্রকার কলেজে , ইউনিভার্সিটিতে কারও বুদ্ধিতে এই কথা থাকেনা । তোমরাই কেবল জানো , বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন । এই খুশি তো থাকা উচিত । এই সময় অন্য সবদিক থেকে চিন্তা-ভাবনা সরিয়ে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । সুখ আর শান্তির বর্ষা আমরা কল্পে-কল্পে প্রাপ্ত করি । মানুষ তো কিছু জানেনা । কল্প পূর্বেও বহু মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে কুস্কর্ণের ঘূমে থেকে শেষ হয়ে গিয়েছিল । আবারও এইরকমই হবে । বাচ্চারা বুঝতে পারে বাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন বা আমরা বাবার ধর্ম ধারণ করেছি । যা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছে এখন আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি । আমরা সত্যকার গীতার জ্ঞান আহরণ করছি । বাবার থেকে আমরা আবার নতুন করে রাজযোগ আর জ্ঞান -বল দ্বারা বর্ষা প্রাপ্ত করছি । এমন-এমন ভাবনা-চিন্তা অন্তর্মানে আসা তো উচিত ! বাবাও এসে খুশির কথা বলে থাকেন । বাবা জানেন , বাচ্চারা কামচিচায় বসে কালো ভস্মীভূত হয়েছে এইজন্য তাঁকে অমরলোক থেকে মৃত্যুলোকে আসতে হয় । তোমরা আবার বলো আমরা মৃত্যুলোক থেকে অমরলোক যাই । বাবা বলেন - আমি মৃত্যুলোকে যাই যেখানে সকলের মৃত্যু হয়ে গেছে , তাদেরই আবার মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে নিয়ে যাই । শাপ্তে সব উদ্ভট কথা লিখে দেয় । উনি সর্বশক্তিমান , যা চান তাই করতে পারেন । কিন্তু বাচ্চারা জানে , তাঁকে আহ্বান করা হয় - হে পতিত পাবন বাবা এসো , এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে গড়ে তোল । দুঃখ হরণ করে সুখ দাও , এতে জাদুর কোনও কথা নেই । বাবা আসেনই কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে । তোমরা জেনেছ আমরাই সুখধামের দেবতা ছিলাম । প্রত্যেককে সত্যে প্রধান থেকে তমঃপ্রধান অবস্থায় আসতেই হয় । বাচ্চাদের তো এখানে বসার অধিক আনন্দ হওয়া উচিত ! স্মৃতিও আসা উচিত । জগতশুদ্ধ সকলে বাবাকেই স্মরণ করে । হে মুক্তিদাতা , পথ-প্রদর্শক , হে পতিত-পাবন এসো । তখনই ডাকে যখন তারা রাবণ রাজ্যের বাসিন্দা ! সত্যযুগে কি আর ডাকে ! এই কথা খুব সহজেই বোধগম্য হয় । এইসব কে শুনিয়েছে ? বাবারও মহিমা করা হবে আবার টিচার , সঙ্করর মহিমাও করা হবে - তিন-ই এক । এসব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । ইনি বাবা , সঙ্কর , টিচারও । সৃষ্টিচক্রে শিববাবার ভূমিকাই হল পতিতকে পবিত্র করে গড়ে তোলা । পতিত অবশ্যই দুঃখী থাকে । সত্যপ্রধান সুখী আর তমঃপ্রধান দুঃখী হয় । এই দেবতাদের স্বভাব সত্যোপায়ে

ভরপুর । এখানে মানুষের কলিযুগিয় তমঃগুণী স্বভাব । তবে বাকি মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ক্রমানুসারে ভালো বা মন্দ হয় । সত্যযুগে কখনও এমন বলা হবেনা যে , এইটা খারাপ । এইটা এরকম ! ওখানে খারাপ কোনও লক্ষণ হয়ই না । তাঁরা হনই দৈবী সম্প্রদায় । তবে , সাহকার আর গরীব হতে পারে । কিন্তু বাকি ভালো বা খারাপ গুণের কিছু একসাথে সেখানে থাকেনা , কেননা সেখানে সবাই সুখীই থাকে । দুঃখের লেশমাত্র নেই , নামই সুখধাম । সেইজন্য বাচ্চাদের বাবার থেকে পুরো বরসা নেওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত । নিজের চিত্র আর লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও রাখতে পারো । বলবে , কেউ তো হবে যে এঁদের শিখিয়েছিল ! এই-ই হলো ভগবানুবাচঃ । ভগবানের নিজস্ব শরীর নেই । তিনি এসে শরীর ধার করেন । গায়নও আছে- ভগীরথ অর্থাৎ ভগবানের রথ, তবে তো রথের ওপরে অবশ্যই শিববাবা বিরাজমান । ষাঁড়ের ওপরে চড়ে কি আসবেন ! শিব আর শংকরকে একসাথে করে দিয়েছে, তাই ষাঁড় দেখানো হয় । এবারে বাবা বলছেন - তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত এই ভেবে যে , আমরা বাবার হয়েছি । বাবাও বলেন - বাচ্চারা , তোমরা আমার । বাবার , পদ পাওয়ার খুশি হয়না । টিচার তো টিচারই , তাঁকে পড়াতে হয় । বাবা বলেন , বাচ্চারা ! আমি সুখের সাগর , তোমাদের এখন অতীন্দ্রিয় সুখের আভাস হচ্ছে , যখন থেকে আমি তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছি । অ্যাডপশন তো নানাপ্রকারে হয় । পুরুষ কুমারী- কন্যাকে অ্যাডপ্ট করেছে । সে-ও বুঝে যায় এই আমার স্বামী , তোমরা এখন বুঝেছ শিববাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন । এই কথা দুনিয়ার লোকেরা বোঝেনা । তাদের অ্যাডপশন হলো একে অপরের কাম আসক্তিকে চরিতার্থ করতে । তোমরা এটা বুঝে নাও রাজা যখন বাচ্চাকে দত্তক নেয় তখন তা' সুখের জন্য , কিন্তু সে-সুখ স্বল্পকালের । সন্ন্যাসীরাও তো অ্যাডপ্ট করে । একজন বলবে উনি আমাদের গুরু আবার অপরজন বলবে ওরা আমার অনুগামী । কতরকম অ্যাডপশন । বাবা বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন । তাদের সুখ তো দেন কিন্তু বাচ্চারা বিবাহ করায় যেন দুঃখের বর্সা নিয়ে নেয় । গুরুর অ্যাডপশন কত ভালো ! এই অ্যাডপশন তো ঈশ্বরের , আত্মাদের নিজের করে নেওয়ার । তোমরা বাচ্চারা সকলের অ্যাডপশন দেখে নিয়েছ ! সন্ন্যাসীদের হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গেয়ে বেড়ায় - হে পতিত-পাবন এসো , এসে আমাদের নিজের বানিয়ে পবিত্র করে তোল । সকলেই ভাই -ভাই । তবে শিববাবা যখন আপন করে নেন । বলে , বাবা আমরা দুঃখী হয়েছি । রাবণ রাজ্যেরও অর্থ বুঝতে পারেনা । কুশপুণ্ডলিকা বানিয়ে জ্বালাতে থাকো যেহেতু কেউ দুঃখ দিলে মনে করে এর ওপর কেস চালানো উচিত । কিন্তু এরা কবে থেকে পরস্পর শত্রু হয়েছে ? শেষ পর্যন্ত এই শত্রুর বিনাশ হবে কি হবেনা ? এই শত্রুর খোঁজখবর তোমরাই জানো , এর বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তোমাদের অ্যাডপ্ট করা হয় । তোমরা বাচ্চারা এও জানতে পেরেছ , বিনাশ হবেই , অ্যাটমিক বম্ব সবই বানানো আছে । এই জ্ঞান যন্তের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা বেরোয় । তোমরা এখন জেনেছ রাবণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে তারপর নতুন সৃষ্টিতে রাজত্ব করতে হবে । বাকি সবই পুতুল খেলা । রাবণের পুতুল তো অনেক খরচ সাপেক্ষ । মানুষ অনেক পরিস্রা অনর্থক নষ্ট করে ফেলে । রাত দিনের মতো কত ফারাক হয়ে যায় ! ওরা পথে পথে ঘোরে , দুঃখী হয় , দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খায় আর আমরা এখন শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠাচারী , সত্যযুগিয় স্বরাজ্য লাভ করি । শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ সত্যযুগ স্থাপনের কারিগর শিববাবা আমাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা , বিশ্বের মালিক হওয়ার উপযুক্ত করে তুলছেন । শ্রী শ্রী শিববাবা আমাদের শ্রী তৈরী করেন । শ্রী শ্রী এক-কেই বলা হয়ে থাকে । দেবতাদের শ্রী বলা হয় কেননা তাঁরা তো পুনর্জন্মে আসেন । বাস্তবে শ্রী বিকারযুক্ত রাজাদেরও বলা যায়না । তোমাদের এখন বিশালবুদ্ধি হওয়া উচিত । তোমরা জেনেছ আমরা এই পড়ার মাধ্যমেই দ্বিমুকুটধারী হয়ে উঠি । আমরাই ডাবল সিরতাজ ছিলাম , এখন সিঙ্গল তাজও নেই । পতিত যে হয়েছি ! লাইটের তাজ এখানে কাউকে লাগানো যাবেনা । এই চিত্রে ,

যেখানে তুমি তপস্যাতে বসে আছ সেখানে লাইটের তাজ দেওয়া ঠিক নয়। ভবিষ্যতে তোমাদের দ্বি-মুকুটধারী তৈরী হতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জেনেছ আমরা বাবার কাছে দ্বিমুকুটধারী মহারাজা-মহারানী হওয়ার জন্য এসেছি। এই খুশি হওয়া উচিত। শিববাবাকে স্মরণ করে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে, এর মধ্যে কোনও কষ্টের কথা নেই। এখানে তোমরা সব স্টুডেন্ট বসে আছ। ওখানে বাইরের দুনিয়ায় মিত্র-সম্বন্ধীদের কাছে যাওয়ায় স্টুডেন্ট লাইফ ভুলে যাও। আর তারপরে মিত্র-সম্বন্ধী স্মরণে এসে যায়। মায়ার জোর অতি প্রবল! হস্টেলে থেকে পড়া ভালো। বাইরে আসা-যাওয়ায় সঙ্গদোষে খারাপ হয়। এখান থেকে বাইরে যায় আর তারপর স্টুডেন্ট লাইফ-এর নেশা গুম হয়ে যায়। শিক্ষিকা অর্থাৎ পাঠ পড়ানোর ব্রাহ্মণীদেরও ওখানে বাইরের প্রতি এত নেশা থাকেনা, যত এখানে থাকে। হেড অফিস, এখানে, মধুবনে। স্টুডেন্ট টিচারের সম্মুখে থাকে। গোরখধান্দা কেউ করেনা অর্থাৎ অল্পবস্ত্রের কারনে এখানে কারও কাজকর্ম ব্যবসা করেনা। রাত - দিনের ফারাক হয়ে যায়। কেউ তো সারাদিনে শিববাবাকে স্মরণও করেনা। শিববাবার সহায়ক হয়েও উঠতে পারেনা। শিববাবার বাচ্চা হয়েছ, তবে সার্ভিস করো। যদি সেবা না করে তবে ধরে নিতে হবে সেই বাচ্চা কুপুত্র। বাবা তো বুঝতেই পারেন। এঁনার কর্তব্য বলা - আমাকে স্মরণ করো। অনুসরণ করলে অনেক-অনেক কল্যাণ হয়। বিকারি সম্বন্ধ তো ভ্রষ্টাচারী। তাদের ত্যাগ করতে থাকো, তাদের সঙ্গে রেখেনা। বাবা তো বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু কারও ভাগ্যে না থাকলে সে কি বুঝবে! বাবা বলেছেন চার্ট রাখতে, এতেও অনেক কল্যাণ হবে। খুব চেষ্টা করে হয়তো কয়েক ঘন্টাই স্মরণ করে। ৮ ঘন্টা অবধি তো স্মরণে থাকতে হবে! কর্মযোগী হয়েছ তো! কারও - কারও উত্সাহ হলে মাঝে মধ্যে চার্ট রাখে। এতো ভালো। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই লাভবান হবে। গীত গাওয়া হয়েছে - অন্তকালে যে হরিকে স্মরণ করবে . . . বল-বল-এর অর্থ কি? যে যথার্থভাবে স্মরণ করেনা, তাদের জন্ম-জন্মান্তরের যে বোঝা জমেছে, তা বল - বল অর্থাৎ বারবার জন্মের চক্রে এনে সাক্ষাত্কার করিয়ে তারপরে সাজা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ কাশীতে যখন মানুষ আত্মাহুতি দিত, সাথে সাথেই পাপের সাক্ষাত্কার হত আর তখন বুঝতে পারত আমি পাপের শাস্তি ভোগ করছি। কিন্তু এখানে সব শেষ হয়না, কর্মের অনেক ভোগ সহ্য করে যেতে হয়। বাবার সেবায় বাধা উত্পন্ন করে বাবার সেবা যে বিঘ্নিত করবে, সে সাজার উপযুক্ত। যাঁর রাইট হ্যান্ড ধর্মরাজ। বাবা বলেন - নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো কেননা বাবার স্মরণেই তোমরা পবিত্র হবে। তা না হলে হবে না। বাবা প্রতিজ্ঞা করান, করা না করা তোমাদের মর্জি। যেমন করবে তেমন পাবে। অনেক আছে যারা প্রতিজ্ঞা করেও খারাপ কাজ করতে থাকে। ভক্তিমার্গে গাইতে থাকে - আমার তো এক তুমি আছ, দ্বিতীয় কেউ নয়। তবে গানের সেই কথা বুদ্ধিতে এখন এসেছে, কেন আত্মা এইভাবে গেয়েছে! সারাদিন গাইছে আমার তো এক গিরিধর গোপাল . . . এখানে তো সঙ্গমে বাবা আসেন তারপর নিজের ঘরে নিয়ে যান, আর কৃষ্ণপুরী যাওয়ার জন্যে তো তোমরা পড়ছ! রাজপরিবারের কলেজ আছে যেখানে রাজকুমার-কুমারীরা পড়ে। সে তো গেল লৌকিক জগতের (হদের) কথা। কখনও অসুখ করে, কখনও মৃত্যু হয়। এখানে তো পড়ছ রাজকুমার - রাজকুমারী হওয়ার জন্যে; গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। রাজযোগের পাঠ! তোমরা নর থেকে নারায়ণ তৈরী হচ্ছে। তোমরা বাবার থেকে রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করে সত্যযুগে রাজকুমার - রাজকুমারী হও। বাবা কত মজার কথা সামনে বসে শুনাচ্ছেন। স্মরণ তো থাকা উচিত! কেউ যদি এখান থেকে বেরিয়ে যায় তবে সে পুরনো দুনিয়ার পাকচক্রের আবর্তে গিয়ে পড়ে। বাবাকে স্মরণও করে শ্রেষ্ঠত্বের ক্রমানুসারে। যে অধিক স্মরণ করছে সে অন্যকেও স্মরণ করাবে। বুদ্ধিতে এই কথা সর্বদা রাখতে হবে কিভাবে অনেকের কল্যাণ করা যাবে। বাইরে প্রজার দাস-দাসী এখানে

আবার রাজার দাস-দাসী হবে। পশ্চাতে সব সাক্ষাত্কার হতে থাকবে। তোমরা অনুভবও করবে যে প্রথম থেকে আমরা সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করিনি, বহু চমৎকার -এর সাক্ষাত্কার হবে। যে সঠিকভাবে পড়বে সে-ই নবাব হবে। বাবা কত বলে যাচ্ছেন - সেন্টারের প্রদর্শনী হচ্ছে, তখন বাচ্চাদের শিথিয়ে উপযুক্ত করো। তবে বাবা বুঝবেন বি. কে. সার্ভিস করতে জানে। সার্ভিস করলে উঁচু পদ পাবে, এইজন্য বাবা প্রদর্শনী বানানোর জন্যে জোর দিচ্ছেন। এইসব চিত্র বানানো তো একেবারে কমন ব্যপার। সাহস করে প্রদর্শনীর চিত্র তৈরী করাতে সহায়তা করা উচিত তবে বাচ্চাদের বোঝানো সহজ হবে। বাবা বোঝেন - টিচার, ম্যানেজার সব টিলা। কোনো কোনো ব্রাহ্মণী ম্যানেজার হলে তার দেহ-অভিমান এসে যায়। নিজেকে সবজান্টা মনে করে! মনে করে আমিই ঠিকভাবে চলছি, কিন্তু অন্যদের জিজ্ঞেস করলে বিরুদ্ধে তারা দশটা কথা বলে দেবে। মায়া বড় ঘুরপাক খাওয়ায়। বাচ্চাদের তো সার্ভিস এবং আরও সার্ভিসে থাকা উচিত। বাবা দয়াময়, দুঃখহর্তা-সুখকর্তা, তবে বাচ্চাদেরও তো বাবার মতন হতে হবে, শুধুমাত্র বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তবে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে পারবে। কত সহজ! বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তো পতিত থেকে পবিত্র হয়ে তোমরা শান্তিধাম, সুখধামে পৌঁছে যাবে। নিশ্চয় থাকলে একেবারে লিথিয়ে নেওয়া উচিত। লেখেও চিরকাল ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা শিববাবার থেকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করে, তাহলে তো বুঝবে এমন বাবারই তো হয়ে যাওয়া অবশ্যই উচিত। বাবার কাছে আশ্রয় নিতেই হয়। তোমরা বাবাকে অবলম্বন করেছ অর্থাৎ তাঁর কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

- ১) বাবার সমান দয়াশীল, দুঃখহর্তা - সুখকর্তা হতে হবে।
- ২) সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে। এক বাবাকেই অনুসরণ করতে হবে। অনেকের কল্যাণে সেবা করতে হবে। কখনও অহঙ্কারে নিজেকে মিয়া-মিটু অর্থাৎ সবজান্টা যেন ভেবো না।

বরদান:- কর্মের দ্বারা গুণের দান দিতে সমর্থ ডবল লাইট ফরিস্তা মূর্ত ভব যে বাচ্চা কর্মনা দ্বারা গুণ দান করে তাঁর চলন এবং চেহারা উভয়ই ফরিস্তার মতো প্রতিভাত হয়। তিনি ডবল লাইট অর্থাৎ প্রকাশময় আর হাক্কা ভাবের অনুভূতি করেন। তাঁর কোনওরকম বোঝা বা ভারের অনুভবও হয়না। প্রত্যেক কর্মে সহায়তার উপলব্ধি হয়। যেন কোনও শক্তি চালিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেক কর্ম দ্বারা মহাদানী হওয়ার কারণে সকলের আশীর্বাদ বা সকলের বরদানের প্রাপ্তি অনুভব হয়।

স্লোগান:- সেবায় সফলতার নক্ষত্র হও, দুর্বলতার নয়।

“মিষ্টি বাচ্চারা- এখন তোমরা অমরলোকের যাত্রা পথে রয়েছ, তোমাদের এটা হল বুদ্ধির রুহানি যাত্রা, যা তোমরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণরাই করতে পারো”

প্রশ্ন:- নিজের সাথে বা নিজেদের মধ্যে কোন্ বার্তালাপই হল শুভ সম্মেলন ?

উত্তর:- নিজের সাথে কথা বলা যে আমি আস্চা এখন এই পুরানো ছিঃ- ছিঃ শরীর ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরে যাব। এই দেহ আর কোনো কাজের নয়, এখন তো বাবার সাথে যাব। নিজেদের মধ্যে যখন মিলিত হও তখন এই বার্তালাপ করো যে কীভাবে সেবা বাড়ানো যায়, সকলের কল্যাণ কীভাবে করা যায়, সবাইকে রাস্তা কি করে দেখাই.....এটাই হল শুভ সম্মেলন ।

গীত:- হৃদয়ের বন্ধন ছেড়ে না যায়.....

ওমশান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা, সকল কেন্দ্রের ব্রহ্মা মুখবংশাবলী সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ নিজের কুলকে জানে, যে যে কুলের হয় তারা নিজের কুলকে জানে। সে খারাপ কুলের হোক বা ভালো কুলের হোক, প্রত্যেকে নিজের কুলকে জানে আর বোঝে যে এর কুল ভাল । কুল বলা বা জাতি বলা, দুনিয়াতে তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানে না যে ব্রাহ্মণদের কুলই হল সর্বোত্তম কুল(বংশ) । প্রথম নম্বরের কুল বলা হবে তোমাদের ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণ কুল অর্থাৎ ঈশ্বরীয় কুল। প্রথমে আছে নিরাকারী কুল, তারপর আসে সাকারি সৃষ্টিতে। সূক্ষ্মবতনে তো কুল হয় না। উঁচু থেকে উঁচু সাকারেতে আছে-তোমাদের ব্রাহ্মণদের কুল । তোমরা ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে হলে ভাই-বোন। বোন আর ভাই হওয়ার ফলে বিকারেতে যেতে পারবে না। তোমরা অনুভবের দ্বারা বলতে পারো যে পবিত্র থাকার জন্য এটা হল খুব ভালো যুক্তি । প্রত্যেকে বলে আমি হলাম ব্রহ্মা কুমার-কুমারী । শিববংশী তো সকলে আবার যখন সাকারে আসে তখন প্রজাপিতা নাম হওয়ার কারণে ভাই-বোন হয়ে যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তো নিশ্চই রচয়িতা আছেন, দত্তক নিয়ে থাকেন। তোমরা কুখ (গর্ভজাত নও)বংশাবলী নও, তোমরা হলে মুখ বংশাবলী । তবে মানুষ কুখ বংশাবলী আর মুখ বংশাবলীর অর্থও জানে না। মুখ বংশাবলী অর্থাৎ দত্তক সন্তান । কুখ বংশাবলী অর্থাৎ জন্ম নেয় যে । তোমাদের এই জন্ম হল অলৌকিক । বাবাকে লৌকিক, অলৌকিক, পারলৌকিক বলা হয়ে থাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অলৌকিক বলা হয়। লৌকিক বাবা তো সকলের আছে। ওটা তো হল সাধারণ । পারলৌকিক বাবাও সকলের আছে। ভক্তিমার্গে তো হে ভগবান, হে পরমপিতা সকলে বলতে থাকে। কিন্তু এই বাবা(প্রজাপিতা)কে কখনও কেউ ডাকে না। এই বাবাও হলেন কেবল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই । ঐ দু'জনকে তো সকলে জানে। কিন্তু ব্রহ্মার বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়ে, কারণ ব্রহ্মা তো আছেনই সূক্ষ্মবতনে । এখানে তো দেখানো হয় না । চিত্রেও ব্রহ্মাকে দাড়ি গোঁফ সমেত দেখায় কারণ প্রজাপিতা ব্রহ্মা এই সৃষ্টিতে আছেন। সূক্ষ্মবতনে তো প্রজার রচনা করতে পারবে না। এটাও কারও বুদ্ধিতে আসে না। এইসব কথা বাবা বোঝান। এই রুহানি যাত্রারও গায়ন রয়েছে । রুহানি যাত্রা সেটাই, যেখান থেকে ফিরে আসতে হবে না। অন্য যাত্রা তো সকলে জন্মজন্মান্তর- করতে থাকে, গিয়ে আবার ফিরেও আসে। ওটা হল দৈহিক যাত্রা, আর এটা হল

তোমাদের আত্মিক যাত্রা। এই আত্মিক যাত্রা করলে তোমরা মৃত্যুলোকে ফিরে আসো না। বাবা তোমাদের অমরলোকের যাত্রা শেখান। ওঁরা কাম্বীরের দিকে অমরনাথের যাত্রায় যায়। ওটা কোন অমরলোক নয়। অমরলোক এক আছে আত্মাদের, আর এক আছে মনুষ্যদের, যাকে স্বর্গ অর্থাৎ অমরলোক বলতে পারো। আত্মাদের আছে নির্বাণধাম। এছাড়া অমরলোক হোল সত্যযুগ আর মৃত্যুলোক হোল কলিযুগ আর নির্বাণধাম আছে শান্তিলোক, যেখানে- আত্মারা থাকে। বাবা বলেন তোমরা অমরপুরীর যাত্রাতে আছো। পায়ে হাঁটার ওটা হল শারীরিক যাত্রা। এটা হল রুহানি যাত্রা, যা এক বাবা-ই শিখিয়ে থাকেন আর একই বার এসে শেখান। ওটা তো হল জন্ম- জন্মান্তরের কথা। এটা হল মৃত্যুলোকের শেষ যাত্রা। এটা তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণরাই জানো। রুহানি যাত্রা অর্থাৎ স্মরণে আছো। বলাও হয়ে থাকে অন্তিমে যথা মতি তথা গতি (অন্ত মতি সো গতি)। তোমাদের স্মরণে আসেই বাবার ঘর। বুঝতে পারো যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। এটা পুরানো বস্ত্র, পুরানো দেহ এটি। আত্মাতে খাদ পড়ার কারণে শরীরেও খাদ পরে। যখন আত্মা পবিত্র হয় তখন আমাদের শরীরও পবিত্র হয়। এটাও তোমরা -বাচ্চারা বোঝো। বাইরের লোকেরা তো কিছুই বোঝে না। তোমরা দেখ যে কেউ-কেউ বুঝেও থাকে। কারও বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। বুঝলে নিশ্চয় অন্যকেও বোঝাবে। মানুষ যখন তীর্থ যাত্রাতে যায় তখন পবিত্র থাকে। আবার ঘরে ফিরে এসে অপবিত্র হয়। এক দুই মাস পবিত্র থাকে। যাত্রারও ঋতু থাকে। সবসময় তো যাত্রাতে যেতে পারে না। শীত বা বর্ষার সময় কেউ যেতে পারে না। তোমাদের যাত্রাতে তো শীত বা গ্রীষ্মের কোন কথাই নেই। বুদ্ধির দ্বারা নিজেরাই বুঝতে পারো যে আমরা যাচ্ছি বাবার ঘরে। যত আমরা স্মরণ করি তত আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। বাবার কাছে গিয়ে আবার আমরা নতুন দুনিয়াতে আসবো। এটা বাবা-ই বোঝান। এখানেও ক্রমানুসারে বাচ্চারা আছে। বাস্তবে যাত্রাকে ভোলা উচিত নয় কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয় এইজন্য লেখেও বাবা আপনার স্মরণ ভুলে যাই। আরে স্মরণের যাত্রা-যার দ্বারা তোমরা সদা স্বাস্থ্যবান- সম্প্রতিবান হও, এরকম ঔষধকে তোমরা ভুলে যাও! ওরা এটাও বলে যে বাবাকে স্মরণ করা তো খুবই সহজ। নিজের সাথে কথা বলতে হয় যে আমরা আত্মারা প্রথমে সতাপ্রধান ছিলাম, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছি। এখন শিববাবা আমাদের যুক্তি তো খুব ভালো বলেন। খালি অভ্যাস করতে হবে। চোখ বন্ধ করে বিচার করা যায় না। (বাবা অভিনয় করে দেখালেন) এরকম নিজের সাথে কথা বলা যে আমরা সতাপ্রধান ছিলাম আমরাই রাজত্ব করতাম। ঐ দুনিয়া স্বর্ণযুগ ছিল আবার রৌপ্য তাম্র লৌহযুগে এসে গেছে। এখন হল লৌহযুগের শেষ, তখনই বাবা এসেছেন। বাবা আমাদের আত্মাদের বলেন যে আমাকে স্মরণ করো আর নিজের ঘরকে স্মরণ করো। যেখান থেকে এসেছ, তো আবার অন্ত মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। তোমাদের ওখানেই যেতে হবে। এই যুক্তি বাবা বলেন যে সকালে উঠে নিজের সাথে কথা বলা। বাবা অভিনয় করে দেখান যে আমিও সকালে উঠে বিচার সাগর মন্ডন করি। সত্যকারের উপার্জন করতে হবে তো। সকালের সাঁই(শিববাবা)....তো সেই সাঁইকে স্মরণ করলে তোমাদের বেড়া(নৌকা) পার হয়ে যাবে। বাবা যা করেন, যেভাবে করেন, সেসব বাচ্চাদেরকেও বোঝান। এতে মতভেদের কোনো কথাই নেই। এটা উপার্জনের খুব ভাল যুক্তি। অলফকে স্মরণ করলে বে অর্থাৎ বাদশাহি তো পেয়েই যাবে। বাচ্চারা জানে যে আমরা রাজযোগ শিখছি। বাবা বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর, তো আমরাও ঝাড়কে পুরো বুঝে গেছি। এটাও এক কথায় জ্ঞান আছে। আদিতে এই ঝাড় কি করে বৃদ্ধি হয় আবার কি করে তার আয়ু সম্পূর্ণ হয়, অন্য ঝাড় তো তুফান(ঝড়)আদি হলে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ের প্রথম স্তম্ভ জ্বলে যায়।

ঐ দেবী- দেবতা ধর্ম ক্রমশ লোপ হয়ে যায়। এটাও হওয়ারই আছে। এটা যখন লোপ হয়ে যায় তখন বলা হয়ে থাকে যে এক ধর্মের পুনরায় স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ। কল্প-কল্প এই ধর্ম ক্রমশ লোপ হয়।

আত্মাতে খাদ পরে গেলে গয়না(গুণ)সব মিথ্যা হয়ে যায়। বাচ্চারা বোঝে যে আমাদের মধ্যে খাদ ছিল, আবার এখন যখন আমরা স্বচ্ছ হচ্ছি তখন অন্যদের রাস্তা দেখাই। দুনিয়া তো তমোপ্রধান হয়ে গেছে । প্রথমে সতোপ্রধান স্বর্গ ছিল। বাচ্চাদের সকাল-সকাল উঠে নিজের সাথে কথা অর্থাৎ রুহুরিহান(বার্তালাপ)করা উচিত। বিচার সাগর মন্বন করা উচিত । আবার কাউকে এটাও বোঝাতে হয় যে এটা হল ৮৪ জন্মের চক্র । ৮৪ জন্ম কি করে নেয়, কে নেয়। নিশ্চয় যে প্রথমে আসবে সে-ই নেবে। বাবা ভারতে আসেন। এসে ৮৪-র চক্রে বোঝান। বাবা কোথায় এসেছেন, এটাও কেউ জানে না। বাবা এসে নিজের পরিচয় নিজেই দেন। বলেন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, মন্মনাভব। আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এরকম পরামর্শ কেউ দিতে পারবে না। যদিও গীতা আদি শোনায়। ওখানেও লোকেরা যায় । কিন্তু ভগবান কখনও তো এসেছিলেন তবেই তো জ্ঞান শুনিয়েছেন। আবার যখন আসেন তখন শোনান তাই না! ওঁরা তো গীতা পুস্তক নিয়ে বসে শোনায়। ইনি তো হলেন ভগবান জ্ঞানের সাগর। এঁনাকে কোনো কিছু হাতে নিয়ে পড়তে হয় না। ইনি শেখেন না। কল্প আগেও এসে তোমাদের বাচ্চাদের সঙ্গমেই শিখিয়েছিলেন। বাবা-ই এসে রাজযোগ শেখান। এটা হলই স্মরণের যাত্রা। তোমাদের বুদ্ধিই জানে- কেবলমাত্র ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ছাড়া এমন কোনো মনুষ্য নেই যার কাছে এই জ্ঞান আছে। সবার মধ্যে সর্বব্যাপীর জ্ঞান ভরা আছে।

এটা কেউ জানে না যে পরমাত্মা হলেন বিন্দু । জ্ঞানের সাগর হলেন পতিত- পাবন । (না বুঝে)এমনিই গাইতে থাকে। গুরুরা যা শেখান তারা সেটাকেই সত্যি-সত্যি বলতে থাকে। অর্থ কিছুই বোঝে না। না তার উপর কোন বিচার করে যে এতে সত্যি আছে না নেই। বাবা বোঝান যে তোমাদের বাচ্চাদের চলতে ফিরতে স্মরণের যাত্রায় অবশ্যই থাকতে হবে। তা না হলে বিকর্ম বিনাশ হতে পারবে না। কাজকর্ম করতে করতে বুদ্ধিতে বাবার স্মরণও যেন চলতে থাকে। শ্রীনাথের মন্দিরে ভোজন বানালে বুদ্ধিতে সেই শ্রীনাথ তো থাকেন তাই না! বসেই আছেন সেই মন্দিরে। জানে যে আমরা শ্রীনাথের জন্য বানাচ্ছি। ভোজন বানায়, ভোগ দেয় আবার ঘরের গৃহিণী বাচ্চা আদি স্মরণে আসতে থাকবে। ওখানে ভোজন বানায়। মুখ বন্ধ, কথা বলবে না। মন্ম দ্বারা কোন বিকর্ম হয় না। ওঁরা শ্রীনাথের মন্দিরেতে বসে আছে। এখানে তো তোমরা শিববাবার কাছে বসে আছো। এখানেও বাবা যুক্তি দিতে থাকেন। বাচ্চারা কোনো আজোবাজে কথা বোলো না। সবসময় বাবার সাথে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলতে হবে। যেরকম বাবা সেরকম বাচ্চারা। বাবার স্মৃতিতে থাকে যে চক্র কিভাবে ঘোরে, তবেই তোমাদের বাচ্চাদের এসে শোনান। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, চৈতন্য । কত সহজ কথা। কিন্তু তবুও বোঝে না কারণ বুদ্ধি পাথরের মতো হয়ে গেছে যে । সেই বীজকে আমরা চৈতন্য বলব না। এটা হল জ্ঞানযুক্ত , চৈতন্য । এ হল কেবল একটিই। ঐ বীজ তো অনেক প্রকারের হয়। ভগবানকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । তবে বাবা হয়ে গেলেন না! আত্মাদের বাবা পরমাত্মা তো সকলে সম্পর্কে ভাই হল, বাবাও ওখানে থাকেন যেখানে তোমরা আত্মারা নিবাস করো। নির্বাণধামে বাবা আর বাচ্চারা থাকে। এই সময় তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ভাই আর বোন হও, এইজন্য বলা হয়ে থাকে-শিব বংশী ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। এটাও তোমাদের লিখতে হবে যে তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী ভাই বোন হও। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টির

রচনা করলে তো ভাই- বোন হলে কিনা। কল্প- কল্প এরকমই সৃষ্টি করে থাকে। দওক নিতে থাকে। মনুষ্যকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয় না। যদিও বাবা বলে কিন্তু ওটা হল হদের, ঐনাকে প্রজাপিতা বলবে কারণ অনেক প্রজা আছে অর্থাৎ অনেক সন্তান আছে। তো বেহদের বাবা বাচ্চাদের সব কথা বসে বোঝান। এই দুনিয়া একদমই বিগড়ে গিয়ে ছিঃ-ছিঃ হয়ে গেছে। এখন তোমাদের বাহঃ- বাহঃ দুনিয়া তে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা ভুলে যায়। যদি এটা স্মরণে থাকে তবে বাবাও স্মরণে থাকবে আর গুরুও স্মরণে থাকবে যে আমাদের এখন ফেরত যেতে হবে। পুরানো শরীর ছেড়ে দেবে কারণ এই দেহ এখন কোন কাজের নেই। আত্মা এখন পবিত্র হয়ে চলেছে তো শরীরও পবিত্র হতে হবে। নিজেদের সঙ্গে এরকম- এরকম বার্তালাপ করা দরকার, একে বলা হয়ে থাকে- শুভ সম্মেলন, যেখানে ভালো-ভালো কথা হয়। সেবা কি করে বুদ্ধিতে আসে। কল্যাণ কি করে করি! ওদের তো ছিঃ- ছিঃ সম্মেলন হয়, গল্প কথা শোনাতে থাকে। এখানে গল্প আদির তো কোন কথাই নেই। সত্যিকারের সম্মেলন একেই বলা হয়ে থাকে। তোমাদের এই কাহিনী শোনানো হয়েছে যে এটা হল কলিযুগ, সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয়ে থাকে। ভারত স্বর্গ ছিল, ভারতবাসীই ৮৪ জন্ম ভোগ করে। এখন অস্ত্রতে আছে। এখন তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরি হও। এতে কোন গঙ্গা স্নান আদি করতে হবে না। ভগবানুবাচ-- আমিই হলাম সকলের পিতা। কৃষ্ণ সকলের বাবা হতে পারে না। দু'একটি বাচ্চার পিতা শ্রী নারায়ণ হতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণ তো কুমার। এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো অনেক সন্তান। কোথায় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, আর কোথায় শিব -ভগবানুবাচ। কত বড় ভুল করে দিয়েছে। কোথাও প্রদর্শনী করলে মুখ্য কথা তো এটাই হবে যে গীতার ভগবান ইনি নাকি উনি? সবার প্রথমে এটাই বোঝানো দরকার যে ভগবান শিবকে বলা হয়ে থাকে। এটা বুদ্ধিতে বসাতে হবে। এর উপর রহস্য ভেদ হওয়া দরকার। গীতার ভগবানের চিত্রও অনেক স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। নিচে লিখে দেওয়া দরকার যে এসে নির্ণয় (Judge) করো আর এসে বোঝো। তারপর লিখিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া দরকার। আচ্ছা- মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপ দাদার স্মরণ- ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

- ১) নিজেদের মধ্যে শুভ সম্মেলন করে সেবার বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। নিজের আর সকলের কল্যাণের জন্য যুক্তি রচনা করতে হবে। কখনও কোনো ব্যর্থ (ফালতু) কথা বলবে না।
- ২) সকাল সকাল উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে, বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। ভোজন বানানোর সময় এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে। মনসাও (মন) যাতে বাইরে না ঘোরে তা খেয়াল রাখতে হবে।

বরদানঃ- ত্রিকালদর্শী হয়ে ব্যর্থ সঙ্কল্প বা সংস্কারকে পরিবর্তনকারী বিশ্বকল্যাণকারী ভব(হও)।

যখন মাস্টার ত্রিকালদর্শী হয়ে সঙ্কল্পকে কর্মে আনবে, তখন কোনো কাজ ব্যর্থ হবে না। এই ব্যর্থকে বদলে সমর্থ সঙ্কল্প আর সমর্থ কাজ করবে- একে বলা হয় সম্পূর্ণতার প্রাপ্তি। কেবলমাত্র নিজের ব্যর্থ সঙ্কল্প বা বিকর্মেই ভাস্কর্য করবে না বরং শক্তিরূপ হয়ে সমগ্র বিশ্বের বিকর্মের বোঝা হালকা করতে বা অনেক আত্মাদের ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করবার যন্ত্রসমূহকে শক্তিশালী করো তবেই বলা হবে বিশ্বকল্যাণকারী ।

স্লোগানঃ- নষ্টমোহ হতে হলে সেবাতে স্নেহ রাখো, স্বার্থের জন্য নয়।

" বিন্দু গুরু "

আজ স্নেহের সাগর বাবা নিজের স্নেহী আত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে এসেছেন। বাবার স্নেহে দূর-দূর থেকে মিলন স্থলে পৌঁছে গেছে। বাপদাদা এমন স্নেহী আত্মাদের স্নেহের রিটার্নে স্নেহ এবং সহযোগ সदा দিয়ে থাকেন , এখনও দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও দিতেই থাকবেন।

সর্ব স্থানের স্নেহী আত্মারা এখনও সুক্ষ্ম ফরিস্তা (অশরীরী) রূপে এই মিলন সভায় সম্মুখে রয়েছে। বাপদাদা ডবল সভা দেখছেন। এক হল সাকারী শরীরধারীদের, যারা এই ধরনীতে বসে রয়েছে , দ্বিতীয় আকারী রূপধারী যাদের এই ধরনীর স্থানের প্রয়োজন নেই , ধরনী থেকে উঁচুতে প্রকাশ রূপে প্রকাশের বা লাইটের আসনধারী , কম জায়গায় অনেক দেখা যাচ্ছে । তো দুটি সভাই বাপদাদা দেখছেন এবং হর্ষিত হচ্ছেন।

বাপদাদা বাচ্চাদের স্নেহের শক্তি দেখছেন যে স্নেহের শক্তির আধারে সেকেন্ডে কত দূরের আত্মারা কাছে পৌঁছে যায়। স্নেহের শক্তি যত মহান হয় , সম্মুখে পৌঁছানোর স্পীডও ততই মহান হয়। কত অমূল্য রত্ন সামনে এসেছে । এক-একটি রত্নের মহিমাও হল অনেক । কোন্ কোন্ মহারথীর মহিমা বর্ণন করা হবে! বহ্নিশিখার(শমা) উপরে বহ্নিপতঙ্গরা (পরওয়ানা) এসে পড়ছে। সব বাচ্চাদের বাপদাদা সदा সহজযোগী ভব-র বরদান দিচ্ছেন। শুধু একমাত্র বিন্দুকে স্মরণ করো। সবচেয়ে সরল মাত্রা হল বিন্দু। তো বাপদাদা শুধু বিন্দুর হিসাবই বলে দেন। স্বয়ং বিন্দু রূপে পরিণত হও , স্মরণও বিন্দুকে করো আর ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যকে জেনে , প্লে করার পরে বিন্দুর মাত্রা লাগিয়ে দাও। একটি বিন্দুর মাত্রায় তুমি (আপ) , বাবা আর রচনা (আত্মা , পরমাত্মা এবং ড্রামা) সবকিছুই এসে যায়। তাহলে জানতে কি হবে - "বিন্দু"। করতে কি হবে - "বিন্দুকে স্মরণ"। এই বিন্দু মাত্রার মহত্বকে জেনে সর্বদা সহজযোগী হতে পারো। বিস্তার যতই বিশাল হোক না কেন তা কিন্তু বিন্দুতেই সমাহিত থাকে। বীজ বিন্দু , তাতেই সম্পূর্ণ বৃক্ষ সমাহিত থাকে। আত্মা হল বিন্দু তাতেই ৮৪ জন্মের সংস্কার সমাহিত থাকে। ৫ হাজার বছরের ড্রামাকে এখন সঙ্গমের শেষে সমাপ্ত করছ , এখন ড্রামার চক্র পূর্ণ হল অর্থাৎ যে চক্র পার হয়েছে তাকে ফুলস্টপ অথবা বিন্দি লাগাও, বিন্দি রূপে পরিণত হয়ে এবারে গৃহে ফিরতে হবে। বিন্দুর সঙ্গে বিন্দু রূপে পরিণত হয়ে ফিরতে হবে। গৃহ বা ঘরটিও হল সকল বিন্দুদের নিবাস। সঙ্কল্প , কর্ম , সংস্কার সবই মার্জ অর্থাৎ বিন্দু অবস্থায় অবস্থিত। সমাপ্তির মাত্রা হলই বিন্দু। সর্ব গুণ , সর্ব জ্ঞানের খাজানার সাগর কিন্তু সাগরও হল বিন্দু। সম্বন্ধ এবং সম্পর্কেও সকলের কপালে কি ঝলমল করছে - - বিন্দু। সর্ব কার্যকর্তা তাহলে হল কে ? বিন্দুই হল কিনা। পৃথিবী থেকে চন্দ্রমায় সেই বিন্দু-ই তো পৌঁছায়। তুমি সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা তিন লোকে পৌঁছে যাও সেও তো হল বিন্দু তাইনা! সায়েন্সের শক্তিই হোক অথবা সাইলেন্সের শক্তি , নির্মাণ করার শক্তি হোক বা নির্বাণে প্রস্থান করার শক্তি সে তো হল বিন্দু তাইনা ! বীজ থেকে এত বৃহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি এবং বিস্তার হয় কিন্তু বিস্তারের পরে সমাহিত হয় কিসে ? সেই বীজেই অথবা বিন্দুতেই তো । তাহলে অনাদি অবিনাশী হলই বিন্দু। তুমিও তিন কাল , তিন লোকের জ্ঞান অর্জন করো কিন্তু অর্জন কে করে ? " বিন্দু " । আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভ্যারাইটি পার্ট প্লে করেছে কিন্তু পার্টধারী কে? কে প্লে করেছে ? সে হল বিন্দু। তাহলে মহত্ব হলই একমাত্র বিন্দুর। আর বিন্দুকে জানা মানেই সবকিছু জানা। সবকিছু প্রাপ্ত

করা। বিন্দু রূপে স্থিত হয়ে যে সঞ্চল্ল করো ,যে ভাবনা রাখো ,যে শব্দই বলো ,যে কর্মই করো , যেমন বিন্দু হল মহান তেমনই সকল কথাই মহান হয়ে যায় অর্থাৎ স্বতঃই শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়।

আত্মিক এনার্জি হলই বিন্দু, যা স্থাপনার এনার্জি এবং বিনাশকারী অ্যাটমিক এনার্জিও হল বিন্দু। বিনাশও হয় বিন্দু দ্বারা , স্থাপনাও হয় বিন্দু দ্বারা । সৃষ্টি চক্রের আদিকালে বিন্দু রূপে অবতরিত হও এবং অন্তকালেও বিন্দু রূপেই প্রস্থান করো। তাহলে আদি ও অন্তের স্বরূপ হলই বিন্দু। কতটা সহজ হল। একমাত্র বিন্দুকে স্মরণ করা কি খুব মুশকিল ? স্কুলেও ছোট বাচ্চারা বিন্দুর মাত্রা সহজেই লাগাতে পারে। কোথাও পেন্সিল রাখলেই তো বিন্দু হয়ে যাবে। তো এত সহজ মাত্রা স্মরণে থাকে না ? এরচেয়ে সহজ আর কি বলা যায়। এরচেয়ে সহজ কিছু হয় নাকি ? ভক্তিতে তো লম্বা চওড়া আকারকে স্মরণ করে। বুদ্ধিতে ভাবনা দ্বারা চিত্রাঙ্কণ করে তবে গিয়ে ভক্তি সিদ্ধি লাভ করে। এখানেতো জ্ঞান দ্বারা সম্মুখে শুধু কি রাখা হয় সামনে ? বিন্দু। এই বিন্দুর স্মৃতি দ্বারা স্বয়ং সিদ্ধি স্বরূপে পরিণত হয়ে যায়। তাহলে কোনটা সহজ হল ? বুদ্ধিতে বিন্দু লাগানো অথবা আকার ইমার্জ করা ? তাইজন্য সহজযোগী হও। বিন্দুকে জানলে সদা সহজ হবে। তো স্নেহের রিটার্ন সহজ সাধন দ্বারা সহজযোগী ভব। তাহলে সবাই সহজযোগী হয়েছ তো ? বিস্তারে গেলে মুশকিলে চলে যাও কারণ বিস্তারে গেলে প্রশ্ন চিহ্ন অনেক লেগে যায় সেইজন্য যেমন প্রশ্ন চিহ্নের মাত্রা হল বাঁকা , ফলে কি-কি এর প্রশ্ন চিহ্নের বাঁকা পথে চলে যাও। বিন্দু স্বরূপে পরিণত হয়ে বিস্তারে যাও তাহলে সারতত্ত্ব প্রাপ্ত হবে। বিন্দুকে ভুলে বিস্তারে গেলে জঙ্গলে চলে যাও। যেখানে কোনো সারতত্ত্ব নেই। বিন্দু রূপে স্থিত থাকলে সারযুক্ত , যোগযুক্ত , যুক্তিযুক্ত স্বরূপের অনুভব করবে। তাদের স্মৃতি , কথা এবং কর্মে সর্বদা সমর্থ হবে। বিন্দু স্বরূপ ধারণ না করে বিস্তারে গেলে সর্বদা কেন, কি এর ব্যর্থ কথা এবং কর্মে শক্তি ক্ষয় করবে কারণ জঙ্গল থেকে বাইরে আসতে হবে। তাই সর্বদা কি স্মৃতিতে রাখবে ? একটি কথা - বিন্দু। সহজ তাইনা ? এরজন্য ভাষা জানো বা না জানো কিন্তু বিন্দু তো সব ভাষাতেই আছে। আর না জানলেও বিন্দু শব্দটি তো জেনে যাবে।

বুঝলে - কি করতে হবে? বিন্দু শব্দটিই হল জোরালো শব্দ । জাদুর শব্দ । বিন্দু হয়ে অর্ডার করো তাহলে সব তৈরী আছে । সঞ্চল্লের করতালি দাও সব তৈরী হয়ে যাবে। কিন্তু বিন্দুর করতালি প্রকৃতি শুনবে , সর্ব কর্মেন্দ্রীয় শুনবে এবং সর্ব সাথীরাও শুনবে। বিন্দু স্বরূপে তালি বাজাতে পারো কি ? আচ্ছা -

সর্বদা অনাদি অবিনাশী স্বরূপে স্থিত থেকে, বিন্দুর গুরুত্ব জেনে সর্বদা মহান রূপে স্থিত থেকে, বিন্দু স্বরূপে সর্ব খাজানার সারতত্ত্ব প্রাপ্ত করে, এমন সারযুক্ত , যোগযুক্ত , জীবনমুক্ত আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর নমস্কার ।

টিচারদের *সাথে* :-

সবাই কি তোমরা রুহানী সেবাধারী হয়েছ ? রুহানী সেবাধারী অর্থাৎ রুহানী খাজানায় সম্পন্ন হলে রুহানী সেবাধারী হতে পারবে। সেবাধারী অর্থাৎ যে দান করে। সেবা দ্বারা যে সুখ প্রদান করতে পারে তাকেই বলা হয় সেবাধারী । তাহলে দাতা স্বরূপ নিশ্চয়ই স্বয়ং সম্পন্ন হবে তবেই অন্যদের দিতে পারবে। তো সেবাধারী অর্থাৎ মাস্টার সুখদাতা , মাস্টার শান্তিদাতা, মাস্টার জ্ঞানদাতা। দাতা সর্বদা সম্পন্নমূর্ত হবে। যেমন সে নিজে হবে অন্যদেরও পরিণত করবে। যদি নিজের মধ্যে

কোনোরকম শক্তি কম থাকে তবে অন্যদেরও সর্বশক্তিবান রূপে পরিণত করতে পারবেনা। রুহানী সেবাধারী অর্থাৎ সর্বশক্তিবান । রুহানী সেবাধারী অর্থাৎ এভাররেডি এবং অলরাউন্ড । অলরাউন্ড সেবাধারী হল সত্যিকারের সেবাধারী । তাহলে সত্য সেবাধারীর সর্ব লক্ষণ নিজের মধ্যে অনুভব করো কি ? যে সম্পন্ন হবে সে সदा সন্তুষ্ট হবে আর সর্বকে সন্তুষ্ট করবে। যে কোনো প্রকারের অপ্রাপ্তি হল অসন্তুষ্টতার কারণ। সর্ব প্রাপ্তি থাকলেই হবে সदा সন্তুষ্ট । সন্তুষ্ট থাকা এবং সন্তুষ্ট করা, এর বিধি হল সম্পন্ন এবং দাতা স্বরূপ । দুটি বিষয়ই প্রয়োজন । কেউ যদি সম্পন্ন হয় কিন্তু দাতা না হয় তাহলেও সন্তুষ্ট করতে পারবেনা । তাই দাতাও এবং সম্পন্নও । সবার এই আনন্দ তো আছে তো যে আমরা সবাই হলাম বিশেষ আত্মা ? সমগ্র বিশ্বে কত কম সংখ্যায় আত্মারা সর্বদা বাবার সেবায় তৎপর থাকার নিমিত্ত স্বরূপ হয়। তো যে কোটিতে কজন আবার সেই কজনের মধ্যে কেউ কেউ আত্মারা নিমিত্ত হয় সেই গ্রুপে আমাদেরই পার্ট রয়েছে , আমাদের নাম রয়েছে , এইটি হল কত বৃহৎ খুশীর কথা। কোটিতে কজন এই হল আমাদের গায়ন , এই রুহানী নেশা কি থাকে? রুহানী নেশা যত উঁচু শ্রেণীর হবে ততই নম্রচিত রূপে পরিণত করবে। দেহভানের নেশা থাকবে একটু কিন্তু অহংকারে , অভিমানে উঁচু ভাববে। সত্য নেশায় যে থাকবে সে সदा নম্রচিত হবে। নম্রতা দিয়েই সবাইকে নিজের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করবে। । সুখদাতা , নম্রচিত আত্মা রূপে পরিণত হতে পারে । অভিমান নম্রচিত হতে দেয়না । নম্রচিত নাহলে সেবা করা অসম্ভব । তো সেবাধারীর বিশেষত্ব হল সর্বদা নম্রচিত নিজে নম্র হয়ে চলবে অন্যদেরও নম্র সহকারে চলতে প্রেরিত করবে। তাই রুহানী সেবাধারী ! এই রুহানী শব্দটি সदा স্মরণে রাখো। চলতে , ফিরতে , কথা বলতে , কর্ম করতে রুহানীয়তের প্রত্যক্ষ পরিচয় দেবে। সাধারণতা নয়, রুহানীয়ত।

সন্তুষ্ট আত্মাকেই সেবাধারীর টাইটেল প্রদান করা হয়। সন্তুষ্টতা না থাকলে সেবা নেবে। তাহলে তোমরা হলে সেবা গ্রহণকারী নাকি সেবা প্রদানকারী ? রুহানী সেবাধারী গ্রহণকারী হবেনা, আজ এই অজুহাত কাল সেই অজুহাত এইরূপ কথায় সময় নষ্ট করে সেবা গ্রহণ করো না তো ? এইরূপ কথাবার্তা হল শৈশবের । এখন শৈশব শেষ হয়েছে। এখন যাকিছু নিয়েছ সেসব রিটার্ন করতে হবে। এখন কোনো রকম কোর্ট কাছারী হওয়া উচিত নয়। বড়দের একস্ট্রা সময় নেওয়া উচিত নয়, সব কাহিনী শেষ হয়েছে । যদি এখনও সেবা নিয়ে চলেছ তবে আজই সেসব সমাপ্ত করো। বিন্দু লাগিয়ে দাও। যা অতীত তা অতীত , বিন্দু লাগিয়েছ তো ? সমাপ্তির বিন্দু লাগিয়ে যেও। বিন্দু লাগিয়ে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবে আর সন্তুষ্ট করে রাখবে , এই পার্ট সর্বদা স্মরণে রাখবে। আচ্ছা ।

নির্মলশান্তা *দিদির* *সঙ্গে*

মহান আত্মা অর্থাৎ সফলতামূরত । সর্বদা সফলতামূরত আছে তো ? যে যত হাল্কা থাকে তার কাজ ততই সহজে এবং স্বতঃতই সম্পন্ন হয়। যে বেশী কাজের ভার নেয় তার নির্ণয় শক্তি কাজ করেনা তাই সফলতায় তফাত রয়ে যায়। কাজ করার আগে স্বয়ং সর্বদা ডবল লাইট , বায়ুমন্ডলও লাইট , নিজেও লাইট , অন্যরাও লাইট - তাহলেই লাইট হাউসের কাজ সম্পন্ন হয়েই যায়।

কিন্তু কোনো আরম্ভ করার আগে লক্ষ্য ঠিক রাখা হয় , মধ্যখানে সেই লক্ষ্য মার্জ হয়ে যায় অর্থাৎ লক্ষ্য হারিয়ে যায়। আদি শক্তিশালী হয়, মধ্য কালে পার্সেন্টেজে ঘাটতি এসে যায়। যেমন আদি সময়ে

প্ল্যানের সময়ে অ্যাটেনশন রাখো , তেমনই প্র্যাক্টিকাল কাজের সময়ে যখন বিজি থাকো তখনও যেন অ্যাটেনশন থাকে। আদি-মধ্য-অন্ত এক সমান থাকলে সহজেই সফল হয়ে যাবে। আচ্ছা ।

এইবার মেলায় শান্তি-কুন্ড নির্মাণ করো। যাতে সবাই বুঝতে পারে এখানে আওয়াজ হলেও রয়েছে শান্তি। বৃত্তি এবং অনুভূতি যেন পরিবর্তিত হয়। (বাপদাদা কোলকাতায় আসবেন) নিশ্চয়ই , হ্যাঁ ঐ সময় আসবেন কারণ বাচ্চাদের আহবানে পিতা আসবেন না তা হতে পারেনা। কিন্তু কি ভাবে আসবেন তা দেখবেন। কিছু নতুন হওয়া দরকার কিনা । আচ্ছা । যে নির্মাণ করবে সফল হবে, কারণ সত্য হৃদয়ে সাহেব রাজী থাকেন। এই মেলাও বাবার দর্শনের স্থান কিনা। ভক্তজন দর্শন করবে , বাচ্চারা মিলনে ব্যস্ত থাকবে। ভালই তো , এও তো একপ্রকারের সাধন স্বয়ং প্রতি এবং অন্য আত্মাদের প্রতি। ব্রাহ্মণরাও উৎসাহ-উদ্দীপনায় মত্ত হয় আর অন্যদেরও সেবা হয়ে যায়। স্বয়ং প্রতি সেবা এবং অন্য প্রতি সেবা।

সঙ্গমযুগের এই সময়টিই হল শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণের সময়। সম্পূর্ণ কল্পের জন্যে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের নির্মাণ বর্তমানেই সম্ভব। সঙ্গমেই বাবা প্রদত্ত সর্ব অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহলে অধিকারী আত্মাও হলে, শ্রেষ্ঠ আত্মাও হলে, শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধী আত্মাও হলে। সর্বদা এই কথা স্মৃতিতে রাখো তাহলেই সমর্থী হয়ে যাবে। সমর্থী হলেই মায়াজিত রূপে পরিণত হয়ে যাবে। সমর্থ আত্মা বিঘ্ন-বিনাশক হয়। সঙ্কল্পেও বিঘ্ন আসতে পারেনা। মাস্টার সর্বশক্তিমান সদা বিঘ্ন-বিনাশক হবে। আচ্ছা ।

বিদায়ের *সময়* :-

সবাই তো অনেক শুনেছ , আরও কিছু শোনা বাকি রয়েছে কি ? শুধুমাত্র একটি কথাই রয়েছে সেটা কি ? যা পাওনা ছিল তাতো পাওয়া হয়েছে আর কি বাকি রয়েছে ! সবকিছু সমাপ্ত হয়েছে , কি বাকি রয়েছে ? এখন শুধু একটি কথা বাপদাদা দেখতে চাইছেন। ১৬ শৃঙ্গারে সজ্জিত সব সজনীরা অর্থাৎ ১৬ কলা সম্পূর্ণ । ১৬ শৃঙ্গারই হল ১৬ কলা । তো সবাই ১৬ কলা সম্পন্ন অর্থাৎ ১৬ শৃঙ্গারধারী স্বরূপে পরিণত হয়ে যাও। এখনও কেউ ৮ কলা, কেউ ১০ কলা , কেউ ১১ কিন্তু সবাই ১৬ কলা স্বরূপ হবে , তাও নিজের নিজের ক্রম অনুসারে কিনা। যেমন অন্য ধর্মের হিসাব অনুযায়ী গোন্ডেন স্টেজ রয়েছে । এখানেও সবার নিজের হিসাব অনুযায়ী ১৬ কলা হবে তাইনা ! বলা, করা, ভাবা সব একসমান হলে সম্পন্ন হয়ে যাবে। বাপদাদা এখন এইরূপেই সবাইকে দেখতে চাইছেন। সেইরূপ কবে হবে? এরজন্য সবাই তৈয়ারী করছে , সঙ্কল্পও করছে, ইচ্ছাও রয়েছে এই একটাই। তাহলে কি বাকি থাকছে ? স্টেজে বসে কি বলা এখন সম্পন্ন হতে হবে। তো ইচ্ছা সবার রয়েছে কিন্তু কিছু কি বাকি থেকে যাচ্ছে ? যদি অন্য সব ইচ্ছা থেকে ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা হয়ে যাও তাহলে এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হবে। সূক্ষ্ম ইচ্ছাগুলি এই একটি ইচ্ছাকে পূর্ণ হতে দেয়না। আচ্ছা ।

বরদান : ভাবা , বলা এবং করা এই তিনটিকে সমান করতে পারে এমন সর্বোত্তম পুরুষার্থী ভব।

সব শিক্ষার সারতত্ত্ব হল যে কোনো কর্মের দ্বারা দেখা, চলা , ওঠা, বসা , শোওয়া ইত্যাদি সকল কর্মে ফরিস্তা স্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন হবে , প্রতিটি কর্মে অলৌকিকতা দেখা যাবে। কোনো রকম লৌকিকতা

কৰ্মে বা সংস্কাৰে যেন না থাকে। ভাবনা চিন্তা , কৰ্ম করা , কথা বলা সব যেন সমান হয়। এমন নয় যে ভাবনা ছিল এই কৰ্ম না করার কিন্তু করা হয়ে গেল। যখন তিনটি ফ্যাকাল্টি এক সমান এবং বাবার সমান রূপ হবে তখন বলা হবে শ্রেষ্ঠ বা সৰ্বোত্তম পুৰুষার্থী ।

স্লোগান : দায়িত্ব নেওয়া অর্থাৎ অতিরিক্ত (এক্সট্রা) আশীর্বাদের (দুয়া) অধিকারী হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বেহদের বাবা এই বেহদের মহফিলে (Gathering, সভায়) গরীব বাচ্চাদের দত্তক নিতে এসেছেন , ওঁনার দেবতাদের মহফিলে (সভায়) যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই "

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের কোন্ দিনটি বড়ই ধুমধামের সাথে পালন করা দরকার?

উত্তর :- যে দিন মরজীবা জন্ম (নতুন জন্ম), বাবার প্রতি নিশ্চয়তা... সেই দিনটি খুবই উৎসাহে ধুমধামের সাথে পালন করা দরকার । সেই দিনটি হল তোমাদের জন্মাষ্টমী । যদি নিজের মরজীবা জন্মদিন (নতুন জন্মদিন) পালন করবে তবে বুদ্ধিতে থাকবে যে আমরা পুরানো দুনিয়াকে দূরে সরিয়ে রেখেছি (কিনারা করেছি)। আমরা বাবার হয়েছি অর্থাৎ উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়েছি ।

গীত :- আলোয় আলোকিত হল বহুপতঙ্গদের সভা (মহফিলে জ্বলে উঠলো শমা) ..

ওম শান্তি । গীত কবিতা, ভজন, বেদশাস্ত্র, উপনিষদ, দেবতাদের মহিমা ইত্যাদি বিষয় তোমরা ভারতবাসী বাচ্চারা অনেক শুনেছ। এখন তোমরা বুঝেছো যে , সৃষ্টির চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় । অতীতকেই তোমরা বাচ্চারা জেনেছো । বর্তমানে দুনিয়ার অবস্থা কি হয়েছে সেটাও তোমরা দেখেছো আর প্রায়িকলিও অনুভব করছো । বাকী যা হওয়ার তা তোমরা প্রায়িকলি অনুভব করোনি । অতীতে যা ঘটিত হয়েছে, সেইসবের অনুভব করেছো । বাবাই বুঝিয়েছেন আর বাবা ছাড়া কেউই বোঝাতে পারেন না । অগণিত মানব, কিন্তু তবুও তারা কিছুই জানেনা । রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তের সম্বন্ধে কিছুই জানেনা । কলিযুগের যে এটা অন্তিম সময় , সেটাও মানুষ জানে না। তবে হ্যাঁ, পরে গিয়ে সবকিছুই বুঝতে পারবে । মূল বিষয়কে(সার, essence) জানবে, কিন্তু পুরো জ্ঞান জানতে পারবে না । যারা পড়বে সেই স্টুডেন্টরাই এসব জানতে পারবে । মনুষ্য থেকে রাজাদের রাজা হওয়া । সেটাও আসুরী সংস্কারধারী রাজা নয় , দৈবী সংস্কারধারী রাজা , যাদের আসুরী সংস্কারের রাজারা পূজা করে । এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা জান। বিদ্বান, আচার্য প্রমুখরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না । ভগবান, যাঁকে শমা(অগ্নি) বলে ডাকে । ওঁনাকে জানেই না । যারা গান গায় তারাও এই সম্বন্ধে কিছু জানে না । মহিমাই শুধু করে । ভগবানও কখনও এই দুনিয়ার মহফিলে (সম্মেলনে) এসেছেন । মহফিল অর্থাৎ যেখানে অনেক লোকেরা একত্রিত হয় আর মহফিলে খাওয়া দাওয়া, মদিরা পান সবকিছু হয় । এখন এই মহফিলে তোমরা বাবার দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের খাজানা প্রাপ্ত করছো অথবা বলা আমরা বৈকুণ্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত করছি । এই পুরো দুনিয়ার মহফিলে বাচ্চারা বাবাকে জানে যে বাবা আমাদের উপহার দিতে এসেছেন । বাবা মহফিলে কি দেন আর মানুষ তাদের মহফিলে একে অপরকে কি উপহার দেয় , সেটাতে তো রাতদিনের তফাত। যেমন বাবা খাওয়ান হালুয়া, আর ওখানে সম্ভার থেকে সম্ভা জিনিস-- ছোলাও খাওয়ায়। এবার হালুয়া আর ছোলা দুটোতেই কত তফাত হয় । একে অপরকে ছোলাও খাওয়ায় । যখন কেউ উপার্জন করে না, তখন বলা হয় যে এ তো ছোলা চিবাচ্ছে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বেহদের বাবা আমাদের স্বর্গের রাজত্বের বরদান দিচ্ছেন । শিববাবা তো এই মহফিলে(সভাসমাগমে)

আসেন, তাইনা! শিব জয়ন্তীও পালন করা হয় , কিন্তু তিনি এসে কি কাজ করেন, এটা কেউই জানে না । তিনি হলেন আমাদের (আমাদের) বাবা । বাবাই খানপান করান , লালন পালন করেন । মাতাপিতা তো জীবনে লালন পালন করে , তাই না! তুমিও জানো যে মাতা পিতা জীবনে লালনপালন করে , এডপ্ট (দত্তক) নেন । বাচ্চারা নিজেরা বলে যে বাবা আমরা আপনার দশ দিনের বাচ্চা অর্থাৎ দশদিন ধরে আপনার হয়েছি । তাই বোঝা দরকার যে আমরা বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে গেছি । আমি (শিববাবা) তোমাদের দত্তক নিয়েছি । জীবিত অবস্থায় যখন কাউকে দত্তক নেওয়া হয় , তখন নিশ্চয়ই অঙ্ক শ্রদ্ধায় নেওয়া হয় না? মাতাপিতাও বাচ্চাকে অন্যের কোলে দেয় । তারা বোঝে আমাদের বাচ্চা এদের কাছে বেশী ভালো থাকবে , সুরক্ষিত থাকবে আর তারা স্নেহের সাথেই সামলাবেন । তোমরাও লৌকিক পিতার সন্তানেরা এখানে বেহদের বাবার কোলে আশ্রয় নিয়েছো । বেহদের বাবা কত ভালোবাসার সাথে তোমাদের আশ্রয় দেন । বাচ্চারা লেখে যে বাবা আমরা আপনার (তোমার) হয়ে গেছি । শুধুমাত্র দূর থেকে বললে তো চলবে না । প্রাঙ্কটিকলে যখন আশ্রয় দেওয়া হয় তখন তো সমারোহ (ceremony) করা দরকার । যেমন জন্মদিন পালন করা হয় , সেইরকম যখন এখানেও শিববাবার সন্তান হওয়া হয় তখন তো ছয় সাতদিনে নামকরণও করা দরকার, তাই না! কিন্তু কেউই পালন করে না । নিজেদের জন্মাষ্টমী তো বড়ই ধুমধাম করে পালন করা দরকার । কিন্তু কেউ পালনই করে না । জ্ঞানও নেই যে আমাদের জয়ন্তী পালন করা উচিত । বারো মাস অর্থাৎ এক বছর হলে পালন করে । আরে , প্রথমে যখন পালন করোনি তখন আর বারো মাস পর কি কারণে পালনের দরকার? জ্ঞানও নেই আর নিশ্চয়ও হবে না । একবার জন্মদিন পালন করলে তো মজবুত হয়ে যায় । তারপর যদি জন্মদিন পালন করতে করতে ভাগন্তী হয় (পালিয়ে যায়) তো বোঝা দরকার যে এ মৃত । জন্মদিন কেউ তো অনেক ধুমধাম করে পালন করে আবার কোনো গরীব গুড় ছোলাও খাওয়াতে পারে । বেশী কিছুই প্রয়োজন নেই । বাচ্চারা ভালো ভাবে বুঝতে না পারার কারণে খুশীতেও থাকে না । জন্মদিন পালন করলে যে স্মৃতি মজবুত হতে পারে, সেসব বুদ্ধিতে থাকে না । আজ বাবা আবার বোঝাচ্ছেন, যারা যারা (আমার) নতুন বাচ্চা হয়েছে, তাদের নিশ্চয় হলে অবশ্যই তোমরা নিজেদের জন্মদিন পালন করো । অমুক দিনে আমাদের নিশ্চয় হয়েছে, যার ফলে আমরা জন্মাষ্টমী শুরু করেছি । তাহলে বাচ্চারা বাবা আর বর্সাকে (অধিকার) ভালো ভাবে স্মরণ করা দরকার । আমি অমুকের সন্তান, এটা যেমন বাচ্চারা কখনোই ভোলে না , সেইরকম এখানে বলে বাবা আপনি আমাদের স্মরণে আসেন না । এরকম তো তোমরা অজ্ঞান কালেও (যখন জ্ঞানে ছিলে না) কখনও বলো নি । স্মরণে না আসার তো কোনো কারণই নেই । তুমি বাবাকে স্মরণ করো আর বাবা তোমাদের সকলকে স্মরণ করেন । আমার (শিববাবার) সব বাচ্চারাই কাম চিতায় জ্বলে ভস্মীভূত হয়েছে । এরকম কথা কোনো গুরু মহাত্মা ইত্যাদিরা বলেন না । ভগবানুবাচ হল এই যে তোমরা (আম্মারা) হলে সবাই আমার (শিববাবার) সন্তান । ভগবানের কাছে তো সবাই তাঁর সন্তান, তাই না! সব আম্মারা পরমাত্মা বাবার সন্তান হয় । বাবাও যখন শরীরে আসেন, তখন বলেন যে সব আম্মারাই আমার সন্তান । কামচিতায় বসে ভস্মীভূত হয়ে তমোপ্রধান হয়ে আছে । ভারতবাসী কত আয়রন এজড (তমোপ্রধান) হয়েছে । কামচিতায় বসে সবাই কালো হয়ে গেছে । যারা পূজ্য প্রথম নম্বর গৌর বর্ণের ছিল, তারাই এখন পূজারী শ্যাম বর্ণের হয়েছে । সুন্দর-ই শ্যাম হয়। কামচিতায় চড়া মানে সাঁপের ওপর চড়া । বৈকুণ্ঠে সাঁপ ইত্যাদি থাকে না, যে কাউকে দংশন করবে । এরকম ব্যাপার সেখানে হয় না । বাবা বলেন পাঁচ বিকারের প্রবেশ হওয়ার কারণে তোমরা তো জংলী কাঁটার মতন হয়েছো । বাবা বলেন এই হলো

কাঁটার জঙ্গল , যেখানে একে অপরকে দংশন করে ভস্মীভূত হয়েছে । ভগবানুবাচ, আমার , জ্ঞানসাগরের সন্তানেরা, যাদের আমি (শিববাবা) কল্প পূর্বেও এসে স্বচ্ছ পবিত্র বানিয়েছিলাম, আজ তারা সবাই পতিত কালো হয়েছে । বাচ্চারা জানে আমরা ফর্সা থেকে কালো কিভাবে হয়েছি । পুরো চুরাশীতম জন্মের হিস্টি জিওগ্রাফী নাটশেলে বুদ্ধিতে আছে । এই সময়ে তোমরা জানো যে নম্বরভিত্তিক বুদ্ধি অনুসারে পাঁচ ছয় বছর ধরে কেউ নিজেদের বায়োগ্রাফী সম্বন্ধে কিছু জানে । প্রত্যেকে নিজেদের অতীতের বায়োগ্রাফীকে জানে যে আমরা কি কি খারাপ কার্য্য করেছি । বড় বড় কথা তো বলা হয় কিন্তু আমরা কি করি ! পূর্ব জন্মেরই কিছু বলা যায় না , তাহলে জন্মজন্মান্তরের বায়োগ্রাফী সম্বন্ধে কি করে জানা যাবে ! বাকী চুরাশীতম জন্ম কিভাবে গ্রহন করা হয় , সেসব বাবা বসে তাদের বোঝান ,যারা পুরো চুরাশীতম জন্ম গ্রহণ করেছে । তাদেরই স্মৃতিতে এইসব থাকবে । ঘরে ফেরার জন্য আমি শিববাবা তোমাদের মত দিচ্ছি । একারণে বাবা বলছেন যে এই জ্ঞান সর্ব ধর্মের লোকেদের । যদি মুক্তিধামে ঘরে যেতে চাও তাহলে বাবা-ই নিয়ে যেতে পারেন । বাবা ছাড়া আমাদের আর কেউই আপন ঘরে নিয়ে যেতে পারে না । কারও কাছেই এই যুক্তি পাওয়া যায় না যে বাবাকে স্মরণ করে সেখানে (মুক্তিধামে) পৌঁছাও । পুনর্জন্ম তো সবাইকেই গ্রহন করতে হয় । বাবা ছাড়া তো কেউই নিয়ে যেতে পারেন না । মোক্ষ প্রাপ্ত করার খেয়াল তো কখনোই করা উচিত নয় । এইসব হয় না । এটা হল পূর্ব রচিত অনাদি ড্রামা, যেখান থেকে কেউই বেরোতে পারবে না । সকলের একমাত্র বাবা-ই হলেন লিবরেটর (মুক্তিদাতা) আর গাইড । তিনিই উপায় বলেন যে আমাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে , নইলে শাস্তি পেতে হবে । পুরুষার্থ না করলে বুঝতে হবে যে এরা এখানকার নয় । মুক্তি জীবন মুক্তির পথ তোমরা বাচ্চারা নম্বর ভিত্তিতে পুরুষার্থ অনুসারে বোঝো । প্রত্যেকের বোঝানোর প্রক্রিয়ার গতি নিজের নিজের হয় । তুমিও বলতে পারো যে এই সময়ে দুনিয়া পতিত হয় । কত মারামারি হানাহানি ইত্যাদি হয়ে থাকে । সত্যযুগে এইসব হয় না । এখন যে কলিযুগ, সব মানুষই এ কথাটি মানবে । সত্যযুগ ত্রেতা গোল্ডেন এজ , সিলভার এজ আর অন্য ভাষায় কেউ কেউ এই নাম তো অবশ্যই বলে হবে । ইংরেজি তো সবাই জানে । ডিকশনারি (অভিধান) -- ইংরেজি থেকে হিন্দির হয় । ইংরেজরা অনেক সময় ধরে রাজত্ব করেছে তাই তাদেরই ব্যবহৃত ইংরেজি রয়েছে । এই সময়ে মানুষ মানে যে আমাদের কোনো গুণ নেই, আমরা পতিত, বাবা দয়া করো আর আমাদের পবিত্র বানাও । এখন তোমরা বাচ্চারা বোঝো যে পতিত আত্মারা একজনও ফেরত যেতে পারবে না । সকলকেই সতো রজো তমোতে আসতে হবে। এবার বাবা এই পতিত মহফিলে (সম্মেলনে, partyতে) আসেন , কত বড় মহফিল হয় । আমি (শিববাবা) দেবতাদের সভায় কখনও যাই না । যেখানে ছত্রিশ প্রকারের সুস্বাদু ব্যঞ্জন থাকে, সেখানে আমি যাই না । যেখানে বাচ্চাদের রুটি জোটে না , সেখানে আমি তাদের কাছে টেনে কোলে তুলে বাচ্চা বানিয়ে অধিকার দিই । সাহকারদের (বিত্তশালীদের) অ্যাডপ্ট করি না । তারা তো নিজেরাই নেশায় বঁদু হয়ে থাকে । নিজেরাই তারা বলে যে আমাদের জন্য তো স্বর্গ এখানেই, তারপর কারো মৃত্যু হলে বলে তারা স্বর্গবাসী হয়েছে । সেই অনুযায়ী এটি হল নরক, তাই না ! তুমি বোঝাচ্ছো না কেন ? এখনও সংবাদপত্রে কেউই যুক্তিযুক্ত ভাবে কিছুই দেয় নি । বাচ্চারাও জানে আমাদের ড্রামা পুরুষার্থ করায় , আমরা যে পুরুষার্থ করি , সেসব ড্রামায় ফিক্সড আছে । অবশ্যই পুরুষার্থ করতে হবে । ড্রামায় বসলে চলবে না । প্রতিটি কথাতেই পুরুষার্থ করতে হবে । কর্মযোগী, রাজযোগী হচ্ছে , তাই না! তারা (সন্ন্যাসীরা) হলেন কর্ম সন্ন্যাসী, হঠযোগী । তুমি তো সবকিছুই করো , ঘরে থেকে বাচ্চাদেরও সামলাও । সন্ন্যাসীরা তো পালিয়ে যায় । তাদের নাকি

ভালো লাগে না । কিন্তু ভারতে তো পবিত্রতা দরকার, তাই না ! সেই অর্থে তো ভালোই। এখন তো মানুষ পবিত্রও থাকে না । এমনি কেউই পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারে না । বাবা ছাড়া কেউই নিয়ে যেতে পারেন না । এখন তোমরা জানো যে শান্তিধাম তো আমাদের ঘর । কিন্তু যাব কিভাবে? অনেক যে পাপ করেছি । ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে । সম্মান কার নষ্ট করা হয়েছে? শিববার । কুকুর বিড়ালে, প্রতিটি কণায় কণায় অর্থাৎ সবকিছুতেই পরমাত্মা আছেন বলা হয়েছে । এবার রিপোর্ট কাকে করা হবে ! বাবা বলেন আমিই হলাম সমর্থ । আমার সাথে ধর্মরাজও আছেন । সকলের জন্য এটা হল বিনাশের সময় (The time of settlement) । সকলেই শাস্তি ভোগ করে ঘরে ফিরবে । ড্রামার ধরনই এরকম । শাস্তি তো সকলকেই ভোগ করতে হবে । সাক্ষাৎকারও এটাই করানো হয়েছে । গর্ভজেলেও সাক্ষাৎকার হয় । তুমি এই এই কাজ করেছে, তাই এখন শাস্তি ভোগ করো । তখনই তো বলা হয় যে এবার এই জেল থেকে মুক্ত করো । আমরা আর এরকম পাপ করবো না । বাবা এইসব কথা তোমাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । গর্ভেও শাস্তি ভোগ করো , সেটাও হয় জেল, দুঃখ অনুভব হয় তো ! সত্যযুগে কোনও জেল হয় না , যেখানে শাস্তি ভোগ করা হয় । এবার বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলে খাদ বেরিয়ে যায় । অনেকেই তোমাদের এই কথাগুলো মানবে । ভগবানের নাম উল্লেখ রয়েছে যে । শুধু ভুল করেছে কৃষ্ণের নাম লিখে । এবার বাবা বাচ্চাদের বলছেন যে যা কিছু শুনছো, শুনে সেগুলো সংবাদপত্রে ছাপানোর ব্যবস্থা করো । শিববাবা এই সময়ে সকলকে বলেন যে চুরাশীতম জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছে । এবার আবার আমি (শিববাবা) রায় দিচ্ছি যে আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা মুক্তি জীবনমুক্তি ধামে চলে যাবে । বাবার নির্দেশ এই যে আমাকে স্মরণ করো তো খাদ বেরিয়ে যাবে । আচ্ছা -- বাচ্চারা কত বোঝাব আর কত বোঝাব! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) প্রতিটি বিষয়ের জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে । ড্রামা বলে বসে গেলে চলবে না । কর্মযোগী রাজযোগী হতে হবে । কর্ম সন্ন্যাসী বা হঠযোগী নয় ।

২) শাস্তি না খেয়ে বাবার সাথে চলার জন্য স্মরণে থেকে আত্মাকে সতোপ্রধান করতে হবে । শ্যাম বর্ণের থেকে গৌর বর্ণের হতে হবে ।

বরদান :- নিজের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ এবং শ্রেষ্ঠ নেশায় স্থিত থেকে অলৌকিকতার অনুভব করাতে পারে এমন অন্তর্মুখী ভব !

যেমন নক্ষত্রের সংগঠনে বিশেষ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা দূর থেকেই আলাদা আর সুন্দর দেখায়, সেই রকম তোমরা নক্ষত্র রূপী আত্মাদেরও সাধারণ আত্মাদের মাঝে এক বিশেষ আত্মা মনে হবে। সাধারণ রূপ হওয়া সত্ত্বেও অসাধারণ বা অলৌকিক স্থিতি হলে তো সংগঠনের মাঝে লোকেরা আল্লাহ-কে (ঈশ্বরকে) দেখতে পারে। এর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে আবার বাহ্যমুখীতে আসার অভ্যাস করো। সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বা নেশায় স্থিত হয়ে নলেজফুলের সাথে পাওয়ারফুল হয়ে নলেজ দেবে, তবেই অনেক আত্মাদের অনুভবী বানাতে পারবে।

স্লোগান :- রাবণের সম্পদ সাথে রাখলে দিলারাম বাবাকে হৃদয়ে রাখতে পারবে না।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা তোমাদের এই দেহের ভাব থেকে মুক্ত থেকে অর্থাৎ বর্তমানের এই জরাজীর্ণ পতিত-দেহ থেকে মোহমুক্ত হয়ে এক ও একমাত্র প্রকৃত বাবার সাথে প্রকৃত সম্পর্কে জুড়ে থাকো।"

প্রশ্ন :- বর্তমানের এই সঙ্গমযুগে - বাচ্চারা, তোমাদের কি এমন সহজাত স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে ?

উত্তর :- জ্ঞানের বিশেষ অলংকারে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকা - এটাই তোমাদের সহজাত স্বাভাবিক সৌন্দর্য। যারা সেই জ্ঞানের বিশেষ অলংকারে পরিপূর্ণ হয়ে থাকতে পারে, তাদের চেহারাতে খুশীর ঝলক এমন ভাবে প্রকাশ পায় যেন তা কোনো বিকশিত ফুল। কিন্তু যদি সেই খুশী পরিলক্ষিত না হয়, তবে অবশ্যই সে দেহ-অভিমান (দেহ-ভাব) স্থিতিতেই আছে। যার কারণে সব বিকারগুলির উৎপন্ন হয়।

গীত:- মহাফিল মে জ্বল উঠী শমা(বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে প্রকাশিত হয়েছে জ্ঞানের আলো)

ওঁ শান্তি! এই গীত কি সুন্দর বিচিত্র অর্থ বহন করছে। এই যে প্রেম - তা কার সঙ্গে ? কে কার প্রতি আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত ? এই দুনিয়াদারী ছেড়ে কেন ওঁনার কাছে যাওয়ার এত আগ্রহ ? আর এই প্রেম পূর্বে কবে কার সাথেই বা হয়েছিল ? যে সুপ্ত-স্মৃতিতে তার মনে এই আত্মাহুতির আগ্রহ প্রকাশ পেল ? এত স্নেহও কেন তাঁর প্রতি এত প্রেম ভাব মনে। সত্যি, কি অপূর্ব এই গীতের অর্থ! যেমন অগ্নি-শিখাকে ঘিরে বহ্নি-পতঙ্গের এই পরিক্রমা তা তো কেবল আত্মাহুতি দেবার উদ্দেশ্যেই। তেমনি তোমরা আত্মারাও যখন বাবার কাছে এসে পৌঁছাও, তোমাদের এই শরীরকে তো ছেড়েই আসতে হয়। অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করতে হয়। জাগতিক বিচারে, ইনি তো বড় শত্রুই - কিন্তু, যার সাথে আমার প্রেম, তার জন্যই এই আত্মাহুতি - যা মনুষ্য জগত ভয় পায়। তারা তো ভগবানের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কত দান-পূন্য, তীর্থ-যাত্রা ইত্যাদি করে থাকে। শরীর ছাড়ার সময় মানুষ বলে, ভগবানকে স্মরণ করতে। যেহেতু ভগবানের নামই সব কিছুই সার। উনি অবতীর্ণ হয়েই পুরানো দুনিয়ার সব কিছুই বিনাশ করেন। তোমাদের বাচ্চাদের তো তা জানা আছেই, তোমরা এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে পঠন-পাঠন করো, তা সেই নতুন দুনিয়ায় যাবার লক্ষ্যেই। বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়াকে পতিত দুনিয়া বা নরক বলা হয়। তাই বাবা আমাদেরকে সেই নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার দিশা দেখিয়ে বলেন - "কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, আমিই সেই স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা (Heavenly God Father)।" জাগতিক লৌকিক বাবার থেকে তো ধন-দৌলত, জমি-জমা, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু কণ্যারা উত্তরাধিকার পায় না, তাদেরকে পরের গৃহে পাঠিয়ে দেয়। । অর্থাৎ তাদের উত্তরাধিকারী বলে মানা হয় না। আর ইনি তো হলেন সব আত্মাদেরই বাবা। সবাইকেই তাঁর কাছে আসতে হয় এবং আত্মাহুতি দিতে হয়। কোনো এক সময় অবশ্য ওঁনাকেও আসতে হয়, যখন সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার পালা আসে। যেহেতু নতুন দুনিয়ায় অনেক কম সংখ্যক মনুষ্যের বাস থাকে। বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়ায় তো কত অসংখ্য মনুষ্যের বাস কিন্তু নতুন দুনিয়ায় কত অল্প সংখ্যক মানুষ আর পর্যাপ্ত সুখ-শান্তি। পুরনো দুনিয়ায়

মাত্রাতিরিক্ত মানুষের আধিক্য আর সেখানে দুঃখও অতিরিক্ত। তাই তো তারা হা-হতাশ করে আর বাবাকে ডাকতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী বাপু-জী, যাকে ভারতের জাতীয় জনক বলা হয় - উনিও সেই পতিত-পাবন বাবাকেই ডাকেন আর বলেন, বাবা এসো। যদিও সেই বাবাকে তিনিও স্পষ্টরূপে জানতেন না। অথচ বুঝতে পারতেন। পতিত-পাবন হলেন পরম-পিতা পরমাত্মা। তিনিই হলেন সমস্ত দুনিয়ার মুক্তি-দাতা। রাম-সীতার কাহিনী তো আর সমগ্র বিশ্বে মান্যতা পাবে না। এটা তো ভুল (কারণ পতিত পাবন সীতারাম হতে পারে না) । সমগ্র বিশ্বেই পরমপিতা পরমাত্মাকে মুক্তিদাতা ও দিশা নির্দেশক হিসাবে মান্যতা দেয়। তিনি দুঃখ থেকে মুক্ত করেন আমাদের । আচ্ছা কার কারণে তোমরা এত দুঃখ পেয়ে থাকো ? (শিব) বাবা তো দুঃখ দিতেই পারেন না, যেহেতু উনি হলেন পতিত পাবন বাবা। যিনি আমাদেরকে পবিত্র দুনিয়া সুখধামে নিয়ে যান। তোমরাই হলে সেই (রুহানী) ঈশ্বরীয় পিতার ঈশ্বরীয় সন্তান। যেমন বাবা তেমনি তাঁর বাচ্চারাও। আবার লৌকিক বাবার হল দেহধারী সন্তান । তাই তোমাদেরকেই তা বুঝতে হবে প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা। পরমপিতা পরমাত্মা এসেছেন আমাদেরকে আশীর্বাদী-বর্ষা দিতে। আমরা হলাম তাঁর ছাত্র-- একথা কখনও ভুলে যাওয়া চলবে না। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে শিববাবা স্বয়ং মধুবনে এসে এই মুরলী শোনান। কাঠ বা বাঁশের বাঁশী তো এখানে নেই । কৃষ্ণের নৃত্যের তাল ও বাঁশীর সুর- এসব তো ভক্তি-মার্গের ব্যাপার। কৃষ্ণ মুরলী বাজান একথা তোমরা বলতে পার না। মুরলী তো শিববাবার দ্বারাই পরিবেশিত হয়। তোমাদের কাছে এমন অনেকেই আসতে থাকবে, যারা ভালো ভালো গীত রচনা করতে পারে। প্রধানতঃ পুরুষেরাই গীত রচনা করে থাকেন । ভক্তি-মার্গের গীত তোমাদের জন্য নয়। তোমাদের তো কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হয়। বাবা স্বয়ং তা বলেন - "কেবলমাত্র এই অক্ষ-কেই(আমাকে)স্মরণ করো।" শিবকে বলা হয় বিন্দু। ব্যবসায়ীরা যখন বিন্দু লেখে, তখন তাকে শিব উচ্চারণ করে। একের পর বিন্দু যোগ হলে তা ১০ হয়। তারপর আবার বিন্দু লাগলে হয় ১০০ এই ভাবেই শিববাবকে স্মরণ করতে হয়। যত বেশী করে শিবকে স্মরণ করো, অর্দ্ধেক কল্পের জন্য ততই ধনবান হয়ে যাও। প্রথম অর্দ্ধ-কল্পে সেখানে কেউ গরীব থাকেই না। সবাই পরম সুখেই থাকে। দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়। তোমরাও অধিক ধনবানে পরিণত হয়ে যাবে। একেই বলা হয় থাকে, প্রকৃত বাবার থেকে প্রকৃত উপার্জন বা বিত্তলাভ। যা মৃত্যুর পরেও সাথে যায়। সাধারণ মানুষ তো খালি হাতেই যায় সেখানে। কিন্তু তোমাদের মূর্তি ভর্তি করে নিয়ে যেতে হবে । যার জন্য প্রয়োজন কেবল এই বাবাকে স্মরণ করা আর পবিত্রতা ধারণ করা। তাই তো বাবা বলেন যে, পবিত্রতা থাকলেই শান্তি আসবে, শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ হবে। তোমরা আত্মারাই প্রথমে এত পবিত্র থাকো, যা পরে অপবিত্র হয়ে পড়ো। সন্ন্যাসীদেরও অর্ধ-পবিত্র (Semi-pure) বলা যায়। কিন্তু তোমাদের তো পূর্ণ সন্ন্যাস। তোমরা তো বিলক্ষণ জানো, সন্ন্যাসীরা কতটাই বা সুখ পায়। সে সুখ তো সামান্যই, তারপর তো আবার সেই দুঃখই। এসব যা ভক্তি-মাগেই ঘটে থাকে। ভক্তি-মাগে তো হনুমানেরও পূজা করা হয়, তার মূর্তির প্রতি কত ভক্তি দেখানো হয়। চণ্ডীকাদেবীরও কত বিশাল মেলা বসে । তারও চিত্র হয়। যার ধ্যান করবে, তার দর্শন তো হবেই। কিন্তু তার থেকে প্রাপ্তিটা কি হবে ? অনেক রকমের মেলা বসে, তার থেকে আমদানী অবশ্য হয় তাই না! এসব হচ্ছে জাগতিক আমদানীর ব্যবস্থা । তারা বলে সেসব ব্যবসায় কিছু নেই, বিনা ব্যবসায় নর থেকে নারায়ণ হওয়ার ব্যবস্থা আছে এখানে। এত উঁচু ব্যবসা কদাচিৎ-ই কেউ করতে পারে। বাবাকে নিজের করে, দেহ সমেত সবকিছু বাবাকে নিবেদন করা, তা কেবল তোমরা বাচ্চারা করতে পারো। যেহেতু তোমরা জানো যে, এরপরেই তোমাদেরকে এখন নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা কৃষ্ণপূরীতে

(সত্যযুগে) যেতে পারবে কিন্তু তা যখন তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছবে, একমাত্র তখনই। কারণ তখন সেই কৃষ্ণ-পুরীতে এমন কেউ-ই থাকবে না কি যে বলবে আমাকে পবিত্র বানাও। বর্তমান দুনিয়ার মানুষ তো একনাগাড়ে ডেকেই চলেছে, মুক্তিদাতা এসো এসো। এই পাপ-আত্মার দুনিয়া থেকে মুক্ত করো। তোমরা তো এখন তা জেনেই গেছো, বাবা স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন, আমাদের ঠান্ডার সাথে নিয়ে যাবার জন্য। সেখানে (শান্তিধামে) পৌঁছানোটা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার! যেহেতু মানুষ শান্তি চায়। কিন্তু প্রকৃত শান্তি বা কাকে বলে - তাই তো জানে না। কর্ম করা ছাড়া কেউ থাকতেই পারে না। আবার প্রকৃত শান্তি তো কেবল শান্তি-ধামেই। যেহেতু আমরা শরীরধারী, তাই কর্ম তো করতেই হবে। সত্যযুগে কর্মের মধ্যে থেকেও শান্তিতে থাকা যায়। অশান্তিতে থাকা মানে দুঃখে থাকা। তাই তো তারা জানতে চায় শান্তি কিসে পাওয়া যায়। বাচ্চারা তো জানতে পেরেছে, শান্তিধাম-ই তোমাদের প্রকৃত ঘর। সত্যযুগে তো সুখ-শান্তি সব কিছুই আছে। তাই তা চাই নাকি কেবলমাত্র শান্তি-ই চাই। বর্তমান যুগটা অতি দুঃখের, তাই তো পতিত-পাবন বাবাকে ডাকা হয়, এখানে আসার জন্য। ভক্তি করার উদ্দেশ্যই হল, ভগবানের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা। এই ভক্তি প্রথমে থাকে অব্যভিচারী তারপর তা ব্যভিচারীতে পরিণত হয়। ব্যভিচারী ভক্তিতে দেখো, কত কিই না দেখানো হয়। সিঁড়ির চিত্র দ্যাখো, কত সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য, সর্বপ্রথম তো এটাই প্রমাণ করতে হবে - ভগবান কে ? শ্রীকৃষ্ণকে এত গুণের কে বানিয়েছে। পূর্ব জন্মে উনি কে ছিলেন। এসব বোঝাতে গেলে তো উপযুক্ত যুক্তির প্রয়োজন। যে খুব নিষ্ঠা সহকারে সেবা করে, তার মন তাতে তত সায় দেয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মন দিয়ে যে পঠন-পাঠন করে, সে-ই তো জ্ঞানে পটু ও তীক্ষ্ণ হবে। ক্রম অনুসারেই তো সবকিছু হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার ভোঁতা বুদ্ধিরও হয়। সেইসব আত্মারা তখন শিববাবাকে প্রার্থনা জানায়- আমার বুদ্ধির তালা খুলে দাও বাবা। বাবা তখন জানান, তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলার উদ্দেশ্যেই তো আমি এসেছি। কিন্তু তোমাদের কর্মই এমন যে, সেই তালা খুলছেই না কিছুতেই। তাই বাবা আর কি করবে। এতই বেশী পাপ করেছে যে, বাবা সেখানে আর করবেই বা কি। শিক্ষককে যদি বলো, আমি তেমন পড়াশোনা করি না - শিক্ষকের আর কি করার থাকে তখন। সেক্ষেত্রে শিক্ষকের কৃপা তো আর পাওয়া যাবে না। খুব বেশী হলে একটু বাড়তি সময় দিতে পারে। যেহেতু তোমাকে বারণ করতে পারবে না। প্রদর্শনী ঘর তো খালী পড়েই আছে, সেখানে বসে অভ্যাস করতে থাকো। ভক্তি-মার্গের গুরুরা যেমন বলে থাকে, মালা জপতে থাকো। কেউ বা আবার বলে, এই মন্ত্র স্মরণ করতে থাকো। কিন্তু এখানে তো বাবা স্বয়ং নিজের পরিচয় জানিয়ে বলেন, একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করবে, তাতেই বাবার আশীর্বাদী-বর্ষা পাবে তোমরা। সত্যযুগে পারলৌকিক বাবার বর্ষা এমনতেই পাওয়া যায়, তাই তখন ঠান্ডাকে স্মরণ করার প্রয়োজন থাকে না। এখন এই আশীর্বাদী-বর্ষা আবার ২১ জন্মের জন্য পাওয়া যায়। তাই বাবার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সেই বর্ষা নেওয়া উচিত কিনা। এই কারণেই বাবা সতর্ক করে বলেন, বিকারের মধ্যে না যেতে। বিকারের স্বাদ অল্প পেলেই, তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, সিগারেটের বা নেশার জিনিষের স্বাদ একবার পেলেই, তা মূহুর্তেই সঙ্গ-দোষের স্বভাবে চলে আসে। তারপর তা ছাড়তে খুবই মুশকিল হয়। তখন কত বাহানা, কত অজুহাত করে সে। তাই এমন কোনও কিছুই স্বভাবের সংস্কারে স্থান দেওয়া উচিত নয়। এইসব ছিঃ ছিঃ সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বাবা আরও বলেন যে, "এই জীবিত অবস্থাতেই দেহ-ভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। আর তা হবে আমার স্মরণে থাকলে।" দেবতাদের শুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে ভোগ পরিবেশন করা হয় - তোমরাও তেমনি পবিত্র খাদ্যই ভোজন করবে।

এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে বিকশিত ফুলের মতন সদা-হাস্যময় থাকতে হবে। যেমন কন্যারা তাদের পতিকে পেলে, তাদের মুখমন্ডলে আনন্দের ভাব ফুটে ওঠে। তখন ভাল ভাল গয়না-গাঁটি, কাপড়-চোপড় পরিধান করলে, তাদের জৌলুস-ই বেড়ে যায়। আর তোমরা বাচ্চারা তো জ্ঞানের অলংকারে সুসজ্জিত। সত্য-যুগের স্বর্গ-ভূমিতে তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর থাকে। তখন কৃষ্ণের নাম হয়-সুন্দর। রাজা-রানী, রাজকুমার-রাজকুমারী সবাই খুব সুন্দর হয়। যেহেতু প্রকৃতি তখন সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন প্রকৃত সুন্দরের সেই চিত্র, এই দুনিয়ার কেউ তা বানাতেই পারে না। যেহেতু এই চর্ম-চোখে তাদেরকে কেউ দেখতেই পায় না। যদিও কারও কারও সাক্ষাৎকার হয় বটে, কিন্তু হুবহু চিত্র বানাতেই পারে না। তবে কোনো পটু চিত্রকারের যদি সেই সাক্ষাৎকার হয় এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই বসে তার চিত্র আঁকতে পারে, একমাত্র তখনই তা হতে পারে। কিন্তু তা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। অতএব তোমাদেরই নেশা থাকা উচিত। বাবা স্বয়ং এসেছেন, তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই বাবার থেকেই তোমারা স্বর্গে যাওয়ার আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। আর এটাই তোমাদের ৮৪-তম জন্ম -যা পুরো হয়ে যাচ্ছে। এই সব ধারণাগুলি বুদ্ধিতে ধারণ করলেই খুশীতে থাকবে। এক ফোঁটাও বিকারের চিন্তা আসা চলবে না। বাবা তো জানিয়েছেন - কাম-বিকার মহাশত্রু। দ্রোপদীও এই কারণে কত চিৎকার করেছে। বাবা বলছেন - তোমরা কেবল একমাত্র আমার কথাই শুনবে আর বাবার এই শ্রীমত অন্যদেরকেও শোনাবে। 'যেমন বাপ - তেমনি বেটা'। ছেলেকে দেখলেই যেন বাবার কথা মনে পড়ে। কিন্তু এই বাবা কে ? -- অবশ্যই শিববাবা। শিব আর শালিগ্রামের কাহিনী তো জানোই। শিববাবা যা বোঝান, তাই মেনে চলবে। অর্থাৎ বাবার অনুগামী হও। তাই তো ওনার গুণের এত মহিমা করা হয়। বাবা বাচ্চাদের জানাচ্ছেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, বাবার অনুগামী হয়ে পবিত্র হও। অনুগামী বাচ্চারাই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবে। লৌকিক বাবার অনুগামী হলে ৬৩-জন্মই তোমারা পতনের সিঁড়িতেই নামতে থাকবে। তাই এখন কেবলমাত্র পারলৌকিক বাবাকে অনুসরণ করে, উত্থানের সিঁড়িতে উঠতে হবে। যেহেতু বাবার সাথেই তোমাদের যেতে হবে। বাবা জানেন, তার এক এক বাচ্চা লাখ টাকার রত্নরাজির সমান। বাবা রোজ রোজ তাই বোঝাতে থাকেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা শুরুতেই সবাইকে দুই-বাবার পরিচয় জানাতে হবে। লৌকিক বাবার বর্সাতে আত্মারা পতিত হয় আর পারলৌকিক বাবার বর্সাতে পবিত্র-পাবন হওয়া যায়। এতেই তফাৎ-টা স্পষ্ট। সেই পারলৌকিক বাবা-ই এখন তোমাদের পবিত্র-পাবন হতে বলছেন। যারা বিকারে যায়, তাদেরকেই পতিত বলা হয়। তোমাদের উদ্দেশ্য থাকবে, পতিতদের পবিত্র-পাবন হবার দিশা দেখানো। যেহেতু পারলৌকিক বাবা বলছেন, পবিত্র হও। যেহেতু বিনাশ এখন দোরগোড়ায়। সুতরাং এখন কি করা উচিত ? অবশ্যই পারলৌকিক বাবার মত অনুসারেই চলা উচিত। প্রদর্শনী-গুলিতে বুঝিয়ে এই কথাগুলিকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাও। তারা যেন তা লিখে দেয় - কেবলমাত্র পারলৌকিক বাবাকেই অনুসরণ করবে, নিজেদের এই পতিতপনা ঝেড়ে ফেলবে। তোমরা তার গ্যারান্টিও দিতে পারো, যেখানে বাবা স্বয়ং গ্যারান্টি দিচ্ছেন। তাদেরকে বলো, তোমরা কেনই বা পতিত হও, তারপর আবার পতিত-পাবনকে ডাকতে থাকো, উদ্ধার পাওয়ার জন্য। সবকিছুরই মূল কথা হল পবিত্রতা। তা থাকলেই তোমরা বাচ্চারা দিন প্রতিদিন খুশীতে থাকতে পারো। এটাও ভাববে, বাবা আমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হওয়ার আশীর্বাদী-বর্সা দিচ্ছেন।

আচ্ছা! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ-সুমনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনও প্রকারের খারাপ (ছিঃ-ছিঃ) অভ্যাস রাখবে না । জীবিত অবস্থায় থেকেও দেহ-ভানকে ত্যাগ করতে হবে । ফুলের মতন হর্ষিত চেহারা রাখতে হবে।

২) পারলৌকিক বাবাকে অনুসরণ করে পবিত্র হতে হবে। তাঁর শ্রীমত অনুসারে চলার প্রতিজ্ঞা করতে হবে আর অন্যদেরকেও তা করাতে হবে।

বরদান :- দেহের ভান বাবাকে অর্পণ করে সমর্পিত, যোগযুক্ত ও বন্ধনমুক্ত হও (ভব)!

যে দেহ-অভিমানকে অর্পণ করতে পারে, তার প্রতিটি কর্মই দর্পণ হয়ে যায়। যেমন কোনো কিছু অর্পণ করা হলে তা আর নিজের থাকে না, সেই ভাবেই দেহের ভাবকেও অর্পণ করলে, নিজের দেহের প্রতি মোহ-ভাবও কেটে যায় আর দেহের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। তাকেই সম্পূর্ণ সমর্পণ বলা যায়। এই প্রকার সমর্পিত হতে পারলে সে সदा যোগযুক্ত ও বন্ধনমুক্ত হতে পারে। তার প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি কর্মই যুক্তিযুক্ত হয়।

স্লোগান :- সর্বশক্তিমান বাবাকে সঙ্গী বানিয়ে নিলে সফলতা তোমার পদতলে লুটিয়ে পড়বে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। নিজের পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান প্রদান করো, নিজের সমগোত্রীয়দের কল্যাণ করো ।"

প্রশ্ন :- কোন্ শ্রীমত পালন করলে বাচ্চারা নিজের অবস্থাকে স্থিতিশীল বানাতে পারবে?

উত্তর :- নিজের অবস্থাকে স্থিতিশীল করতে হলে, বাবার প্রদত্ত শ্রীমত হল, বাচ্চাদের প্রত্যেক দিন সকাল সকাল উঠে খুব প্রেমপূর্ণ ভাবে বাবাকে স্মরণ করা। নিজেকে আল্লা মনে করা, আর বাবা যা কিছু বলেন তা শোনা। যদি স্মরণ না করতে পারো তাহলে অকারণ চিন্তা ভাবনা মনে চলবে, ব্যর্থ সংকল্প আসবে, এই জন্য বাবা এই রায় দিয়েছেন যে, বাচ্চারা প্রতিদিন সকাল সকাল উঠে, নিজেই নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে, চলতে ফিরতে, খেতে..... খাবার বানাবার সময় একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, রুহানি বাবা হলেন সকল আল্লাদের পিতা, যিনি সবার থেকে উপরে, সর্বোচ্চ, ওনাকে "শিবায় নমঃ" বলা হয়। ফাদারও বলা হয়। সেই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, যাকে পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর বলা হয়। এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে তোমরা তাঁর সান্নিধ্যে বসে আছো। এটা তোমাদের বুঝতে হবে। যেমন কোথাও এক গীতা পার্শালা আছে যেখানে কৃষ্ণের ছয় ফুট লম্বা চিত্র ছিল। বাস্তবে এখন কৃষ্ণকে ছোটো দেখানো হয়। তারপর বলা হয় উনি গীতার ভগবান ছিলেন। তাহলে কবেই বা গীতা শোনালেন? বাল্যকালে, নাকি যখন ছয় ফুটের হয়েছিলেন তখন? রাধে আর কৃষ্ণ যুগলে ছিলেন। রাধে আর কৃষ্ণের কি সম্পর্ক ছিল? রাধেকে ভগবতী আর কৃষ্ণকে ভগবান বলা হয়। এই দুজনের কি সম্পর্ক, এটা তো কেউ জানে না। কৃষ্ণ গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কবে? যখন তুমি এই সব প্রশ্ন করবে তখন লোকেরা বুঝতে পারবে যে এরা ব্রহ্মাকুমার- কুমারী। ওরা ছাড়া এইসব প্রশ্ন আর কেউ করতেই পারে না। যেকোনো বড় বড় রাজা- মহারাজা ইত্যাদি যারা আছেন, তারা সবাই সন্ন্যাসীদের দেখে প্রণাম করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করার সাহস পায় না। তোমাদের তো সেই সাহস আছে। ব্রহ্মাকুমার- কুমারীদের এতই জ্ঞান অর্জন করা আছে যে, তারা নিজেরাই রচনা করে আর সেই রচনার অনেক জ্ঞান প্রদান করে। ওনার আত্মজীবনীর বর্ণনা করে। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে শিব জয়ন্তী পালনও করে থাকো, পূজা ইত্যাদিও করে থাকো, তাহলে তো উনি নিশ্চয়ই কখনো এসেছেন, তাই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়? উনি কখন এসেছেন? শিববাবা তো নিরাকার, তাঁর নিজস্ব শরীর নেই। কিন্তু শিব জয়ন্তী যখন পালন করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই উনি শরীরে এসেছেন? নিরাকারের জয়ন্তী তো হতে পারে না। আল্লা তো অমর। জয়ন্তী তখনই পালন করা হয় যখন মৃত্যু হবে আবার জন্মাবে। আল্লার জয়ন্তী করা হয় না। আল্লা তো অবিনাশী। এমন তো বলা হয় না যে আল্লার জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। শিব তো নিরাকার, ওনার ছবি লিঙ্গ রূপে দেওয়া আছে। তোমাদের এইসব কথা মাথায় রাখতে হবে। এখান থেকে নিজের ঘরে বা রুজি-রোজগারের জন্য যখন যাও তখন এসব কথা বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যায়। মনন- চিন্তন হয় না। গুরু ইত্যাদিতে অনেকে ফেঁসে আছে। কিছু বলার নেই। অবলারা খুব নিরীহ হয়। তোমরা

ওদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারো--- শিব জয়ন্তী তো পালন করা হয়, কিন্তু উনি কে? উনি এসে কি করেছেন, আর কবে এসেছেন? আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন বলা হয় জন্ম হয়েছে । আত্মা তো আত্মাই থাকে । আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন বলা হয় আত্মা শরীর নিয়ে নিয়েছে । নিজের পার্ট প্লে করার জন্য। উনি তো নিরাকার । উনি জন্ম কেমন করে নিলেন ? কার মধ্যে প্রবেশ করলেন ? ওঁনাকে পরমাত্মা বলা হয় । এটা তো কেউ জানে না । যদিও অনেকের অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া আছে, কিন্তু কিছু জানে না । এখন তুমি জ্ঞানে পরিপূর্ণ । এখন তুমি জ্ঞান প্রদান করবে । কেউ কেউ দুই- তিন বছর জ্ঞানে থাকে, তারপর আবার অজ্ঞানতায় প্রবেশ করে । বাবা আবার অজ্ঞানতাকে দূর করে, জ্ঞানকে ধারণ করান । এখন তোমাদের (বাচ্চাদের) জ্ঞান দেওয়া হয়েছে । কিন্তু পুরুষরা জ্ঞানে আছে আর স্ত্রীরা অজ্ঞানে আছে । এটা তো তাহলে সেই হংস আর বকের জোড়া হয়ে যায় । তাই জন্য প্রথমে স্ত্রীদের জ্ঞান দেওয়া উচিত । স্ত্রী পতিকে গুরু, ঈশ্বর মনে করে, তাই স্ত্রীদের গুরু আঞ্জা মানা উচিত, তাই না! এটা এই জগতের কথা । ওইখানে আঞ্জা মানা অথবা না মানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না । কারণ সেখানে(স্বর্গে) পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থাকে । ওখানে অন্য কোনো প্রকার ব্যাপার নেই, তাই তো বলা হয়, চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম (charity begins at home) । স্ত্রী যদি জ্ঞান মার্গে থাকে আর পতি যদি জ্ঞান মার্গে না থাকে, তাহলে স্ত্রী কি করতে পারে! সে তখন কেবল জ্ঞান নিজের অন্তরে গুন - গুন করতে পারে । বাচ্চাদেরও জ্ঞান গুন গুন করা উচিত । নিজের আত্মীয় পরিজনদের কল্যাণ করো । তাদেরকে বলো, বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এখন যুদ্ধ সম্মুখে, বাবা উপস্থিত আছেন । মানুষ আহ্বান করছে, হে! পতিত পাবন এসো। এখন তো পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে, তাহলে তোমরা আবার পতিত হচ্ছে কেন! মাতারা যদি জ্ঞান মার্গে থাকেন তাহলে মাতাদের কর্তব্য হল আত্মীয় পরিজনদের কল্যাণ করা । এখন তোমরা সম্পূর্ণ রাজ্য ২১ জন্মের জন্য বাবার থেকে চাইছো । কেউ তোমাদের স্পর্শ করতেও পারবে না । তোমরা এখন পুরো বিশ্বের মালিকানা পেতে চলেছো । কত পার্থক্য দেখো । যিনি এমন অধিকার(বর্সা) দেন, তাঁকে অনেক স্মরণ করা কর্তব্য । এমনও অনেকে আছে যারা সারাদিনে একবারও শিববাবাকে স্মরণ করে না । সারাদিন ঘরের, রুজি - রোজগার, নানারকম সমস্যা নিয়ে থাকে । আসলে তাদেরকে তো ভোরবেলা উঠে বাবাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ও প্রেমপূর্ণ ভাবে স্মরণ করা উচিত । বাবা আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা আপনার কাছ থেকে বর্সা (অধিকার) নিশ্চয়ই নেব । বাবা আপনি কত মধুর। আপনার স্মরণে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। অন্তরে অন্তরে নিজের সাথে কথা বলা মানে বিচার সাগর মন্থন করা বলা হয় । বাবা আমরা আপনার থেকে সম্পূর্ণ বর্সা(অধিকার) নিয়েই ছাড়ব । এখন আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে । তবেই তো সত্যযুগের রাজত্ব পাব । বাবা আমরা আপনাকে নিরন্তর স্মরণ করব। ৬৩ জন্মে আমরা কত পাপকাজ করেছি । মাথার উপর কত ভারী বোঝা, এই জন্য বাবা আমরা আপনাকে খুব স্মরণ করি । বাবা আমরা রান্না করার সময়, বেড়ানোর সময়ও আপনার স্মরণে থাকব । এই রকম সমস্ত কথা প্রতিজ্ঞা করা হলে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে । বাবা আমরা রান্না করবো আপনার স্মরণে । আমাদের সতোপ্রধান নিশ্চয়ই হতে হবে । জানি না যদি আগামী কাল শরীর ছেড়ে যায়, তাহলে তো আর সতোপ্রধান হতে পারা যাবে না! মৃত্যু ভয় আছে তো । বাবা আমরা এই জীবনকালেই আপনার থেকে বর্সা (অধিকার) নিশ্চয়ই নেব । এটাই দেখার যে আজকে সারাদিন আমরা কতটা বাবাকে স্মরণ করেছি । যেকোনো পরিস্থিতিই হোক না কেন, স্মরণের যাত্রায় থাকা খুব জরুরী । গৃহস্থালি কর্মে থাকলেও স্মরণে থাকতে হবে । পরিকল্পনা করে চলতে হবে । ঠিক এইরকম ভাবে তীব্র ভাবে পুরুষার্থ করতে পারলে স্মরণও হবে আর আয়ু বৃদ্ধি

পাবে । ভবিষ্যতে তোমাদের আয়ু বাড়বে, স্মরণ না করলে পদ মর্যাদা কম হয়ে যাবে । পুরুষার্থ করে বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নিতে হবে, আর স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে । যেমন হিন্দুদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য নানরা খুব ঘোরাঘুরি করে । লোকেদের ঘরে যায়, দোকানে যায়, সবাইকে বলে বাইবেল নাও, এটা নাও ওটা নাও। আমাদের খ্রিষ্টান ধর্মে অনেক সুখ আছে । ওদের মিশন আছে, বৌদ্ধদেরও মিশন আছে । হিন্দুরা এটা বুঝতে পারে না যে ওরা কি করতে চাইছে! হিন্দুধর্মীদের খৃষ্টান ধর্মে পরিবর্তন করে দিতে চায়। প্রদর্শনীতে তো তোমরা কত বোঝাও। তারা নিজেদের মতামতও লেখে। তারপর যেই ঘরে যায় সব উধাও হয়ে যায় । কথায় বলে না - - বাঁদরের সামনে রত্ন রাখলে পাথর ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দেয় । সেইরকম, ওরাও এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নকে পাথর ভেবে ফেলে দেয় । এরা তো কিছুই বোঝে না । হাঁ, যারা এই ধর্মের অনুসারী তাদেরই এর স্পর্শ অনুভব হবে । এ তো খুবই সহজ । বাবা স্বর্গের রচয়িতা । বাবা ভারতে একবারই আসেন।

বাবা বলছেন -- তোমরা আমাকে, পতিত পাবন বাবাকে, আহ্বান করে চলেছো । এবার আমি এসেছি, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে। তোমরা তো বলেই থাকো যে আমরা এই ব্রষ্টাচারী সৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠাচারী সৃষ্টিতে পরিণত করব । এখন তো সবাই নরকবাসী হয়ে গেছে । তোমরা এখন শিববাবার শ্রীমত এ চলেছো । শিব ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক, রাজাদেরও রাজা বানাবো । গীতায় লেখা আছে যে, আমি এই সমস্ত সাধুগণকেও উদ্ধার করতে আসি । এইসব কথা তো তাঁদেরও শোনানো উচিত । ডাকাও হয় এই বলে যে পতিত পাবন, সীতাদের রাম । এখন এসবের অর্থও বুঝতে পারে না । সব হচ্ছে ভক্ত, বা সীতা । তারা ডাকছে যে, হে!রাম আপনি এসে আমাদের উদ্ধার করুন । তারপর বলতে থাকে, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম..... আসলে রাজা রামের কোনো ব্যাপার নেই । প্রধান ভুল হল যে শিবের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে । জিজ্ঞেস করা দরকার যে শ্রীকৃষ্ণকে আর রামকে কালো কেন দেখানো হয়েছে? সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে সুন্দর ছিলেন, তারপর আবার শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে । প্রথমে হল স্বর্ণযুগ তারপর রৌপ্যযুগ, তাম্রযুগ তারপর লৌহযুগ । এই সময় হল লৌহযুগ। স্বর্ণযুগে অনেক মান সম্মান ছিল । এসব কথা খুব যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে । কেউ তো এত সহজে নিজের মত থেকে সরবে না । যখন বৃষ্ণের আয়ু বেড়ে যায় তখন বৃষ্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে । এই দুনিয়ারও তো অনেক বয়স হল তাই না! নতুন দুনিয়া আর পুরোনো দুনিয়া । ওল্ড মানে কলিযুগ, তমোপ্রধান দুনিয়া । এখানে একজনও সতোপ্রধান থাকতে পারে না । এখন তমোপ্রধান দুনিয়াকে শেষ হতে হবে । নতুন দুনিয়ার স্থাপনা কে করবে? একমাত্র বাবা করবেন । এমনও নয় যে প্রলয় হয় । বাবাকে তখনই ডাকা যখন সব পতিত হয়ে যায় । তারপর ডেকে বলা হয় এবার পবিত্র করে দিন। পুরোনো দুনিয়ায় নিশ্চয়ই আসবেন । পতিত পাবন যখন বলা হয়, তখন অগ্নিমে নিশ্চয়ই আসবেন । উনি স্বয়ং বলছেন যে, কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আমি আসি —পবিত্র দুনিয়া গড়তে । এখন হল সঙ্গম । এখন বাবা সবাইকে সদগতি দান করেন । তাহলে এমন ভাবেই বাবার শ্রীমত অনুসরণ করে যেতে হবে। নিজের অবস্থাকে স্থিতিশীল করতে হবে । সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে । এই শরীর হল অঙ্গ প্রতঙ্গ সমষ্টি । বাবা বলছেন যে —হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের যা বলছি সেটা শোনো। মুক্তি জীবনমুক্তি পেতে হলে আর কারো কথা শুনো না । পরমধাম থেকে বাবা এসেছেন, পবিত্র বানাতে । তাহলে তোমরা পুরানো শাস্ত্র কেন স্মরণ করছো । ভক্তি তো করা হয় ভগবানকে পাওয়ার জন্য । তিনি তো সকলের সদগতি দাতা বাবা তাই না! বাবা ছাড়া এই

জ্ঞান আর কেউ দিতে পারে না। এই লক্ষী নারায়ণ কীভাবে এই রাজ্য প্রাপ্ত করেছেন? আত্মাকে বলা হয় এক বিন্দুর মতো । অদ্ভুত সুন্দর উজ্জ্বল নক্ষত্র । বাবা বলছেন যে তোমরা আমাকে বলো পরমাত্মা সুপ্রিম আত্মা । লৌকিক বাবাকে কি কখনো পরমাত্মা বলবে? পরমাত্মা যিনি পরমধামে থাকেন, তিনি হলেন সুপ্রিম আত্মা । তিনি হলেন তোমাদের বাবা । উনি এসে এঁনার মধ্যে প্রবেশ করবেন । গুরু তো শিষ্যের পাশেই তো বসবেন । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই । এখন তোমরা জানো যে উনি আমাদের বাবা । পাঁচ হাজার বছর আগেও বাবা এই যোগ শিখিয়েছিলেন যে বাবাকেই স্মরণ করো আর বিষ্ণুপুরী স্মরণ করো । তাহলে সেটা সঙ্গমযুগ নিশ্চয়ই হবে । সত্যযুগে একটাই ধর্ম পালন করা হত । তাহলে আবার সেখানে এক ধর্মই নিশ্চয়ই হবে তাই না! এত এত ধর্ম সব বিনাশ হয়ে যাবে । এখনই হল সেই সময় । বাবা বলছেন যে — যে সব বাচ্চারা খুব ভালো সেবা করে, তাদের আমি স্বয়ং স্মরণ করি কারণ তারা আমার সাহায্যকারী । যে সব বাচ্চারা অনেকের কল্যাণ করে তারা আমার খুব প্রিয় হয় । তোমাদের তো একমাত্র বাবাকেই ভালো লাগে, যাঁর থেকে তোমরা বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো । এই জন্যই তোমরা খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে যাও । স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । অনেক ফালতু চিন্তা ভাবনার উদ্বেক হবে । ভক্তি মার্গে নিজেই নিজেকে প্রহার করে, শিবকে দর্শন করার জন্য, খুব পরিশ্রম করে শিব দর্শনের জন্য । এখানে তো তোমরা জানো যে বাবার স্মরণ করলেই পাপ রাশী বিনষ্ট হয়, আর ২১ জন্মের জন্য বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো। কেবল দর্শন করলেই পাপ বিনষ্ট হয় না। যে বাবা বিশ্বের মালিক বানান তাঁকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে । এখন তোমরা জানো যে, তোমরা কি তৈরি হচ্ছে। পরের জন্মে গিয়ে তাই হবে । এটা হল সেই কলেজ যেখানে সত্যযুগের প্রিন্স প্রিন্সেস তৈরি করা হয় । বাবা এসে ধর্ম পালন করে দেব রাজ্যের স্থাপন করেন । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা মুক্তি - জীবনমুক্তির জন্য যা কিছু জ্ঞানের কথা বলেছেন, সেই সব শুনতে হবে আর ধারণ করতে হবে, বাদবাকি সব ভুলে যেতে হবে । নিজের আর নিজের লৌকিক পরিবারের কল্যাণ করতে হবে ।

২) ব্যর্থ ও অকাজের চিন্তা ভাবনা সমাপ্ত করার জন্য সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । স্মরণের যাত্রায় সদা থাকতে হবে ।

বরদান :- একমাত্র বাবার সাথে যোগে থেকে সর্বজনের সহযোগ প্রাপ্তকারী সত্যিকারের খাঁটি যোগী ও সহযোগী ভব!

যে যত যোগী হন সে তত বেশী সর্বজনের সহযোগ অবশ্যই প্রাপ্ত করেন । যোগীর যোগাযোগ স্নেহরূপ বীজের সাথে থাকার জন্য সেই আত্মা স্নেহের বিনিময় স্বরূপ সকলের সহযোগিতা অবশ্যই প্রাপ্ত করে । তাহলে বীজের সাথে যোগে থাকা আত্মা, বীজে স্নেহের জল সিঞ্জন করলে সকল আত্মার দ্বারা সহযোগী রূপ ফল প্রাপ্ত করে নেয়, কারণ বীজের সাথে সংযুক্ত হলে সম্পূর্ণ বৃক্ষের সাথে যোগাযোগ হয়ে যায় ।

শ্লোগান :- পুরাতন সংস্কারকে "আমার"বলা, অর্থাৎ পুরুষার্থকে টিলা করে দেওয়া ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাতে , যার দ্বারা তোমরা 21 জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহীর বর্সা বা সম্পত্তি নিতে পারো এবং অটল অখণ্ড রাজ্যের মালিক হতে পারো ।”

প্রশ্ন :- গৃহস্থীদের আর সন্ন্যাসীদের কোন বিশ্বাসের মধ্যে অনেক অন্তর বা তফাত থাকে ?

উত্তর :- গৃহস্থীদের বিশ্বাস হল ভগবান অবশ্যই কোনো না কোনো রূপে তাদের সামনে আসবে আর সন্ন্যাসীদের বিশ্বাস হল, তাঁরা ব্রহ্মকে স্মরণ করতে করতে সেই ব্রহ্মতেই লীন হয়ে যাবে । এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে ব্রহ্মতে কেউই লীন হয় না । আত্মা তো অমর তাহলে আত্মা কেমন করে লীন হবে । ভগবান যখন আসবেন তিনি অবশ্যই শিক্ষক হয়েই শিক্ষা দেবেন । প্রেরণার দ্বারা তিনি কোনো জ্ঞানই দেবেন না ।

গীত :- তুম্হে পা কে হমনে সারা জাঁহা পা লিয়া ... (তোমায় পেয়ে আমরা)

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা এই গান শুনেছে । রুহানী বাচ্চারাই "বাবা " বলে ডাকে । বাচ্চারা জানে এই বেহদের বাবা হলেন বেহদের সুখদাতা, অর্থাৎ তিনি হলেন সকলের বাবা, তাঁকে সকল বেহদের বাচ্চারা অর্থাৎ আত্মারা স্মরণ করতে থাকে । সকলেই কোনো না কোনো প্রকারে বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু তারা জানেই না যে তাদের পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বাদশাহী নিতে হবে । কিন্তু তোমরা জানো যে তোমাদের যে বাবা সত্যযুগী বিশ্বের বাদশাহী দেন তা হল অটল, অখণ্ড এবং অডল(Unshakeable, undivided, undivided) । তোমাদের এই বাদশাহী ২১ জন্মের জন্য সম্পূর্ণ থাকবে । সমগ্র বিশ্বের উপরে তোমাদের রাজত্ব হবে যা কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না, লুণ্ঠও করতে পারবে না । তোমাদের রাজত্ব হবে অবিচল , কেননা সেখানে একই ধর্ম থাকবে, দ্বৈত কিছুই থাকবে না । সে হল অদ্বৈত রাজ্য । বাচ্চারা, তোমরা যখন এই গান শোনো তখন এই রাজত্বের নেশা তোমাদের বুদ্ধিতে আসা দরকার । এমন ধরনের গান তোমাদের ঘরে রাখা দরকার যা শুনে বাবা এবং বর্সা (সম্পত্তি) যেন চট করে স্মৃতিতে এসে যায় । প্রত্যেকটি গানেই বাবার স্মরণের আনন্দ থাকা চাই । তোমাদের সমস্ত কিছুই হল গুপ্ত । বড় বড় মানুষদের তো খুবই অহংকার থাকে কিন্তু তোমাদের কোনোই অহংকার নেই । তোমরা এও দেখতে পাও যে যাঁর মধ্যে বাবা প্রবেশ করেছিলেন তাঁর মধ্যেও কোনো লোক দেখানো অহংকার ছিল না । জামাকাপড়ও একই রকম ছিল । তোমরা বুদ্ধির দ্বারাই বুঝতে পেরেছো যে বাবা ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন - আমাদের রাজ্যভাগ্যের অধিকার দিতে । বাচ্চারা এটাও জানে যে সারা সৃষ্টিতে এইসময় যত মানুষ আছে তারা সবাই দেহ - অভিমানে এসে সমস্ত ভুল কাজ করছে , এই কারণে তাদের অবুঝ বলা হয় । সকলের বুদ্ধিতেই তালা লেগে আছে । তোমরা কত বুঝদার ছিলে , এই বিশ্বের মালিক ছিলে । এখন মায়া তোমাদের কত অবুঝ বানিয়ে দিয়েছে যার ফলে তোমরা কোনো সঠিক কাজের উপযুক্তই নয় । মানুষ বাবার কাছে যাওয়ার জন্য অনেক যন্ত্র - তপস্যা করে কিন্তু কিছুই প্রাপ্তি করতে পারে না । শুধুই বারে বারে ধাক্কা খেতে থাকে । পরমাত্মাকে কেউই জানে না, তাঁকে সবাই সর্বব্যাপী বলে দেয় , এটা কতখানি ভুল কথা । "পিতা" এই শব্দটা বুদ্ধিতেই আসে না । যদিও বা কেউ বলে , সে শুধু

মুখের কথা । যদি পরমপিতা বলে কেউ বুঝতে পারে তাহলে বুদ্ধিতে চমক লেগে যাবে । শিববাবা আমাদের স্বর্গের বর্ষা বা সম্পত্তি দেন, তিনিই হলেন স্বর্গীয় গড ফাদার তাহলে আমরা কলিযুগী নরকের দুনিয়াতে কেন পড়ে আছি । এখন আমরা মুক্তি আর জীবনমুক্তি কেমন করে পেতে পারি তা কারোরই বুদ্ধিতে আসে না । এখন তোমাদের সেই বুদ্ধি হয়েছে । তোমরা জানো যে বাবা তোমাদের এই স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছেন যে , যখন নতুন দুনিয়া নতুন ভারত ছিল, তখন তোমাদেরই রাজত্ব ছিল। সেখানে একই মত , একই ভাষা এবং একজনই মহারাজা - মহারানী ছিলেন । সত্যযুগে মহারাজা- মহারানী বলা হয় আর ত্রেতাযুগে তাকেই রাজা - রানী বলা হয় । তারপর দ্বাপর থেকে বামমার্গ শুরু হয়। প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যই তার কর্মের উপর নির্ভর করে । কর্ম অনুসারে মানুষ এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করে । এখন বাবা বলেন যে আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই যার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী প্রাপ্ত করতে পার । যদিও ওখানে তোমরা লৌকিক বাবাকে পাও কিন্তু ওখানে তোমাদের এই জ্ঞান থাকে না যে এই রাজত্বের বর্ষা তোমরা বেহদের শিববাবার থেকে প্রাপ্ত করেছো । তারপর দ্বাপরযুগ থেকে যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন বিকারী সম্বন্ধ শুরু হয়ে যায় । তখন মানুষ যেমন যেমন কর্ম করে তেমন ফল প্রাপ্ত করে, দেবতারও তখন বামমার্গে চলে যায় । তখন সত্যযুগের সবই শেষ হয়ে যায় । তখন মানুষ কর্ম অনুসারেই জন্মগ্রহণ করে । ভারতে যেমন পূজ্য রাজারা ছিলেন তেমনই পূজারী রাজারাও ছিলেন । সত্যযুগে রাজা, রানী এবং প্রজা সকলেই পূজ্য হয় । তারপর যখন দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয় তখন রাজা, রানী এবং প্রজা সকলেই পূজারী হয়ে যায় । বড় রাজারা যারা সূর্যবংশী ছিল তারাই পূজারী হয়ে যায় তারপর তারাই বৈশ্যবংশী হয়ে যায় । এখন তোমরা পাপ রহিত (নিষ্পাপ) হচ্ছে । এর প্রালম্ব তোমাদের ২১ জন্ম ধরে চলতে থাকে তারপর ভক্তিমার্গ শুরু হয় । যাঁরা যাঁরা পূজ্য দেবী দেবতার জন্ম নিয়েছিলো, তাঁদের মন্দির বানিয়েই পূজো করা শুরু হয় । এসকলই কেবলমাত্র ভারতেই হয় । এই যে ৮৪ জন্মের কাহিনী বাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন এসকলই ভারতবাসীদের জন্য । অন্য ধর্মের লোকেরা পরে আসে তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । বিভিন্ন দেবী দেবতাদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ছিল, যা ভারতের গুরুজনের জন্য থাকে না । অর্ধেক কল্পের পর রাবণ রাজ্য শুরু হলে সমস্ত নিয়ম কানুন , অনুষ্ঠানের পরিবর্তন হয় তখন সকল দেবতার পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায় । পূজাও প্রথমে অব্যভিচারী এক শিবেরই করত । শিবের মন্দিরই প্রথমে বানানো হয়েছিল তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির বানানো হয় । একজন লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির বানাতে তাকে দেখে অন্যজনও সেই মন্দির বানাতে । তার পরবর্তীকালে রাম সীতার মন্দির বানানো শুরু হবে । তারপর কলিযুগে দেখা গণেশ, হনুমান, চণ্ডীকা দেবী ইত্যাদি অনেক দেব দেবীর চিত্রও মানুষ বানাতে থাকবে । ভক্তিমার্গের জন্য এই সমস্ত সামগ্রী তো চাই । যেমন কোনো গাছের বীজ কত ছোটো হয় কিন্তু সেই গাছের ঝাড় কতো বড় হয়, ঠিক তেমনই ভক্তিতে এই বিস্তার হয়ে যায় । অনেক, অনেক শাস্ত্রও বানানো হয় । এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন যে এই ভক্তিমার্গের সামগ্রী সব শেষ হয়ে যাবে । এখন তোমরা শুধু শিববাবাকে স্মরণ করো । ভক্তির প্রভাবও অনেক বেশী । সেসবও খুব সুন্দর । নাচ - তামাশা, গায়ন - কীর্তনে মানুষ কত খরচ করে । এখন বাবা বলেন, বাবাকে আর তাঁর বর্ষাকে কেবল স্মরণ করো । আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকেও স্মরণ করো । তোমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে অনেক প্রকারের ভক্তি করে এসেছো । যারা গৃহস্থ ধর্মে থাকে তারাই প্রথমে ভক্তি শুরু করে । সন্ন্যাসীরা তো ভক্তি করতে হয় না । যজ্ঞ - তপ, দান - পুণ্য , তীর্থ ইত্যাদি সবই গৃহস্থদের কাজ , সন্ন্যাসীদের নয় । সন্ন্যাসীরা হলেন নিবৃত্তিমার্গের । তাঁদের নিয়ম হল ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকা আর ব্রহ্ম তত্ত্বকে স্মরণ করা । তাঁরা হলেন তত্ত্বজ্ঞানী , ব্রহ্ম জ্ঞানী । তাঁরা তত্ত্ব বা

ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলে দেয়। যেমন ভারতবাসী আসলে হল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের। কিন্তু যেহেতু তারা হিন্দুস্থানে থাকে তাই তাদের ধর্মকে তারা হিন্দু ধর্ম মনে করে। তেমনই সন্ন্যাসীরা আত্মাদের থাকার তত্ত্বকেই পরমাত্মা মনে করে নেয়। তারা ব্রহ্ম বা তত্ত্বকেই স্মরণ করে। বাস্তবে সন্ন্যাসীরা যখন সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে, তখন তারা জঙ্গলে গিয়ে শান্তিতে থাকে। এমন নয় যে তারা সকলেই ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবে। বাবা বলেন যে-- এই জ্ঞান হল তাদের মিথ্যা জ্ঞান। কেউই লীন হতে পারে না। আত্মা তো অবিনাশী, তাহলে সেই আত্মা কি করে লীন হবে। ভক্তিমার্গে মানুষ দেবতাদের সামনে কতো মাথা খুঁটতে থাকে। আবার তারা বলে ভগবান কোনো না কোনো রূপে কোনো না কোনো সময় এসে দেখা দেবে। এখন কে ঠিক? সন্ন্যাসীরা বলেন ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ লাগিয়ে ব্রহ্মতেই লীন হয়ে যাবে। আবার গৃহস্থরা বলে ভগবান কোনো না কোনো রূপে এসে দেখা দেবে। পতিত মানুষদের তিনিই পবিত্র করবেন। এমন কিন্তু নয় যে ওপরে থেকে প্রেরণা দিয়েই তিনি সবকিছু শেখাবেন। কোনো শিক্ষক কি শুধুই ঘরে বসে প্রেরণা দেবেন। প্রেরণা বলে কোনো কথাই হতে পারে না। প্রেরণার দ্বারা কোনো কাজই হয় না। যদিও শংকরের প্রেরণার দ্বারা ই বিনাশ এই কথা বলা হয় তবুও এই সমস্ত কিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে। এই মুসল বা মিসাইল জাতীয় অস্ত্র তাদের বানাতেই হবে। প্রেরণার কোনো কথাই হয় না। আবার মানুষ বলে ভগবানের প্রেরণার দ্বারা ই সবকিছু হয় বা এও বলে হয় যে শংকরের চোখ খুলতেই প্রলয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ সমস্তকিছুই হলো কাহিনী, এর অর্থ কেউই কিছু বুঝতে পারে না। যে কোনো মন্দিরে গেলেই এই মন্ত্র পাঠ করা হয় ...অচ্যুতম কেশবম কিন্তু অর্থ কেউই কিছু বুঝতে পারে না। কেউই নিজেদের থেকে বড় কারোর মহিমা বুঝতেই পারে না। ধর্মস্থাপকদের গুরু বলে দেয়। বাস্তবে তাঁদের গুরু বলা সম্পূর্ণ ভুল। ক্রাইস্ট কখনো গুরু নন। উনি তো কেবল ধর্ম স্থাপন করেন। যিনি সঙ্গতি করেন তাঁকেই গুরু বলা হয়। তিনি তো কেবল ধর্ম স্থাপন করতে আসেন। তাঁর পিছনে তাঁর বংশাবলী আসতে থাকে। এরা তো কারোর সঙ্গতি করে না। তাহলে তাঁদের গুরু কি করে বলা হবে। গুরু হলেন একজনই যাঁকে সবার সঙ্গতিদাতা বলা হয়। ভগবান শিববাবা এসেই সবার সঙ্গতি করেন। তিনিই মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দেন। তাঁর স্মরণ বিনা কেউই থাকতে পারে না। মানুষ হে ভগবান, হে ঈশ্বর বলে বাবাকেই স্মরণ করে কারণ তিনি হলেন সবার সঙ্গতিদাতা। বাবা বোঝান যে এ সমস্ত কিছুই এই সৃষ্টির রচনা। আর রচয়িতা বাবা হলাম আমি সবার সুখ দাতা, বর্ষা বা সম্পত্তির দাতা আমিই হলাম এক শিববাবা। ভাই কখনো ভাইকে বর্ষা বা সম্পত্তি দিতে পারে না। এই বর্ষা বা সম্পত্তি এক বাবার থেকেই পাওয়া যায়। আমিই সমস্ত বেহদের বাচ্চাদের বেহদের বর্ষা দিয়ে থাকি তাই সকলেই আমাকে স্মরণ করে বলতে থাকে হে পরমাত্মা ক্ষমা করো। তারা কিন্তু কিছুই বোঝে না।

বাবা বলেন যে আমি কিন্তু এর (ব্রহ্মাবাবার) ডাক শুনে আসি না। এ সমস্ত কিছুই নাটকে নির্দিষ্ট আছে। নাটকে আমার আসার পার্টও নির্দিষ্ট আছে। অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা বা কলিযুগের বিনাশ আর সত্যযুগের স্থাপনাও করতে হয়। আমি আমার নিজের সময় মত নিজেই আসি। এই ভক্তিমার্গের সমস্ত ঘটনাও এই সৃষ্টিনাটকে লিপিবদ্ধ আছে। যখন ভক্তিমার্গের পার্ট শেষ হয় তখনই আমি আসি। আগের কল্পেও তোমাদের বাবা এই ব্রহ্মার শরীরে এসেছিলেন। এই জ্ঞান এখন তোমরা পেয়েছো। আর কখনোই এই জ্ঞান তোমরা পাবে না। এ হল জ্ঞান আর সেটা হল ভক্তি। জ্ঞানের প্রালঙ্ক হল চড়তি কলা। বলা হয় যে এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি। রাজা জনকের এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি হয়েছিল। এ হলো একটা কথা। রাধাই আবার অনুরাধা(সে-ই আবার রাধা

হয়) হয়। জনকই আবার সীতার বাবা অনুজনক হয়। অনেক অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এই জ্ঞানে। কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না। মানুষ বলে যে জনক রাজা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিল। কেবল একজন জনকই জীবনমুক্তি পেয়েছিল? জীবনমুক্তি তো সবাই পায়। সারা বিশ্বই পায়। সঙ্গতি বা জীবনমুক্তি হল একই কথা। জীবনমুক্তির অর্থ হল জীবনকে রাবণ রাজ্য বা বিকারের হাত থেকে মুক্ত করা। বাবা জানেন যে, বাচ্চাদের কত দুর্গতি হয়ে গেছে, বাচ্চারা এখন সত্যি সত্যি কত দুঃখী হয়ে পড়েছে। তারা আবার সঙ্গতিতে আসবে। প্রথমে তারা মুক্তিতে যাবে তারপর আবার জীবনমুক্তিতে আসবে। শান্তিধাম থেকে তারা আবার সুখধামে আসবে। এই চক্রের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাবা বলেন যে এইসময় সারা সৃষ্টির ঝাড় জর্জরিত, তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাই কেউই নিজেদের আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের এই কথা বুঝতে পারে না। তোমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে-- কেননা তোমরা দেবতার পবিত্র ছিলো এখন তোমরা অপবিত্র, পতিত, তাই নিজেদের কীভাবে দেবতা বলবে, তাই বলা হয় এই বিকারকে এখন ত্যাগ করো। অর্ধেক কল্প থেকে তোমরা এই বিকারে চলে আসছো। এখন এই এক জন্মে এই বিকারকে পরিত্যাগ করা, এতেই পরিশ্রম লাগে। কিন্তু এই পরিশ্রম ছাড়া কেমন করে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা নিজেরাই নিজেদের রাজ তিলক দিতে পারবে অর্থাৎ রাজত্বের অধিকারী হতে পারবে। যত ভালো করে তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে, বাবার শ্রীমতে চলবে ততই তোমরা রাজার রাজা হতে পারবে। তোমাদের পড়ানোর জন্য শিক্ষক তো এসেছেন-- পড়াতেই। এই পাঠশালা হল মানুষ থেকে দেবতা বানানোর পাঠশালা। এখানে নর থেকে নারায়ণ বানানোর কথা শোনানো হয়। এই কাহিনী হল খুবই বিখ্যাত। এই কথাকে অমর কথা, সত্য নারায়ণের কথা বা তিজরীর(তৃতীয় নেত্র লাভের কাহিনী) কথাও বলা হয়। দেখো কতো সুন্দর এই গীতটি। বাবা তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান যে মালিকানা কেউই লুণ্ঠ করতে পারে না। সেই যুগে কোনো ভূমিকম্প ইত্যাদি হবে না। সেখানে কোনো বিপ্লব থাকবে না। তোমরা এমনই অটল, অখণ্ড, পবিত্রতা এবং সুখ - শান্তির রাজ্য পেতে চলেছ। আগের কল্পের মতোই প্রতি ৫০০০ বছর অন্তর ভারতে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তোমরা জানো যে আমরাই সেই দেবতা ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে কি হয়ে গেছি। আবার আমরা দেবতা হব। একেই বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মা - বাবা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে নিজেই রাজা তিলক দেবার জন্য স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে। সমস্ত বিকারকে ত্যাগ করতে হবে।

২) ব্রহ্মা বাবার মতো সাধারণ এবং গুপ্ত থাকতে হবে। বাইরের চটকদারি বা লোক দেখানো কিছু করবে না। নিজেকে ভবিষ্যৎ রাজত্বের নেশাতেই বঁদু করে রাখতে হবে।

বরদান :- সাথী আর সাফী ভাবের স্মৃতির দ্বারা সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত সৰ্ব শক্তিসম্পন্ন হও ।
সৰ্বশক্তিতে সম্পন্ন হয়ে অধীনতার উৰ্ধ্ব থাকতে হলে দুটি শব্দ সৰ্বদা স্মরণে রেখো
.....এক হল সাফী আর দ্বিতীয় হল সাথী । এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধনমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হবে ।
সৰ্বশক্তিমান বাবা যদি সাথ দেন তাহলে তত্ক্ষণাত্ সৰ্বশক্তির প্রাপ্তি হয় আর সাফী হয়ে চললে
কোনো বন্ধনেই আটকা পড়বে না । নিমিত্ত মাত্র এই শরীরে থেকে কর্তব্য করলে আর সাফী হয়ে
গেলে.....এর বিশেষ অভ্যাসকে বাড়াও ।

স্লোগান :- অশুদ্ধ এবং শুদ্ধ এই দুয়ের যুদ্ধ চললে ব্রাহ্মণ নয় ক্ষত্রিয়ই রয়েছে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- নাম রূপ থেকে উর্ধ্ব কোনো জিনিষ হতে পারে না, আত্মা পরমাত্মাকেও নাম রূপের উর্ধ্ব বলতে পারা যাবে না। তাতেও অবিনাশী ভূমিকা নথিভুক্ত রয়েছে"

প্রশ্ন:- শিববাকে ভোলানাথ বলে স্মরণ করে থাকে, তাঁকে ভোলা কেন বলা হয়?

উত্তর:- কারণ বাবাই অহল্যা(পাথরের মতো বুদ্ধি যাদের) গণিকা(পুণ্যকর্ম থেকে যারা দূরে রয়েছে) , কুন্ডাদের(কুটিলতা সম্পন্ন) উদ্ধার করেন। তাদের বিশ্ব রাজত্বের উত্তরাধিকার দেন। মানুষ তো বাবার জন্য বলে দেয়-- দুঃখও উনি দেন, সুখও উনিই দেন, কিন্তু বাবা বলেন আমি তো তোমাদের বাচ্চাদের জন্য সুখের রাজ্য স্থাপন করি। আমাকে দুঃখ হর্তা সুখ দাতা বলা হয়ে থাকে। বিচার করে দেখ যে আমি বাবা হয়ে বাচ্চাদের দুঃখ কি করে দিতে পারি।

গীত:- দূর দেশের অধিবাসী.....

ওম্ শান্তি। রুহানি বাচ্চারা গীত শুনল অর্থাৎ রুহ এই শরীরের কান রূপী কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা গীত শুনল-- দূরদেশ থেকে মুসাফির(ভ্রমণকারী) এসেছেন। তোমরা সবাই মুসাফির(ভ্রমণকারী) তাই না! মানুষ আত্মারা সকলেই হল মুসাফির। আত্মাদের কোনো ঘর নেই। আত্মা হলই নিরাকার। নিরাকারী দুনিয়ার অধিবাসী নিরাকারী আত্মা। সেটাকে বলা হয়ে থাকে নিরাকারী আত্মাদের ঘর, দেশ বা লোক। একে জীবাত্মাদের দেশ বলা হয়ে থাকে। ওটা হল আত্মাদের দেশ তারপর যখন আত্মারা এখানে এসে শরীরে প্রবেশ করে তো নিরাকার থেকে সাকার হয়ে যায়। এরকম নয় যে আত্মাদের কোনো রূপ নেই। রূপ অবশ্যই আছে, নামও আছে। এত ছোট আত্মা কত ভূমিকা পালন করে-- এই শরীর দ্বারা। প্রত্যেক আত্মাতে ভূমিকা পালনের কত রেকর্ড ভরা রয়েছে। রেকর্ড একবার ভরা হয়ে গেলে তারপর যতবার পুনরাবৃত্তি হোক, সেটাই চলবে। শরীরের মধ্যে আত্মা হল একটি রেকর্ড, তাতে ৮৪ জন্মের সব ভূমিকা ভরা থাকে। আত্মা যেমন নিরাকার সেইরকম বাবাও হলেন নিরাকার। কোথাও-কোথাও শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে উনি নাম-রূপের উর্ধ্ব। কিন্তু নাম-রূপ ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। আকাশেও মেরু অঞ্চল আছে, নাম-রূপ তো আছে তাই না। নাম ছাড়া কোন বস্তু হয়ই না। মানুষ ভাবে পরমপিতা নাম-রূপ থেকে পৃথক আছেন। যদি নাম না থাকে তবে রূপও নেই, দেশও নেই। তা হলে তো কিছুই হতে পারে না। ডেকেও থাকে দূর দেশের অধিবাসী পরমপিতা পরমআত্মা। এখন দূরদেশে আত্মারা থাকে, এটা সাকার দেশ আছে, এখানে দুইএর রাজ্য চলে-রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য। অর্ধেককল্প রামরাজ্য আর অর্ধেককল্প হোল রাবণরাজ্য। এটা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে সত্যযুগ থেকে ঈশ্বরীও রাজ্য শুরু হয়, রামরাজ্য স্থাপন করেন পরমপিতা পরমাত্মা। উনি কখনও রাবণরাজ্য স্থাপন করতে পারেন না। বাবা বাচ্চাদের জন্য দুঃখের রাজ্য খোঁড়াই গড়বেন। বলে থাকে ঈশ্বরই দুঃখ সুখ দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের দুঃখ কি করে দিতে পারি। আমার তো নামই হল দুঃখ হর্তা সুখ দাতা। এটা তো মানুষেরই ভুল। ঈশ্বর কখনও দুঃখ দেন না। এই সময় হলই দুঃখের দুনিয়া। অর্ধেককল্প রাবণ রাজত্বে দুঃখই পাও। সুখ একটুও নেই। সুখের দুনিয়াতে দুঃখ কখনও হয় না। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। এখন তোমরা

রয়েছ সঙ্গমে। একে নতুন দুনিয়া তো কেউই বলবে না। নতুন দুনিয়ার নামই হল স্বর্গ। ওটাই আবার পুরানো দুনিয়া তৈরি হয়। নতুন জিনিষ যখন পুরানো , খারাপ হয়ে পরে তখন পুরানো জিনিষকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। মানুষ বিষ(বিকার)কেই সুখ মনে করে। বলাও হয়ে থাকে অমৃত ছেড়ে বিষ কেন খাবে। গ্রন্থতে(গ্রন্থ সাহেব) গুরুনানকও একথা বলেছেন । অসংখ্য চোর.....বাবার মহিমা গায়, আপনি এসে যা করবেন তাতে ভালই হবে। তা না হলে রাবণরাজ্যে মানুষ খারাপ কাজই করবে। বাবা-ই এসে নোংরা কাপড় ধোয়(মৃত পলীতি কপড়ে) । গ্রন্থ সাহেবে এ বিষয়ে অনেক কথা লেখা আছে। সিন্ধি লোকেরা গ্রন্থ সাহেব রাখে। এখন তারা তো শিখধর্মের নয়। তারা তো হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। শিখদের আছেন গুরুনানক। তাঁর দাড়ি লম্বা চুল ইত্যাদি ছিল। তাই সব শিখদের দাড়ি লম্বা চুল ইত্যাদি রাখা আবশ্যিক । আজকাল তো দাড়ি রাখে না। খুব শৌখিন(Fashionable) হয়ে গেছে। তা না হলে অনুসরণ তো করা দরকার তাই না। আমরা গুরুনানকের অনুসরণ কারী হলে তো গুরুনানককে অনুসরণ তো করতে হবে তাই না। এটা তো এখন বাচ্চাদের জ্ঞান হয়েছে যে গুরুনানক ৫০০ বর্ষ আগে এসেছিলেন আবার কবে আসবে? তোমরা শীঘ্র বলে দেবে। কাউকে প্রশ্ন করো যে এটা তো বলো গুরুনানক কবে আসবেন? তো বলবে ঔঁনার আত্মার জ্যোতি জ্যোতিতে মিশে গেছে। আসবেন আবার কি করে। তোমরা বলবে আজ থেকে ৪৫০০ বর্ষ পরে গুরুনানক আবার আসবেন। তোমাদের বুদ্ধিতে সকল দুনিয়ার ইতিহাস ভূগোল ঘুরতেই থাকে। বুদ্ধ, ক্রাইস্ট প্রমুখ সকলের জন্য বলা হয় এই সময় সবাই তমোপ্রধান, কবরস্থ আছেন। এই সময়কে বলা যায় মহাবিনাশের সমীপের(দোরগোড়ায়) সময়। সব মনুষ্য মাত্রই যেন মরে পরে আছে। সবার জ্যোতি যেন নিভে গেছে। বাবা আসেন সবাইকে জাগাতে। বাচ্চারা যারা কাম- চিতায় বসে ভস্ম হয়ে গেছে তাদেরকে অমৃত বর্ষার দিয়ে জাগিয়ে সাথে নিয়ে যাবেন। মায়া কাম- চিতায় বসিয়ে কবরস্থ করে দিয়েছে। শুয়ে রয়েছে তারা। এখন বাবা অমৃতের ছিটা দিচ্ছেন। অমৃতসর নাম এইজন্য রাখা হয়েছে। বাবা এসে অমৃতের ছিটা দিচ্ছেন । এখন কোথায় জ্ঞান অমৃত আর কোথায় জল ! শিখদের বড় দিন এলে খুব ধুমধামের সাথে জলাশয় পরিষ্কার করে, মাটি বের হয়-- এইজন্য নামই রাখা হয়েছে- অমৃতসর। অমৃতের জলাশয়। এখন গুরুনানক সাহেব তো কোনো জ্ঞানের সাগর নন, উনিও বাবার মহিমা করেছিলেন। উনি নিজেই বলেন এক ঔঁকার, শতনাম, উনি সদাই সত্যবাদী।

সত্যনারায়ণের কথা আছে তাই না। সিন্ধুপ্রদেশের লোকেরা বিদেশে গেলে তার আগে সত্য নারায়ণের কথা পাঠ রাখে। ভাবে সত্য নারায়ণের কথার দ্বারা নির্বিল্পে পার হয়ে যাবে। অমরকথা, তিজরির কথা ভক্তিমার্গে কত কথা শুনে এসেছ। বলে শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিলেন। উনি তো সূক্ষ্ম বতনের অদিবাসী ওখানে তাহলে কোন্ কথা শুনিয়েছিলেন ? এই সব কথা বাবা বসে বোঝান। বাস্তবে তোমাদের অমরকথা শুনিয়ে অমরলোকে নিয়ে যেতে এসেছি। মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে আমি নিয়ে যাই। বাকি সবাই সূক্ষ্মবতনে পার্বতী কি দোষ করেছে যে এসে ওনাকে কথা শোনাবেন? এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে আমরা নর থেকে নারায়ণ, আর নারী থেকে লক্ষ্মী হই। এটা হল অমরলোকে যাওয়ার জন্য সত্যিকারের সত্যনারায়ণের কথা, তিজরির কথা। তোমাদের আত্মাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে।

বাবা বোঝান তোমরাই খুব সুন্দর (গুল-গুল) পূজ্য ছিলে আবার ৮৪ জন্মের পরে পূজারী হয়েছ এইজন্য গাওয়া হয়ে থাকে- নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী। বাবা বলেন- আমি তো সদাই পূজ্য।

তোমাদের এসে পূজারী থেকে পূজ্য বানাই। বলে হে রাম এসে আমাদের পবিত্র বানাও। সকল ভক্তরা ডাকে। আত্মারা ডাকে তাই না-- হে পতিত-পাবন। এখন তোমরা বুঝতে পারো গীতা কোনো কৃষ্ণ শোনান নি, পাবন বানান এক পরমপিতা পরমাত্মাই। এক জনই রাম। তাই বাবা বলেন যে যারা বলেন যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন তাদের মতামত নিতে থাকো। গীতার ভগবান শিব, কৃষ্ণ নন। প্রথমে তো জিজ্ঞাসা করো ভগবান কাকে বলা হয়-নিরাকারকে না সাকারকে? কৃষ্ণ তো হলেন সাকার, শিব হলেন নিরাকার। তিনি শুধু এই শরীর ধার নেন। মাতার গর্ভ থেকে জন্ম নেন না। প্রথম নম্বর গর্ভে আসেন কৃষ্ণের আত্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও হলেন সূক্ষ্ম শরীরধারী। শিবের শরীর নেই। এখানে এই লোকে স্থূল শরীর আছে। বাবার মহিমা হল পতিত-পাবন সকলের সদগতি দাতা। সকলের মুক্তিদাতা, দুঃখ হর্তা সুখ দাতা। আত্মা সুখ কোথায় থাকতে পারে? সুখ পাবে পরের জন্মে। যখন রাবণের দুনিয়া শেষ হয়ে স্বর্গের স্থাপনা হয়ে যাবে। আত্মা মুক্ত কিসের থেকে করেন? রাবণের দুঃখ থেকে। এটা তো দুঃখধাম আছে তাই না। আত্মা আবার পথপ্রদর্শকও (Guide) হন। এই শরীর তো এখানেই শেষ হয়ে যায়। আর আত্মাদের নিয়ে যায়। সবাইকে দুঃখ থেকে ছাড়িয়ে, পবিত্র করে ঘরে নিয়ে যায়। লোকে যখন বিয়ে করে আসে তো তখন প্রথমে প্রবেশ করে স্বামী, তারপরে কণ্যা। তারপরে বরযাত্রী। এখন তোমাদের মালাও এরকম। উপরে আছেন শিববাবা ফুল, প্রথমে ফুলকে নমস্কার করবে। তারপর যুগল দানা ব্রহ্মা-সরস্বতী, তারপর হলে তোমরা, যারা বাবার সহযোগী বাচ্চারা রয়েছে। ফুল শিববাবার স্মরণের দ্বারাই সূর্যবংশী বিষ্ণুর মালা তৈরি হয়েছে। ব্রহ্মা-সরস্বতী-- তাঁরাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। দেবতা, ঋত্রিয়....আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে জ্ঞান নিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এই মালা ওনাদেরকে নিয়েই তৈরি হয়ে আছে। এই ব্রহ্মা-সরস্বতীই রাজা-রানী হবেন। ওঁনারা পরিশ্রম করেছেন, তাই পূজিত হন। কেউ জানে না যে মালা কি জিনিষ। এমনিই মালা ঘোরাতে থাকে। ১৬১০৮ এরও মালা হয়। বড় বড় মন্দিরে রাখা হয়ে থাকে। ত কেউ এখান থেকে টানবে, কেউ ওখান থেকে। বাবা বস্বেতে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যেতেন। মালা ঘোরাতে, রাম-রাম জপ করতেন। ফুল তো হলেন শিববাবা তাই না! ফুলকেই রাম-রাম বলে তারপর পুরো মালাকে নমস্কার করে। জ্ঞান তো কিছুই নেই। পাদ্রীরাও হাতে মালা ঘোরাতে থাকেন। জিজ্ঞাসা করো কার মালা ঘোরাচ্ছ? বলবে ক্রাইস্ট-এর স্মরণে মালা ঘোরাচ্ছি। ওঁদের বড় পাদ্রী (Senior priest) পোপ হয় তো আবার পোপদের মালা হবে। ওনাদের সকলের চিত্র আছে। পোপদের কত সম্মান রয়েছে। তাদের নিজেদের এটা জানা নেই যে ক্রাইস্টের আত্মা কোথায় আছেন! তোমরা জানো যে ক্রাইস্টের আত্মাও এখন ভিখারি রূপে আছেন। তোমরাও এখন ভিখারি থেকে রাজা হচ্ছ (Beggar to Prince)। ভারতই রাজা ছিল, এখন ভিখারি হয়েছে আবার রাজা তৈরি হচ্ছে। তৈরি করে থাকেন এক রুহানি বাবা। ভিখারি থেকে রাজা হও। একটা রাজা-রানীর মহাবিদ্যালয়ও আছে, যেখানে গিয়ে তারা পড়েন। তোমরা এখানে পড়ে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের রাজা-রানী হও। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হও।

এখন তোমরা বুঝেছো যে শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের রাজা ছিল সে ৮৪ জন্ম পরে ভিখারি হয়েছে। ৫ হাজার বছর আগে দেবী-দেবতার কত বিত্তবান ছিলেন। এখন তাঁরা কাঙ্গাল ভিখারি হয়েছে। এই কথা কেবলমাত্র তোমরাই একথা শুনে থাকো। ভগবানুবাচ-- তিনি হলেন সকলের পিতা। তোমরা গড ফাদারের থেকে শোনো। গীতাতে এটাই ভুল করে দিয়েছে যে শিব ভগবান উবাচ-এর জায়গায় কৃষ্ণ উবাচ করে দিয়েছে। এইজন্য বলা হয়ে থাকে মিথ্যার দুনিয়া। এই সময় সমগ্র দুনিয়া কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। বস্বেতে বাবুলনাথের মন্দির আছে। বাবা এসে এই কাঁটাকে ফুল বানান।

সবাই একে-অন্যকে কাঁটা লাগায় অর্থাৎ কাম- কাটারি চালায়, এইজন্য একে কাঁটার জঙ্গল বলা হয়ে থাকে। সত্যযুগকে ভগবানের বাগান বলা হয়। ঐ ফুলই কাঁটা হয় আবার কাঁটা থেকে ফুল হয়। সত্যযুগে কখনও রাবণ কে জ্বালানো হয় না। রাবণ হল ভারতের পুরানো শত্রু । তোমাদের লড়াই হল রাবণের সাথে, যে অর্ধেক কল্প দুঃখ দিয়েছে। অন্তিমে বড় লড়াইও হবে। সত্যিকারের দশহরা হবে। রাবণরাজ্যই শেষ হয়ে যাবে, তোমাদের আবার সোনার মহল লাভ হবে। এখন তোমরা রাবণের উপর জয়লাভ করে স্বর্গের মালিক হও। বাবা সারা বিশ্বের রাজ্যভাগ্য দেন, এইজন্য ওঁনাকে শিব ভোলা ভাগুরী বলা হয়। গণিকা, অহল্যা, কুন্ডা সবাইকে বাবা বিশ্বের মালিক বানান। কত ভোলা তিনি । আসেনও পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে। যারা স্বর্গের উপযুক্ত নয় তারা বিকারিদেরকে ছাড়তে পারে না। বাবা বলেন- বাচ্চারা এখন এই অন্তিম জন্মে তোমরা পবিত্র হও। এই বিকার হল বিষ যা তোমাদেরকে আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখী বানায়। তোমরা কি এই অন্তিম জন্মে তা ছাড়তে পারো না? আমি তোমাদের অমৃত পান করিয়ে অমর বানাই। তবুও তোমরা পবিত্র হও না। বিকার ছাড়া, সিগারেট ছাড়া, মদ ছাড়া থাকতে পারো না। আমি বেহদের বাবা বলছি-- তোমরা এক জন্ম পবিত্র হও তা হলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবো।

তোমরা জানো বাবা এসেছেনই সমগ্র দুনিয়াকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের দুনিয়া, শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে যেতে। এখন সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। গ্রন্থসাহেবেও পরমপিতা পরমাত্মাকে অকালমূর্ত বলা হয়ে থাকে। বাবা হলেন মহাকাল। সেই কাল(মৃত্যু) তো একজন দুজনকে নিয়ে যাবে, আমি তো সকল আত্মাকে নিয়ে যাব, এইজন্য বলা হয় মহাকাল। আচ্ছা-

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাবা-দাদার স্মরণ ভালবাসা আর শুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এই অন্তিম জন্মে জ্ঞান অমৃত পান করে অমর হতে হবে। নিজেকে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত বানাতে হবে। খারাপ অভ্যাসকে ছেড়ে দিতে হবে।

২) এখন পড়া পড়ে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের রাজা- রানী হতে হবে। সত্যিকারের সত্যনারায়ণের কথা শুনে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- মায়ার জ্ঞান থেকে অ-জ্ঞান(ইনোসেন্ট) আর জ্ঞানে স্ব-জ্ঞান(সেইন্ট, সন্ত) হওয়া সম্পূর্ণ পবিত্র ভব(হয়)।

যেরকম সত্যযুগী আত্মারা বিকারের জ্ঞান থেকে অজ্ঞানী হয়, সেই সংস্কার স্পষ্ট স্মৃতিতে থাকলে মায়ার জ্ঞান থেকে অ-জ্ঞানী হয়ে যাবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সংস্কার স্মৃতিতে স্পষ্ট তখনই থাকবে যখন আত্মিক স্বরূপের স্মৃতি সব সময় আরও স্পষ্ট হবে। যেরকম দেহ স্পষ্ট দেখা যায় সেরকম নিজের আত্মার স্বরূপ স্পষ্ট দেখা যায় অর্থাৎ অনুভবে আসে তবে বলা হবে মায়ার থেকে অ-জ্ঞানী আর জ্ঞানে স্ব-জ্ঞানী অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র।

স্লোগান:- ভিতরের অশুদ্ধিই সম্পূর্ণ শুদ্ধ হতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই বেহদের ড্রামাতে হিরো -হিরোইনের ভূমিকা তোমাদের , বাবার নয় , বাবার দক্ষতা কেবলমাত্র পতিতকে পবিত্র করে গড়ে তোলা ।"

প্রশ্নঃ - ব্রহ্মার চিত্র দেখে যারা প্রশ্ন তোলে, তাদের কোন রহস্যের কথা বোঝাতে হবে ?

উত্তরঃ - তাদের বলো, ইনি হলেন সেই আত্মা যিনি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত (সৃষ্টি রূপী নাটকে) ভূমিকা পালন করেছেন । যিনি হলেন প্রথম প্রিন্স শ্রীকৃষ্ণ, তাঁরই শেষ জন্মে বাবা আসেন । এ হল পতিত শরীর, একেই পবিত্র হতে হয় । ইনি কোনও ভগবান নন । ভগবান তো হলেন চির পবিত্র । উনি(ভগবান) ঐনার শরীরের আধার নিয়েছেন ।

গীতঃ- চেহারা দেখেনে রে প্রাণী মন রূপী দর্পণে. . .

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন , শান্তির জন্যে বাইরের দুনিয়ায় গিয়ে যেন দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেতে হবে না । হঠযোগী সন্ন্যাসীরা যেমন মনে করে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে শান্তি পাওয়া সম্ভব নয় । শান্তি পাওয়া যাবে জঙ্গলে । কিন্তু বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন শান্তি ওখানেও পাওয়া যাবে না । এই বিষয়ে একটা গল্প বা বলতে পার উপমা , শোনাচ্ছি - রানীর গলাতেই হার ছিল অথচ খুঁজছিল বাইরে . . . এরকমই শান্তিও তোমাদের গলাতে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যেই আছে বাইরে কোথায় তাকে খুঁজবে ! বাবা এসে বোঝাচ্ছেন , বাচ্চারা , তোমাদের আত্মাদের স্বধর্মই হ'ল শান্ত । এই শরীর তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় , যার সাহায্যে তোমাদের নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে অর্থাৎ নিজস্ব পার্ট প্লে করতে হবে । আত্মা হল অবিনাশী । আত্মা ছোট বা বড় হয় না আর না হয় বিনাশ । তবে হ্যাঁ! আত্মা পতিত হয় , আর একেই পবিত্র হতে হয় । আত্মা প্রথমে কিশোর শরীর পায় , তারপর ধীরে ধীরে যুবা এবং আরও পরে বৃদ্ধ হয় । আত্মা স্বভাবেই হল একরস । সর্ব প্রথম আত্মাকে জানতে হবো আমি আত্মাই ব্যরিস্টার ইত্যাদি তৈরী হই । একে বলা হয়-- আত্ম-অভিমানী ভব । বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন , বাচ্চারা তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছ এইজন্য নিজেকে শরীর ভাবছ , এটা ভুলে যাও যে আমি আত্মা , এই আমার শরীর । তাইতো নিজেকে বুঝতে হবে , অনুভব করতে হবে । ৮৪ জন্মও আত্মাই নেয় । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে ব্রাহ্মণ হতে পেরেছে সে-ই আবার দেবতা হবে । এরকম নয় যে সকল আত্মাই ৮৪ জন্ম নেয় । কেউ প্রথম দিকে আসবে , কেউ ৫০-১০০ বছর বাদেও আসবে । কারও ৮০-৮২ , কারও অল্প-কয়েক জন্ম হবে । মানুষ ৮৪ লাখ জন্মের কথা বলে, এত বলেও সন্তুষ্ট হয়না , আবার বলে ভগবান প্রতিটি কণায় কণায় বিরাজ করেন । ভগবান এখন বলছেন আমি কোনো মানব শরীরেই নেই তবে জানোয়ার , পাখর , নুড়ি , কণা এসবের মধ্যে আমি কিভাবে থাকতে পারি ! বাবা বুঝিয়েছেন সর্বোত্তমই ধীরে ধীরে পতিত হয়ে তমঃপ্রধান হয় । "আমি স্বয়ং একথা বলি , আত্মার অনেক জন্মের শেষ জন্মে সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি ।" যে পুরো ৮৪ জন্মের চক্র পার করে , সে-তো শেষে অবশ্যই পতিত হবে । পবিত্র তো হতে পারবে না । বাবা স্বয়ং বলেন প্রথম নম্বরে শ্রীকৃষ্ণ , ফার্স্ট প্রিন্স-- প্রথম রাজকুমার । শ্রীনারায়ণ তো পরে হবে , যখন বড় হবে । তাও ২০ -২৫ বছর কম হয় , ওনারও ৮৪ জন্ম পুরো হয়না । সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণ । যদিও সে-

ই স্বয়ম্বরের পরে নারায়ণ পদে অভিষিক্ত হবে । কিন্তু হিসাব তো বাচ্চাদের রাখত হবে ! ৫ হাজার বছরে পুরো ৮৪ জন্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বলা যাবে । সেইজন্য বাবা সামনা সামনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন "আমি কল্পে কল্পে সেই তনৈ আসি , যার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পাট আছে । দ্বিতীয় আর কারও মধ্যে আসতে পারি না । হিসাব আছে । প্রথম নস্বরে ব্রহ্মাই আছেন । আমি অন্যের মধ্যে কিভাবেই বা আসতে পারি ।" তোমাদের অনেক লোকে জিজ্ঞেস করে শুধু একই ব্রহ্মাতে কেন আসেন ! কিন্তু হিসাব তো হওয়াই আছে । এ সবই বোঝার বিষয় । গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করা হয় । এই কাজ আর অন্য কারও দায়িত্বে নেই । মানুষ রচনা আর রচয়িতাকে জানে না । এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । যা তৈরি হয়ে আছে তাই হচ্ছে ... চিন্তার কি প্রয়োজন ... এই সব এখনকার কথা , যা হওয়ার তাই হয় , তা' কোনোভাবে বদল হওয়া সম্ভব নয় । আজ যা হচ্ছে তা' পাঁচ হাজার বছর বাদে আবারও হবে । বাবা বুঝিয়েছিলেন-- এমন কোনো বিষয় উঠলে বোলা , এতো কোনো নতুন কথা নয় ! পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও হয়েছিল । একদম এইভাবে লিখে দাও । মানুষ এসে তোমাদের জিজ্ঞাসা করুক, তবুও লিখতে কোনো অসুবিধে নেই । এই লড়াই আগেও হয়েছিল , নাথিং নিউ , নতুন নয় । মহাভারতের লড়াই ৫ হাজার বছর আগেও হয়েছিল । খ্রিস্চিয়ানরা ভারতে এসে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল , নাথিং নিউ । এই কল্পের পরে আবারও এইরকমই হবে । বিশ্বের এই হিস্টি-জিওগ্রাফি বারংবার পুনরাবৃত্তি হয়েই চলে । এখন আবার নতুন করে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে যাঁদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁরাই প্রথম লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন । এই সকল রহস্য সামনে বসে বাবাই বুঝিয়ে দেন । বাবা বলেন-- আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ , একে উল্টো ঝাড় বলা হয়ে থাকে । এই কল্পবৃক্ষের আয়ু পাঁচ হাজার বছরের । স্বস্তিকের মধ্যে চার ভাগ একরকম দেখা যায়। যুগও ইকুয়াল অর্থাৎ সমান , এর মধ্যে কোনও ফারাক হয়না । বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন-- দেখা দুনিয়ায় কত কিছুই না হচ্ছে ! কেউ মূনে (চাঁদে) যাচ্ছে , কেউ আগুনের ওপরে তো কেউ জলের ওপরে চলতে শিখছে । এই সবকিছু অনর্থক , এতে লাভ কিছু হয় না । মানুষ পবিত্র হয়ে মুক্তি-জীবনমুক্তিতে তো যেতে পারেনা । যা কিছুই করুক কিন্তু ঘরে ফিরতে পারবে না । আত্মা নিজের ঘর আর বাবার ঘর ভুলে গেছে । আত্মা নিজেকে ভুলে দেহ-অভিমানী হয়েছে । আবার মন্দিরে গিয়ে মহিমা গায় । আপনি সর্বগুণসম্পন্ন , আমি নীচ পাপী । নিজের গ্লানি করে । বাবা তো কখনও পূজারী হননা । তারপর আবার বলবে শংকরও চির পূজনীয় । কিন্তু তিনিও পূজারী হননা , তাঁর পাটই এখানে নয় । এখানকার স্টেজে(এই সৃষ্টি মঞ্চে) পাট হ'ল ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর । ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর ভূমিকা কি তা' দুনিয়ার লোকেদের জানা নেই । বলে দেয় ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা , এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনা । এরকমও গেয়ে থাকে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা , কে করে তার কোনো পরিষ্কার ছবি নেই । মুখে বলছে কিন্তু তিনি কোথায় ! শিবের কি কাজ তাও জানা নেই । আত্মা সম্বন্ধে বলবে ভ্রুকুটির মধ্যে উজ্জ্বল এক আজব নক্ষত্র আমি আত্মা অবিনাশী , শরীর বিনাশী । কত শরীরের মধ্যে দিয়ে আত্মাকে চক্রের পাট সম্পূর্ণ করতে হয়, কিছুই জানা নেই । মানুষ কত দুঃখী , দুঃখে বিলাপ করে-- ও গড ফাদার ! যখন থেকে দুঃখের শুরু তখন থেকে ডেকে চলেছে । এও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতে রাবণরাজ্য শুরু হওয়া মানে কিন্তু এমন নয় যে অন্য ধর্মের মধ্যেও রাবণরাজ্য শুরু হয়েছে না , তাদেরও নিজের সময় অনুযায়ী সতো , রজো , তমোতে আসতেই হয় । এই কাহিনী সারা ভারতের উপরেই রচিত । তারা তো বিশ্ব নাটকের ঘটনা পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে আসবে । বাবা মাঝ পথেই আসেন । ভারত যখন তমোপ্রধান হয় তখন আবার সারা ঝাড় তমোপ্রধান হয়ে যায় । তাদেরও সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয় । ঝাড়ে নতুন নতুন পাতা বেরোয় । তা' বড়ই সুন্দর । নতুনেরও আবার অবশ্যই সতো , রজো , তমোতে আসতে হয় । পিছন সারিতে যারা আসে তাদের

খানিক মান থাকে । এক জন্মের জন্য এসেও সতো , রজো , তমোর মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে । কিন্তু তার কোনো মূল্য থাকেনা । মূল্য তাদের যারা হিরো -হিরোইনের ভূমিকা পালন করে । এইভাবে বলা হয়না বাবা-ই হিরো-হিরোইনের পার্ট প্লে করেন । বাবার সম্বন্ধে একথা বলা যাবেনা । তিনি এসে তো পতিতকে পবিত্র করে তোলেন । নিজে পতিত হননা । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে ওঠার মেহনত করো । শ্রীমত্ মেনে রাজযোগের দ্বারাই তোমরা রাজ্য নিয়েছিলে । তোমরা এখন আবার রাজ্যভার নিষ্ছ । বাবা বলেন - আমি তো রাজস্ব করিনা , তোমাদের রাজার রাজা বানাই । এমনিতে দুনিয়াতে মানুষ তো অনেক কিছুই বলে । ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাই কিন্তু তার অর্থ না নিজেরা বোঝে না অন্যকে বোঝাতে পারে । ভগবানুবাচ , তাহলে অবশ্যই ভগবান এসেছিলেন তবে না বলেছিলেন হে বাচ্চারা , ভারতেই শিব জয়ন্তী , শিবরাত্রির পালন হয় । বাবা আসেনও ভারত খণ্ডে । ভারতই অবিনাশী খণ্ড । তার মহিমাও অনেক । বাবার মহিমা যেমন অপারম অপার তেমন ভারতের মহিমাও অপারম অপার । ভারতেই পরমপিতা পরমাত্মা এসে সব , মানুষ মাত্রেরই সদগতি করেন । সবাইকে সুখ দেন । ওঁনার জন্মভূমি ভারত । ভারতই প্রাচীন দেশ । ভগবান রাজযোগ শেখাতেই ভারতে এসেছিলেন । কিন্তু কৃষ্ণকে ভগবান বলায় ওঁনার মহিমা থাকে না । ভগবান তো এক , তাঁকেই সদ্গুরু বলা হয়ে থাকে । বাকি তো অনেক গুরু থাকে । কেউ সাধারণ কোনো কাজকর্ম শেখালেও তাকে গুরু বলে দেয় । আজকাল তো সবাইকে অবতার বলে মেনে নিচ্ছে কিছুই বোঝেনা । যখন একেবারে পতিত হয়ে যায় তখন ডাকে - বাবা এসে আমাদের পবিত্র বানাও ।

সত্যি -সত্যিই বাবা এসে অমরকথা শোনান । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই কথা স্থায়ী হয়েছে , কিভাবে আমরা ৮৪ জন্মের চক্রে আসি । প্রথমে ভালো জন্ম তারপরে আবার নীচে নেমে আসতে হবে । দুনিয়ারও অবরোহণ কলা হয় অর্থাৎ দুনিয়াও অবরোহণ কলায় পৌঁছায় । মানুষের বুদ্ধি সতো, রজো , তমোয় পরিণত হয় । সত্যযুগ থেকে একটু একটু করে অবরোহণ কলা শুরু হয়ে যায় । বলা হয় উত্তরণ কলা আর অবরোহণ কলার স্টেজের কথা-- তোমার উত্তরণের কারণে সকলেরই ভালো হয় । সকলের সদগতি দাতা হলেন এক বাবা-ই । গুরুরা তো শুধু শাস্ত্র শোনায় । শাস্ত্র শুনতে শুনতে নীচেই নেমে এসেছে । বেহদের বাবা এসে বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন আমি তোমাদের এত বিত্তবান বানিয়ে গেছি , এত হীরে-জহরতের মহল দিয়ে গেছি , সেসব কোথায় গেছে ? লৌকিক বাবা বাচ্চাকে পয়সা দেন কিন্তু বাচ্চা সেই পয়সা অনর্থক বাজে খরচে বরবাদ করে দিলে বাবা বাচ্চাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন এত পয়সা (অর্থ) সে কোথায় বরবাদ করেছে ? বাচ্চাদের কাছে পয়সা থাকলে তারা এদিক -ওদিক খরচ করে উড়িয়ে দেয় । বাবা ধর্ম-স্থাপকদের, অথচ সন্তান বিলেতে গিয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করে আসে । বাবা কিছু করতে পারেনা । বাবা ত্যাজ্যও করতে পারেনা কেননা দাদুর সম্পত্তি ! কিন্তু অন্তরে জ্বলতে থাকেন । এমন সব খারাপ বাচ্চা হয় যে বাবার মৃত্যুর পর ১২ মাসেই সব সম্পত্তি খুইয়ে ফেলে । সেসব হ'ল হদের কথা । এখানে সব বেহদের কথা । বেহদের বাবা বলেন তোমরা কত ধনবান ছিলে , বিশ্বের মালিক ছিলে ! তবে কাঙাল কেন হও ? এত ধন কোথায় , কি করলে ? বাচ্চাদেরই বাবা জিজ্ঞেস করেন - ভারতকে ধন সম্পদ দিয়ে এত বিত্তবান বানিয়েছি , এতসব ধনকড়ি কোথায় গেল ? এখন বাবাই আবার সামনে বসে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । ভক্তিমার্গে কত খরচ করে । শাস্ত্র ইত্যাদির পিছনে কত খরচ করে ! মাথাও ঠুকতে থাকে, কপালও ঘষে যায় । পয়সা কড়ি সব খুইয়ে বসে , এ হল ড্রামা । আমি তোমাদের বিত্তবান বানাই । রাবণ তোমাদের কাঙাল বানায় । ভারতবাসীকেই তো বাবা বোঝাবেন । ভারতই সোনার দেশ(

Golden sparrow) ছিল , এত ধন ছিল অন্য ধর্মের লোকেরা লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে । তবে ! খেয়াল করো ভারত কি ছিল ! পরিকল্পিতভাবে এও ড্রামায় সাজানো আছে । ভারতই হেভেন , ভারতই হেল অর্থাৎ ভারতেরই স্বর্গ -নরকের উত্থান -পতনের কাহিনী ড্রামাতে বলা হয়েছে । এখন নরকের অবস্থা চলছে , এইজন্য বাবা সিঁড়ির চিত্র এমন বানিয়েছেন যে কেউই বুঝতে পারবে আমরা পতিত হয়েছি । ছোট ছোট বাচ্চাদেরও চিত্রের সাহায্যেই বোঝানো হয় । নকশা ছাড়া বাচ্চারা কি বুঝবে ! বাবা-ই এসে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার সহজ যুক্তি বলে দেন । সহজের থেকে সহজও আবার , ডিফিকাল্ট (কঠিন) থেকে ডিফিকাল্টও । সত্যযুগে দেহী-অভিমানী থাকে । আত্মা বুঝতে পারে এখন শরীর বড় হয়েছে অশক্ত হয়েছে , পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে আবার নতুন বস্ত্র নিতে হবে । যেমন সাক্ষাত্কার হয় - এখন গিয়ে বাচ্চা হতে হবে , তারপর পুরানো শরীর ছেড়ে দেয় । এখানে কেউ মারা গেলে কান্নাকাটিও করে । ব্যান্ড বাজিয়েদেরও (হরি -সংকীর্তনের দল) নিয়ে যায় মরদেহের সাথে সাথে । সত্যযুগে তো খুশির সাথে এক শরীর ছেড়ে আরেক শরীর নেয় , তাই আনন্দ উৎসব করে । এখানে কত আফসোস করে ! কেউ মারা গেল তো বলবে স্বর্গে চলে গেছে । তবে তো এর মানে দাঁড়াল এতদিন নরকে ছিল ! তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ - স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য । বাবা আসেনই জীবনমুক্তি দিতে । রাবণের বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে জীবনমুক্ত করেন । বাবা বলেন , আমি আগের কল্পের মতো এসে রাজযোগ শেখাই । প্রতি কল্পে ব্রহ্মা তনে আসি । তোমাদের অবশ্যই ব্রাহ্মণ হয়ে উঠতে হবে । যজ্ঞতে ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই চাই । এ হ'ল রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ । এই রথকে (শরীরকে) স্বাহা করতে হবে । অশ্ব বলা হয় এই রথকে অর্থাৎ পুরনো এই শরীরকে । রাজস্ব , স্বরাজ্য পাওয়ার জন্য এইসব অশ্ব (শরীর) স্বাহা করতে হবে । আত্মা তো স্বাহা হবেনা ! আত্মারা হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত করে ফিরে যাবে । তারপর আবার নতুনভাবে সবার পার্ট শুরু হবে । একে বলা হয়ে থাকে হিস্ট্রি -জিওগ্রাফি রিপোর্ট অর্থাৎ বিশ্ব নাটকের পরিকল্পিত রূপের পুনরাবৃত্তি । বাবা আসেনই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ঘটিয়ে নতুন দুনিয়ার স্বপন করতে । সেই একই মহাভারত লড়াই , যে লড়াইয়ের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে । তাই বোঝাতে তো হবে - এই লড়াই থেকেই স্বর্গের দ্বার খোলে , এইজন্যে শাস্ত্রেও এর গায়ন আছে । আচ্ছা--

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) যে ঘটনা অতীতে ঘটে গেছে তার চিন্তা করা ঠিক নয় । যা হয়ে গেছে , নতুন কিছু নয়- এই ভেবে ভুলে যেতে হবে ।

২) এই রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞে নিজের তন -মন -ধন সব স্বাহা করে যজ্ঞকে সফল করে তুলতে হবে । এই অন্তিম জন্মে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার মেহনত করতে হবে ।

বরদানঃ- সবকিছু থেকে পৃথক এবং প্রিয় হওয়ার যোগ্যতা দ্বারা মোহমুক্ত (Free from attachment) হওয়ায় সমর্থ, সহজযোগী ভব !

সহজযোগী জীবনের অনুভব করার জন্যে জ্ঞানের দ্বারা দেহ এবং দেহ-সম্বন্ধীয় সব কিছু থেকে অনাসক্ত হও । শুধু বাইরে থেকে আলাদা হওয়া নয় , কোনো কিছুর প্রতি মনের আসক্তিও যেন না থাকে , সমস্ত আকর্ষণ থেকে যে যত মুক্ত হতে পারবে তত প্রিয় অবশ্যই হয়ে যাবে । সর্ব থেকে মুক্ত অবস্থা খুবই প্রিয় লাগে । যে বাইরের আকর্ষণ থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারেনা সে প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠার বদলে দুশ্চিন্তা পীড়িত হয় । এইজন্যে সহজযোগী অর্থাৎ সব আকর্ষণ থেকে মুক্ত আর প্রিয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ , সব মোহ থেকে মুক্ত হয় ।

স্লোগানঃ- স্ব- পুরসার্থ ও সেবা-র সামঞ্জস্যের দ্বারা বন্ধন , সম্বন্ধে পরিবর্তিত হয়ে যাবে ।

"পরীক্ষণ শক্তি এবং নির্ণয় শক্তির আধার হল-- সাইলেন্সের শক্তি"

আজ বাবা নির্বাণ অর্থাৎ বাণীর উর্ধ্ব শান্ত স্বরূপ স্থিতির অনুভব করছেন। তোমাদের আত্মাদের স্বধর্ম এবং সুকর্ম, স্ব স্বরূপ, স্বদেশ তো হলই শান্ত। সঙ্গমযুগের বিশেষ শক্তিও হল সাইলেন্সের শক্তি। তোমাদের সবার অর্থাৎ সঙ্গমযুগী আত্মাদের একটাই লক্ষ্য হল এবারে সুইট সাইলেন্স হোমে যেতে হবে। এই অনাদি লক্ষণ-- শান্ত স্বরূপ থাকা এবং সকলকে শান্তি প্রদান করা-- এই শক্তির প্রয়োজনীয়তা বিশ্বে এখন অনেক বেশী। সকল সমস্যার সমাধান এই সাইলেন্সের শক্তি দ্বারাই হয়। কেন? সাইলেন্স অর্থাৎ শান্ত স্বরূপ আত্মা একান্তবাসী হওয়ার দরুন সদা একাগ্র থাকে আর এই একাগ্রতার কারণে দুটি শক্তি প্রাপ্ত হয়। একটি হল পরীক্ষণ শক্তি এবং দ্বিতীয়টি হল নির্ণয় শক্তি। এই বিশেষ দুটি শক্তি অপরের সাথে ব্যবহার এবং ঈশ্বরীয় কার্য(পরমার্থ) উভয় ক্ষেত্রেই সর্ব সমস্যা সমাধানের সহজ সাধন।

পরমার্থ মার্গে বিঘ্ন-বিনাশক হওয়ার সহজ সাধন বা উপায় হল-- মায়াকে পরীক্ষণ(পরখ) করা এবং পরীক্ষণ করে নির্ণয় নেওয়া। পরীক্ষণ ক্ষমতা না থাকলে মায়ার ভিন্ন-ভিন্ন রূপকে দূর থেকে সমাপ্ত করা অসম্ভব হবে। পরমার্থী বাচ্চাদের সামনে মায়াও রয়্যাল ঈশ্বরীয় রূপ নিয়ে আসে। মায়ার সেই রূপের পরীক্ষণ(পরখ) করতে একাগ্রতার শক্তি চাই আর একাগ্রতার শক্তি প্রাপ্ত হয় সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা।

বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে তীরগতিতে পরিবর্তন কম, কারণ মায়ার রয়্যাল ঈশ্বরীয় রোল্ড গোল্ড অর্থাৎ ইমিটেশান গোল্ডকেই রিয়্যাল গোল্ড(আসল সোনা) ভেবে নেয়। যে কারণে বর্তমানকে পরীক্ষণ না করেই কি বলে তারা? আমি যা করেছি বা বলেছি - তা ঠিক বলেছি। আমি কিসে ভুল? এমন করেই তো চলতে হবে! ভুল হলেও নিজেকে ভুল ভাবনা। কারণ? পরীক্ষণ শক্তি হল কম। মায়ার রয়্যাল রূপকে রিয়্যাল ভেবে নেয়। পরীক্ষণ শক্তি কম থাকার জন্যে যথার্থ নির্ণয়ও নিতে পারে না। স্ব-পরিবর্তন করতে হবে নাকি পর-পরিবর্তনের প্রয়োজন-- তা নির্ণয় করতে পারে না। তাই পরিবর্তনের গতি তীর হওয়া প্রয়োজন। সময় তো তীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সময় অনুসারে পরিবর্তন হওয়া বা নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্বারা পরিবর্তন হওয়া - এতেই তো প্রাপ্তির অনুভূতিতে রাত-দিনের তফাত। আজকালকার যাত্রীবাহী যান-এর মতোই। এক হল নিজে থেকেই স্টার্ট হওয়া আর দ্বিতীয়টি হল ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট হওয়া। দুটোতেই তফাত আছে না! তো সময়ের ধাক্কা খেয়ে পরিবর্তন হওয়া-- এ হল পুরুষার্থের গাড়ি ধাক্কা দিয়ে চালানো। গাড়িকে চালানো বলা যাবে না, গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে চালনা করা বলা হবে। সময়ের আধারে পরিবর্তন হওয়া অর্থাৎ কেবল নিজের ভাগের অল্প খানি লাভ করা। যেমন এক হল মালিক আর দ্বিতীয় হল শেয়ার হোল্ডার। কোথায় মালিকানা, অধিকার আর কোথায় সামান্য অংশের অধিকার। এর কারণ কি? সাইলেন্সের শক্তির অনুভূতির অভাব, যার দ্বারা পরীক্ষণ ক্ষমতা এবং নির্ণয় ক্ষমতার সাহায্যে পরিবর্তন তীর বেগে সম্পন্ন হয়। বুঝলে - সাইলেন্সের শক্তি কত মহান? সাইলেন্সের শক্তি ক্রোধ-অগ্নিকেও শীতল করে দেয়। সাইলেন্সের শক্তি ব্যর্থ সঙ্কল্পের উপদ্রব সমাপ্ত করে দেয়। সাইলেন্সের শক্তি পুরানো সংস্কারকেও সমাপ্ত করে দেয়। সাইলেন্সের শক্তি অনেক রকমের মানসিক রোগের থেকে সহজ মুক্তি প্রদান করে। সাইলেন্সের শক্তি, শান্তির সাগর বাবার সঙ্গে অনেক আত্মাদের মিলন

ঘটাতে পারে। সাইলেন্সের শক্তি অনেক জন্মের হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে পারে। মহান আত্মা , ধর্মাত্মা সব রূপে পরিণত করতে পারে। সাইলেন্সের শক্তি সেকেন্ডের মধ্যে ত্রিলোকের যাত্রা করাতে পারে। তাহলে বুঝলে এই শক্তি হল কত মহান ? সাইলেন্সের শক্তি কম পরিশ্রমে, কম খরচে অতি সফল ধনী বানাতে পারে। সাইলেন্সের শক্তি সময়ের খাজানায় ইকোনমী অর্থাৎ মিতব্যয়ী করিয়ে কম সময় খরচ করে অতি সফল করে দেয়। সাইলেন্সের শক্তি হাহাকারকে জয়-জয়কারে পরিণত করতে পারে। সাইলেন্সের শক্তি সর্বদা তোমার গলায় সফলতার মালা পরাতে পারে। জয়-জয়কারও হল মালাও গলায় পড়লে , আর বাকি কি রইল ? সবকিছু তো হয়ে গেল তাইনা ! তাহলে শুনলে তো তুমি তবে কত মহান ? তোমার এই মহান শক্তিকে কাজে কম ব্যবহার করছো।

বাণীর সাহায্যে তীর চালাতে তো শিখে গেছ, এবারে "শান্তির" তীর চালাও। যাতে বালিতে সবুজের ছোঁয়া লাগাতে পারো। যতই কঠিন শত্রু পাহাড় হোক তার থেকে জল বের করতে পারো। বর্তমান সময়ে "শান্তির শক্তিকে " প্র্যাক্টিক্যালি কাজে লাগাও। মধুবনের ধরনীতে এত আকর্ষণ কেন রয়েছে? শান্তির অনুভূতি হয় যে তাই। এমনই চারিদিকের সেবাকেন্দ্র এবং প্রবৃত্তির স্থানগুলিকে "শান্তির কুন্ডে" পরিণত করো। তাহলেই চারিদিকে শান্তির ভাইরেশন বিশ্বের আত্মাদের শান্তির অনুভূতির দিকে আকর্ষিত করবে। চুষক হয়ে যাবে। এমন সময় আসবে যখন তোমাদের সকল স্থান শান্তি প্রাপ্তির চুষক হয়ে যাবে, তোমাদের যেতে হবে না , তারা নিজেরাই আসবে। কিন্তু তখন , যখন সকলের সঙ্কল্পে, কথায়, কর্মে শান্তির মহান শক্তি নিরন্তর থাকবে তখনই শান্তি দেবা রূপে পরিণত হয়ে যাবে। তাহলে বুঝলে এখন কি করণীয় ? আচ্ছা !

(আজ সকালে মধুবনে কর্ণাটক জোনের এক ভাই হঠাৎ হার্টফেল হওয়ায় দেহ ত্যাগ করলেন তাঁর অন্তিম সংস্কার ক্রিয়া আবুতেই করা হল)

আজ কি পাঠ পড়লে ? কর্ণাটকের গ্রুপ কোন্ পাঠটিকে পাকা করল ? সদা এভাররেডি থাকার পাঠ পাকা করেছ ? সর্বদা দেহ , দেহের সম্বন্ধ , পদার্থ , সংস্কার সবকিছুই বাত্ম-বেডিং সদা-ই যেন বাধা হয়ে থাকে। গুটিয়ে ফেলার শক্তিকে(Power to pack up) চিত্রে কি কি দেখিয়ে থাকো ? বাত্ম বিচ্ছানাপত্র প্যাক, এটাই দেখাও তাই না! এমন সংকল্পও যেন না আসে যে এটা করতে হোতো, এমন হতে হোতো, এখনও কিছু বাকি রয়ে গেছে-- সেকেন্ডের মধ্যে তৈরী । সময়ের ডাক এলো--আর একেবারে প্রস্তুত(Eveready) । তো এই পাঠ পাকা করছো তো ? আত্মার ভাগ্যের রেখাও এইভাবে আঁকা হয়ে গেল । এমনিতে (দাহ)সংস্কারের সময় একজন পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণকে ডাকা হয় আর তাও আবার নামী কাউকে আর এখানে কতজন ব্রাহ্মণ হাত লাগালো ? মহান তীর্থ স্থান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ । প্রত্যেকে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে("স্মৃতি ভব"-র) সহযোগ দিল , কত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যে হয়ে গেল ! তো সর্বদা এভাররেডি থাকার বিশেষ(Special) পাঠ সকলেই পড়ে নিয়েছ তো ? (ওনার যুগলকে দেখে বাবা বললেন) কোন্ পাঠটি পড়লে ? নিজের সফলতার স্বরূপ দেখালে তুমি। বাহাদুর তুমি । শক্তি স্বরূপের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখিয়েছ। আচ্ছা !

সদা নিজের স্ব-স্বরূপ , স্বধর্ম, শ্রেষ্ঠ কর্ম, স্বদেশের স্মৃতি স্বরূপ , শান্ত মূরত , সদা শান্তির শক্তি দ্বারা সকলকে শান্ত স্বরূপ বানায়, শান্তির সাগরের শান্তির ঢেউয়ে সদা ভেসে থাকে এমন অনেকের জন্যে

ধর্মাত্মা , মহান আত্মা স্বরূপ, এমন শান্তির শক্তি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা হয়ে উঠবে সেই সব আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর নমস্কার ।

পাটিদের *সঙ্গে* :-

1. *মহাবীর* *বাঘাদের* *বাহন* *হল*-- *শ্রেষ্ঠ* *স্থিতি* *এবং* *অলংকার* *হল*
- *সর্বশক্তি*

সবাই নিজেকে মহাবীর মনে করো তো ? মহাবীর অর্থাৎ সদা অস্ত্রধারী । শক্তিদের এবং পান্ডবদের সর্বদা বাহনে বিরাজিত এবং অস্ত্রধারী দেখানো হয়। অস্ত্র অর্থাৎ অলংকার । তার মানে অস্ত্রধারীও এবং বাহনধারীও। বাহন হল শ্রেষ্ঠ স্থিতি আর অলংকার হল সর্বশক্তি । এমন বাহনধারী এবং অলংকারধারী আত্মারাই সাক্ষাতমূর্ত রূপে পরিণত হতে পারে। তো সাক্ষাৎ স্বরূপে সবাইকে বাবার সাক্ষাৎকার করানো - এই হল মহাবীর বাঘাদের কর্তব্য । মহাবীর অর্থাৎ যে সদা উড়তে পারে। তো সবাই উড়ন্ত কলায় রয়েছ কি? এখন উত্তরণ কলায় সমাপ্ত , জাম্প করার সময়ও সমাপ্ত হয়ে গেছে, এখন শুধু উড়তে হবে । উড়লে আর পৌঁছে গেলে । উড়ন্ত কলায় থাকলে সব কিছুই নীচে রয়ে যাবে। নীচের জিনিসগুলি, পরিস্থিতি লোকজনকে , বস্তু , পরিস্থিতিকে পার করার প্রয়োজন নেই , উড়তে থাকলে নদী, পাহাড়, গাছ সবকিছু পার হয়ে যাবে। বিশাল পাহাড়ও একটা খেলার বলের (Ball) মতন মনে হবে। যে আত্মারা উড়ন্ত কলায় থাকে তাদের কাছে পরিস্থিতি তো হল একটি খেলনা। উঁচুতে গেলে এত বিশাল দেশ গ্রাম সব কেমন দেখায় ? খেলনা মনে হয় তাই না! মডেল মনে হয় । তো এখানেও উড়ন্ত কলার আত্মাদের কাছে যে কোনো পরিস্থিতি বা বিঘ্ন হল খেলা বা খেলনা, পিঁপড়ের মতো । পিঁপড়ে তাও আবার মৃত , জীবিত নয় , জীবিত পিঁপড়েও কখনও কখনও মহাবীরদের পতনের কারণ হয়। তো পিঁপড়েও তাও মৃত । পাহাড়ও সর্ষে-দানা নয় বরং তুলোর মতো । এমন মহাবীর হয়েছ তো ?

২. *মায়াজিত* *হওয়ার* *সাথে-সাথে* *প্রকৃতিজিতও* *হও*

সর্বদা মায়াজিত এবং প্রকৃতিজিত হয়েছ কি ? মায়াজিত তো হয়ে উঠছে, কিন্তু প্রকৃতিজিতও হও কারণ এখন প্রকৃতির উথাল-পাতাল অবস্থা বাড়বেই । দোলাচলে অচল স্থিতির অনুভব করো-- এমন অচল হয়েছ কি? কখনও সমুদ্রের জল নিজের প্রভাব দেখাবে কখনও পৃথিবী নিজের প্রভাব দেখাবে। যদি প্রকৃতিজিত হবে তাহলে প্রকৃতির কোনো দোলাচল প্রভাবিত করতে পারবে না । সর্বদা সাক্ষী হয়ে সব খেলা দেখবে। যেমন ফরিস্তা (অ্যাঞ্জেলাদের) সর্বদা উঁচু পর্বতে দেখান হয় তো তোমরা ফরিস্তারা সদা উঁচু স্টেজে অর্থাৎ উঁচু পর্বতে নিবাস করো। এমন উঁচু স্টেজে স্থির রয়েছ কি? যত উঁচুতে থাকবে তত উপদ্রব থেকে স্বতঃই দূরে থাকবে। এখন দেখো এই পাহাড়ী স্থানে এসেছ তো নীচের উপদ্রব কোলাহল থেকে স্বভাবতই দূরে রয়েছ তাই না ! শহরে কত কোলাহল আর এখানে কত শান্তি আছে ! যখন স্থূল স্থানে এতটা তফাত রয়েছে তাহলে উচ্চ স্থিতি এবং সাধারণ স্থিতিতে কত রাত-দিনের তফাৎ হবে।

***প্রশ্ন* :-** কোন্ পরিচয় বুদ্ধিতে স্পষ্ট থাকলে সমর্থ আত্মা (Powerful soul) হয়ে যাবে?

***উত্তর*:-** নিজের এবং সময়ের পরিচয় যদি বুদ্ধিতে স্পষ্ট থাকে তবে তুমি সমর্থ আত্মা হয়ে যাবে, কারণ এই সঙ্গমের সময়টাই হল শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণের সময়। সম্পূর্ণ কল্পে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম ভাগ্য নির্মাণ বর্তমানেই সম্ভব। সঙ্গমযুগেই বাবার দ্বারা সর্ব অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহলে তুমিই হলে অধিকারী আত্মা, শ্রেষ্ঠ আত্মা, শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ প্রাপ্তকারী আত্মা। সর্বদা এই কথাই স্মৃতিতে রাখো তাহলেই সমর্থ হয়ে যাবে। সমর্থ হলেই মায়াজিত হয়ে যাবে। সমর্থ আত্মা বিঘ্ন-বিনাশক হয়। সঙ্কল্পেও বিঘ্ন আসতে পারবেনা। মাস্টার সর্বশক্তিমান সর্বদা বিঘ্ন-বিনাশক হবে। আচ্ছা !

বরদান : জ্ঞানের গুহ্য কথাগুলি শুনে তাকে স্বরূপে নিয়ে আসতে সক্ষম জ্ঞানী-আত্মা ভব। জ্ঞানসম্পন্ন(জ্ঞানী তু আত্মা) আত্মারা প্রত্যেকটি কথার স্বরূপের অনুভব করে। যেমন শুনতে ভাল লাগে, একে গভীর ভাবেও অনুভব করে থাকো(গুহ্য অনুভূতি হয়) কিন্তু শোনার সাথে সাথে সমাধিত করা অর্থাৎ স্বরূপে পরিণত হওয়া - এরও অভ্যাস থাকা প্রয়োজন। আমি আত্মা হলাম নিরাকার - এই কথাতো বারবার শুনছ কিন্তু নিরাকার স্থিতির অনুভবী হয়ে শোনো। যেমন পয়েন্ট তেমনই অনুভব। ফলে শুদ্ধ সঙ্কল্পের খাজানা জমা হতে থাকবে আর বুদ্ধি এতেই ব্যস্ত থাকবে তবে ব্যর্থ সঙ্কল্প থেকে সহজেই দূরে থাকতে পারবে।

স্নোগান : জ্ঞান এবং অনুভবের ডবল অথোরিটি আত্মারাই মস্ত ফকির রমতা যোগী(ফকিরীর নেশায় বঁদ যোগী) হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- "মনমনাভবের" মন্ত্র পাক্কা (মজবুত) করাও , এক বাবাকে সদা অনুসরণ (follow) করো -- একেই বলা হয় বাবার সহযোগী হওয়া"

প্রশ্ন -- পুরুষোত্তম হওয়ার সহজ আর শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ কি ?

উত্তর -- হে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য প্রস্তুত বাচ্চারা-- তোমরা সদা শ্রীমতে চলতে থাকো । এক বাবাকে স্মরণ করো আর কোনো বিষয়ে ইন্টারফিয়ার (হস্তক্ষেপ) করো না । খাওদাও সবকিছু করো কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে থাকলেই পুরুষোত্তম হয়ে যাবে । পুরুষোত্তম তারাই হয় , যাদের ওপর বৃহস্পতির দশা রয়েছে। তারা কখনও শ্রীমতের অবজ্ঞা করে না। তাদের দ্বারা কখনও কোনো উল্টো কর্মও হয় না ।

গীত --: ওম নমঃ শিবায়

ওম শান্তি । এই মহিমা কার করা হয়েছে? এক হল পরমপিতা পরমাত্মার, আর যারা ভালো কর্ম করে তাদেরও মহিমা অবশ্যই হয় । যারা খারাপ কর্ম করে তাদের নিন্দা করা হয় । যেমন আকবর (১৫৫৬-১৬০৫), তার অনেক সুখ্যাতি(মহিমা) ছিল আর অপরদিকে ঔরঙ্গজেবের(১৬৫৮-১৭০৭) বদনাম (নিন্দা) ছিল । রামের মহিমা (পূজা) করে আর রাবণের নিন্দা করে । ভারতেই রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য দুটোই প্রসিদ্ধ । রামরাজ্যকে বলা হয় পুরুষোত্তম রাজ্য আর রাবণরাজ্যকে বলা হয় আসুরী রাজ্য । বাচ্চারা তো এবার সঙ্গমযুগ সম্পর্কেও জেনেছে । এটাই হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ । এই ভারতকে পুরুষোত্তম বানাতেই হবে । যারা আছে ,তাদেরও পুরুষোত্তম বানাতে হবে আর বাসস্থানকেও পুরুষোত্তম বানাতে হবে । ভারতকেই স্বর্গ বলা হয় , ভারতে যারা থাকে তাদের দেবীদেবতা, স্বর্গবাসী বলা হয় । তাই দুটোই উত্তম হয়ে ওঠে । সবাই জানে যে নতুন দুনিয়া খুব উত্তম হয় আর পুরোনো দুনিয়া কনিষ্ঠ হয় । যেমন দুনিয়া, সেইরকম অধিবাসী । গায়নও আছে , ভারত নতুন, আবার ভারতই পুরোনো হয়, আর কোনো খন্ডকে নতুন খন্ড বলা যাবে না । এমন নয় যে নতুন দুনিয়ায় নতুন আমেরিকা, নতুন চায়না হয়, না , নতুন দুনিয়ায় শুধুমাত্র নতুন ভারতের নাম গাওয়া হয়েছে , এইজন্য নিউ ইন্ডিয়া বলা হয় । নতুন ভারতের নাম তো রাখা হয় কিন্তু তা অর্থ না বুঝেই । নিউ ইন্ডিয়া আবার এখন কোথা থেকে আসছে ! নতুন ইন্ডিয়ায় তো দিল্লি পরীক্ষান হয় । এখন পরীক্ষান কোথায় আছে । তোমরা বাচ্চারা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য এখানে এসে থাকো । উচ্চ থেকে উচ্চ হল বৃহস্পতির দশা। পুরুষোত্তম হলে বৃহস্পতিবার দশা স্থায়ী হয় । তোমরা জানো যে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করতে বেহদের বাবা দ্বারা আমরা বেহদের সুখ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করছি । সত্যযুগে পুরুষোত্তম হয় , তারপর নীচে আসলে মধ্যম তারপর কনিষ্ঠ হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে এবার বাবা আমাদের সতোপ্রধান, সত্যযুগী স্বর্গবাসী পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন । এ তো খুবই সহজ। এর জন্য না তো কোনো খাওয়ার ওষুধ প্রয়োজন, না অন্য কোনো কিছু করতে হবে, শুধু স্মরণ করতে হবে , এইজন্য বলা হয়েছে সহজ স্মরণ। স্মরণের দ্বারাই পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হওয়া যায় । সবাইকে মুক্তি অবশ্যই পেতে হবে । বাবা বলেন আমি সকলের সদগতি দাতা, সেই কারণে মানব শরীরের নাশ তো অবশ্যই হতে হবে । আমি আত্মাদের পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যাব । এবার ফেরত যাওয়ার জন্য তৈরী হতে

হবে । বাবা তৈরী করাচ্ছেন কারণ আত্মাদের ডানা ভেঙ্গে গেছে অর্থাৎ আত্মা তমোপ্রধান হয়েছে । তোমরা যোগবল দ্বারা পবিত্র হওয়ার পরিশ্রম করছো । যারা করছে না, তাদের হিসেব নিকেশ দিতে হবে , তার জন্য চিন্তা করার কিছু নেই । বাচ্চাদের কাজ হল বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করা আর বাবার সাহায্যকারী (helper) হয়ে সহযোগী হওয়া । বাবারও সহযোগিতা বাচ্চাদেরও সহযোগিতা, এবার কিভাবে সহযোগিতা করবে , সেসব বাবাকে দেখে অনুসরণ করো । সকলকে আমার (শিববাবার) মন্ত্র দিতে থাকো । পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য বাবা কল্পে কল্পে এসে বলেন যে পতিত থেকে পবিত্র হওয়া, আমার স্মরণ ছাড়া হবে না । আমি কোনো গঙ্গা স্নান করাই কি ? শুধুমাত্র মহামন্ত্র স্মরণ করতে হয়, "মনমনাভব" । এর অর্থ হল আমাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে পুরুষোত্তম হয়ে স্বর্গের মালিক হবে । স্ত্রী পুরুষ দু'জনেই পবিত্র মনোভাবের মালিক হবে । সব কথাই বাবা বিস্তারিত ভাবে বোঝান । তুমি প্রাকৃতিকাল-এ সেটা হও। তোমরা জানো ভগবান এসে বাচ্চাদের পুরুষোত্তম বানান, সেই কারণে তখনই তো বলা হয়, পতিতদের পবিত্র করতে হে পতিত পাবন এসো । পুরুষোত্তম মাসের অনেক মহিমা শোনানো হয় ,তাইনা! তাই এই পুরুষোত্তম যুগের অনেক সুখ্যাতি আছে । কলিযুগ অর্থাৎ রাতের পর দিন অবশ্যই হতে হবে । দুঃখের পরে সুখ আসে এই শব্দগুলো তো একেবারে পরিষ্কার । স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উত্তম থেকে উত্তম, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ তৈরী হয় কারণ সেটা হল প্রবৃত্তি মার্গ । সত্যযুগের তো খুবই সুখ্যাতি, তাকে সুখধাম বলা হয় । সন্ন্যাসীরা তো দ্বাপরে আসে ,আর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে উত্তম হয় , এইজন্য পতিত মানুষ গিয়ে তাদের সামনে মাথা নোয়ায় । পবিত্রের সামনে অপবিত্ররা মাথা নোয়ায়, এটা তো একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় । পতিতপাবন বাবাকে না জানার কারণে পতিত পাবনী গঙ্গাকে পবিত্র মনে করে মাথা নোয়াতে থাকে । গঙ্গা আর সাগরের মেলা হয়। তোমাদের বাচ্চাদের বাবা খুবই পরিষ্কার (ক্লিয়ার) করে বোঝাচ্ছেন, তারপর বাবা বলেন যে কোটিতে কেউ, আবার তার মধ্যে কেউ এইসব কথা বোঝে । এর মধ্যেও কেউ কেউ অবাক হয়ে শোনে, একে অপরকে জ্ঞান শোনায়, তারপর বাবার থেকে দূরে সরে যায়, তারপর পালিয়ে যায়, আর ডিসসার্তিস করে ফেলে (আশ্চর্যবত সুনন্তী, কথন্তী, ফারকতী দেবন্তী,ভাগন্তী, ডিসসার্তিস করন্তী) । সার্তিস আর ডিসসার্তিস দুটোই হতে থাকে। তাদের সংখ্যাও কম নয়, যারা বাবাকে জানতে বা চিনতে পারে না বলে পালিয়ে যায়। । তুমি পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হচ্ছ । তারপর যদি বাচ্চারাই বিঘ্ন সৃষ্টি করে আর ডিসসার্তিস করে তাহলে কত বড় পাপ হয় ! রাবণ সকলকে মহাপাপী বানায় কিন্তু যারা বাবার হয়ে যাওয়ার পরে ডিসসার্তিস করে তাদের জন্য ড্রিবুনল বসে। ভক্তি মার্গে কেউ এত কঠিন শাস্তি ভোগ করে না , কিন্তু এখানে বাবার হওয়ার পর ডিসসার্তিস করলে বাবার যে রাইট হ্যান্ড আছে-- ধর্মরাজ, এই কারণে বাবা বলেন বাচ্চারা আমার সার্তিসে সহযোগী (মদদগার) হয়ে উল্টো কর্ম করো না । ডিসসার্তিস করলে তো অবলাদের(দুর্বল মানুষদের) ওপরে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। মাতাদের ওপরে বাবার খুব দয়া হয় । ভগবান তো দ্রৌপদীরও পা টিপেছিলেন,তাই না! দ্রৌপদী আমার ডেকেছিল বিবস্ত্র হওয়া থেকে রক্ষা করতে । বাবা মাতাদের মাথায় কলস রাখেন । প্রথমে মাতারা, পরে পুরুষ। কিন্তু আজকাল পুরুষদের মধ্যে অহঙ্কার এসে গেছে যে আমি হলাম স্ত্রীর গুরু, স্বামী হল ঈশ্বর আর স্ত্রী তার দাসী । এখানে বাবা নিরহঙ্কারী হয়ে মাতাদের পা টেপেন । তোমরা অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছো । আমি (শিববাবা) তোমাদের ক্লান্তি দূর করতে এসেছি । তোমাদের মাতাদের তো সকলেই তিরস্কার করে । সন্ন্যাসীরা স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যায় । কেউ আবার পাঁচ সাতটা বাচ্চাকে সামলাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যায় । তাদের পৃথিবীতে এনে ফেলে চলে যায় । বাবা বলেন আমি কাউকেই ভুল পথ দেখাই না আর না

ফেলে দিই। আমি (শিববাবা) হলাম সকলের দুঃখহর্তা আর সুখকর্তা । মায়া এসে দুঃখী করে। তবে এটাও একটা খেলা । অজ্ঞানকালে মানুষ ভাবে যে ভগবানই দুঃখ সুখ দেন কিন্তু বাবা (ঈশ্বর) এইসব ধাঙ্কা করেন না । এসব তো কর্মের অনুসারে ড্রামা তৈরী হয়েছে । যে যেরকম কর্ম করে , সেইরকম সে ফল ভোগ করে । এই সময়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম করার কথা । কর্ম নিয়ে অনুতাপ করবার সময় নয় । কেউ রোগে ভুগলে, দেউলিয়া হয়ে গেলে তখন কর্ম বা কর্মফল নিয়ে অনুতাপ করে । তোমরা বাচ্চারা কত সৌভাগ্যশালী যে একুশ জন্মের জন্য কখনও তোমাদের কর্ম নিয়ে অনুতপ্ত হতে হয় না । কত ভালো ফল প্রাপ্তি হয় । তাই বাবার শ্রীমতে চলা দরকার । বাবা আর কোনো বিষয়েই ইন্টারফিয়ার করেন না । খাওদাও সবকিছুই করো কিন্তু বাবাকে আর বর্সাকে স্মরণ করো । তুমি বলো আমরা পতিত তাই বাবা পবিত্র হওয়ার জন্য যে উপায় বলছেন, সেই মতো চলো । শুধুমাত্র স্মরণে পরিশ্রম আছে । মায়ার তুফানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, গুপ্ত পরিশ্রম করতে থাকো । জ্ঞানও গুপ্ত, শুধু মুরলী চালানো তো প্রত্যক্ষ হয় । শুধুই এই বাণীর দ্বারাই তোমরা পবিত্র হবে না । স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হতে হবে । তাই বেহদের বাবাকে স্মরণ করা আর বাবার মদদগার হওয়া দরকার । রুহানী হাসপাতাল আর ইউনিভার্সিটি খোলারও পুরুষার্থ করো । কোনো ভালো জায়গায় গিয়ে ভাষণ করো । তোমাদের হাতে বই-পত্র নিতে হবে না । তোমাদের ভেতরেই সমস্ত জ্ঞান রয়েছে, আর বোঝাবার জন্য ঝাড়(কল্লবৃক্ষ), ত্রিমূর্তি, সৃষ্টিচক্রের রহস্য সবাইকে বোঝাতে হবে । বাবা বলেন আমি ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করি । ব্রাহ্মণদের মূল লক্ষ্য বিষ্ণু তো সামনেই রয়েছে । যিনি তাঁকে বানিয়েছেন, সেই শিক্ষক নিরাকার(শিববাবা) তো হলেন নিরাকার । গাওয়াও হয়ে থাকে-- ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণু দ্বারা পালনা কল্পে পূর্বেও এইরকম চিত্র বানানো হয়েছিল । দেখো সাইন্সের সাহায্যে কত মিসাইল ইত্যাদি তৈরী করে । তোমাদের বাচ্চাদের পুরুষোত্তম হওয়াতেই পরিশ্রম, কারণ জন্মজন্মান্তরের বোঝা যে মাথায় আছে । সেকেন্ডে বাগদান হয়ে গেছে, এবার আত্মাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যার ফলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়া যায় ।

বাবা বলেন-- মনমনাভব, তুমি হলে কর্মযোগী । স্মরণের চার্ট রাখা দরকার । তোমার লড়াই হল মায়ার সাথে । লড়াই খুব কঠিন । তুমি চেষ্টা করবে আর মায়া ভুলিয়ে দেবে । জ্ঞানে কোনো অসুবিধা হয় না । আত্মায় চুরাশী জন্মের সংস্কার ভরা রয়েছে । এটা হল অনাদি পূর্ব রচিত ড্রামা। এই চক্র ঘুরতেই থাকে । বন্ধ হওয়ার নয় । সৃষ্টি রচনা করা হয়েছে কেন, এই প্রশ্ন কখনোই ওঠে না । আত্মা কেমন করে বদলাবে! নতুন আত্মা তো আসে না । আত্মারা যারা আছে, তারাই থাকে , কম বেশী হয় না । সমস্ত অভিনেতারাই রয়েছে । তুমি হলে বেহদের অভিনেতা, যাদেরই তোমরা দেখো, সে সংখ্যক অভিনেতাই ড্রামাতে রয়েছে, আর এতই আবার হবে । কেউই মোক্ষ প্রাপ্ত করে না । মানুষ আবাগমনের (আসা-যাওয়ার) চক্র থেকে মুক্তি চায় , কিন্তু মুক্তি পায় না । যারা পার্ট প্লে করতে আসে , তাদেরই আবার আসতে হয় । বাবা বলেন আমাকেও এই পতিত দুনিয়ায় আসতে আর যেতে হয় । কল্পে কল্পে আমি এসে থাকি । যখন আমাকে আসতে হয় , তাহলে বাচ্চাদের কিভাবে আসা বন্ধ হতে পারে! তুমি চুরাশী বার শরীর ধারণ করেছো, আমি (শিববাবা) এক-ই বার আসি । আমার আসা যাওয়া খুবই আশ্চর্যজনক! তাই তো গাওয়া হয় যে তোমার মতিগতি তুমিই জানো সদগতি করার জন্য যে নির্দেশ(মত) আছে, সেটাও তুমিই জানো আর কেউই জানে না । তারা গান গায় আর তোমরা প্র্যাঙ্কিকাল করো । মূল কথা হল স্মরণের, তারপর তো অন্ধের যষ্টি হতে হবে । এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ । পাঁচ হাজার বছর

পরে আসে । পুরুষোত্তম মাস তিন বছর পরে আসে । এইসব হল ভক্তি মার্গ । তাদের যন্ত্র মন্ত্রের অনেক বই-পত্র রয়েছে । এখানে সেসবের কোনো প্রয়োজন হয় না । ভক্তি যারা করে না তাদের অধার্মিক বা নাস্তিক বলা হয় । তাদের রাজী করাবার জন্য নিমিত্ত হয়ে তোমাদেরকেই কিছু করতে হবে । বাবা বোঝাচ্ছেন, মিষ্টি বাচ্চারা কখনো ডিসসার্তিস করার পুরুষার্থ কোরো না । কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতক (Traitor) হয়ে যায়, তাদের বলা হয় অজামিল। অজামিল, সুরদাস ইত্যাদি কত গল্প-কথা রয়েছে। এ সবই হল ভক্তিমার্গের। তাদের থেকেই বেশী পাপ আত্মা হল তারা,যারা এখানে এসে আমার হয়ে আমাকে ধোঁকা দেয় আর আমার নিন্দা করে। তাদের জন্য ড্রিবুনল বসে । প্রতিজ্ঞা করে ডিসসার্তিস করলে তো শাস্তি পেতেই হবে । পদ যেমন উচ্চ হয়, সেইরকম ভুলেরও কঠিন সাজা হয় । এইজন্য কোনো রকম অবজ্ঞা করা উচিত নয় । গাওয়াও হয় সতগুরুর নিন্দুকের দাঁড়াবার স্থান জোটে না অর্থাৎ মূল যে লক্ষ্য-- নর থেকে নারায়ণ হওয়ার-- তা লাভ করতে পারে না । গুরুদেরও তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো যে গুরুর নিন্দাকারীর স্থান কোথায় ? সেই স্থানের কথা তারাও বলতে পারে না । বাবার নাম বা মান তারা নিজেদের মাথার ওপরে রেখেছে। শিক্ষক বলে যদি ভালো ভাবে না পড়বে তাহলে তো উঁচু পদও লাভ হবে না । তোমাদেরই পবিত্র হতে হবে এবং দেবীদেবতা হতে হবে । এখানে কেউই পবিত্র হয়নি । সকলকেই এখন পবিত্র হতে হবে । রাজ্য ভাগ্য একুশ জন্মের জন্য লাভ হয় , তাই শুধু এই অন্তিম জন্ম পবিত্র হতে হবে, কত বড় প্রাপ্তি! প্রাপ্তি না হলে কি এইরকম পুরুষার্থ করতো কেউ ? কিন্তু মায়া এমন যে উচ্চ পদ প্রাপ্তিতেই বিঘ্ন সৃষ্টি করে আর ফেলে দেয় । অহো মম মায়া

আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা আর বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার -

১) কোনো প্রকারেরই ডিসসার্তিসের কাজ করবে না । বাবার নিন্দা হয় এমন কোনো কাজ করবে না । বাবার আঞ্জা অবমাননা করা(অবজ্ঞা) থেকে বাঁচতে হবে, পুরুষোত্তম হতে হবে ।

২) মায়ার তুফানে ভয় পাবে না । পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণে থেকে পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান -- স্বমানে স্থিত থেকে বিশ্বের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তকারী দেহ-অভিমান মুক্ত ভব !

বিদ্যাভ্যাসের মূল লক্ষ্য হল দেহ অভিমান থেকে পৃথক হয়ে দেহী-অভিমानी হওয়া (আত্মা রূপে স্থিত হওয়া) । এই দেহ-অভিমান থেকে মুক্ত হওয়ার বিধি হল সদা স্বমানে স্থিত থাকা । সঙ্গমযুগের আর ভবিষ্যতের যা অনেক প্রকারের স্বমান আছে , তার মধ্যে কোনো একটি স্বমানে স্থিত থাকলে দেহ অভিমান মিটতে থাকে । যারা স্বমানে স্থিত থাকে তাদের স্বতঃতই সম্মান লাভ হয় । সদা স্বমানে যারা থাকে তারাই বিশ্ব মহারাজন তৈরী হয় আর বিশ্ব তাদের সম্মান করে ।

স্লোগান -- যেমন সময় সেইরকম নিজেকে মোল্ড করে নেওয়া-- এটাই হল রিয়্যাল গোল্ড হওয়া।

১৩-০৯-১৬

প্রাতঃমুরলী

ওঁ শান্তি!

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন ঐশ্বরীয় নতুন রক্ত। খুব আনন্দ ও উৎসাহের সাথে তোমাদের ভাষণ করা উচিত আর এই নেশা যেন থাকে যে স্বয়ং শিববাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন"

প্রশ্ন :- তোমাদের নিজের মূল লক্ষ্যের নেশা যাতে স্থায়ী হয়, তার জন্য কোন্ যুক্তি গ্রহণ করবে ?

উত্তর :- তোমরা তোমাদের রাজস্বের পাসপোর্ট (প্রবেশের ছাড়-পত্র) বের করে রাখো। যার নীচের দিকে সাধারণ চিত্র, উপরে রাজ-পোশাকে সুসজ্জিত তোমরা আর তারও উপরে আছেন শিববাবা। তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের স্মৃতি সহজ হবে। যে যার নিজের নিজের পকেটে তা রাখো। যদি কখনও মায়ার তুফান আসে, তখনই তা মনে পড়বে যে, এমনটা হলে আমার এই পাসপোর্ট তো বাতিল হয়ে যাবে। তখন তো আর স্বর্গ-রাজ্যে যাওয়া যাবে না।

গীত :- রাত কে রাহী থক্ মাত্ জানা - সুবহ্ কী মঞ্জিল্ দূর নেহী।

(রাতের পথিক তোমাদের থেমে গেলে চলবে না, নতুন ভোরের আলো যে কাছেই)

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা অবশ্যই এই গীতের অর্থ বুঝেছো। ভক্তি-মার্গের এই ঘোর অন্ধকারের রাত এখন পুরো হয়েছে। বাচ্চারা জানে যে, যা অতীত হয়ে গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। এখানে আসার কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, মনুষ্য থেকে দেবতা হবার জন্য। যেমন, সন্ন্যাসীরা বলে থাকে, তুমি যদি নিজেকে মোষ ভাবো, তবে তুমি তেমনই হয়ে যাবে। ওটা হল ভক্তি-মার্গের দৃষ্টান্ত। যেমন এটাও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, রাম বানর সেনার সাহায্যে রাবণের কাছ থেকে ভারতকে উদ্ধার করেছে। তোমরা এখানে বসে জ্ঞান সঞ্চয় করে জানতে পারো, আমরাই দ্বি-মুকুটধারী দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছি। যেমন স্কুলে পড়ার সময় বলে থাকো, পড়াশুনা করে আমি ডাক্তার হবো, ইঞ্জিনিয়ার হবো। কিন্তু এই পাঠের দ্বারা তোমরা দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছে - তা তোমরা জানো। বর্তমানের এই শরীর ত্যাগ করলেই, আগামীতে আমার মাথায় মুকুট শোভা পাবে। বর্তমানের এই দুনিয়া খুবই নোংরা, ছিঃ, ছিঃ, দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু আগামী নতুন দুনিয়া হবে খুবই সুন্দর উন্নত দুনিয়া। আর বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়া একেবারেই নিম্ন-স্তরের দুনিয়া। তাই এই দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হতে হবে। আমাদেরকে নতুন বিশ্বের মালিক বানাবার কারিগর অবশ্যই বিশ্বের রচয়িতা নিজেই হবেন। যেহেতু অন্য আর কেউ সেই পাঠ পড়াতেই পারে না। শিববাবা স্বয়ং আমাদেরকে সেই পাঠের দ্বারা রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। সে কারণেই বাবা বোঝান যে, আত্ম-অভিমानी হও। এই আত্ম-অভিমानी হওয়াটাই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। পুরোপুরি আত্ম-অভিমानी হতে পারলে, আর কিছুই লাগে না। ব্রাহ্মণ তো তোমরা হয়েই আছো। এটাও নিশ্চয় আছে যে, তোমরাই দেবী-দেবতা হবে। তাই তো এই নেশা থাকে-- আমি এরকম হবো। যা কিনা আগে এই কলিযুগের নরকে পতিত অবস্থায় ছিলাম। অসুর আর দেবতার মধ্যে পার্থক্য তো প্রচুর। দেবতার কত পবিত্র হয়। কিন্তু কলিযুগে এখানে মানুষ কত পতিত। যদিও চেহারা তারা মানুষ কিন্তু তাদের চাল-চলন, স্বভাব-সংস্কার দেখো কেমন! যে দেবতাদের পুজারী, সে নিজেই দেবতাদের সামনে দাঁড়িয়ে দেবতাদের মহিমার গুন-কীর্তন করে। বলে—আপনি সর্বগুন-সম্পন্ন আমার তো কোনও গুনই নেই। তোমরা পরিবর্তিত হয়ে দেবতা হবে। যারা কৃষ্ণের পূজা করে, তাদের লক্ষ্য থাকে কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার। কিন্তু তাদের এটাই জানা নেই যে, তারা যাবে কবে। তারা শুধু এই ভাবে যে, ভক্তি করলে একদিন না একদিন ভগবান এসে তার ফল তো দেবেই। ভক্তির ফল সঙ্গতি। আর এ তো হল জ্ঞানের পাঠ। পাঠের শুরুতেই এই নিশ্চয়তা দরকার যে, আমাদেরকে এই পাঠ পড়াচ্ছেন কে। যিনি শ্রী শ্রী। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সেই বাবা-ই আমাদেরকে তাঁর শ্রীমত জানাচ্ছেন। যে তা জানে না, সে আর কি ভাবেই বা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। আজকাল যে সব মত প্রচলিত আছে, তা তো একে অপরকে কেবল ব্রষ্টই বানাবার মত দিতে পারে। ব্রষ্ট মতের অর্থ আসুরী মত। কত অজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যারা শ্রী শ্রী শিববাবার শ্রীমত অনুসারে চলছে। পরমাত্মার মত অনুসারে চললেই যে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। যার ভাগ্যে সেই প্রাপ্তি আছে, কেবলমাত্র তারই

বুদ্ধিতে সে বোধ আসবে। তা না হলে, কোনও কিছুই বোধগম্য হবে না। আর পরে যখন তা বুঝতে পারবে, তখন সে নিজেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। অনেকে তো এটাই জানে না যে ইনি কে, এই কারণেই বাবা (ব্রহ্মা) সবার সাথে দেখা করেন না। তারা তো তাদের মতন করে, আসুরী মতের কথাই বলবে। যদিও তারা বর্তমানের মানব মতের অনুসারেই চলছে। কিন্তু, শ্রীমত বিষয়টা কি, তা না জানার ফলে, ব্রহ্মা-বাবাকেই তারা তাদের মত বোঝাতে শুরু করে দেয়। শিববাবা ধরায় অবতরণ করেছেন, তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানাবার লক্ষ্যে। বাচ্চারাও এখন বাবাকে বলছে, "বাবা ৫-হাজার বছর পূর্বের মতন আমরা আবার আপনার সাথে মিলিত হয়েছি।" কিন্তু যাদের স্মৃতিতে তা নেই, তারা সেই প্রতিক্রিয়া জানাবেই বা কি ভাবে। তাই তো বাচ্চাদের মধ্যে এই পাঠ গ্রহণের যথেষ্ট আগ্রহ থাকা উচিত। যেহেতু এটা অনেক উন্নত-মার্গের পঠন-পাঠন। কিন্তু মায়া এর ঘোর বিরোধী। তোমাদের তো ধারণা হয়েছে, তোমরা সেই পাঠেই রত - যার দ্বারা তোমরা দ্বি-মুকুটধারী রাজ্য-অধিকারীতে পরিণত হও। ভবিষ্যতে জন্ম-জন্মান্তর ধরে দ্বি-মুকুটধারীই হবে। তাই তো সেই লক্ষ্যে সেই অনুসারেই পুরুষার্থ করা উচিত - যা কেবল রাজ-যোগের দ্বারাই হতে পারে। সত্যি, কি আশ্চর্যের ব্যাপার! বাবা তো বার বার বলে থাকেন, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে তোমরা পূজারীকেও তা বোঝাতে পারো। ওনার কাছে জানতে চাইবে, লক্ষ্মী-নারায়ণের এত উঁচু-পদ প্রাপ্তি ঘটলো কি কারণে ? কিভাবে ওনারা বিশ্বের মালিকে পরিণত হয়েছেন ? এই রকম ভাবেই বোঝাতে পারলে তাতে পূজারীরও কল্যাণ হবে। তোমরাই বরং বলতে পারো, দেখো আমরাই তা বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিভাবে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের রাজস্ব পেয়েছিল। গীতাতে তো 'ভগবানুবাচ' রয়েছে—আমিই (শিব) তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাধিরাজ বানাই। সেখানে বাচ্চাদের কতই না নেশা থাকা উচিত যে আমরা উন্নত পদের অধিকারী হব। তাই সাথে তোমাদের নিজেদের চিত্রের সাথে সাথে তোমাদের প্রাপ্ত পদের চিত্রও একসাথেই দেখাও। নীচের দিকে তোমাদের বর্তমান চিত্র আর উপরে তোমাদের প্রাপ্ত আগামী যুগের রাজ্য-অধিকারীর চিত্র। তার জন্য বিশেষ খরচও হয় না। রাজার পোশাক তো সহজেই বানানো যায়। আর সেটা যদি নিজের নজরের সামনে রাখা যায়, তবে তা বার বার স্মরণে আসতে থাকবে। মনে হবে আমি তো এমনই দেবতা হতে যাচ্ছি। চিত্রের উপরে শিববাবাকে রাখবে। এইভাবেই চিত্র বানাতে হবে যে, আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হতে যাচ্ছি। আমাদের এই শরীর ত্যাগ হলেই, পরবর্তীতে দেবতা শরীর প্রাপ্ত হবে - যেহেতু এখন আমরা সেই রাজযোগ-ই শিখছি। সেই কারণেই এই ফটো সহায়ক হবে। একেবারে উপরে শিব, তারপর আগামী রাজ্য-অধিকারীর চিত্র, আর নীচে তোমাদের বর্তমানের সাধারণ চিত্র। শিববাবার থেকে এই রাজযোগ শিখে তোমরা দ্বিমুকুটধারী দেবতা হতে যাচ্ছ - এমন চিত্র দেখে কেউ জানতে চাইলে তাকে তোমরা বলতে পারবে যে, এই রাজযোগ স্বয়ং শিববাবা আমাদেরকে শেখাচ্ছেন। আর তোমাদের তো এই চিত্র দেখলেই উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বেই। দোকানেও তা টাঙিয়ে রাখতে পারো। যেমন ব্রহ্মাবাবা যখন ভক্তি-মার্গে ছিলেন, তখন তিনি নারায়ণের চিত্র টাঙিয়ে রাখতেন। নিজের পকেটেও তা রাখতেন। তোমরাও যদি তোমাদের পকেটে নিজেদের রাজ্য-অধিকারীর ফটো রাখো তো তোমাদের স্মরণে থাকবে যে, আগামীতে তোমরাও দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছে। এরকমই নানাভাবে বাবাকে স্মরণ করার উপায় বের করবে। বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে গেলেই পতন হতে থাকে। বিকারের কারণে পতন হলে তো বড়ই লজ্জার বিষয় আর মনে হবে যে, আমার তো আর দেবতা হওয়া হল না। তখন তো হৃদয়-যন্ত্রনা শুরু হয়ে যাবে, এবার তবে কি করে দেবতা হওয়া যাবে- এই ভেবে। বাবা তাই জানান, যারা বিকারে চলে যায়, তাদের ছবি সেখান থেকে বাদ দিয়ে দাও। তাদেরকে জানিয়ে দাও -তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত নও। তোমাদের স্বর্গের পাশপোর্ট বাতিল হয়ে গেছে। তখন সে নিজেই তা অনুধাবন করতে পারবে - ভাববে আমার দোষেই আমার এই পতন। এখন আর কি করেই বা সেই পবিত্র স্বর্গ-রাজ্যে যাবো। বাবা যেমন নারদের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। নারদ যখন লক্ষ্মীকে বরণ(বিবাহ করতে চেয়েছিলেন) করতে চেয়েছিলেন, তখন তাকে বলা হয়েছিল, আগে সে তার নিজের চেহারা তো দেখুক, লক্ষ্মীর যোগ্য সে হতে পারে কিনা ? নারদ যখন নিজের চেহারা দেখলো, তখন বুঝলো যে তাকে বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে, তেমনি মানুষেরও লজ্জা আসবে যে-- আমার মধ্যে তো বিকার আছে, তবে কি ভাবেই বা শ্রীলক্ষ্মীকে বা শ্রীনারায়ণকে বরণ করতে পারবো ! বাবা তো অনেক রকমের যুক্তি বলে দেন। কেউ তাতে বিশ্বাস রাখে তবেই না ! যদি কারও মনে বিকারের মত্ততা আসে, তখন সে অবশ্যই ভাববে, নিয়মের হিসেব অনুযায়ী আমি আর কি ভাবেই বা রাজাধিরাজ দ্বি-মুকুটধারী হতে পরবো। তাই পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, এরকম কিছু সুন্দর যুক্তির কথা ভাবো, আর তা অন্যদেরকেও বোঝাতে থাকো। রাজযোগের দ্বারা এই নতুন স্থাপনা হচ্ছে। এদিকে মহা-বিনাশ যে দোড়গোড়ায়। দিন-প্রতিদিন ঝড়-তুফানের গতিবেগও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বোম্ ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে তৈরী হচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা এই পঠন-পাঠন করছ উচ্চ-পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে। তোমরা একবারই পতিত থেকে পবিত্র হয়ে থাকো। মানুষ আদৌ বোঝে না যে,

কেন তারা আজ নরক বাসী, কেননা তারা যে পাথরের মতন জড়-বুদ্ধির (নির্বুদ্ধিতা)। এখন তোমরা সেই জড়-বুদ্ধি থেকে পরশ-পাথরের মতন বুদ্ধিদীপ্ত হচ্ছ। যার ভাগ্যে আছে, সে মূহুর্তেই তা বুঝে যাবে। তা না হলে তো যতই বোঝাও, হাজার মাথা ঠোঁকো - তাদের বুদ্ধিতে তা ঢুকবেই না। তারা তো তাদের পার-লৌকিক বাবাকেই জানে না, নাস্তিক অর্থাৎ নির্ধন বা অনাথ। শিববাবার সন্তান হলে তো ধনবান হওয়া উচিত। এখানে যাদের জ্ঞান রয়েছে, তারা তাদের সন্তানদের বিকার থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে যাবে। আর অজ্ঞানী নিজেদের মতোই তাদের সন্তানদেরও সেই বিকারের জালে জড়িয়ে দেয়। তোমরা তো জানোই, এখানে বিকার থেকে মুক্ত করানো হয়। কন্যাদের তো সর্বাগ্রে বাঁচানো উচিত। মা-বাবা তো নিজেরাই বিকারের বশে কত ধাক্কা খেতে থাকে। যেখানে তোমরা জানো, বর্তমান দুনিয়াটা ব্রষ্টাচারীর দুনিয়া শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তো সবাই চায়, কিন্তু তা বানাবে কে? "ভগবানুবাচ--" "আমি এইসব সাধু-সন্ন্যাসীদেরও উদ্ধার করি।" গীতাতেও লেখা আছে, ভগবানকেই সকলকে উদ্ধার করতে হয়। এক এবং একমাত্র ভগবান সকলের পিতা এসে সবাইকে উদ্ধার করেন। এক্ষণেই যদি সবাই তা জানতে পারে যে, প্রতি গীতার ভগবান হলেন শিব, তবে না জানি কত কি শুরু হয়ে যাবে! যদিও তার এখনও অল্প সময়ই বাকী আছে। না হলে সবাই একত্রিত হলে তো সব কিছুই হৈ-হট্টগোলে নড়বড়ে হয়ে যাবে। যেমনটি বসার আসন নড়ে থাকলে হয়ে থাকে। যুদ্ধ বাঁধলে যেমন বোঝা যায় যে, সিংহাসন নড়ে, এই হয়ত সিংহাসন চ্যুত হল বলে। আর এক্ষেত্রে তো আরও বেশী সোরগোল বেঁধে যাবে। আগামীতে অবশ্য এমনটাই ঘটবে। ভাষণ করার সময় তোমরা এই কথা-গুলোও বোঝাতে পারো। যারা ভাল সংস্কৃত ভাষা জানো, তারা শ্লোকের বিশ্লেষণ করে শোনাতে পারো। যিনি পতিত-পাবন সকলের সন্নতিদাতা তিনি স্বয়ং এসব বলছেন, চিরাচরিত প্রথা অনুসারেই উনি ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে স্থাপনা কার্য শুরু করেন। সবারই সন্নতি অর্থাৎ উদ্ধার করেন। ভাষণ করার সময় খুব আনন্দ সহকারে তা করা উচিত। কন্যাদের তো এখন গডলি নিউ ব্লাড, তারাই জ্ঞানের-টিলে ঘায়েল করতে পারে। যেমন ছাত্রদের নবীন-রক্ত থাকে, তারা খুব সোরগোল বাঁধিয়ে দিতে পারে। পাথর ছুড়তেও তারা সিদ্ধহস্ত। এখন তোমাদেরও হল নবীন-রক্ত। তোমরা জান যে তারা কত ক্ষতি করছে।, তোমাদেরও হল এখন ঐশ্বরীয় নবীন-রক্ত। তোমরা এখন পুরোনো থেকে নতুন হতে যাচ্ছে। তোমাদের আত্মাও যা পুরোনো লৌহ-দুনিয়ার মতন হয়ে আছে- সেটাই আবার নব সুবর্ণ যুগে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। অতএব তোমাদের তো খুবই উদ্যম-উৎসাহ আসা উচিত। এই উদ্দীপনা বজায় রাখা উচিত। নিজের কুল-মার্যাদাকে উন্নত করতেই হবে। বলাও হয়ে থাকে, 'গুরু মাতা'। মাতা গুরু কখন হয়, তাও তোমরা জান। গুরুর রমরমা এখনই হয়। শিববাবা এসে মাতাদের উপর জ্ঞানের অমৃত কলস রাখেন। এই ভাবেই সূচনা হয়। সেন্টার-গুলিতেও ব্রাহ্মীদের চাহিদা বেশী। বাবা বলেন নিজেরাই চালাও। তোমরা বলো যে না বাবা আমাদের ততো সাহস নেই, মাতাদের চাই। এও ঠিক যে সন্মান অবশ্যই দেয়। আজকাল তো সব ওপর-ওপর মান-সন্মান দেয়। যার কোনও স্বাধীন নেই। কিন্তু এই সময় তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য লাভ হতে চলেছে। বাবা তোমাদেরকে কত ভাবে বোঝাচ্ছেন। নিজেকে সর্বদা হাসি-খুশী রাখার জন্য বাবা কত প্রকারের সুন্দর সুন্দর মুক্তি বলে দেন। শুভ ভাবনা রাখা উচিত। আঃ হাঃ আমরাই তো লক্ষ্মী-নারায়ণের হতে চলেছি। যদি কারও ভাগ্যে তা নাই থাকে তো কী আর করবে! বাবা তো তারও পদ্ধতিও বলে দেন। চেষ্টা কখনও বিফলে যায় না। তা সর্বদাই সফল হয়। রাজধানী তো স্থাপন হয়ে যাবে, বিনাশও মহা-ভারতের মহা-যুদ্ধ (বিশ্বযুদ্ধ) দ্বারাই হবে। তখন তোমরাও স্থাপনার কার্য জোর কদমে শুরু করবে, সাথে অন্যেরাও তখন এগিয়ে আসবে। যদিও তারা এখন তা বুঝতে পারবে না। তারা না এগোলে তারা তো রাজ্য-ভাগ্যই পাবে না। তোমাদের কাছে অনেক ভালো ভালো চিত্র রাখবে। যেমন - এটা সন্নতির অর্থাৎ সুখ-ধামের। আরেকটা মুক্তি-ধামের। আর বুদ্ধি সহযোগে বোঝাতে হবে আমরা আত্মারা নির্বাণ-ধামের স্থায়ী-বাসিন্দা। সেখান থেকে আবার শব্দের জগৎ (স্থূল-বতন)-- এই ধরাধামে আসি। প্রকৃত অর্থে আমরা হলাম নির্বান-ধাম বাসী। এই অবিনাশী নাটকও রচিত হয়েছে ভারত-ভূমির নাট্যমঞ্চকে ঘিরে। তাই শিব-জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয়। বাবা স্বয়ং বলছেন -" এই যে এখন আমি এই ধরাধামে এসেছি, আবার আসবো আগামী কল্পের শেষে। ভারতই সেই স্বর্গ-ভূমি। খ্রীষ্টান ধর্ম-অবলম্বীরাও তাই বলেন যীশু-খ্রীষ্টের এত বর্ষ পূর্বে স্বর্গ-রাজ্য ছিল। অবশ্য যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে অবশ্যই আবার তা হবে। তবে তো অবশ্যই নরক-বাসীদের বিনাশ ঘটিয়ে, স্বর্গ-বাসীদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা হতেই হবে। তোমরা সেই স্বর্গেরই বাসিন্দা হতে যাচ্ছে। এদিকে নরকের বিনাশও হয়ে যাবে। এ সব বুদ্ধি অবশ্যই থাকা উচিত তোমাদের। আচ্ছা! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঐশ্বরীয় (রহানী) সন্তানদের নমস্কার জানাচ্ছেন তাদের ঐশ্বরীয় পিতা। ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) প্রত্যেকের প্রতিই শুভ ভাবনা রাখা উচিত। সবাইকেই তাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। সত্যযুগের রাজধানীতে উচ্চ-পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে, সেই অনুযায়ী প্রচেষ্টা করতে হবে।

২) আত্ম-অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। মানব মতকে ছেড়ে একমাত্র শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। ঐশ্বরীয় পঠন-পাঠনের প্রতি নেশা থাকতে হবে।

বরদান :- সহযোগের দ্বারা নিজেকে সহজ যোগী বানিয়ে নিরন্তর যোগী হও (ভব) সঙ্গমযুগে বাবার সহযোগী হওয়া -- এটাই হল সহজযোগী হবার বিধি। যার প্রতিটি সংকল্প, শব্দ আর কর্ম- বাবার এবং নিজের রাজ্য স্থাপনার কর্তব্যে সহযোগী হিসাবে থাকা, তাকেই জ্ঞানী, যোগী, নিরন্তর সেবাদারী বলা হয়। মনের দ্বারা সম্ভব না হলে শরীরের দ্বারা, শরীরের দ্বারা না হলে ধন-সম্পদের দ্বারা, তাতেও সম্ভব না হলে যে কার্যেই সহযোগী হতে পারো- তাতে সহযোগী হলে সেটাও যোগ। যেখানে তোমরা বাবারই হয়ে গেছো, সেখানে কেবল বাবা আর তুমি, তৃতীয় কেউ থাকবে না-- এর দ্বারাই নিরন্তর যোগী হওয়া যাবে।

স্নোগান :- সঙ্গমযুগে সহন করার অর্থই হল মরা-- অর্থাৎ স্বর্গ রাজ্য লাভ করা।

"মিষ্টি বাচ্চারা-- যোগবলের দ্বারাই তোমাকে নিজের বিকর্মকে জয় করে বিকর্মজীত হতে হবে।"

প্রশ্ন :- কি এমন চিন্তা-ভাবনা পুরুষাৰ্থী বাচ্চাদের পুরুষাৰ্থ হীন করে দেয়?

উত্তর :- যদি কোনও পুরুষাৰ্থী এই চিন্তা করে থাকে যে, এখন তো অনেক সময় আছে, পরে দ্রুতগতিতে ঠিক করে নেবো। বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা, মৃত্যুর সময় কিন্তু নিশ্চিত করে কি কারো জানা আছে! কাল, কাল করতে করতে মৃত্যু এসে গেলে উপার্জন কতটুকু হবে! এই জন্যই যতটা সম্ভব শ্রীমতে থেকে নিজের এবং অপরের কল্যাণ করতে থাকো। সময়ের কথা ভেবে পুরুষাৰ্থ হীন হয়ে যেও না।

গীত :- ওম নমঃ শিবায়.....

ওম্ শান্তি। এই তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, নিরাকার, কখনো সাকারকে ছাড়া কোনো কর্ম করতে পারে না। কোনো পার্ট প্লে করতে পারে না। রুহানি বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা রুহানি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। যোগবলের দ্বারা সতোগ্রধান হতে হবে, আর বিশ্বের অধীশ্বর (মালিক) হতে হবে। এই সব তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, কল্প কল্প ধরে বাবা আসেন রাজযোগ শেখাতে-- ব্রহ্মার দ্বারা। আর আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন, অর্থাৎ মনুষ্যদের দেবতা বানান। মানবরা যারা দেবী দেবতা ছিলেন, পবিত্র ছিলেন এবং তারাই আবার ৮৪ জন্মের পর পরিবর্তন হতে হতে পতিত হয়েছে। ভারত যখন পারসপূরী ছিল, সেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবই ছিল। এ হল পাঁচ হাজার বছরের কথা। বাবা তিথি, তারিখ সব কিছু দিয়ে সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দেন। ওঁনার থেকে বড় তো কেউ নেই। সৃষ্টি বা বৃক্ষ যাকে কল্প বৃক্ষ বলা হয়, তার আদি- মধ্য - অন্ত এইসবের রহস্য বাবা আমাদের বুঝিয়ে দেন। ভারতের যে দেবী দেবতার ধর্ম ছিল তা এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল ছবিগুলো রয়েছে। ভারতবাসী জানে যে সত্যযুগে লক্ষী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। শাস্ত্রে যদিও ভুল আছে, বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ দ্বাপর যুগে ছিলেন। বাবা এসে সব সংশোধন করে, রাস্তা দেখান। ওনাকে বলা হয় মুক্তি - জীবনমুক্তির পথ প্রদর্শক। সকলকে মুক্তি - জীবনমুক্তি দেবার জন্য একজনই আছেন, তিনি হলেন বাবা। ভারত যখন জীবনমুক্তিতে তখন বাকি আল্ফারা মুক্তি ধামে, সেইজন্যই তাঁকে বলা হয় মুক্তি-জীবনমুক্তি। রচয়িতা হলেন একজনই। সৃষ্টিও একটি, পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোলও এক, যা পুনরাবৃত্ত হয়ে থাকে। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর, কলিযুগ..... তারপর আবার সঙ্গমযুগ। কলিযুগ হল পতিত, সত্যযুগ হলো পবিত্র। সত্যযুগ যখন হবে, তার আগে নিশ্চয়ই কলিযুগের বিনাশ হবে। বিনাশের আগেই স্থাপনা হওয়া দরকার। সত্যযুগে স্থাপনা হবে না। ভগবান তখনই আসবেন যখন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে হবে। বাবা খুব সহজ

পন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন, দেহ সহ দেহ সম্পর্কিত সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে দিতে হবে আর দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা হলেন ভক্তদের ফল প্রদাতা। ভক্তদের স্তান প্রদান করেন-- পবিত্র হওয়ার জন্য। এই যোগ সবাইকে পবিত্র বানিয়ে দেয়। স্তানের সাগর আসেন, একজনের মুখ দ্বারা স্তান শোনতে। পতিতদের পবিত্র বানিয়ে দেন। এই সময় সমস্ত আত্মারা পতিত হয়ে আছে, এই জন্য বাবাকে ডাকা হয়, কেননা বাবা ছাড়া আর কেউ পবিত্র বানাতে পারবে না। পবিত্র করার জন্য পতিত-পাবনী গঙ্গা আছে, তাহলে আবার পতিত পাবন সীতারাম বলে ডাকা হয় কেন। বুদ্ধি তো বলে, পরমপিতা পরমাত্মা নিশ্চয়ই আবার নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ করার জন্য আসবেন। কল্প বৃক্ষের আশুঙ্কাল আছে, যা কিনা জড়জড়িত হয়ে যায়, এই স্থিতিতে তমোপ্রধান বলা হয়। নতুন দুনিয়া বলা যাবে না, একে লৌহযুগ বলা হয়। এই সব কিছু তথ্য বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে, অপরকে বোঝাবার জন্য। ঘরে ঘরে বার্তা দিতে হবে। এইভাবে বোলো না যে-- "পরমাত্মা এসেছেন"। খুব যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে, বোঝাতে হবে যে আমাদের দুইজন বাবা আছেন, একজন হলেন লৌকিক বাবা আর একজন হলেন পরলৌকিক বাবা। দুঃখের সময় পারলৌকিক বাবাকেই স্মরণ করা হয়। সুখধামে কেউ পরমাত্মাকে স্মরণ করে না। সত্যযুগে, লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্যে সুখ, শান্তি, পবিত্রতা সব কিছু ছিল। বাবার বর্ষা (উত্তরাধিকার) পেয়ে গেলে তাকে ডাকবে কেন? সেখানে কেবলই সুখ আর সুখ। বাবা তো দুঃখ দেবার জন্য দুনিয়া রচনা করেন নি। এটা তো পূর্ব পরিকল্পিত নাটক, যারা পার্ট পরে রয়েছে, তারা দু'চার জন্ম গ্রহণ করে। বাদবাকি সময় শান্তিধামে থাকবে। তবে এই নাটক থেকে কেউ বেরিয়ে যাবে, এমনটা হতে পারে না। তারা দু'একবার জন্ম নিতে পারে, বাকি সময় যেন মোক্ষতে। আত্মা হল অভিনেতা। কারোর অনেক উঁচু পার্ট আবার কারোর কম উঁচু পার্ট হয়। গাওয়াও হয়, ঈশ্বরের অন্ত কেউ পায় না। ঈশ্বর স্বয়ং এসে রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য- অন্ত-এর রহস্য বুঝিয়ে দেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি, আমি যে দেহে প্রবেশ করি সে নিজের জন্মের বিষয়ে জানে না, আমি এর ১৪ জন্মের গুহ্য কাহিনী বলে দিই, কোনো পার্টেরই পরিবর্তন হতে পারে না। কারণ এটা পূর্ব পরিকল্পিত নাটক। এটা কারও বুদ্ধিতে আসে না। বুদ্ধি তখনই ধরতে পারবে যখন পবিত্র হয়ে বুদ্ধিবে। এইসব ভালোভাবে ও পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হলে সাতদিন অবধি ভাঙিতে(Furnace) বসতে হবে। ভাগবত ইত্যাদির পাঠও সাতদিন রাখে। কেউ সাত দিনেই ভালোভাবে বুঝতে পারে, আবার কেউ বলে আমাদের বুদ্ধিতে কিছু ঢুকছে না। তাদের উচ্চ পদ নেই, তো বুদ্ধিতে কেমন করে ধরবে। আচ্ছা, তাহলেও তাদের কল্যাণ হল, তাই না। প্রজা তো এই ভাবেই হয়, তারপর যেমন পরিশ্রম করবে তেমনই রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এবার স্মরণ করা না করা নিজের ওপর নির্ভর করে। এটা কেবল বাবার নির্দিষ্ট নির্দেশ। প্রিয় জিনিসের কথা সব সময় স্মরণে থাকে, তাই না! ভক্তি মার্গে বলা হয়, হে! পতিত পাবন এসো! এখন তোমরা তাঁকে দেখেছো। বলা হয় যে, আমাকে স্মরণ করলে সব জং দূর হয়ে যাবে।

সাম্রাজ্য কি এমনিই পাওয়া যাবে! স্মরণেই যা পরিশ্রম। অনেক বেশী স্মরণ যারা করে, তারাই কর্মজীত অবস্থা প্রাপ্ত করে। বাবাকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। যোগবলের দ্বারাই বিকর্মজীত হতে হবে। লক্ষী নারায়ণ এতো পবিত্র কি করে হলেন? এখন যখন কলিযুগের অস্তিমে কেউই পবিত্র নেই। এখন তো গীতা জ্ঞানের অধ্যায় সব পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। শিব-ভগবানুবাচ----প্রত্যেকেই ভুল করতে থাকে। আমি এসে সবাইকে নির্ভুল বানিয়ে দিই। ভারতে যত শাস্ত্র আছে, সবই ভক্তি মার্গের। বাবা বলেন— "আমি যা কিছু বলেছি তা কারও জানা নেই। যারা আমার জ্ঞান শুনেছে, তাদের ২১ জন্মের প্রালঙ্ লাভ হয়েছে, তারপর আবার সেই জ্ঞান অবলুপ্ত হয়ে যায়। তোমরা চক্র পরিক্রমা করে আবার এই জ্ঞান শুনছো।"

তোমরা জান যে, তোমরা সেই বৃক্ষের চারাগাছ (Sapling) লাগাচ্ছ, মানুষ থেকে দেবতাতে পরিণত করার। এ হলো দৈবী বৃক্ষের চারাগাছ। সাধারণ মানুষ তো ওই সব বৃক্ষের "কলম" লাগাতে থাকে। বাবা এসে এই দুই-এর বৈষম্য (contrast) বুঝিয়ে দেন। তোমরা তো দেখিয়ে দাও যে, ওদের কি পরিকল্পনা আছে আর তোমাদের কি পরিকল্পনা করা হয়েছে। ওরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে যাতে দুনিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। বাবা তোমাদের একটা সুন্দর বিষয় বলেন যে, অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে, আর দেবী দেবতাদের ফ্যামিলির প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। সত্যযুগে একটাই আদি সনাতনী দেবী দেবতাদের ফ্যামিলি ছিল, আর অন্য অনেক ফ্যামিলিও ছিল না। এই সময় ভারতে কত কত ফ্যামিলি আছে। গুজরাতি ফ্যামিলি, শিখ ফ্যামিলি,... বাস্তবে ভারতে একটাই ফ্যামিলি হওয়া উচিত। অনেক ফ্যামিলি হলে পরে অশান্তি শুরু হয়। তারপর সম্প্রদায়িক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফ্যামিলিতেও সম্প্রদায়িকতা হয়ে থাকে। যেমন খৃষ্টানদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোন মিলমিশ নেই, ওদের দুই ভাইয়ের সাথে একমত হতে পারে না। ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। এমনকি জলেরও বন্টন করা হয়। আবার শিখ ধর্মাবলম্বী যারা, তারা দাবি করে যে, তারা তাদেরকে অনেক সুখ, শান্তি দিতে পারে, যারা এই ধর্মের অনুসারী। হঠকারিতা করে ফেলে। মাথা চাপড়াতে থাকে। যখন অস্তিম সময় উপস্থিত হয় তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে থাকে। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। প্রচুর বোমা বানানো হয়েছে। যখন বড় যুদ্ধ হয়েছিল তখন দুটো বোমা ছোঁড়া হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত অনেক বানানো আছে। এই হল বোম্বার কথা। তোমাদের বুঝতে হবে যে এটা হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ। বড় বড় লোকেরাও বলতে থাকে, যদি যুদ্ধ বন্ধ না করা হয়, তাহলে পুরো দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা তো জানো যে, আগুন তো লাগবেই।

বাবা আদি সনাতন দেবী দেবতাদের ধর্মের স্থাপনা করেন। রাজযোগ হল সত্যযুগের শিক্ষা। দৈবী ধর্ম অবলুপ্ত হয়ে গেছে, তাই আবার স্থাপন করেন। এখন কলিযুগ এরপর সত্যযুগ আসবে। এখন কলিযুগের বিনাশের জন্য মহাভারতের মহাযুদ্ধ হবে। এই সব খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে ও বুঝিতে ধারণ করতে হবে। কেননা মানুষ হল আসুরী সম্প্রদায়, ফলে খুব সাবধানে থাকতে হবে। কল্প পূর্বে আগের মত যা বিঘ্ন ঘটবার

তা তো ঘটে। এটা তো পূর্ব পরিকল্পিত নাটক। আমরা তো বদ্ধ হয়ে আছি। স্মরণের যাত্রা কখনো ভুলবে না। গান আছে না - - - রাত্রির পথিক ক্লান্ত হয়ে পড়ে না..... এর অর্থ কেউ বুঝতে পারে নি। রাত্রি ফুরিয়ে দিন আসছে। অর্ধ কল্প সম্পূর্ণ হয়েছে, এবার সুখের সময় শুরু হবে। বাবা মনমনাভব-র অর্থ বুঝিয়েছেন। শুধুমাত্র গীতাতে কৃষ্ণের নাম দেওয়ার কারণে সেই শক্তি দেখা যায় না। কৃষ্ণকে সর্ব শক্তিমান বলা যায় না। তিনি তো পুরো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেন এই জন্যই গীতাতে সেই শক্তি থাকে না। এখন আমরা সকল মানুষের কল্যাণ করছি। কল্যাণকারী যে হবে সেই বাবার বর্ষা (অধিকার) প্রাপ্ত করবে। স্মরণের যাত্রা ছাড়া কল্যাণ হতে পারে না। এই সময় সব বিপরীত বুদ্ধিতে আছে। বলা হয় যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। তোমাদের বোঝাতে হবে যে উনি হলেন পারলৌকিক(বেহদ) বাবা। বেহদের বাবার থেকেই ভারতবাসী বেহদের বর্ষা (অধিকার) প্রাপ্ত করে। ভারতবাসী ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে। তোমরা এখন বাস্তবরূপ দেখছো, তোমরা তো জ্ঞান শুনেই আসছো আগের থেকে। দিন প্রতিদিন তোমার কাছে নতুন নতুন লোকজন আসতে থাকে। এখন যদি কোনও মহৎ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আসে তাহলে তোমার অবস্থা (আওয়াজ) সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়ে যাবে। গোলমাল যাতে না হয় তাই খুব আস্তে আস্তে বিচার বিবেচনা করে চলতে হবে। এ হল গুপ্ত জ্ঞান, কেউ যেন জানতেও না পারে যে কি করা হচ্ছে। ভক্তি মার্গে দুঃখ আছে, জ্ঞান মার্গে সুখ আছে। রাবণের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হয়ে চলেছে, এটা তোমরাই জানো, আর কেউ জানতে পারে না। ভগবানুবাচ-"তোমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে গেলে, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। পবিত্র হও, তাহলে সাথে করে নিয়ে যাব।" মুক্তি তো সবারই হবে। সবাই রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তোমরা বলো যে, একমাত্র শিব শক্তি, ব্রহ্মা কুমার - কুমারীরা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ার স্থাপনা করে, পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমত অনুসরণ করে, পূর্ব কল্পে যেমন দুনিয়া ছিল ঠিক তেমনই। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া ছিল, এই সব বুদ্ধিতে গেঁথে যাওয়া উচিত। প্রধান প্রধান পয়েন্ট যখন বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যাবে, তখনই স্মরণের যাত্রায় থাকা সহজ হবে। কেউ কেউ ভাবে যে, এখনও তো সময় আছে, পরে পুরুষার্থ করলেই হবে। কিন্তু মৃত্যুর কোনো নিয়ম, সময় নেই। কাল যদি মৃত্যু হয় তো! এই জন্যই এমন ভেবো না যে অন্তিম সময়ে দ্রুতগতিতে সব করে নেবো। এই রকম চিন্তা ভাবনা আরও অধঃপতন করে দেবে। যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করে যেতে হবে।

শ্রীমত অনুসরণ করে প্রত্যেককে নিজের কল্যাণ নিজেকেই করতে হবে। নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে, কতটা বাবাকে স্মরণ করতে পারছি আর বাবার সার্ভিস কত করতে পারছি। তোমরা হলে ঈশ্বরের রুহানি (আত্মিক) সাহায্যকারী তোমরা আত্মাদের উদ্ধার(salvage)। করো। আত্মা পতিত থেকে পবিত্র কেমন করে হবে, সেই পথ দেখিয়ে দাও। কৃষ্ণকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। উনি তো প্রিন্স ছিলেন, উনি প্রালঙ্ক ভোগী, ওনার মহিমা গুনগান করার দরকার নেই। দেবতাদের মহিমা দিয়ে কি হবে!

হ্যাঁ, জন্মদিন তো সবাই পালন করে। এটা তো কমন(common) কথা। তাছাড়া, উনি কি করছেন, সিঁড়ি দিয়ে নেমেই তো এসেছেন। ভালো মানুষ এবং মন্দ মানুষ দুটোই হয়ে থাকে। প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট আছে। এই হলো বেহদের কথা। মুখ্য শাখা প্রশাখা ও ক্ষুদ্র ডালপালা গোনা যেতে পারে। কিন্তু পাতা তো অগুনতি, সেটা তো তোমরা গুনে শেষ করতে পারবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চারা পরিশ্রম করো, সবাইকে বাবার পরিচয় করিয়ে দাও, তাহলে বাবার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ যুক্ত হয়ে থাকবে। বাবা বলছেন-- সবাইকে বলো যে-- পবিত্র হও, তাহলেই মুক্তি ধামে যেতে পারবে। দুনিয়া তো জানে না যে, মহাভারতের যুদ্ধে কি হয়েছিল। এখানে তো আহতির যত্ত্ব রচনা করা হয়েছিলো, কেননা নতুন দুনিয়ার দরকার। আমাদের যত্ত্ব তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন সবাই এই যত্ত্ব স্বাধা (আহতি) হয়ে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) আদরের বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) ঈশ্বরের কাজের জন্য সত্যকারের সাহায্যকারী হয়ে প্রত্যেক আত্মাদের উদ্ধার (salvage) কার্যের সেবা করতে হবে। সবার কল্যাণ করতে হবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে।

২) অত্যন্ত ভালোবাসার বস্তু(বাবা)কে স্মরণ করতে হবে। পূর্ব পরিকল্পিত নাটকে অটল থাকতে হবে। বাধা-বিঘ্ন এলে ঘাবড়ে যাবে না।

বরদান :- সহজযোগকে নিজের স্বাভাবিক স্বভাব বানানো, প্রতিটি বিষয়ে যথাযথ ও নিখুঁত ভবঃ(হও)।

তোমরা যেমন বাবার সন্তান এতে কোনো পারসেন্টেজ(হিসাব) নেই, সেইরকমই সহজযোগী বা যোগী হওয়ার অবস্থায় এই পারসেন্টেজ বা হিসাব সমাপ্ত হওয়া দরকার।

স্বাভাবিক (ন্যাচারাল) স্বভাবের হয়ে যেতে হবে। এমন কিছু বিশেষ স্বভাব আছে যা আমরা না চাইলেও তার বশবর্তী হয়ে যেতে হয়। এতে এটা স্বভাব হয়ে যায়। কি করবো, কেমন করে যোগ করবো - - এই সব সংশয় সমাপ্ত হয়ে গেলে, প্রত্যেকটা বিষয়ে নিখুঁত ও যথাযথ হয়ে যাবে। পারফেক্ট (নিখুঁত) অর্থাৎ এফেক্ট (ফলাফল) আর ডিফেক্ট (দোষ ত্রুটি) এর অনেক উপরে বা ছাড়িয়ে।

স্লোগান :- সহ্য যদি করতে হয় তাহলে খুশী খুশী করো, বাধ্য হয়ে নয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য বানাতে, পূজ্য থেকে পূজারী আর পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার সম্পূর্ণ কাহিনী তোমরা বাচ্চারা জানো।"

প্রশ্ন :- কোন্ কথা পৃথিবীর অন্য মানুষদের কাছে অসম্ভব মনে হয় কিন্তু তোমরা বাচ্চারা তা অতি সহজেই জীবনে ধারণ করতে পারো ?

উত্তর :- এই পৃথিবীর অন্য মানুষরা ভাবে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র থাকা-- এ তো সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু তোমরা তা সহজেই ধারণ করে নিতে পারো, কেননা তোমরা জানো যে এর ফলে তোমরা স্বর্গের বাদশাহী পেতে পারো। তাই এ হল খুবই সহজ কামানোর উপায়।

গীত :- কে এল আজ এই প্রভাতে

ওম্ শান্তি। অন্ধকার আর আলো অর্থাৎ সকাল এই দুনিয়ায় সম্পূর্ণ আলাদা। দুনিয়ার কাছে এটা সম্পূর্ণ সাধারণ বিষয়। তোমাদের বাচ্চাদের কাছে এই সকাল কিন্তু অসাধারণ। দুনিয়ার মানুষ জানে না এই অন্ধকার আর আলো বা সকাল কাকে বলা হয়। বাস্তবে এই অন্ধকার আর সকাল কল্পের এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই হয়। এই যুগেই এই অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়। গানও আছে যে জ্ঞানসূর্য প্রকট হল। আকাশের এই সূর্য তো কেবল আলোই দেয়। আর এ হল জ্ঞানসূর্যের কথা। ভক্তিকে অন্ধকারের যুগ আর জ্ঞানকে আলোর যুগ বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে নতুন প্রভাত হতে চলেছে। ভক্তিমাগের অন্ধকারের যুগ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ভক্তিকে অজ্ঞান বলা হয় কারণ মানুষ যার ভক্তি করে তাঁর সম্বন্ধে তাদের কিছুই জ্ঞান থাকে না। সময়ই কেবল নষ্ট হয়। সেখানে পুতুল পুজাই হতে থাকে। অর্ধেক কল্প ধরে এই পুতুল পুজা হতে থাকে। কার পুজা করছি সেই জ্ঞানও পুরো থাকা চাই। দেবী দেবতাদের হল পূজ্য ঘরানা। সেই পূজ্যরাই আবার পরবর্তীকালে পূজারী হয়, পূজ্য থেকে পূজারী এবং পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার লম্বা কাহিনী আছে। মানুষ তো পূজ্য এবং পূজারীর অর্থও বোঝে না। পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা আসেনই এই সঙ্গমযুগে যখন অন্ধকারের যুগ শেষ হয়ে যায়। তিনি নতুন প্রভাত বানাতে আসেন। কিন্তু মানুষ কল্পের সঙ্গম যুগের বদলে প্রতি যুগে যুগে লিখে দিয়েছে। যখন চার যুগ সম্পূর্ণ হয় তখন পুরোনো দুনিয়া পুরো হয়ে নতুন দুনিয়া শুরু হয়। তাই এই যুগকে বলা হয় কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ। এই সময় সবাই নরকবাসী। যখন কেউ মারা যায় তখন বলা হয় স্বর্গে গেছেন, তাহলে অবশ্যই আগে নরকে ছিলেন। এই কথা কেউই বোঝে না যে আমরা সবাই নরকে আছি। রাবণ সকলের বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। সকলের বুদ্ধি এখন শেষ হয়ে গেছে। বাবা বোঝান যে ভারতবাসীরা বিশাল বুদ্ধির অধিকারী ছিলো। তারপর যখন ধীরে ধীরে পাথরতুল্য বুদ্ধি হয়ে যায় তখনই দুঃখ পেতে থাকে। নাটকের নিয়ম অনুসারে মানুষের এমন অবস্থা হতেই হবে। মায়াই এমন অবস্থা তৈরী করে। পূজ্যদের বুদ্ধিদার আর পূজারীদের অবুধ্য বলা হয়। মানুষ বলে যে আমি নীচ পাপী। কিন্তু কখন তারা বুদ্ধিমান ছিল তা তাদের মনেই পরে না। রাবণরূপী মায়ী পুরোপুরি পাথরতুল্য বুদ্ধি বানিয়ে দেয়। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে তোমরাই একসময় পূজ্য ছিলে এখন আবার পূজারী হয়েছো।

এখন তোমরা বাচ্চারা খুবই খুশীতে থাকো। অনেক দিন ধরে তোমরা দুঃখে চিত্কার করে এসেছো যে তোমাদের যেন শান্তি মেলে এবং জন্ম - মরণ চক্র থেকে যেন মুক্ত হতে পার। কিন্তু এই মায়ার শিকল থেকেই যে মুক্ত হতে হবে, সেই জ্ঞানও কারোর বুদ্ধিতে নেই। তোমরা জানো যে তোমরা সিঁড়ি নামতে নামতে এসেছো। সত্যযুগে তবু খুবই ধীরে ধীরে নামতে থাকে, এই কলা কম হবার জন্য ওখানে সময় লাগে। সুখের সিঁড়ি নামতে অনেক সময় লাগে। আর দুঃখের সিঁড়ি খুব দ্রুতগতিতে নামতে থাকে। সত্য আর ত্রেতা যুগে হয় ২১ জন্ম আর দ্বাপর আর কলিযুগে হয় ৬৩ জন্ম, অর্থাৎ এই দুই যুগে আয়ুর পরিমাণ কমতে থাকে। এখন তোমরা জানো তোমাদের চড়তি কলা এক মূহুর্তেই হয়ে যায়। এই গায়নও আছে যে রাজা জনক এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু এই জীবনমুক্তির অর্থ মানুষ বুঝতেই পারে না। একজন জনক জীবনমুক্তি পেয়েছিলো নাকি সারা দুনিয়া? এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। কারোর বুদ্ধি যদি খারাপ হয় তাহলে লোকে বলে পরমাত্মা একে সুবুদ্ধিদান করো। সত্যযুগে কিন্তু এমন কোনো কথা থাকবে না। যেসব আত্মারা পরমাত্মা বাবার থেকে অনেক সময় ধরে আলাদা আছে তাদের অনেক হিসেব নিকেশ তৈরী হয়। শিববাবা যখন পরমধামে থাকেন, সেই সময় যেসব আত্মারা তাঁর সঙ্গে সেই মুক্তিধামে থাকে অর্থাৎ যারা পরের দিকে আসে তারা অনেক সময় বাবার সাথে সাথে থাকে। আর তোমরা তো খুব অল্প সময়ের জন্য বাবার সঙ্গে থাকো। প্রথমদিকে তোমরাই বাবার থেকে আলাদা হয়ে যাও, তাই গাওয়া হয়, আত্মা পরমাত্মা বহুকাল ধরে আলাদা আছে এখন হলো তাদেরই মেলা যারা বহুকাল ধরে বাবার থেকে আলাদা আছে। যারা অনেক সময় ধরে বাবার সাথে মুক্তিধামে একসাথে থাকে তাদের কিন্তু এই মেলা হয় না। বাবা বলেন যে বিশেষত তোমাদেরই আমি পড়বার জন্য আসি। আমি আমার বাচ্চাদের সাথে থাকি আর সকল মানুষেরই কল্যাণ হয়। এখন সকলেরই অন্তিম সময় চলছে। এখন সবাই তাদের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে চলে যাবে। বাকি তোমরা সবাই রাজ্য ভাগ্য পাবে। এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই নেই। তোমরা গাইতে থাকো গড ফাদার, উদ্ধারকর্তা, পথপ্রদর্শক। বাবা তোমাদের এই দুঃখ থেকে উদ্ধার করে শান্তিধামে নিয়ে যাবার জন্য পথপ্রদর্শক হন। সত্যযুগে বাবা কিন্তু গায়িড হন না। বাবা আত্মাদের শান্তিধামে নিয়ে যান, সে হলো নিরাকারী দুনিয়া যেখানে আত্মারা থাকে। কিন্তু ওখানে কেউই যেতে পারে না কারণ সকলেই পতিত, তাই পতিত পাবন বাবাকেই সকলে ডাকতে থাকে। বিশেষ করে ভারতবাসী উল্টো হয়ে যায় অর্থাৎ দ্বাপর থেকে দেহ অভিমানে আসে, তখন সারা দুনিয়া বাবাকে কুকুর - বিড়াল, পাথর ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই দেখতে থাকে। এ খুবই আশ্চর্য কথা। মানুষ নিজেদের থেকেও আমাকে নীচে নিয়ে যায়। এই ঘটনাও নাটকে লিখিত আছে। কারোর কোনো দোষ নেই, সবাই এই নাটকের বশ। কেউ ঈশ্বরের বশ নয়। ঈশ্বরের থেকেও এই নাটক তীব্র। বাবা বলেন যে আমিও নাটকের নিয়ম অনুসারে সঠিক সময়েই আসবো। আমি একবারের জন্যই আসি। ভক্তিমার্গে মানুষ কত ধাক্কা খেতে থাকে। তোমরা এখন বাবাকে পেয়েছো। তাই বাবার থেকে চট করে এই বর্ষা নিতে হবে। এই বর্ষা পেয়ে গেলে তোমাদের আর ধাক্কা খাবার দরকার হবে না। বাবা নিজেই বলেন আমি এসেই তোমাদের সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলি। প্রথমে যা সত্য খণ্ড ছিলো তা কেমন করে মিথ্যা খণ্ড হলো এ কেউই জানে না। গীতার বাণী কে শুনিয়েছিলো এও ভারতবাসী জানে না। এই ভারতেই একদিন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো। দেবতা ধর্মের লোকেরা যখন সতোপ্রধান পূজ্য থেকে তমোপ্রধান পূজারী হয়ে যায় তখন দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় তারপর বাবা এসে পুনরায় সেই ধর্মেরই স্থাপনা করেন। অনেক চিত্রও আছে আবার শাস্ত্রও আছে। ভারতবাসীদের কিন্তু একটাই শাস্ত্র শিরোমণি, সে হলো গীতা। প্রত্যেকে নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে, তাই

নাম বদল করে এর নাম হিন্দু ধর্ম রেখে দিয়েছে । এ সমস্তই এই নাটকে লিখিত আছে । আল্লাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে যায়, আল্লার উপর খাদ পড়ে যায় । তোমরা জানো যে তোমরা সত্যিকারের গয়না ছিলে এখন তা মিথ্যা হয়ে গেছে । এই গয়না শরীরকে বলা হয় । এই শরীরের দ্বারাই তোমরা অভিনয় করো । তোমরা কত বড় , ৮৪ জন্মের জন্য পার্ট পেয়েছো । তোমরাই দেবতা আবার তোমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছো, তোমরাই পূজ্য ছিলে আবার তোমরাই পূজারী হয়েছো । বাবা বলেন, আমি যদি প্রথমে পূজ্য তারপর পূজারী হই তাহলে তোমাদের কে পূজ্য বানাবে । আমি হলাম চিরকালের পবিত্র, জ্ঞানের সাগর এবং পতিত পাবন । তোমরাই প্রথমে পূজ্য তারপর পূজারী হয়ে দিন এবং রাতের চক্রে আসো । কিন্তু দুনিয়ার অন্য লোকেরা তা জানতে পারে না । বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন যে এই দুনিয়া ধীরে ধীরে মিথ্যায় পরিণত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে এই মিথ্যা কাহিনী বানানো হয় । ব্যাসদেবও আশ্চর্য জিনিস লিখেছিলেন । এখন ব্যাসদেব তো আর ভগবান নন । প্রকৃত ভগবান এসেই ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়েছিলেন । তিনিই ব্রহ্মাকে এই শাস্ত্র দিয়ে দিয়েছেন । এখন ভগবান কোথায় ? এমন তো কখনোই হয় না যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিলো । বিষ্ণুও কখনো শাস্ত্র বোঝান নি । না ব্রহ্মা এই শাস্ত্র বুঝিয়েছিলেন । ত্রিমূর্তির উপরে আছেন শিববাবা, তিনি এসেই ব্রহ্মার দ্বারা এই শাস্ত্র বুঝিয়েছিলেন । যাঁর দ্বারা তিনি বোঝান সেই ব্রহ্মাই আবার পালন করেন । তোমরাই হলে ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী । ব্রাহ্মণ বর্ণ হল উচ্চ থেকে উচ্চ । তোমরাই হলে এখন ঈশ্বরীয় সন্তান । ঈশ্বরের দ্বারা রচিত এই যজ্ঞকে তোমরাই রক্ষা করছো । এই জ্ঞান যজ্ঞে সমস্ত দুনিয়াই স্বাহা হয়ে যাবে । এই যজ্ঞের নাম রাখা হয়েছে রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এই রাজস্ব প্রাপ্ত করাবার জন্য শিববাবা এই যজ্ঞ রচনা করেছেন । দুনিয়ার মানুষ যে যজ্ঞ রচনা করেন তাতে মাটির শিব বানানো হয় আর শালিগ্রাম বানানো হয় । প্রথমে তা তৈরী করে, তারপরে তা পালন করে অবশেষে তা শেষ করে দেওয়া হয় । দেবতাদের মূর্তির সঙ্গেও এমনই করা হয় । যেমন ছোটো বাচ্চারা পুতুল নিয়ে খেলা করে এই দুনিয়ার মানুষও তেমনই করতে থাকে । আর বাবার জন্য বলা হয় তিনি স্থাপনা করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন, তাই বাবা প্রথমে হল স্থাপনার কাজ ।

এখন তোমরা মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাওয়ার জন্য এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছ । আর এ হল তোমাদের মৃত্যুলোকের অন্তিম জন্ম । শিববাবা অমরলোকের স্থাপন করতে আসেন । একজন পার্বতীকে অমরকথা শোনালে কি হবে ? তারা অমরনাথ শংকরকে বলে থাকে । শংকরের সাথে পার্বতীকে দেখায় । এখন শংকর, পার্বতী কি করে স্কুল জগতে আসবে ? তাঁদের তো সুক্ষ্মবতনে দেখানো হয়েছে । এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে, জগত-অশ্বা , জগত-পিতা লক্ষ্মী নারায়ণই হয় । ৮৪ জন্ম নেবার পর লক্ষ্মী নারায়ণ ,জগত অশ্বা, জগত পিতা হন । বাস্তবে জগত অশ্বা হলেন পুরুষাথী, আর লক্ষ্মী হলেন পবিত্র প্রালব্ধ । তাহলে কার বেশী মহিমা ? জগৎ-অশ্বার কত বড় মেলা বসে । কলকাতার কালী মাতা কত বিখ্যাত । কালী মায়ের পাশে কালো পিতা কেন বানানো হয় না ? বাস্তবে জগৎ-অশ্বা প্রমুখ দেবী এই জ্ঞানের চিতায় বসে কালো থেকে গৌর বর্ণের হয়েছিল । প্রথমে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী হয় তারপর রাজ-রাজেশ্বরী হয় । এখন এখানে তোমরা এসেছো ঈশ্বরের থেকে জ্ঞান অর্জন করে রাজ-রাজেশ্বরী হতে । লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী কে করেছিলেন ? স্বয়ং ঈশ্বর করেছিলেন । অমরকথা, সত্যনারায়ণের কথা বাবাই শোনান যার দ্বারা এক সেকেন্ডেই তোমরা নর থেকে নারায়ণ হতে পার ।

এখন তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধির কপাট খুলে গেছে যে-- কাম হল মহাশত্রু । মানুষ বলে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র থাকা অসম্ভব । বলা হয় যে - বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে তিনি অবশ্যই নিজের বাচ্চাদের স্বর্গের বাদশাহী দেবেন । তাহলে এই স্বর্গের বাদশাহী পাওয়ার জন্য এক জন্ম তো পবিত্র থাকতেই হবে । এ তো খুব সহজ উপার্জনের উপায় । ব্যবসায়ী লোক এই বিষয়কে খুব সহজেই নিতে পারবে কেননা ব্যবসায়ী লোক অনেক দানও করে থাকেন । তাদের মধ্যে অনেক ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তিও থাকেন । বাবা বলেন এই জ্ঞানের ব্যবসা বিশেষ কোনো বিরলাই করেন । এই ব্যবসা খুবই সহজ । আবার কেউ কেউ আছে যারা এই ব্যবসা করেও ছেড়ে দেয় । এই জ্ঞানের কথা বাবা ছাড়া কেউই বুঝিয়ে বলতে পারে না । জ্ঞানের সাগর একজনই শিববাবা, তিনিই সবকিছু বুঝিয়ে বলেন । যারা পবিত্র এবং পূজ্য ছিল তারাই ৮৪ জন্মের শেষে পূজারী হয়ে যায় । এই ব্রহ্মাবাবার শরীরে শিববাবা প্রবেশ করেন । তাহলে প্রজাপিতা তো এখানেই হবে । এখন তোমরা সকলে পুরুষার্থ করে ফরিস্তা তৈরী হচ্ছ । এখন ভক্তিমার্গের রাতের পর জ্ঞানের আলো অর্থাৎ দিন শুরু হয়েছে । এর তিথি তারিখ তো কিছুই নেই । শিববাবা কখন এসেছিলেন , তা কেউই জানে না । সকলেই কৃষ্ণজয়ন্তী ধুমধাম করে পালন করে । শিবজয়ন্তী সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে কেউই জানে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই কল্যাণকারী সঙ্গমযুগে এক বাবার থেকেই সত্যিকারের সত্যনারায়ণের কথা, অমরকথা শুনতে হবে । বাকি যা তোমরা এতদিন শুনেছো, সব ভুলে যেতে হবে ।

২) সত্যযুগী বাদশাহী নেবার জন্য এই এক জন্ম পবিত্র থাকতে হবে । ফরিস্তা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :- সর্বদা শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা বেহদের সেবায় তৎপর হওয়ার জন্য হদের সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হও ।

বাবা যখন সাকারে ছিলেন, তখন যেমন সেবা ছাড়া কিছুই নজরে আসত না, তেমনই তোমরা বাচ্চারাও তোমাদের শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা বেহদের সেবায় যদি সদা তৎপর থাকো তাহলে হদের সমস্ত আকর্ষণ তৎক্ষণাত সমাপ্ত হয়ে যাবে । হদের বিষয়ে সময় দেওয়া এ হল পুতুলখেলা যাতে সময় এবং শক্তি দুই-ই নষ্ট হয় তাই ছোটো ছোটো কথায় সময় বা জমা করা শক্তি নষ্ট করো না ।

স্লোগান :- সেবাতে পেতে গেলে সফলতা নিজের কথাবার্তা আর চাল চলন হতে হবে প্রভাবশালী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- এই অন্তিম জন্মে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হও, এক বাবাকে স্মরণ করো, এটাতেই গুপ্ত পরিশ্রম রয়েছে "

প্রশ্ন:- জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পাওয়া মাত্রই কোন্ বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট অনুভব হয় ?

উত্তর:- ভক্তিতে ভগবানকে পাওয়ার জন্য কত দ্বারে-দ্বারে ঘুরেছিলাম, কত ধাক্কা খেয়েছিলাম। এখন আমরা তাঁকে পেয়েছি। ২-- সাথে-সাথে মানুষের জন্য দয়াও হয় যে বেচারারা এখনও পর্যন্ত ঘুরে মরছে, পথ খুজে বেড়াচ্ছে। বাবা আমাদেরকে থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা বাবার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি।

গীত:- আজ আঁধারে রয়েছে মানুষ

ওমশান্তি। একদিকে ভক্ত স্মরণ করছে। অন্যদিকে আমাদের আত্মাদের তৃতীয় নয়ন লাভ হয়েছে অর্থাৎ আত্মাদের বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। ওঁরা বলে আমরা ঘুরে মরছি। এখন তোমরা তো ঘুরে মর না। কত পার্থক্য। বাবা তোমাদের বাচ্চাদের সাথে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি করছেন। মানুষ গুরুদের পিছনে, তীর্থ যাত্রায়, মেলা উৎসবের পিছনে কত ঘুরে মরছে। তোমাদের ঘোরা এখন বন্ধ হয়েছে। বাচ্চারা জানে যে এই ঘোরার হাত থেকে রক্ষা করতে বাবা এসেছেন। যে রকম কল্প আগেও বাবা এসে পড়িয়েছেন বা রাজযোগ শিখিয়েছেন, হুবহু সেরকম পড়াচ্ছেন। বাচ্চারা জানে আমরা ৫ বিকারের উপর বিজয় লাভ করছি। বলা হয়ে থাকে মায়াকে জিতলে জগতকে জেতা হয়। মায়া ৫ বিকার রূপী রাবণকে বলা হয়। মায়া হল শত্রু। মায়া ধন সম্পত্তিকে বলা হয় না। লিখতেও হবে ৫ বিকার রূপী রাবণ বা মায়া....তবে যদি মানুষ এর কিছু অর্থ বোঝে। তা না হলে বুঝতে পারবে না। মায়াকে জিতলে জগত জিতবে। এতে যাদব আর কৌরব বা অসুর আর দেবতাদের কোন কথাই নেই। স্থূল লড়াই হয় না। গাওয়া হয়ে থাকে যোগবলের দ্বারা মায়া রাবণের উপর বিজয় লাভ করলে জগতেরও বিজেতা হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো-জগত বলা হয়ে থাকে বিশ্বকে। বিশ্বের উপর জিত পাওয়ার জন্য বিশ্বের মালিকই আসেন। উনিই হলেন সর্বশক্তিমান। এটা তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে-- বাবাকে স্মরণ করলেই পাপ ভস্ম হয়ে যায়। মুখ্য কথাই হল স্মরণের। স্মরণ করলে তোমাদের দ্বারা কোন বিকর্ম হবে না আর খুশিতে থাকবে। পতিত-পাবন বাবা এসেছেন পবিত্র বানাতে, তবে আমরা আবার বিকর্ম কেন করবো। নিজের দেখভাল করতে হবে। বুদ্ধি তো মানুষের আছে তাই না! এতে আর লড়াই করবার তো কোনো কথা নেই কেবল ৫ বিকারকে জেতার জন্য বাবাকে স্মরণ করা অতি সহজ। হ্যাঁ এতেই পরিশ্রম, সময় লাগে। মায়া দীপ নিভিয়ে দেওয়ার জন্য থেকে-থেকে ঝড় আনে। এছাড়া এতে লড়াইয়ের কোন কথা নেই। ওখানে আছেই দেবতাদের রাজ্য। অসুর কেউ হয় না। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মামুখ বংশাবলী। যে ব্রাহ্মণ কুলের সে নিজেকে ব্রাহ্মণ ভাবে। রুহানি বাবা আমাদের রুহকে বসে জ্ঞান দেন। জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবন সদগতি দাতা একজনই। উনিই স্বর্গ স্থাপন করে থাকেন। তোমাদের বাচ্চাদের তো খুব খুশী হওয়া দরকার। বিদেশীরাও জানতে পারবে, এরা

তো সেই সিন্ধের ব্রাহ্মাকুমার কুমারী যারা বলে স্বর্গ শ্রীমতের দ্বারা স্থাপন করে দেখাব। আত্মাই বলে না! শরীর দ্বারা। আত্মা শোনে আর নির্দেশ অনুসারে চলে। কল্প-কল্প বাবা-ই এসে যুক্তি দেন। বাবা হলেন গুপ্ত, কেউই জানতে পারে না। কত মানুষকে বোঝানো হয়, তবুও কোটিতে কেউ কেউই বোঝে। তোমরা বাচ্চারা এখন বোঝো যে আমাদের অলরাউন্ড ভূমিকা রয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন তোমরাই রাজ্য নাও আর কেউ নিতে পারে না। কেবলমাত্র তোমরা ভারতবাসীরা ছাড়া, যারা এখন নিজেদের হিন্দু বলে থাকে। জনগণনাতেও হিন্দু লেখে। আমরা যে কোনো নাম দিয়ে থাকি না কেন, আমরা বাস্তবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। ঐ দৈবী ধর্ম ব্রহ্ম, কর্ম ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে হিন্দু বলে দেয়। হিন্দু নাম কেন হয়েছে- এটাও কেউ জানে না। জিজ্ঞাসা করা উচিত আচ্ছা এটা তো বলো তোমাদের হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছিলেন! এটা তো হল হিন্দুস্থানের নাম। কেউ বলতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো এখন ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋগ্বেদ ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। বলে ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতা নমঃ। ব্রাহ্মণ হল সর্বোত্তম, নম্বরওয়ান। বাস্তবে স্বর্গ সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে। রামচন্দ্রের রাজ্যকেও স্বর্গ বলা হয় না। অর্ধ কল্প হল রামরাজ্য আর অর্ধ কল্প হল রাবণরাজ্য। এসব হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। এখন আমাদের স্বর্গে যাওয়ার জন্য কি করতে হবে? পবিত্র তো অবশ্যই থাকতেই হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা-- কাম হল মহাশত্রু আছে, এর উপর জিত পেয়ে পবিত্র থাকতে হবে এইজন্য কমল ফুলের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতে কমল ফুল সমান থাকতে হবে। এই দৃষ্টান্ত তোমাদের জন্য রয়েছে। হঠযোগী তো গৃহস্থ ব্যবহারেতে কমল ফুল সমান পবিত্র থাকতে পারবে না। ওঁরা নিজেরদের নিবৃত্তি মার্গের ভূমিকা পালন করে। গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতে পারে না, এইজন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তোমরা দুধরনের সন্ন্যাসের মধ্যে তুলনা করতে পারো। প্রবৃত্তিমার্গেরই গায়নও রয়েছে। বাবা বলেন-- গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কেবল এই এক অস্তিম জন্মে সাহস করে কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকো। যদিও নিজের গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো। সেই সন্ন্যাসীরা তো ঘরবাড়ি ছেড়ে যায়। অনেক সন্ন্যাসী আছে যাঁদেরকে খাবারও দিতে হয়। প্রথমে তাঁরাও সতাপ্রধান ছিল এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সৃষ্টিনাটকে এই ভূমিকাই তাদের রয়েছে। তবুও এরকমই হবে। বাবা বোঝান এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে। কথায়-কথায় একে অন্যকে শাসাতে থাকে। যদি এরকম না হয় তো বড় লড়াই লেগে যাবে। তোমরা বাচ্চারা বোঝো যে কল্প পূর্বেও এরকম হয়েছিল। শাস্ত্রে লেখা আছে পেট থেকে মুসল বেরিয়েছিল, এটা হয়েছিল সেটা হয়েছিল ...তারপর হও লইতে বহরুপী সাজে। বাস্তবে এটা হল মুসল, যার দ্বারা বিনাশ করে। এটাও বাচ্চারা জানে যা কিছু অতীত হয়ে গেছে তা আবার হবে। যা রচিত হয়ে আছে তা-ই রচনা হচ্ছে... এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সকল রহস্য পরিষ্কার রয়েছে। কেবল কথার কথা নয়। কাউকেই দোষ দিতে পারবে না। নাটকে এই ভূমিকাই রয়েছে। তোমাকে কেবল বাবার বার্তা সবাইকে দিতে হবে। এই নাটক তো অনাদি অবিনাশী। নিয়তি কি বস্তু, এটাও তোমরা বুঝে গেছো। এই কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদির সঙ্গম বিখ্যাত আছে। একেই পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়। আজকাল বাচ্চাদের পুরুষোত্তম যুগের উপর ভাল ভাবে বোঝানো হচ্ছে। এই যুগ হল উত্তম পুরুষ তৈরি হওয়ার জন্য। সকলে সতাপ্রধান উত্তম হয়ে যাবে। এখন হল তমোপ্রধান, কনিষ্ঠ। এই শব্দগুলোর অর্থও তোমরা বোঝো। কলিযুগ পুরো হয়ে সত্যযুগ আসবে তারপর জয়- জয়কার হয়ে যাবে। গল্পও শোনানো হয় তাই না! এটা হল সহজের থেকেও সহজ। মিথ্যা গল্প তো অনেক আছে। এখন বাবা নিজে বসে বোঝাচ্ছেন, ভক্তিমার্গে তোমরা আমার মহিমা করে এসেছ। এখন বাস্তবে তোমাদের রাস্তা দেখাচ্ছি-- সুখধাম আর শান্তিধামের। সতগতিকে সুখের গতি আর দুর্গতিকে দুঃখের গতি বলা হবে। কলিযুগে আছে দুঃখ আর সত্যযুগে

আছে সুখ। বোঝালে সবাই বুঝবে। পরে আরও বুঝতে পারবে। সময় খুবই অল্প আছে, লক্ষ্য অনেক উঁচুতে আছে। কলেজে গিয়ে তোমরা বোঝালে এই জ্ঞানকে খুব ভালো ভাবে বুঝবে। অবশ্যই এই নাটকের চক্র ঘোরে আর অন্য কোনো দুনিয়াও নেই। ওঁরা ভাবে উপরে কোনো দুনিয়া আছে এইজন্য নক্ষত্র ইত্যাদির কাছে যায়। বাস্তবে ওখানে কিছুই নেই। ভগবান হলেন এক, রচনাও হল এক। এটাই হল মানব দুনিয়া। মানুষ তো মানুষই, কেবল দেহের অনেক ধর্ম আছে। কত বিভিন্নতা আছে। সত্যযুগে একই ধর্ম ছিল, তাকে বলা হয়ে থাকে সুখধাম। কলিযুগ হল দুঃখধাম। সুখ আর দুঃখের খেলা আছে তাই না। বাবা খোড়াই বাচ্চাদেরকে দুঃখ দেবেন। এখন হল রাবণ রাজ্য। মানুষের মধ্যে ৫ বিকারের প্রবেশ হয়েছে এইজন্য রাবণ রাজ্য বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোলের ইতিবৃত্ত এখন তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে। রোজ শোনো, এটা হল অনেক উচ্চ শিক্ষা। তো বাবা বোঝান এখন আর অল্প সময় বাকি আছে। তাতে বাবার থেকে পুরো বর্সা নিতে হবে। ধীরে- ধীরে মানুষও বুঝবে অবশ্যই ঈশ্বরের রাস্তা তো এঁরাই দেখাচ্ছে। দুনিয়াতে আর কেউই ঈশ্বরকে পাওয়ার রাস্তা বলে না। ঈশ্বরের রাস্তা ঈশ্বরই দেখান। তোমরা তো তাঁর সংবাদ দিয়ে থাকো। কল্প পূর্বেও যারা নিমিত্ত হয়েছিলো তারাই আবার হবে আর বানাতে থাকবে। বাচ্চাদের বিচার সাগর মন্ডন করা উচিত। রায় দেওয়া উচিত-- বাবা আমরা ভাবছি এই চিত্র হওয়া উচিত, এতে মানুষ ভাল ভাবে বুঝতে পারবে। বাবা কম চিত্র এইজন্য বলেন কারণ অনেক ছোট-ছোট কেন্দ্র আছে। খুব বেশী হলে ৫-৭ টা চিত্র রাখতে পারে।

বাবা বলেন ঘরে- ঘরে গীতা পাঠশালা হোক। এরকম অনেকে আছে একটা ঘরে সব কিছু চালায়। প্রধান চিত্রটি রাখলে মানুষ বুঝতে পারবে। আসলে ভগবান কাকে বলে, তাঁর থেকে কি পাওয়া যায়? ভগবানকে বাবা বলা হয়ে থাকে। বাবুলনাথ বাবা বলা হয় না। রুদ্র বাবাও বলবে না। শিববাবা তো বিখ্যাত। বাবা বলেন এটা হল সেই কল্প পূর্বের জ্ঞান যজ্ঞ। বেহদের বাবা শিব যজ্ঞ রচনা করেছেন। ব্রাহ্মণের রচনা করেছেন ব্রহ্মা দ্বারা। ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে স্থাপনা করেছেন। এটা হল জ্ঞান--রাজযোগের। আবার যজ্ঞও, যাতে সমগ্র পুরানো দুনিয়ার আছতি হয়। এক তিনিই হলেন বাবা, শিক্ষক, গুরু, জ্ঞানের সাগরও তিনি। এরকম আর কেউ নেই। আজকাল যজ্ঞ করলে চারিদিকে শাস্ত্র রাখে। একটা আছতির কুণ্ডও বানায়। বাস্তবে হল--জ্ঞান যজ্ঞ, যার থেকে তারা নকল করেছে। এখানে কোনো স্থূল বস্তু ইত্যাদি তো নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা বেহদের বাবাকে পেয়েছো, বেহদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে আর কেউ এটা জানে না। বেহদের আছতি হতেই হবে, এটা তোমরা জানো। পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। তারা তো খুশি হয় যদি রামরাজ্য স্থাপন হয়, এটা তো খুব ভাল হবে। কিন্তু ওরা যা স্থাপন করবে তা তো নিজের জন্যই করবে তাই না। পরিশ্রম সব নিজের জন্য করবে। তোমরা জানো যে এই মহাভারত লড়াইও এই যজ্ঞ থেকে শুরু হয়েছে। কোথায় ঐ হদের(পৃথিবীর) কথা, আর কোথায় এই বেহদের(অসীমের) কথা। তোমরা নিজের জন্যই পুরুষার্থ করছো। যতক্ষণ বাবাকে না জানো, আর বর্সা(আশীর্বাদ) না পাও। বাবা-ই এসে আত্মাদের শিক্ষা দেন। তোমাদের হল সব গুপ্ত। আত্মা হিংসক হয়ে গেছে, তাকে অহিংসক বানাতে হবে। কারো উপর ক্রোধও করা উচিত নয়। ৫ বিকার যখন দান দেয় তখন গ্রহন ছেড়ে যায়, এর ফলেই কালো হয়ে গেছে। এখন আবার সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ কিভাবে হবে-- এটা বাবা বসে বোঝান। এই লক্ষ্মী নারায়ণকে এরকম কে বানিয়েছে? কোনো গুরু ছিল কি তাঁদের? এঁরা তো বিশ্বের মালিক ছিলেন। নিশ্চয় আগের জন্মে ভাল কর্ম করেছেন তাই ভাল জন্ম হয়েছে। ভাল কর্ম করলে ভাল জন্ম হয়। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর যোগাযোগও নিশ্চয় আছে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু তো এক

সেকেন্ডের ব্যাপার । মনুষ্য থেকে দেবতা হয়, সেকেন্ডে জীবনমুক্তি একে বলা হয়। বাবার হয়েছ আর জীবনমুক্তির বর্ষার অধিকারি হয়েছ। বাবা তো বোঝান সবাইকে। এরপর হল পুরুষার্থ করা, উঁচুপদ পাওয়ার জন্য। সব কিছুই হল পুরুষার্থের উপর। তবে কেন না পরিশ্রম করতে- করতে উঁচুপদ পাও। বাবাকে অনেক স্মরণ করলে বাবার হৃদয়ে অর্থাৎ সিংহাসনে বসতে পারবে। বাবা কোন পরিশ্রম করতে দেন না। অবলাদেরকে দিয়ে আর কি পরিশ্রম করাবেন। বাবার স্মরণও তো হল গুপ্ত। জ্ঞান তো প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। বলা হয় যে "ইনি তো খুব ভালো ভাষণ করেন", "কিন্তু যোগে কতদূর ?" "বাবাকে স্মরণ করে" ? "কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করে" ? স্মরণের দ্বারাই জন্ম- জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান কল্প- কল্প রুহানি বাবা শিবই এসে দেন। আর কেউই এই জ্ঞান দিতে পারে না।

আচ্ছা-মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপ-দাদার স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) অবিনাশী নাটকের রহস্য বুদ্ধিতে রেখে কাউকেও দোষী বানাতে না। পুরুষোত্তম হবার পুরুষার্থ করতে হবে। এই অল্প সময়ে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে।

২) ডবল অহিংসক হওয়ার জন্য কখনও কারো উপর ক্রোধ করবে না। বিকারের দান দিয়ে সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- সত্যতা আর পরিচ্ছন্নতার ধারণার দ্বারা সমীপতার অনুভব করে সফলতার মূর্তি ভব(হও)।

সকল ধারণার মধ্যে মুখ্য ধারণা হল সত্যতা আর পরিচ্ছন্নতা। পরস্পরের প্রতি মন যেন একদম পরিষ্কার থাকুক। যেরকম পরিষ্কার জিনিসে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। সেরকম পরস্পর পরস্পরের ভাবনা, ভাব-স্বভাব স্পষ্ট দেখা যায় । যেখানে সত্যতা-পরিচ্ছন্নতা রয়েছে সেখানে সমীপতাও থাকে। স্বভাবের ভিন্নতা সমাপ্ত হয়ে যায় । এর জন্য মনের ভাব আর স্বভাবের মিলন জরুরী । যখন স্বভাবে ভিন্নতা দেখা যাবে না তখন বলবে সম্পূর্ণতার মূর্তি।

স্লোগানঃ-- যে বিগরে আছে তাকে শোধরানো-- এটাই হল সব থেকে বড় সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন এই রাবণ রাজ্য , পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে নতুন দুনিয়া আগত প্রায় , এইজন্যে শ্রীমত্ অনুসরণ করে পবিত্র হতে পারলে শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা হতে পারবে ।"

প্রশ্নঃ - বাবা নিজের বাচ্চাদের সত্য নারায়ণের কথা শোনান , সেই কথার রহস্য কি ?

উত্তরঃ - তার রহস্য হল - বাদশাহী নেওয়া আর তাকে হারিয়ে ফেলা। একজন(ব্রহ্মাবাবা) আল্লাহ-কে পেয়ে , তারপর তাঁর গাধাগিরি করা ছেড়ে দিল। যে বিশ্বের মালিক ছিল সে-ই ৮৪ জন্ম নিয়ে রাজত্ব হারিয়ে ফেলে, বাবা আবার তাদের নতুন করে রাজত্ব দেনা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার, গাধাগিরি ছেড়ে রাজত্ব নেওয়ার-- এই সত্যিকারের নারায়ণের কথা , বাবা শোনান ।

গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ . . .

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ রুহানি বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন । ওম্ অর্থাৎ আমি আত্মা আর আমার শরীর । আত্মাকে দেখা যায় না । তবে বোঝা যায় আমি আত্মা , আর এই আমার শরীর । আত্মাতেই থাকে মন -বুদ্ধি । শরীরের বুদ্ধি হয় না । আত্মাতেই সংস্কার থাকে , তা সে ভালো হোক বা মন্দ । মুখ্য হল আত্মা । সেই আত্মাকে কেউ দেখতে পায় না । আত্মা দেখে শরীরকে । আত্মাকে শরীর দেখতে পায় না । জানতে পারে আত্মা বেরিয়ে যায় আর তখন শরীর জড় বস্তুতে পরিণত হয় । আত্মাকে দেখা যায় না । কিন্তু শরীর দৃশ্যমান হয় । এমনিতে আত্মার যিনি ফাদার , যাঁকে 'ও গড ফাদার' বলা হয় , তিনিও দৃশ্যমান নন । ওঁনাকে জানা যায় , উপলব্ধি করা যায় । আত্মারা সকলে ভাই-ভাই শরীরে প্রবেশ করলে তখন বলা হয় ভাই-ভাই বা ভাই-বোন । আত্মাদের বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । শরীর সম্বন্ধীয় ভাই-বোনেরা একে অপরকে দেখতে পায় । আত্মাদের সকলের বাবা এক , তাঁকে দেখা যায়না । তবে এখন বাবা এসেছেন পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে বানাতে । নতুন দুনিয়া সত্যযুগ ছিল , পুরানো এই দুনিয়া কলিযুগ । এই দুনিয়াকেই বদলাতে হবে । যেমন পুরানো ঘর ভেঙে নতুন ঘর বানানো হয় । এমনিতে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবেই । সত্যযুগের পরে ত্রেতা , দ্বাপর , কলিযুগ আবার সত্যযুগ , চক্রাকারে অবশ্যই আসবে । বিশ্বের হিস্টি -জিওগ্রাফি বারবার ফিরে আসে সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য । অর্ধকল্প চলে সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীয়দের । সেই সময়কে বলা হয়ে থাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বকাল , রাম-সীতার রাজত্বকাল । কত সহজ এই হিসাব । তারপরে আবার দ্বাপর , কলিযুগে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা আসতে শুরু করে । তখন দেবী-দেবতা , যাঁরা পবিত্র ছিলেন , তাঁরা অপবিত্রতায় বাঁধা পড়তে থাকেন । এখান থেকেই শুরু হয়ে যায় রাবণ রাজ্য । রাবণকে বছর বছর জ্বালানো হয় , কিন্তু সে জ্বলেই না । এই রাবণই সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু , এইজন্যে তাকে জ্বালানোর একটা রেওয়াজ চালু হয়ে যায় । ভারতের এক নম্বর শত্রু হল রাবণ আর একনম্বর দোস্ত বা বন্ধু হল সর্বদা সুখদাতা স্বয়ং খুদা অর্থাৎ ভগবান । ভগবানকেই তো পরম বন্ধু বলা হয় ! এই সম্পর্কে একটা কাহিনীও আছে তুমি ভগবান বন্ধু , রাবণ শত্রু । বন্ধু-ভগবানকে কখনও জ্বালানো হয় না । রাবণ শত্রু বলে দশ মাথাধারী রাবণের পুতুল বানিয়ে তাকে বছর বছর জ্বালানো হয় ।

গান্ধীজীও বলতেন আমাদের রামরাজ্য চাই। রামরাজ্যে সুখ আর রাবণ রাজ্যে দুঃখ। এইসব এখন বসে বসে কে বোঝাচ্ছেন? পতিত-পাবন বাবা, শিববাবা ব্রহ্মাদাদা। বাবা সবসময় উচিত করেন-বাপদাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো সকলের, যাঁকে অ্যাডম বলা হয়ে থাকে। ওঁনাকে (শিববাবা) গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার বলা হয়। মনুষ্য-সৃষ্টিতে প্রজাপিতা, প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণই আবার দেবী-দেবতায় পরিগণিত হন। দেবতা ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র অবস্থায় পরিণত হন। এনাকে বলা হয়ে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, মনুষ্য সৃষ্টির আদি, সর্বাপেক্ষা বড়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অনেক অনেক বাচ্চা আছে। বাবা বাবা বলে ডাকতে থাকে। ইনি হলেন সাকার বাবা। শিববাবা হলেন নিরাকার বাবা। গীতও গাওয়া হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা হয়। এই হলো পতিত দুনিয়া, রাবণ রাজ্য। এখন রাবণের আসুরিক দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে, সেইজন্য এই মহাভারতের লড়াই। তারপরে আবার সত্যযুগে এই শত্রু রাবণকে কেউ-ই জ্বালাবে না। রাবণ তো সেখানে থাকবেই না। রাবণই এই দুঃখের দুনিয়া বানিয়েছে। এরকম নয় যে যাদের অনেক পয়সাকড়ি আছে বা বড় বড় মহল ইত্যাদি আছে তারাই স্বর্গে থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন, যদিও -বা কারও কাছে কোটি কোটি টাকা থাকে, কিন্তু শান্তি নেই, পয়সা ইত্যাদি তো মাটিতে মিশে যাবে। নতুন দুনিয়ায় আবার অনেক নতুন খনি বেরোবে, যার থেকে নতুন দুনিয়ার মহল ইত্যাদি সব তৈরী হয়ে থাকে, এই পুরনো দুনিয়ার বিনাশ এখন হবে। সত্যযুগের দুনিয়া সম্পূর্ণ নির্বিকারী এবং পাপমুক্ত। ওখানে যোগবলের দ্বারা শিশুর জন্ম হয়। বিকার ওখানে হয়ই না। না দেহ অভিমান, না ক্রোধ, না কাম। পাঁচ বিকার হয়ই না এইজন্যে ওখানে রাবণকে কখনও জ্বালানোই হয়না। এখানে তো রাবণ রাজ্য, এইজন্য সবাই ডাকে - হে পতিত-পাবন এসো। উনি তো মুক্তিদাতাও, সবার দুঃখহর্তা। সকলে এখন রাবণ রাজ্যের বাসিন্দা। বাবাকে এসে রাবণের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে হয়। বাবা এখন বলছেন - তোমরা পবিত্র হও। এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবেই, যারা শ্রীমত্ অনুসরণ করে চলবে তারা শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতায় পরিগণিত হবে। বিনাশ তো হবেই আর সব ওলটপালট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। বাকি কে বাঁচবে? যারা শ্রীমত্ মেনে পবিত্র থাকে, তারা বাবার মতানুসারে চলে বিশ্বের রাজ্যপাটের অধিকার অর্জন করে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরই তো রাজ্য ছিল। এখন তো রাবণ রাজ্য যার বিনাশ অবশ্যই হবে। সত্যযুগীয় রামরাজ্য স্থাপন হতে হবে। এখানে রাম, সীতার নয়। শাস্ত্রে অনর্থক সব অনেক কথা লিখেছে। লক্ষ্য অর্থাৎ এই সারা দুনিয়া আর এখানে রাবণের রাজ্য। সত্যযুগে ভারত সোনার দেশ ছিল। যখন দ্বিতীয় কোনও দুনিয়া ছিল না। বাবা ভারতে এসে নতুনভাবে ভারতকে আবার সোনার দেশে, স্বর্গে পরিণত করেন। বাকি এত যে ধর্ম আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সমুদ্রও ফুলে-ফেঁপে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বস্তু কি ছিল! ছোট একটা গ্রাম। এখন যেইমাত্র সত্যযুগের স্থাপনা হবে বস্তু ইত্যাদি আর থাকবে না। সত্যযুগে খুব অল্পসংখ্যক মানুষ থাকে। রাজধানী হবে দিল্লিতে, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করবেন। সত্যযুগে দিল্লি পরিস্থান ছিল। রাজগদিও ছিল দিল্লিতেই। রামরাজ্যেও দিল্লিই রাজধানী থাকে। কিন্তু রামরাজ্যে হীরে-জহরতের মহল ছিল, অপার সুখ ছিল। বাবা বলেছেন, তোমরা বিশ্বের রাজত্ব হারিয়েছ, আমি আবারও দিচ্ছি। তোমরা আমার মত অনুসরণ করো। শ্রেষ্ঠ হতে চাইলে অন্য কোনও দেহধারীকে স্মরণ না করে শুধুমাত্র আমায় স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি-বাবাকে স্মরণ যদি করো তবে তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে, তোমরা আমার কাছে চলে আসবে। তোমরা আমার গলার মালা হয়ে পরে আবার বিষ্ণুর গলার মালা হবে। মালায় একেবারে উপরে আমি। তারপরে যুগল হলো ব্রহ্মা-সরস্বতী। ওরাই সত্যযুগে মহারাজা-মহারানী হবে। তারপর মালার পুরোটাই তাদের, যারা শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ক্রমানুসারে রাজগদিতে বসে। আমি

ভারতকে এই ব্রহ্মা-সরস্বতী আর ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বর্গে রূপান্তরিত করি। যারা মেহনত করে তাদেরই স্মারক তৈরী হয়। আত্মাদের আবাসস্থল হল পরমধাম, যাকে ব্রহ্মাণ্ডও বলা হয়। আমরা সব আত্মারা ওখানে সুইট হোমে গিয়ে থাকব, বাবার সাথে। সেখানে হলো শান্তিধাম, মানুষ চায় মুক্তিধামে যেতে। কিন্তু ফিরে কেউ যেতে পারেনা। সবাইকে নিজের নিজের পার্ট সম্পূর্ণ করে যেতে হয়। ততক্ষণে বাবা তোমাদের তৈরী করতে থাকেন। তোমরা বাবার শ্রীমত অনুসারে তৈরী হয়ে গেলেই ওখানে যত আত্মারাই আছে সব এসে যায়, তারপরেই বিনাশ। তোমরা গিয়ে নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করবে আর আবারও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ক্রমানুসারে চক্র চলতে থাকবে। গানের কলিতেও তো শুনেছ, অবশেষে সেই দিন এলো আজ। ভক্তিমার্গে কেবল ধাক্কাই খাচ্ছিলে। বাবা হলেন জ্ঞান সূর্য, জ্ঞানের প্রগাটা, প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান দান করেন. . .তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান ভরা আছে। তোমরা জেনেছ, যে ভারতবাসী নরকবাসী ছিল তারা আবার স্বর্গবাসী হবে। বাকি এত আত্মারা, সব শান্তিধামে চলে যাবে। বোঝানোর ব্যাপার তো খুব সামান্যই-- অল্ক হল আল্লা অর্থাৎ বাবা আর বে অর্থাৎ বাদশাহী। কথায় বলে, অল্ক সে আল্লা বে সে বাদশাহী। অল্ক দ্বারাই বাদশাহী লাভ হয়। আর তখন গাধাগিরিও শেষ হয়ে যায়। সেই কাহিনী বাবা সামনে বসে বুঝিয়ে দেন। এই হলো সত্যিকারের সত্য নারায়ণের কথা। বাকি সব শুধু মুখের কথা। বাবা-ই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এই জ্ঞান শোনান। এই সবই তো হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তাই না! লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কবে শুরু হয়েছে কতদিন চলেছে, এতো শুধুই কথা হল! যারা বিশ্বে রাজত্ব করেছিল, তারা ৮৪ জন্মে এসে একদম তমঃপ্রধান হয়ে গেছে।

বাবা এখন বলছেন - আমি সেই রাজ্যই আবার নতুন করে স্থাপনা করি। তোমরা কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র হও - তার সারা হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বুঝিয়ে দিই। সর্বপ্রথমে সূর্যবংশীয়দের রাজ্য তারপরেই আবার চন্দ্রবংশীয়দের, তারপর বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রিস্টিয়ানরা আসে। তখন সেই দেবী - দেবতা ধর্ম যেটা ছিল তা বিলোপ হয়ে যায়। বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আবারও রিপিট হবে। শাস্ত্রে ব্রহ্মার আয়ু ১০০ বছরের হিসেব করেছে। এই যে ব্রহ্মা, যার মধ্যে বসে বাবা জ্ঞানদানের মাধ্যমে সারা বিশ্বের রাজ্যপাট দেন, একেও শরীর ছাড়তে হয়। সামনাসামনি বসে আত্মাদের বাবা আত্মাদের জ্ঞান শোনান, তিনি পতিত-পাবন। মানুষ, মানুষকে পবিত্র বানাতে পারবে না। যে নিজে মুক্ত হতে পারেনা সে অন্যকে কিভাবে মুক্ত করবে! ওরা তো সব ভক্তি শেখানোর, অনেক গুরু। কেউ বলবে অমুককে ভক্তি করো তো কেউ বলবে শাস্ত্র শোনো। অনেকানেক মত-মতান্তর, এইজন্যে সবাই আরও অবুঝ হয়ে গেছে। বাবা এসে এখন সমঝদার বানাচ্ছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সমঝদার ছিল তাইতো বিশ্বের মালিক হতে পেরেছিল। এখন কত কাণ্ডাল হয়ে গেছে! তারপরেই শিববাবা এসে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী বানান। বাবা এত ভালো করে বুঝিয়ে দেন যে এখানেই সৌভাগ্যোদয়ের সূচনা হয়। বাবা আসেনই মানুষ মাত্রেরই ভাগ্যোদয়ের জন্য। সব পতিত দুঃখী হয়ে আছে তাই না। সবকিছু গ্রাহি-গ্রাহি করে বিনাশ হয়ে যাবে, এইজন্য বাবা বলেন গ্রাহিগ্রাহি অবস্থায় পৌঁছানোর আগে বেহদের বাবার থেকে বিশ্ব রাজত্বের কিছু অধিকার নিয়ে নাও। এই যা কিছু দুনিয়াতে দেখছ তা সব নিশ্চিত বিনাশ হবে। পতিত ভারত, উদিত ভারত। এই নাট্যখেলা ভারতেরই। ভারতের উত্থান হবে সত্যযুগে। আর কলিযুগে এখন পতন হতে হয়। এইসব রাবণ রাজ্যে মায়ার প্রভাবের আমদানি। এখন বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বের পতন, বিশ্বের উত্থান। সত্যযুগে কারা কারা রাজত্ব করেন তা বাবা সামনে বসে বুঝিয়ে দেন। উদিত ভারতে দেবতাদের রাজ্য। পতিত ভারতে রাবণের রাজ্য। এখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা চলছে। পুরনো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে।

বিনাশ হওয়ার আগে তোমরা পড়ছ , বাবার থেকে বিশ্ব রাজ্যভাগ্যের অধিকার নিতে । এই হলো মানুষ থেকে দেবতায় পরিগণিত হওয়ার পড়া । সন্ন্যাসীদের পথই হলো নিবৃত্তি মার্গ । সেই ধর্মই আলাদা । তারা তো গৃহস্থ-ব্যবহারিক জীবন ছেড়ে চলে যায় , তাদের হলো হদের সন্ন্যাস । তোমাদের এই পুরনো দুনিয়া থেকে সন্ন্যাস নিয়ে এখানে আবার করে আসতে হবে না । এও যথার্থভাবে বুঝতে হবে , কোন কোন ধর্ম কখন আসে । চক্রে শুরুর শুরুতে তোমরা আসতেই মহারাজা -মহারানী হও । শুধুমাত্র অল্ক আর বে , আল্লা (শিববাবা) আর বাদশাহী এই দুইই বোঝাতে হবে । বাবা কাউকেই বিলেতে যেতে মানা করেননা । এমনিতে তো সবাই চায় মৃত্যু নিজের দেশেই হোক । বিনাশ তো এখন অবশ্যই হবে , হাঙ্গামা এত বেড়ে যাবে যে বিলেত থেকে ফেরতও আসতে পারবে না এইজন্য বাবা বুঝিয়েছেন ভারতভূমি সবচেয়ে উত্তম , যেখানে বাবা এসে অবতরিত হন । গড ফাদারই , যিনি এসে মুক্ত করে দেন । তাই এমন বাবাকে সর্বদা নমন করা উচিত , তাঁর জয়ন্তীও উদ্‌যাপন করা উচিত । কিন্তু গীতায় কৃষ্ণকে ভগবান আখ্যা দেওয়ায় বাবার সারা মহিমাই হারিয়ে যায় । নয়তো ভারত সবচেয়ে বড় তীর্থভূমি । সেই বাবাই এখানে এসে সবাইকে পবিত্র বানান , তাইতো এই ভূমি সর্বাপেক্ষা বড় তীর্থভূমি । সকলকে দুর্গতি মুক্ত করে সদগতি প্রদান করেন । এই ড্রামা আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে । তোমরা আত্মারা এখন জেনেছ , আমাদের বাবা আমার (ব্রহ্মাবাবা) নিজের এই শরীর দ্বারা এই সকল রহস্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন । আমরা আত্মারা শরীরের মাধ্যমে শুনে থাকি । আত্মা-অভিমানী হতে হবে । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে আত্মায় জমে থাকা অপবিত্রতার যে কালিমা লেপন হয়ে আছে তা মুছে যাবে আর পবিত্র হয়ে তোমরা বাবার কাছে চলে যাবে । স্মরণ যত করবে ততই পবিত্র হবে , অন্যকেও নিজ-সমান তৈরি করতে পারলে তবে অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্তি হবে । উঁচু পদ পেয়ে যাবে এইজন্য গাওয়া হয়ে থাকে সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি । আচ্ছা -!মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার গলার মালা হয়ে বিষ্ণুর গলার মালার সূতোতে গাঁথা হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ সতোপ্রধান হতে হবে । এক বাবার মতেই চলতে হবে ।

২) এমন সেবা করতে হবে যাতে অনেক আত্মার আশীর্বাদ পেতে পারো । গ্রাহি-গ্রাহি শোরগোল ওঠার আগে বাবার থেকে বিশ্বের রাজ্যভাগ্যের অধিকার পুরোপুরি নিয়ে নিতে হবে ।

বরদান:- নির্বল আত্মাদের মধ্যে সর্ব শক্তির ফোর্স ভরে দিতে সমর্থ জ্ঞানদাতা তথা বরদাতা ভব বর্তমান সময়ে নির্বল আত্মাদের এত শক্তি নেই যে তারা লাক দিয়ে উচ্চতায় উঠে উন্নতিসাধন করতে পারে , তাদের বাইরে থেকে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করতে হবে । তাই তোমাদের বিশেষ আত্মাদের নিজের মধ্যে বিশেষ শক্তি ভরে নির্বল আত্মাদের হাই জাম্প দেওয়াতে হবে অর্থাৎ নিজসমান উচ্চতায় তুলতে হবে । এইজন্য জ্ঞানদাতার সাথে সাথে শক্তি প্রদান করার বরদাতা হও । রচয়িতার প্রভাব রচনার ওপর পড়ে এইজন্য বরদানী হয়ে নিজের রচনাকে সর্ব শক্তির বরদান দাও । এই সার্ভিসের এখন আবশ্যকতা রয়েছে ।

স্লোগান:- সাক্ষী হয়ে সমস্ত খেলাকে দেখলে নিরাপদও থাকবে মজাও পাবে ।

"বিজয়মালাতে নম্বরের(ক্রম-সংখ্যা) আধার "

আজ বাপদাদা নিজের হারানিধি(সিকীলধে) শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন । স্মরণে আসে কি যে এই সময়ে এইরূপে কত বার দেখা হয়েছে ? অনেক বার মিলনের স্মৃতি স্পষ্ট ভাবে অনুভব হয় কি ? নলেজের আধারে, চক্রের হিসাব অনুযায়ী বুঝতে পারো বা অনুভব করো ? যে যত স্পষ্ট অনুভব করবে, তার অর্থ হল সে তত শ্রেষ্ঠ বা নিকটবর্তী আত্মা । বর্তমানে সর্ব প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ প্রালন্ধের অধিকারী আত্মা রূপে প্রত্যক্ষ হবে। নিজেকে এই অনুভবের আধারে তুমি বুঝতে পারো কি আমি আত্মা বিজয়মালাতে কত নম্বরে আমার স্থান ? বর্তমান সময়ে বাপদাদা বাচ্চাদের পুরুষার্থ এবং প্রাপ্তির আধারে ক্রমানুযায়ী স্মরণ করেন অর্থাৎ মালা এবং স্মারকচিহ্ন রূপের বিজয়মালা-- যাকে বৈজয়ন্তী মালা বলা হয় তো দুটি মালায় নিজের নম্বর কোথায়, তা জান কি? নিজের ক্রম নম্বর নিজেই জানো তো? নাকি বলবে বাপদাদা বলে দেবেন ? বাপদাদা তো সবই জানেন তবুও নিজেও নিশ্চয়ই জানো । বাইরে বলা বা নাই বলা কিন্তু অন্তরে স্পষ্ট জানো তো ? হ্যাঁ বলবে নাকি না বলবে ? এখন যদি বাপদাদা মালাটি হাতে নেন তো নিজের নম্বর দিতে পারবে তো? সংকোচ বশতঃ বলবেনা সেটা আলাদা কথা। আর যদি না জানো তাহলে কি বলবে ? অন্যদের চ্যালেঞ্জ করো , নিশ্চয় এবং নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে বলা যে আমরা নিজেদের ৮৪ জন্মের জীবন কাহিনী জানি , এই তো বলা তাই না ? তাহলে ৮৪ জন্মের মধ্যে বর্তমান জন্মই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তাই না ? এই কথা জানো তো ? আমি কে ? এই ধাঁধাটি ভালো করে জেনেছ তো ? তাহলে এটা কি ? এটা হল একটি ধাঁধা-- "আমি কে ?" এটা জানবার হিসাব হল খুবই সহজ।

এক হল-- স্মরণের মালা-- যতটা স্নেহের সাথে এবং যতটা সময় তুমি বাবাকে স্মরণ করো ততটাই স্নেহ এবং সময়ের সাথে বাবাও স্মরণ করেন। তাহলে নিজের নম্বর বলতে পারবে কি ? যদি অর্ধেক সময় স্মরণ আর ৫০% স্নেহ রয়েছে অথবা ৭৫% স্নেহ রয়েছে তবে সেই আধারেই ভাবো যে ৫০% স্নেহ আর অর্ধেক সময় স্মরণ তো মালাতেও অর্ধেক মালা শেষ হলে নম্বর আসবে। যদি স্মরণ হয় নিরন্তর আর স্নেহ হয় সম্পূর্ণ , একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ চোখে পড়বে না , সর্বদা বাবা আর তুমি কস্মাইন্ড রয়েছ তাহলেই মালাতেও কস্মাইন্ড দানার সাথে-সাথে তুমিও কস্মাইন্ড হবে অর্থাৎ সাথে-সাথে মেলানো থাকবে। সর্বদা সব বিষয়ে একনম্বর হবে। তাই মালাতেও এক নম্বর হবে। যেমন লৌকিক পড়াশোনাতে ফাস্ট ডিভিসন , সেকেন্ড , থার্ড হয় , তেমনই এখানেও মহারথী , অশ্বচালক আর পদযাত্রী তিনটি ডিভিসন রয়েছে ।

ফাস্ট ডিভিসন - সর্বদা ফাস্ট অর্থাৎ উড়ন্ত কলায় থাকে । প্রতি সেকেন্ড প্রতিটি সংকল্পে বাবার সাথেই বাবার সহযোগের, স্নেহের অনুভব করে। সর্বদা বাবার সঙ্গে এবং হাতে হাত-- এমন অনুভব করে। এই কথা বলে না যে-- "সাহায্য করো", বরং সর্বদা নিজেকে সম্পন্ন অনুভব করে।

সেকেন্ড ডিভিসন - উত্তরণ বা আরোহী কলার অনুভব করবে উড়ন্ত কলার নয়। আরোহী কলায় আসন্ন বিঘ্ন গুলি পার করতে কখনও বেশী কখনও কম সময় লাগবে। উড়ন্ত কলার আত্মারা উপর দিয়ে অতিক্রম করে যায়, ফলে তারা এমন অনুভব করবে যে কোনো বিঘ্ন আসেইনি। বিঘ্নকে বিঘ্ন নয় বরং সাইডসীন ভাববে , পথের দৃশ্য ভাববে। আর আরোহী কলার আত্মারা থামবে , বিঘ্ন

অনুভব করবে, তাই কখনো কখনো বিদ্রোহে পার করার সামান্য ক্লাস্তির অনুভব করবে বা সামান্য হতাশাও অনুভব করবে।

তৃতীয় ডিভিসন - এদের তো জেনেই গেছে। থামবে , এগোবে , চিৎকার করবে। কখনও এগোবে কখনও চিৎকার করবে। স্মরণের পরিশ্রমে থাকবে কেননা কন্সাইন্ড থাকেনা। সর্ব সঙ্কল্প পালনে চেষ্টারত থাকবে। সর্বদা পুরুষার্থে ব্যস্ত থাকবে। এরা চেষ্টায় থাকে তারা প্রাপ্তিতে ।

তো এর থেকে বুঝে নাও - "আমার নম্বর কোনটা ?" মালার আদিতে রয়েছে অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিসনে রয়েছে অথবা মালার মধ্য ভাগে অর্থাৎ সেকেন্ড ডিভিসনে রয়েছে বা মালার শেষের দিকে অর্থাৎ থার্ড ডিভিসনে রয়েছে ? তাহলে স্মরণ এবং বিজয় এই দুটির আধারে নিজেকে জানতে পারবে। তো জানতে পারা সহজ হল নাকি মুশকিল ? প্রত্যেকের নম্বর বের করাবো কি ? বের করতে পারবে তো ?

বাপদাদা সদা অমৃতবেলা থেকে বাচ্চাদের মালা স্মরণ করা আরম্ভ করেন। প্রতিটি রক্তের বিশেষত্ব দেখেন। তো অমৃতবেলায় সহজেই নিজেকে চেক করতে পারো। স্মরণের শক্তি দ্বারা , সঙ্কল্পের শক্তি দ্বারা , স্পষ্ট রূপে রূহানী টিভিতে দেখতে পারো যে বাপদাদা কত নম্বরে আমাকে স্মরণ করছেন । তার জন্যে বিশেষ ভাবে বুদ্ধির লাইন ক্রিয়ার থাকা চাই। নাহলে স্পষ্ট দেখতে পাবে না । আচ্ছা - বুঝলে আমি কে ?

এবারে সময় নিকটে হওয়ার কারণে নিজেকে বাবার সমান অর্থাৎ সমানতার দ্বারা নিজেকে বাবার কাছে নিয়ে এসো । সংকল্প , শব্দ , কর্ম , সংস্কার আর সেবা সবোতাই বাবার সমান হতে হবে অর্থাৎ কাছে থাকা । সে পরেই আসুক বা আগেই আসুক। কিন্তু সমানতার দ্বারা কাছে আসতে পারো। এখন সবারই চান্স রয়েছে । এখনও সীট ফিক্স হওয়ার সিটি বোঝেনি, তাই যা হতে চাও সেই স্বরূপে পরিণত হতে পারো। এখনও 'টু লেট '-এর বোর্ড লাগেনি, তাই কি করবে ? মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ উভয়েই রয়েছে কিনা । মহারাষ্ট্রের নামে তো " মহা" রয়েছেই । তো মহান হয়েই গেল। মধ্যপ্রদেশের বিশেষত্ব কি ? জানো ? বাপদাদার সেবার আদি কালে মধ্যপ্রদেশের দিকেই নজর ছিল। বাচ্চাদেরও পাঠানো হয়েছিল । তো সেবার ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টি যখন মধ্যপ্রদেশের দিকে ছিল তাহলে মধ্যপ্রদেশের সেবাতে আর সেবার প্রত্যক্ষফলের প্রাপ্তিতে প্রথম নম্বর হবে তাইনা ? কেননা বাপদাদার বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। যেই দৃষ্টি পড়েছে সেই নম্বরওয়ান নজর দ্বারা মালামাল হয়ে গেল কিনা সেইজন্য উভয়েই হল মহান।

মহারাষ্ট্রে বাপদাদার সাকার পদধূলি পড়েছে। চরিত্র ভূমিও মহারাষ্ট্রকে করা হয়েছে। তাহলে মহারাষ্ট্র এখন কি করবে ? মহারাষ্ট্রকে তো ডবল ফল দিতে হবে। কি ডবল ফল দেবে ? দেখা যাক, প্রথম টাচ হতেই তোমরা কি ফল দেবে । যদি টাচ না হয় তো মহারাষ্ট্রের চেয়ে মধ্যপ্রদেশ এক নম্বরওয়ান হয়ে যাবে ।

এক হল ওয়ারিস বা অধিকারী আর দ্বিতীয় হল ভিআইপি । তো অধিকারী আত্মাও তৈরি করতে হবে এবং ভি. আই. পিও--এটাই হল ডবল ফল। কোথাও ভি. আই. পি. কোথাও অধিকারী-- উভয়কেই আনতে হবে। অধিকারী আত্মাও নামীদামি হবে আর ভিআইপিরাও হবে নামীদামি । এই

বিষয়ে কে হবে তাহলে একনম্বর ? বিদেশ হবে , মহারাষ্ট্র নাকি মধ্যপ্রদেশ ? কে হবে ? অন্যরাও হতে পারে কিন্তু আজকে তো এরাই রয়েছে সামনে। আচ্ছা তবে কি শুনলে ? যে অর্জন করবে সেই তো হবে অর্জুন তাই না ? এতে যে চাইবে আগে যেতে পারবে। এখনও নম্বর বেরোয়নি তাই যে নিমিত্ত রূপে এক নম্বরে আসতে চায় আসতে পারে। বুঝলে কি করতে হবে ? তার উপায়ও রয়েছে - উড়ন্ত কলা। তার জন্যে সদা ডবল লাইট থাকো। এই কথা জানো তো ? জানো তো সবই, শুধু এখন স্বরূপে এবং অনুভবে আনতে হবে। আচ্ছা ।

এমনই সদা বাবার সাথী , প্রতিটি সঙ্কল্প , শব্দ এবং কর্ম বাবার মতন অর্থাৎ বাবার কাছের রত্ন , সর্বদা স্বরূপ এবং সফল স্বরূপ , বিজয় মালার নিকটবর্তী রত্নদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং নমস্কার ।

বিদেশী* *বাচ্চাদের* *সেবার* *অভিনন্দন* *জানাচ্ছেন* - *সেবার* *প্রতি* *অতিরিক্ত* *ইশারা

বাপদাদা সেবার জন্য কখনো বারণ করেন না , খুব ধূমধাম করে সেবা করো। যাকে নিমন্ত্রণ দিতে চাও দিতে পারো। বিদেশীদেরকে সেবার জন্য অভিনন্দন । সবাই সেবায় উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। আর এইরূপ এগোনোর পথেই বিশেষ আত্মাদের সেবার জন্য নিমিত্ত হয়ে যাবে। যাদের বিশেষ ভি. আই. পি. বলা হয়, এখন ভি. আই. পিদের আনবার সময় এসেছে, সেই জন্য সেবার দ্বারা স্বতঃতই তারা প্রত্যক্ষ হতে থাকবে।

সবাইকে বিশেষ রূহানীয়তের অনুভব করাও। শান্তি এবং শক্তির অনুভব করাও। নলেজ তো অনেক আছে কিন্তু এক সেকেন্ডের অনুভূতিই হল তাদের জন্যে নবীনতা। সমগ্র বিদেশের মেজরিটি হল কৃত্রিম , তাই সত্যিকারের শান্তি , সুখ , সত্য স্বরূপের অনুভূতিই নেই । যদি সেই অনুভূতি এক সেকেন্ডের জন্যেও হয়ে যায় তাহলেই নবীনতার অনুভব করবে। এমনিতেও বিদেশে সর্বদা নতুন বস্তুর কদর বেশী তাই সেই নবীনতা আনো। কোনো নামধারী মহাত্মা এই অনুভূতি করাতে পারবেনা। আত্মা পরমাত্মার শব্দ তো শুনেছে কিন্তু কনেক্শান জুড়ে অনুভব করা এই হল নূতন বিষয়। যাকে বলা হয় সত্যের অনুভব করা। এই হল সাধন। সকল সার্ভিসেবল কাছের রত্নদের নাম সহকারে বাবা স্মরণ করছেন। আচ্ছা ।

কুমারদের* *সঙ্গে* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাফাংকার

কুমারদের যেন সর্বদা এই স্মৃতি-ই থাকে যে আমরা কেবল কুমার নই আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার , রূহানী সেবাধারী । সেবাধারী অর্থাৎ স্বয়ং সম্পন্ন স্বরূপ থেকে অন্যদের সেবা দিতে পারে। তো সদা নিজেকে সর্ব খাজানায় সম্পন্ন অনুভব করো ? সেবাধারী ভেবে সেবা করলে সফলতা মূর্ত হবে। সেবার বিশেষত্ব হল সদা নমন্বচিত । নিমিত্ত এবং নমন্বচিত - এই দুটি বিশেষত্ব সেবায় সফল করে। কুমার সেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সক্ষম । কিন্তু এই এগিয়ে যেতে নিমিত্ত এবং নমন্বচিত না হলে সেবা করবে পরিশ্রমও করবে কিন্তু সফল হবে না। তো কুমার সেবায় সফল হয়েছ কি? সবাই প্ল্যানিং বুদ্ধি হয়েছ কি ? যেমন সেবার ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ হয়েছ তেমনই এই দুটি বিশেষত্বে তীক্ষ্ণ হও। বিশেষত্ব সহ বিশেষ সেবাধারী হও। না হলে সফলতা টেম্পোরারি হবে কিন্তু চলতে চলতে একটু

সময়ের পরে কনফিউজ হয়ে যাবে। এ কি হল , কেন হল , এইসব বাধা এসে পড়বে। তো সদা এই দুটি কথা স্মরণে রেখো-- ফলে সার্ভিসে ফাস্ট এবং ফাস্ট হয়ে যাবে। কুমারদের সেবা তো করতেই হবে কিন্তু মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে থেকে করলে সফলতা নিশ্চিত ।

কুমারদের সবরকমের সুযোগ(Chance) রয়েছে , সেবা করার সুযোগ, পুরুষার্থে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তার সাথে-সাথে নিজের পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে । কুমার জীবন হল লাকি জীবন। কুমার অর্থাৎ সদা স্বতন্ত্র । কোনোরকম বন্ধনে বশীভূত নয়। এমন স্বতন্ত্র স্বরূপ অনুভব করো তো ? নিজের ব্যর্থ সংকল্পও হল একপ্রকারের বন্ধন , এই বন্ধনও উড়ন্ত কলা থেকে নীচে নিয়ে আসে। তো কুমার হল নির্বন্ধন । ব্যর্থ সংকল্পও সমাপ্ত । নির্বন্ধন আল্লারাই তীরগতিতে এগিয়ে যেতে পারে। বাপদাদা কুমারদের প্রতি গর্বিত বোধ করেন যে কুমারেরা নিজেদের জীবনকে কতখানি শ্রেষ্ঠ করছে। সর্বদা এই স্মৃতিতে থাকো যে আমাদের মতন ভাগ্যবান আর কেউ নেই , কুমারদের নিজেদের ভাগ্য এবং কুমারীদের নিজেদের । কুমারীরা স্বতন্ত্র হয়ে সেবা করতে পারেনা। কুমার যে কোনো স্থানে একা গিয়ে সেবা করতে পারে। কুমারদের কি আর বন্ধন রয়েছে । কুমারীরা তো তবুও আজকালকার দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী বন্ধনে রয়েছে , কুমার তো অলরাউন্ড সেবা করতে পারে।

কুমার হল ডবল লাইট। কোনোরকমের ভার নেই । না সংকল্পের ভার , না সম্বন্ধ সম্পর্কের ভার। কুমার হলই নির্বন্ধন কারণ নলেজফুল হয়ে গেছে । নলেজফুল ব্যর্থ কর্মের দিকে কখনও যেতে পারেনা। ব্যর্থ সংকল্পও নলেজফুলের সামনে আসতে পারেনা। সংকল্পেও শক্তিশালী , কর্মেও শক্তিশালী। মাস্টার সর্বশক্তিমান কিনা। তো সর্বদা এমন অনুভব করো যে আমরা হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান ? কারণ কুমারদের পিছনে মায়া অনেক ঘুরপাক করতে থাকে । কুমার কুমারের মায়ার খুব পছন্দের। যেমন বাবা তোমাদের অর্থাৎ কুমার-কুমারীদের পছন্দ করেন তেমনই মায়াও পছন্দ করে, সেইজন্য মায়ার থেকে সাবধানে থাকবে। সর্বদা নিজেকে কন্সাইন্ড ভাববে , একা নয় , যুগল রয়েছে সঙ্গে । সদা কন্সাইন্ড ভাবলে মায়া আসতে পারবে না ।

***পার্টীদের* *সঙ্গে* :-**

বর্তমান* *সময়ের* *বিশেষ অ্যাটেনশান হল* *ব্যর্থ সংকল্পের* *সমাপ্তি

সবাই নিজেকে সমর্থ আল্লা মনে করো ? সমর্থ আল্লার অর্থাৎ যাদের ব্যর্থ অ্যাকাউন্ট শেষ। না হলে ব্রাহ্মণ জীবনে ব্যর্থ সংকল্প , ব্যর্থ কথাবার্তা , ব্যর্থ কর্ম অনেক সময় নষ্ট করে দেয়। যতটা উপার্জন করতে চাও ততটা জমা করতে পার না । ব্যর্থ খাতার জন্যে সমর্থ স্বরূপ হতে পার না । এবারে ব্যর্থ খাতা সমাপ্ত করো । যখন নতুন হিসাবের খাতা রাখো তখন পুরানোকে বাতিল করে দাও কিনা। তাহলে বর্তমান সময়ে এই বিশেষ অ্যাটেনশান রাখো যে ব্যর্থ খাতা সমাপ্ত করে সদা যেন সমর্থ থাকতে পারো। মাস্টার সর্বশক্তিমান যা চায় করতে পারে। যেমন কারো কাছে দেহের শক্তি বা ধন-সম্পদের শক্তি থাকলে সে যা চায় করতে পারে, আর যদি শক্তি না থাকে তাহলে ইচ্ছে থাকলেও করতে পারেনা। এমনই তোমরা হলে মাস্টার সর্বশক্তিমান , এমন কোনো কাজ রয়েছে কি যেটা করতে পার না । শুধুমাত্র অ্যাটেনশান । বার-বার অ্যাটেনশান চাই। অমৃতবেলায় অ্যাটেনশান দিলে , রাতে অ্যাটেনশান দিলে , বাকি মধ্যখানে কেয়ারলেস হয়ে থাকলে রেজাল্ট কি হবে? ব্যর্থ

খাতা সমাপ্ত হবেনা । কিছু না কিছু পুরানো খাতার অবশিষ্ট রয়ে যাবে তাই বার-বার এই অ্যাটেনশান দাও যে আমরা হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান । চেকিং চাই ভাল রকমের কেননা মায়া এখনও নিজের প্রভাব দ্বারা ভাগ নিতে সজাগ হয়ে বসে আছে । সে অন্তিম সময়ে একটু বেশী সজাগ হয়ে যায় কারণ সদাকালের জন্যে বিদায় নেওয়ার পালা এখন। তাই নিজের প্রভাব দেখাবেই, সেইজন্য সদা অ্যাটেনশান রাখো। ক্লাসে গেলে , স্মরণে বসলে অ্যাটেনশান তো থাকেই কিন্তু এখন বার-বার অ্যাটেনশান রাখো। আর বার-বার অ্যাটেনশান যাদের থাকে তার প্রমাণ হল সবাই হবে টেনশন ফ্রী । লাডলে অর্থাৎ অতি প্রিয় তো হয়েছ, বাবার আপন হয়েছ , শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের তারা ঝলমল করছে, আর কি চাই। শুধু এই ছোট কাজ দেওয়া হয়েছে তোমাদের যে বার-বার বুদ্ধি দ্বারা অ্যাটেনশান রাখো। আচ্ছা !

বরদান :-- সঙ্গমযুগে প্রতিটি কর্মকে কলার রূপে করতে কুশল ১৬ কলা সম্পন্ন ভব। সঙ্গমযুগ হল বিশেষ কর্মরূপী কলা প্রদর্শনের সময়। যে আত্মাদের প্রতিটি কর্ম কলা রূপে প্রত্যক্ষ হয় তাদের প্রতিটি কর্মের বা গুণের গায়ন হয়। ১৬ কলা সম্পন্ন অর্থাৎ প্রতিটি চাল চলন সম্পূর্ণ কলা রূপে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হবে - আর এই হল সম্পূর্ণ স্টেজের প্রমাণ চিহ্ন । যেমন সাকার রূপে চলনে বলনে সবকিছুতে বিশেষত্ব দেখা গেছে, তো এটাই হল কলা । ওঠা বসার কলা, দেখার কলা , হাঁটা চলার কলা ছিল। সবার মধ্যেই একটি অনুপম ভাব এবং বিশেষত্ব ছিল। তো এমনভাবে ফলো ফাদার করে ১৬ কলায় সম্পন্ন হও।

স্লোগান : -- পাওয়ারফুল সে-ই যে তৎক্ষণাত পরখ করে নির্ণয় করে ফেলে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের আধ্যাত্মিক(রুহানী) কারবার(Business) করতে হবে, নিজেকে আত্মা(রুহ) মনে করে (আত্মিক স্থিতিতে) প্রতিটি কর্ম করলে আত্মা নির্বিকারী হতে থাকবে”

প্রশ্ন :-- স্বর্গের অধিকার(বর্সা) প্রাপ্ত করার আর স্বর্গে উচ্চ পদ লাভ করার আধার কি ?

উত্তর :-- ব্রহ্মাকুমার কুমারী হলেই তো স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয় , কিন্তু উচ্চ পদের আধার হল বিদ্যাভ্যাস । বাবার হয়ে যাওয়ার পর যদি ভালো ভাবে পাঠ্যভ্যাস করতে থাকে, সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, তাহলে রাজস্ব লাভ হয় । অনেকেই পুরো পড়াশোনা করে না, কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে, পবিত্রও হয়নি আর এর মধ্যে যদি দেহত্যাগ হয় তাহলে প্রজার মধ্যেও সাধারণ পদ লাভ হবে।

ওম শান্তি । রুহানী বাচ্চাদের রুহানী বাবা বোঝাচ্ছেন । এখানে আধ্যাত্মিক কারবার হয় । বাকী পুরো দুনিয়ায় শারীরিক কারবার হয় । বাস্তবে আত্মাদেরই কারবার চলে । আত্মাই এই দেহ দ্বারা পড়াশোনা করে, হাঁটাচলা করে , বিকর্ম করে , এই কারণে পতিত আত্মা , পাপ আত্মা বলা হয় । আত্মাই সবকিছু করে । এই সময়ে মানুষ মাত্রই দেহ অভিমানী হয় । আমি "আত্মা " এর পরিবর্তে আমি অমুক বোঝে । আমি এই ব্যবসা করি, অমুক হল রাগী, কামী । দেহেরই নাম নেওয়া হয় । একে বলা হয় দেহ অভিমানী দুনিয়া, অবরোহী কলার দুনিয়া । সত্যযুগে এসব হয় না, সেখানে সকলেই দেহী-অভিমানী (আত্মা) হয় । তোমাদের দেহী-অভিমানী তৈরী করা হচ্ছে । নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো । আমি আত্মা এই দেহ রূপী বস্ত্র ধারণ করে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে পার্ট প্লে করি । সব অভিনেতাই বিভিন্ন পোশাক পরিধান করে পার্ট প্লে করে । বাবা বলেন তোমরা আত্মারা প্রথমে শান্তিধামে ছিলে । তোমাদের ঘর হল শান্তিধামে । যেমন লৌকিকে (হদে) নাটক মঞ্চস্থ হয়, সেইরকম এটা হল বেহদের নাটক । সব আত্মারাই পরমধাম থেকে এসে দেহ রূপী বস্ত্র ধারণ করে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে পার্ট প্লে করে । আত্মাদের আসল ঘর হল পরমধাম । লৌকিকে অভিনেতাদের ঘর তো এখানেই হয় । তারা শুধু পোশাক পরিবর্তন করে পার্ট প্লে করতে থাকে । বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা হলে আত্মা । বাবা তো বাচ্চারা, বাচ্চারা করেই কথা বলেন । সন্ধ্যাসী তো বাচ্চারা বাচ্চারা বলবে না । বাবা বলেন আমি পতিত পাবন তোমাদের সকল আত্মাদের পিতা , যাঁকে তোমরা গডফাদার বলা । গডফাদার তো নিরাকার হন । ব্রহ্মা বিষ্ণু, শঙ্করকে গডফাদার বলা হয় না , কারণ তাদের মধ্যেও আত্মা থাকে । তাই তাদের বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ দেবতার কি করে ? এইসব কেউই জানে না । বাবাই এসে বোঝান যে কিভাবে তোমরা ড্রামার প্ল্যান অনুসারে পার্ট প্লে করছো । দুনিয়া একটাই, এমন নয় যে নীচে কোনো পাতাল আছে আর ওপরে দুনিয়া । দুনিয়া একটাই, যার চক্র ঘুরতে থাকে । লোকেরা তো বলে চাঁদে প্লট নেওয়ার কথা । বাবা বলেন বাচ্চারা কত ইনসলভেন্ট(রিক্ত, গরিব) হয়ে পড়েছে । ভারতবাসীদের জন্যই বলা হয় তোমরা কত বিত্তশালী, সম্বাদার ছিলে । সারা বিশ্বে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজস্ব ছিল, যাকে কেউই লুটপাট করতে পারে নি । তখন সেখানে কোনও পার্টিশন ইত্যাদি ছিল না । এখন তো এখানে কত পার্টিশন! নিজেদের মধ্যেই টুকরো টুকরো ভাবে লড়াই করতে থাকে । তোমরা পুরো বিশ্বের মালিক ছিলে । আকাশ পৃথিবী সমুদ্র সবকিছুই তোমাদের ছিল,

আর তোমরা সেইসবের মালিক ছিলে । এখন তো সবকিছু টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । ভারত যে বিশ্বের মালিক ছিল, এটাই কেউ জানে না ।

বাবা বোঝাচ্ছেন আত্মা যে পার্ট প্রাপ্ত করে , সেটা কখনোই ক্ষয় হয় না । চলতেই থাকে । এবার তোমরা আবার মনুষ্য থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছে । আবার চুরাশী জন্ম গ্রহণ করবে । তোমাদের পার্ট প্লে চলতেই থাকে, কখনও বন্ধ হয় না আর কেউই মোক্ষ ইত্যাদি লাভ করে না । যত গুরু তত শাস্ত্র আর ততই বিভিন্ন মত হয় । মানুষে মানুষে কত অশান্তি , যেখানে যায় সেখানেই বলে কিভাবে মনে শান্তি পাওয়া যায় ! সবই তারা দেহ অভিমানে এসে বলে । বাবা বোঝান মন আর বুদ্ধি হল আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (Organs) , বাকী সব হল দেহের ইন্দ্রিয় । আত্মা বলে আমার মনে শান্তি কিভাবে আসতে পারে! বাস্তবে এই কথাটা বলাই ভুল । তোমরা হলে আত্মা আর তোমাদের স্বধর্ম হল শান্ত । তোমরা এই ভাবে বোলো যে আমার আত্মার শান্তি কিভাবে পাবে ? তোমাকে তো কর্ম করতেই হবে । এ সব কথা বাবাই আমাদের বোঝাচ্ছেন । দুনিয়ায় এই জ্ঞান কারোরই নেই । সেখানে হল ভক্তি মার্গ , তারা জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই জানে না । জ্ঞান তো একমাত্র বাবা দেন । বাবা নিজে বলেন আমি কল্পে কল্পে আসি। প্রত্যেক কল্পে সঙ্গমযুগে আসি । কলিযুগের অন্তিম সময়ে সবাই পতিত হয় । এই হলো রাবণ রাজ্য । ভারতবাসীরাই রাবণকে জ্বালায় । পতিত পাবন বাবার জন্মস্থান এখানে আর রাবণেরও জন্ম এখানে হয়েছে । রাবণ যে সকলকে পতিত তৈরী করে এ কারণে তাকে জ্বালানো হয় । এইসব কথা কারোরই বুদ্ধিতে থাকে না । এবার ভারতে কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করা হয় । কৃষ্ণের লীলা ভজন ইত্যাদিও করা হয় । এইক্ষেত্রে বাবা বলেন যে বাস্তবে কৃষ্ণ লীলা বলে কিছুই হয় না । কৃষ্ণ কি করেছে? বলা হয় কংসপুত্রীতে জন্ম গ্রহণ করে ! এবার কংস তো ডেভিলকে (শয়তান) বলা হয় । সত্যযুগে এবার ডেভিল কোথা থেকে এলো ! তোমরা জানো কৃষ্ণের আত্মা যে সত্যযুগে ছিল, সে নিজের চুরাশী জন্ম ভোগ করে এই সময়ে পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে । সেইরকম তোমরাও কৃষ্ণপুত্রীর বাসিন্দা ছিলে । চুরাশী জন্ম গ্রহণ করে এবার আবার নিজ নিজ পদ লাভ করার জন্য তৈরী হচ্ছে ! বাস্তবে শিববাবার জয়ন্তী পালন করা দরকার । শিববাবা যিনি সবাইকে নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যান, ওঁনার কোনো লীলাখেলা হয় না । বলা হয় পতিত পাবন বাবা আসুন আর এসে আমাদের নরকের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে চলুন । আপনি আমাদের পিতা, তাই আমাদের তো স্বর্গে থাকা দরকার কিন্তু আমরা এই অপবিত্র দুনিয়ায় আছি কেন ? এইজন্যই ডাকা হয় হে গডফাদার আমাদের এই দুঃখী দুনিয়া থেকে মুক্তি দিন । এইসবও ড্রামায় ফিক্সড আছে । বাবা বলেন এই ড্রামা সম্বন্ধে কেউই কিছুই জানে না। শাস্ত্রে ড্রামার আয়ু লম্বা লেখা হয়েছে । নতুন দুনিয়াকে তো পুরোনো হতেই হবে । সবাইকে সতো রজো তমোতে আসতে হবে । আর এইসব হলো বেহদের কথা । এবার তোমরা আবার থেকে বিশ্বের মালিক তৈরী হচ্ছে । ভারতবাসী যারা নতুন দুনিয়ায় ছিল, তারাই চুরাশী জন্মের পার্ট প্লে করবে । এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে, আর বাকী সব মনুষ্যরা পতিত, তাই তো তারা পবিত্রদের সামনে মাথা নোয়াতে থাকে । কন্যারা পবিত্র হয়, তাই সবাই তাদের সামনে মাথা নোয়ায়, আবার সেই কন্যাই যখন বিবাহ করে শ্বশুর বাড়ি যায় তখন তাকে মাথা নোয়াতে হয় । এখন বেহদের বাবা এসেছেন সবাইকে পবিত্র করতে । সবাই আছে কলিযুগে আর তোমরা আছো এখন সঙ্গমযুগে । তাই এখন তোমাদের আর পতিত দুনিয়ায় যাওয়ার দরকার নেই । এই যুগ হয় কল্যাণকারী যুগ । বাবা এসে সকলের মঙ্গল করেন । কৃষ্ণ জয়ন্তী তোমরা পালন করো , নইলে লোকেরা বলে যে এরা হয় নাস্তিক । বাস্তবে নাস্তিক তাদের বলা হয় যারা নিজেদের বাবাকে আর রচনার আদি মধ্য

অন্তকে জানে না । বাবাকে না জানার কারণে এই সময়ে সকলেই গরীব আর অনাথ (Orphans) হয়ে আছে । গৃহে গৃহে ঝগড়া লড়াই, একে অপরকে মারতেও দেৱী করে না । এইজন্য এইসবকে নাস্তিকদের দুনিয়া বলা হয় । তোমরা বাবাকে জানো আর এখন তোমরা বোঝো যে আমরা হীন বুদ্ধি (পাথরবুদ্ধি) ছিলাম, আর এখন বাবা আমাদের বুদ্ধি পারসের মত তৈরী করছেন । এখানে কোনো কষ্টের কথা নেই । বাবা শুধু বলেন এক ঘণ্টা পড়ো । নিজেদের আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । দেহকে স্মরণ করবে তো লৌকিকে আত্মীয় স্বজনদের কথা মনে পড়বে । দেহী-অভিমানী থাকবে তো আমাকে বাবাকে স্মরণ থাকবে । এটা তো হলোই অপবিত্র দুনিয়া । বিষয় সাগরে সবাই হাবুডুবু খাচ্ছে । বিষ্ণুকে ক্ষীরসাগরে দেখানো হয়েছে । বলা হয় সেখানে ঘী এর নদী প্রবাহিত হয় । এখানে তো প্যারাফিনও পাওয়া যায় না । তফাত তো আছে তাইনা! তাহলে তোমাদের বাচ্চাদের কতটা খুশী হওয়া দরকার । বাবাই তো হলেন কাণ্ডারী, তাই না! গাওয়াও হয়-- আমার জীবন-রূপী তরনিকে পারে লাগাও প্রভু । এখানে সবাই হল তরনী (নৌকো) আর বাবা হলেন একমাত্র কাণ্ডারী(নেয়ে) । দেহকে তো এখানেই ত্যাগ করতে হবে । বাকী আত্মাদের পার করে শান্তিধামে নিয়ে যাওয়া হবে । তারপর সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সুখধামে । পরমপিতা পরমাত্মাকে নাবিক , মাঝি , কাণ্ডারীও বলা হয় । বাবারই অনেক প্রকারের মহিমা গাওয়া হয় । এখন তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে । শ্রীশ্রী শিববাবা এসেছেন সকলকে শ্রেষ্ঠ করতে । ভগবান নিজে বলেন দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী হয়েছে । এখন তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী হও । কত গুপ্ত সুন্দর (রমণীয়) কথা , যা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো । অন্যরা এইসব বোঝে না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন দেবীদেবতা ধর্মের কলম বা স্যাপলিং লাগানো হচ্ছে । যারাও দেবীদেবতা ধর্মের আর অন্য ধর্মে চলে গেছে, তারাই এখন এখানে এসে ব্রাহ্মণ তৈরী হবে । ব্রহ্মাকুমার কুমারী না হলে বাবার নিকট থেকে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করা যায় না । এখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করছো । যারা যত পুরুষার্থ করবে , করাবে , তারা তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । সবাই তো এতো করতে পারে না । পুরো পড়াশোনা না করলে , তার পরিণতি কি হবে! যদি দেহত্যাগ হয়ে যায় তাহলে স্বর্গে তো আসবে কিন্তু প্রজায়ও একদম সাধারণ হবে । যদি বাবার হয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে তো রাজস্ব পদ লাভ হবে । আর যদি পড়াশোনা না করো তাহলে বোঝা হবে যে তাদের ভাগ্যে এসব নেই । পবিত্র থাকতে হবে, পড়তে হবে , তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । অপবিত্র হলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না । এরকম অনেক আছে যারা বলে যে কর্ম বন্ধনের হিসেব থেকে মুক্ত হলে । গাড়ীর দুটো চাকা যদি পবিত্র হয় তাহলেই ঠিক করে চলে । দুজনে পবিত্র থাকে তো জ্ঞান চিতায় বসে যায় , নয়তো খিটখিট হতে থাকে । অনেক বাচ্চারা বলে যে বাবা আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার, তাহলে তো আমরা কিছু পালন করতে পারি । আচ্ছা - আমরা কৃষ্ণের আত্মাকে ডাকতেও পারি , এসে খেলাধুলা করবে , রাস নৃত্য পরিবেশন করবে , আর কি করবে ? গোপগোপীরা তো এখানেই আছে । সেখানে তো রাজকুমার রাজকুমারী একে অপরের সাথে মিলিত হয় , রাস নৃত্য করে , আবার সোনার মুরলীও বাজায় । এইসব খেলাধুলা তোমরা পরে দেখবে । এসবেরও পাট প্লে হবে । শুরুতে সবকিছু দেখানো হয়েছে । তাই তোমরা পুরুষার্থ লেগে গেছো । এবার আবার সাক্ষাৎকার করানো শুরু হবে । কে কিরকম পদ প্রাপ্ত করবে এটা তোমরা জানো । বাবা বসে এইসব রহস্য বোঝাচ্ছেন । যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে বেদ শাস্ত্র মানো? তাহলে বলো হ্যাঁ , আমরা মানবো না কেন? এইসব তো ভক্তি মার্গের সামগ্রী, এইসবের মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই । জ্ঞান দাতা তো একজনই হন । জ্ঞান প্রাপ্ত হলে তো ভক্তি আপনা-আপনি

ছেড়ে যায় । তোমরা মন্দিরে গেলেও বুদ্ধিতে থাকে যে লক্ষ্মী নারায়ণ আবার নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করবে । বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে দুদিকেই সামলাতে হবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র হতে হবে । শ্রীমত বলে পুরো পবিত্র হও, পুরো বৈষ্ণব হও আর বিষ্ণুপুরীর রাজ্যভার গ্রহণ করো । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যোগ দ্বারা কর্ম বন্ধনের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে (মিটিয়ে) পবিত্র হতে হবে । জ্ঞান চিতায় বসতে হবে । সম্পূর্ণ রূপে বৈষ্ণব হতে হবে ।

২) নিজ শান্ত স্বধর্মে স্থিত থাকতে হবে । সকলকে শান্তিধামের স্মরণ করাতে হবে । কখনও অশান্ত হবে না ।

বরদান:- মায়ার বিঘ্নকে খেলা অনুভব করার জন্য মাষ্টার বিশ্ব নির্মাতা ভব!

যেমন গুরুজনদের সামনে অনেক সময় ছোট বাচ্চারা শৈশবচিত্র ছেলেমানুষীর কারণে বেপরোয়া ভাবে কিছু বলে ফেলে বা করেও ফেলে, বড়রা একে অবুঝ বাচ্চাদের ছেলেমানুষী মনে করে তাতে কোনো ক্রক্ষেপ করেন না । সেইরকম যখন তোমরা নিজেদের মাষ্টার বিশ্ব নির্মাতা মনে করবে তখন মায়ার বিঘ্নকে তোমাদের কাছে বাচ্চাদের খেলা মনে হবে । মায়া যদি কোনো আত্মার দ্বারা সমস্যা, বিঘ্ন বা টেস্ট পেপার রূপে সামনে আসে, তবে ঘাবড়ে যেও না, মনে কোরো যে সে নির্দোষ ।

স্লোগান:- স্নেহ, শক্তি ও ঐশ্বরীয় আকর্ষণ নিজের ভেতরে ভরবে তো সবাই সহযোগী হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা তোমাদের ভাগ্য ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য বানাচ্ছ, তোমাদের এই রাজযোগ হলই নতুন দুনিয়ার জন্য ।"

প্রশ্ন :- ভাগ্যবান বাচ্চাদের প্রধান চিহ্ন গুলি কি হবে ?

উত্তর :- ১) ভাগ্যবান বাচ্চারা নিয়ম করে বাবার শ্রীমতে চলবে । কোনো নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করে নিজেকে বা বাবাকে ঠকাবে না । ২) তাদের এই ঐশ্বরীয় পার্ঠের প্রতি সম্পূর্ণ নেশা থাকবে । অন্যকে বোঝানোরও শখ থাকবে । ৩) সম্মানে বৃত্তি (Scholarship) নিয়ে পাশ (Pass with honours) করার জন্য পুরুষার্থ করবে । ৪) কখনোই তারা কাউকে দুঃখ দেবে না । কখনো কোনো উল্টো কাজ করবে না ।

গীত :- তকদির জগাকর আই হ... (আমার ভাগ্যকে উজ্জ্বল করে এসেছি)

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা এই গান শুনেছে । নতুনরাও যেমন শুনেছে, তেমনই পুরানোরাও শুনেছে, কুমারীরাও শুনেছে । এ হল পার্ঠশালা । এই পার্ঠশালাতে কেউ না কেউ ভাগ্য বানাতে আসে । লৌকিক দুনিয়ায় নানান ধরনের ভাগ্য হয় যেমন কেউ সার্জন আবার কেউ ব্যারিস্টার হওয়ার ভাগ্য বানাতে আসে । ভাগ্যকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলা হয় । ভাগ্যই যদি না বানাও তাহলে পার্ঠশালাতে গিয়ে তোমরা পড়বে কেন ? এখন এখানেও বাচ্চারা জানে যে আমরা ভাগ্য বানাতে এখানে এসেছি অর্থাৎ নতুন দুনিয়ার জন্য রাজ্য ভাগ্য নিতে এখানে এসেছি । এই রাজযোগ হল নতুন দুনিয়ার জন্য । মানুষ পুরানো দুনিয়ায় ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, সার্জন ইত্যাদি হয় । এইসব হতে হতে এই পুরানো দুনিয়ার সময় খুবই অল্প রয়েছে, এ সবই শেষ হয়ে যাবে । লৌকিক দুনিয়ার ভাগ্য হল এই মৃত্যুলোকের জন্য অর্থাৎ এক জন্মের জন্য । আর তোমাদের পড়া হল নতুন দুনিয়ার জন্য । তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্যই তোমাদের ভাগ্য বানিয়ে এসেছো । নতুন দুনিয়ায় তোমরা রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হবে । তোমাদের কে পড়ায় ? বেহদের শিববাবা , যাঁর থেকে তোমাদের এই বর্সা বা সম্পত্তি নিতে হবে । যেমন ডাক্তাররা তাদের এই ডাক্তারির উত্তরাধিকার পান তাদের পড়ার দ্বারা । আবার মানুষ যখন বুড়ো হয় তখন গুরুর কাছে যায় । গুরুর কাছে তারা কি চায় ? তারা বলে যে তাদের শান্তিধামে যাওয়ার শিক্ষা যেন গুরু দেন আর তাদের সন্নতিও যেন গুরু করেন । এখান থেকে তোমরা শান্তিধামেই যাবে । এই জন্মেও তোমরা বাবার থেকে বর্সা পাও । বাকি গুরুর থেকে তো কিছুই পাওয়া যায় না । শিক্ষকের থেকে তোমরা কিছু কিছু উত্তরাধিকার পাও, কারণ জীবন ধারণের তো প্রয়োজন আছে তাই না ? বাবার সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তারা পড়ে অর্থ উপার্জনের জন্য । গুরুর থেকে কিন্তু কোনো উপার্জন হয় না । হ্যাঁ , কেউ কেউ খুব ভালোভাবে গীতা পড়ে সুন্দর করে তার ভাষণ দিতে পারে । তবে এ সবই হল অল্পকালের সুখ । এখন তো এই মৃত্যুলোকের অন্তিম সময় উপস্থিত হয়েছে । তোমরা জানো যে তোমরা এই নতুন দুনিয়ার ভাগ্য বানাতে এসেছো । এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । বাবার বা তোমাদের নিজের সমস্ত সম্পত্তি ভস্ম হয়ে যাবে । খালি হাতেই সবাই যাবে । তাই এখন নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের উপার্জন করার প্রয়োজন । পুরানো দুনিয়ার মানুষ তো এই উপার্জন করতে পারবে না । নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের এই কামাই শিববাবাই করান । এখানে তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের ভাগ্য

বানাতে এসেছে। এই শিববাবাই হলেন একাধারে তোমাদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরুও। আর তিনি আসেন এই সঙ্গমযুগে, ভবিষ্যতের জন্য কামাই করাবার পথ দেখাবার জন্য। এখন এই পুরোনো দুনিয়ার খুব সামান্য দিন পরে আছে। এই দুনিয়ার মানুষ তা জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো নতুন দুনিয়ার জন্য শিববাবাই হলেন তোমাদের একাধারে বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু। বাবা আসেন, শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাবার জন্য। কোনো ভাগ্য বানান না, মানুষ কিছুই বোঝে না। একই ঘরে কখনো স্ত্রী পড়ে অথচ পুরুষ পড়ে না, কখনো আবার বাচ্চারা পড়ে অথচ মা - বাবা পড়ে না। এমন হতেই থাকে। শুরুতে পরিবারের পর পরিবার এখানে এসেছিল। তারপর মায়ার ঝড় লাগতেই-- অবাক হয়ে শুনত, অন্যদেরকেও শোনাতো কিন্তু পরে বাবাকে ছেড়ে চলেও গেল। এমন গানও আছে আশ্চর্য হয়ে শুনলো, অন্যদেরকেও শোনাল, বাবারও হল, পড়াও করল.....কিন্তু হয় প্রকৃতি, হয় ড্রামা। এসবই হল বিশ্ব নাটকের কথা। বাবা নিজেই বলেন অহো ড্রামা, অহো মায়ী। হয় রে! কাকে তালুক দিয়ে দিল! স্ত্রী - পুরুষ যেমন একে অপরকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। বাচ্চারাও অনেক সময় বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু এখানে এমন হয় না। এখানে তো ডিভোর্স দেওয়া হয় না। বাবা এসেছেন বাচ্চাদের সত্যিকারের কামাই করতে। বাবা কেন কাউকে খাদে ফেলে দেবেন। বাবা হলেন পতিত - পাবন, উদারহৃদয়। বাবা এসে সকলকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন এবং পথপ্রদর্শক হয়ে সাথে নিয়ে যান। লৌকিক গুরু কিন্তু এমন বলবেন না যে তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবো। শাস্ত্রে এই আছে ভগবানউবাচঃ - আমি তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাবো। একঝাঁক মশার মতো সকলকে যেতে হবে। তোমরা বাচ্চারা খুব ভালোভাবে জানো যে এখন তোমাদের সবাইকে ঘরে যেতে হবে। এই শরীরও ত্যাগ করতে হবে। তোমরা যখন এখন মৃতবত তখন দুনিয়াও তোমাদের কাছে মৃত। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই পুরোনো শরীর হলো ছিঃ ছিঃ শরীর। এই দুনিয়াও হলো পুরোনো। যেমন পুরোনো ঘরে থাকাকালীন নতুন ঘর তৈরী হলে বাবাও যেমন ভাবেন এই ঘর আমার জন্য আবার বাচ্চারাও ভাবে এই ঘর আমাদের জন্য বানানো হচ্ছে। বুদ্ধি তখন নতুন ঘরের দিকেই যেতে থাকে। মানুষ ভাবতে থাকে নতুন ঘরে এই বানাও, এই তৈরী করো। বুদ্ধি নতুন ঘরের প্রতিই থাকে তারপর পুরোনো ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয়। পুরোনো ঘরের থেকে মমত্ব চলে যায় আর নতুন ঘরের প্রতি মমত্ব বাড়তে থাকে। আর এ হলো বেহদ দুনিয়ার কথা। এখানেও পুরোনো দুনিয়া থেকে মমত্ব মিটিয়ে নতুন দুনিয়ার প্রতি মমত্ব তৈরী করতে হবে। তোমরা সবাই জানো যে এই পুরোনো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়া হলো স্বর্গ। সেখানে তোমরা রাজার পদ পাও। যত তোমরা যোগে থাকতে পারবে, যত এই জ্ঞানের ধারণা করতে পারবে, যত অন্যদের বোঝাতে পারবে তত খুশীর পারা চড়তে থাকবে। এ হল বড় ভারী পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তোমরা ২১ জন্মের জন্য বর্সা বা সম্পত্তি পাছ। বিতশালী হওয়া তো খুব ভালো তাই না? দীর্ঘ আয়ু পাওয়া, সেটাও তো খুব ভালো কথা। সৃষ্টিচক্রকে যতবার স্মরণ করবে, যত মানুষকে নিজের মত বানাবে ততই তোমাদের লাভ। রাজা হতে গেলে প্রজাও তোমাদের তৈরী করতে হবে। প্রদর্শনীতে এতো মানুষ আসতে থাকে তারা সব প্রজাতে চলে আসবে কারণ এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের কখনো বিনাশ হয় না। তোমাদের বুদ্ধিতে আসবে যে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। এখন রাম রাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে তাই এই রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে যাবে। সত্যযুগে তো কেবলমাত্র দেবতারাই থাকবে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা যে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র বানাও, সেখানে লেখা উচিত যে আগের জন্মে তমোপ্রধান দুনিয়াতে ছিল, তারপর পুরুষার্থ করে সতোপ্রধান এই বিশ্বের মালিক হবে। সেখানে

মালিক , রাজা, প্রজা সকলেই থাকে । প্রজারাও বলবে আমাদের ভারত সবার থেকে উঁচু । বরাবর ভারতই ধর্ম এবং জ্ঞানে সবার থেকে উঁচু ছিলো । এখন আর নেই কিন্তু একসময় ছিলো । এখন তো পুরোপুরি গরীব হয়ে গেছে । প্রাচীন ভারত সকলের থেকে বিতশালী ছিল । তোমরা ভারতবাসীরা সব থেকে উঁচু দেবতা কুলের ছিলে । অন্য কোনো দেশের মানুষকে দেবী দেবতা বলা হয় না । এখন তোমরা বাচ্চারা যেমন পড়ছ তেমনি অন্যকেও তোমাদের বুম্বিয়ে বলতে হবে । বাবা তোমাদের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন । কেমনভাবে প্রদর্শনীর মাধ্যমে তার দিয়ে সবাইকে লিখে জানানো হবে, তাও লেখো । তোমাদের কাছে ছবিও আছে যা দিয়ে তোমরা যুক্তি প্রমাণ সহ বোঝাতে পারো যে এঁরা এই পদ কিভাবে পেয়েছে । আবার নতুন করে এই পদ তারা শিববাবার থেকে পাচ্ছে । তাঁর চিত্রও আছে । শিব হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরেরও ছবি আছে । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা এই স্থাপনা করছেন । সামনেই বিষ্ণুপুরী আসছে । বিষ্ণুর দ্বারা নতুন দুনিয়ার পালনার কাজ হবে । বিষ্ণু হলো রাধাকৃষ্ণেরই দুই রূপ । তাহলে এখন গীতার ভগবান কে হলেন ? প্রথমে তো এই কথা লেখো যে গীতার ভগবান নিরাকার শিব, কখনোই কৃষ্ণ নন । ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু, আর বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা কি করে হয় । একটা ছবির উপর বোঝাতেই কত সময় লাগে । যতক্ষণ না বুদ্ধিতে এই কথা ভালোভাবে বসে যায় । সবার প্রথমে এই বিষয় খুব ভালোভাবে বুম্বিয়ে বলতে হবে তারপর লিখেও তা বলতে হবে । বাবা বলেন যে ব্রহ্মার দ্বারা যোগবলের মাধ্যমে তোমরা ২১ জন্মের জন্য এই রাজ্যভাগ্যের অধিকার পাও । শিববাবাই ব্রহ্মার দ্বারা এই বর্সা দিয়ে থাকেন । প্রথমে আত্মারাই এই কথা শোনে এবং আত্মারাই তা ধারণ করে । মূল বিষয়ই হলো এই জ্ঞান আর যোগ । ছবিতে শিবকে দেখানো হয় । ইনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অবশ্যই চাই । এখানে প্রজাপিতা ব্রহ্মার ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী সন্তানরা অনেকেই আছেন । যতক্ষণ ব্রহ্মার সন্তান না হবে বা ব্রাহ্মণ না হতে পারবে ততক্ষণ শিববাবার থেকে কেমন করে বর্সা নেবে । মাতৃগর্ভ থেকে তো এই জন্ম হয় না । তাই এই গায়নও আছে যে মুখ বংশাবলী । তোমরা বলবে যে তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী । আর দুনিয়ার মানুষ গুরুর নির্দেশে চলে বা গুরুর অনুসরণকারী হয় । এখানে তোমরা একজনকেই বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু বলে জানো । তাঁকেই তোমরা বলো যে শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, অর্থাৎ জ্ঞানে পরিপূর্ণ । তিনিই এই সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দেন । তিনি হলেন শিক্ষক । নিরাকার বাবা এসেই সাকার বাবার মাধ্যমে এই জ্ঞানের কথা শোনান । আত্মাই সমস্ত কথা বলে । আত্মাই বলে আমার শরীরকে কষ্ট দিও না । আত্মাই দুঃখী হয় । এই সময় সকলেই হলো পতিত আত্মা । এই পতিত আত্মাদের পবিত্র বানান পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা । আত্মাই বাবাকে ডাকতে থাকে, হে পতিত - পাবন, হে গড ফাদার । এখন সবাইকে বোঝানো হয় আত্মার বাবা , যিনি নিরাকার তিনি বড় নাকি যিনি সাকার বাবা তিনি বড় সাকার তো নিরাকারকেই স্মরণ করে । এখন সবাইকেই এই কথা বোঝানো হয় কারণ সামনেই বিনাশ দাঁড়িয়ে আছে । পারলৌকিক বাবা একদম শেষ সময়ে আসেন, সবাইকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । বাকি যা কিছু আছে সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে, তাই এই দুনিয়াকে মৃত্যুলোক বলা হয়। এখানে কেউ মারা গেলে বলা হয় অমুকে পরলোকগমন করেছেন, বা শান্তিধামে গেছেন । মানুষ এই কথা জানে না যে পরলোক কাকে বলা হয়, সত্যযুগকে নাকি শান্তিধামকে ? সত্যযুগতো এখানেই হবে । পরলোক শান্তিধামকে বলা হয় । এগুলো বোঝানোর জন্য কোনো বিশেষ যুক্তি চাই । মন্দিরে গিয়েও এগুলো তোমাদের বুম্বিয়ে বলতে হবে । এ হল শিববাবাকে স্মরণ করা যা শিববাবা তোমাদের পড়িয়ে বোঝাচ্ছেন । এই শিব হল বাস্তবে বিন্দু । কিন্তু বিন্দুর পূজা করা কিভাবে সম্ভব ? ফল, ফুল ইত্যাদি তাঁকে কিভাবে দেওয়া সম্ভব । তাই বড় রূপ বানানো হয়েছে । এতো বড় রূপ কখনোই হয়

না । এই গায়নও আছে যে ক্রকুটির মধ্যে চমকানো আজব তারা বড় জিনিস হলে তো বিজ্ঞানীরা খুব সহজেই ধরে ফেলবে । বাবা বোঝান যে তারা পরমপিতা পরমাত্মার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নি । যতক্ষণ না ভাগ্যের তালা খোলে, এখনও তাদের ভাগ্যের সেই তালা খোলে নি । যতক্ষণ বাবাকে সঠিকভাবে জানতে না পারবে, ততক্ষণ বুঝতে পারবে না আমাদের আত্মাও বিন্দুর সমান । শিববাবাও বিন্দু, আমরা সেই বিন্দু শিববাবাকেই স্মরণ করি । এমনভাবে বুঝে বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । বাকি একে দেখলাম বা ওকে দেখলাম একে মায়ার বিদ্ব বলা হয় । এখন তো তোমাদের খুশীর সময় যে তোমরা পরমাত্মাকে পেয়েছো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সঠিক জ্ঞানও চাই । কারোর কারোর কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয় তখন তারা খুশী হয়ে যায় । বাবা বলেন যে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হলে মানুষ খুশীতে নাচ ইত্যাদি করতে থাকে কিন্তু তাতে কোনো সঙ্গতি হয় না । এই সাক্ষাৎকার অনায়াসেই হয়ে যায় । যদি তোমরা ভালোভাবে পড়া না করো তাহলে প্রজাতে চলে যাবে । অল্প জ্ঞানের কথাও যদি শোনো তাহলেও কৃষ্ণপূরীতে সাধারণ প্রজা হয়ে জন্মাবে । এখন তোমরা জানো যে শিববাবা তোমাদের এই জ্ঞানের কথা শোনাচ্ছেন । তিনি হলেনই জ্ঞানে পরিপূর্ণ (Knowledge full) ।

বাবার নির্দেশ হল পবিত্র অবশ্যই হতে হবে । কিন্তু কেউই পবিত্র থাকতে পারে না । কোনো কোনো সময় পতিত মানুষও লুকিয়ে এখানে চলে আসে । তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে ফেলে । তারা নিজেদেরও ঠকায় । বাবাকে ঠকানোর কোনো কথাই নেই । শিববাবাকে ঠকিয়ে কি কোনো পয়সা রোজগার করা যাবে ? শিববাবার শ্রীমতের নিয়ম অনুসারে না চললে কি হাল হবে ? অনেক সাজা খেতে হবে, দ্বিতীয়ত পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে নিজের লাভ ছাড়া কোনো কাজই তোমাদের করা উচিত হবে না । বাবা তো তোমাদের বোঝাবেন যে তোমাদের চালচলন ঠিক নেই । বাবা তো তোমাদের ভাগ্য কামাইয়ের রাস্তা বলবেন , কিন্তু সেই কামাই কেউ করবে কি না করবে সে তার ভাগ্য । সাজা খেয়ে শান্তিধামে যেতে হবে, আর পদ ভ্রষ্ট হয়ে গেলে কিছুই তোমরা প্রাপ্ত করতে পারবে না । এখানে তো অনেকেই আসে, কিন্তু এখানে বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তিই নিতে হয় । বাচ্চারা বলে যে, বাবার থেকে আমরা স্বর্গ বা সূর্যবংশী রাজপদ পাই । এ হলো রাজযোগ । ছাত্ররা এখানে বৃত্তিও নিয়ে থাকে । যারা এই পরীক্ষায় পাশ করে তারাই বৃত্তি পায় । যারা এই বৃত্তি পায় তাদের জন্যই এই মালা তৈরী হয় । যেমনভাবে তোমরা পাশ করবে তেমন বৃত্তিই তোমরা পাবে, তারপর তা বৃদ্ধি হতে হতে হাজার মানুষ হয়ে যাবে । এই বৃত্তি পেলেই রাজপদ মিলবে । যারা খুব ভালোভাবে পড়া করবে তারা কখনোই গুপ্ত থাকবে না । অনেক নতুন বাচ্চাও পুরানোদের থেকে আগে এগিয়ে যাবে । তারা তাদের জীবন হীরের মতো বানাবে । সত্যিকারের কামাই করে যখন তোমরা ২১ জন্মের জন্য বর্সা পাবে, তখন তোমরা কত খুশী হতে পারবে । তোমরা জানো যে এই বর্সা যদি তোমরা এখন নিতে না পারো তাহলে কখনোই তা নিতে পারবে না । পড়ার শখ তো থাকা চাই তাই না ? কারো কারো তো বোঝানোর কোনো শখই থাকে না । নাটকের নিয়ম অনুসারে যদি কারো ভাগ্যে না থাকে তাহলে ভগবানই বা কি করবেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলখে বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতের বিরুদ্ধে কোনো কাজই করা উচিত নয় । ভালোভাবে পড়া করে ভাগ্যকে উচ্চতার শিখরে নিয়ে যেতে হবে । কাউকেই দুঃখ দেওয়া চলবে না ।

২) এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । তোমাদের বুদ্ধিযোগ নতুন দুনিয়ার প্রতি রাখতে হবে । সর্বদা খুশীতে থাকার জন্য নিজে জ্ঞান ধারণ করে অন্যকেও তা ধারণ করাতে হবে ।

বরদান :- স্থূল কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনকারী দায়িত্ববান আত্মা হও ।

কোনো স্থূল কাজ করতে করতে এই স্মৃতি যেন সদা থাকে যে আমি এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে বিশ্বকল্যাণের সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছি । আমার নিজের মনের এই শ্রেষ্ঠ ইচ্ছার(মন্সা) দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কাজের অনেক বড় দায়িত্ব পেয়েছি । এই স্মৃতির দ্বারা সমস্ত গাফিলতি শেষ হয়ে যাবে আর সময়ও ব্যর্থ হবে না । এক একটি সেকেন্ড অমূল্য যদি বুঝতে পারো তাহলে বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ বা জড়কে চৈতন্যে পরিবর্তন করার কাজে সফল হতে পারবে ।

স্লোগান :- এখন যোদ্ধা হওয়ার বদলে নিরন্তর যোগী হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা —তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একে অপরকে বাবার স্মরণে থাকার ইশারা দিয়ে, সাবধান করে উল্লতির দিকে এগিয়ে উল্লতি লাভ করতে থাকো ।"

প্রশ্ন :- বাবার মতো নলেজফুল হতে ইচ্ছুক বাচ্চাদের মুখ্য ধারণাগুলি কি? বলো ।

উত্তর :- তারা সদাই হাস্যোজ্জ্বল থাকে। কখনো কোনো কথায় তাদের কান্না আসবে না । যা কিছুই হোক না কেন তাদের কাছে তা নতুন কিছু নয় । এই ভাবে যে এখন নলেজফুল(জ্ঞানযুক্ত) হয় অর্থাৎ 'রোদন-ফ্রফ' হয়ে যায় । কখনো কোনো পরিস্থিতিতে অশান্ত হয়ে ওঠে না । তাদেরই স্বর্গের ঐশ্বর্য বাদশাহী লাভ হয় । যে কাঁদে সে হারায়, রোদনকারী নিজের পদ খুইয়ে ফেলে ।

গীত:- তোমায় পেয়ে সারা বিশ্বকে পেয়ে গেছি.. আকাশ মাটি সব আমার হয়ে গেছে

ওম শান্তি । মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা নিজেদের গাওয়া গান শুনলে । বাচ্চারা তোমরা নিজেরা জানো যে তোমরা বেহদের বাবার কাছে বসে আছো, তো তোমরা বাচ্চারা বলো যে বাবা আপনার থেকে যে এই বিশ্বের বাদশাহী ঐশ্বর্য পেয়েছিলাম তা আবার করে প্রাপ্ত করছি । সত্যযুগে তো এই গান গাইবে না । এই গান তো সঙ্গমযুগে তোমরা গাইবে । ঘরে বসে, অথবা নিজের কর্মস্থলে কাজ করতে করতে, তোমরা বুঝতে পারছো যে, তোমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের বর্সা(অধিকার) আবার লাভ করছো । সেন্টার থেকেও সচেতন করে দেওয়া হয় যে, বাবাকে স্মরণ করো । এখন বিশ্বের মালিক তৈরি হচ্ছে। এটা স্মরণে রাখবে । কোনো নতুন কথা নয় আমরা কল্প কল্প ধরে বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী ঐশ্বর্য নিয়ে আসছি। নতুন কেউ শুনলে ভাববে যে এনাকে (ব্রহ্মাকে) শিববাবা বলা হয় । কিন্তু উনি হলেন নিরাকার আত্মাদের বাবা । আত্মা নিরাকার তো পরমাত্মা বাবাও নিরাকার । আত্মাকে নিরাকার ততক্ষণ বলা হবে যতক্ষণ না সে সাকার রূপ ধারণ করেছে । তাহলে বাচ্চারা এখন তোমরা জেনে গেছো যে এই জ্ঞান বাবার থেকেই প্রাপ্ত করেছে । আত্মিক(রুহানি) শিক্ষক শিক্ষা দিচ্ছেন, একে অপরকে সাবধান করার জন্য। প্রথমে এই রুহানি(আত্মিক) সাবধানতার শিক্ষা দেয়া হয় । তোমরা সব বেহদের(পারলৌকিক) বাবার স্মরণে থাকো । আর সংকেত বার্তা দিতে থাকো - - - বাবার স্মরণে থাকো আর অন্য কোথাও বুদ্ধি যেন না যায় । এই জন্যই বলা হয়-- আত্ম-অভিমানী ভবঃ । আর বাবার স্মরণে থাকো । উনি হলেন পতিত পাবন বাবা । এখন উনি সামনে এসে বলছেন, "আমাকে স্মরণ করো" কত সহজ পন্থা-- মনমনাভব শব্দটাও রয়েছে । কিন্তু কেউ বুঝতে চাইলে তো! স্মরণের যাত্রা একজনই শেখান, তিনি হলেন একমাত্র বাবা । তোমরা তো জানো যে এখন আমরা রুহানি (আত্মিক) যাত্রা পথে আছি । আর একটা হল দৈহিক যাত্রা । এখন আমরা দৈহিক যাত্রী নই । আমরা হলাম আধ্যাত্মিক (রুহানী) যাত্রী । এই রকম স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা বিকর্মজীত হয়ে যাবে । বিকর্মজীত হওয়ার আর এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই । এক হয় বিকর্মজীত সম্বত(বর্ষ), দ্বিতীয় হল বিক্রম সম্বত (বর্ষ) । তারপর বিকর্ম শুরু হয় । যেই রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখনই বিকার শুরু হয় । এখন তোমরা বিকর্মজীত হওয়ার পুরুষার্থ করছো। ওখানে (স্বর্গে)

কোনো বিকর্ম হয় না, কারণ ওখানে রাবণ নেই । দুনিয়ায় এটা কেউ জানে না । তোমরা বাবার দ্বারা সব কিছু জেনেছো । বাবাকে জ্ঞানময় বলা হয় । সেইজন্য তিনি বাচ্চাদের জ্ঞান দান করেন, তাই না । গড ফাদার নামও তো আছে । নাম, রূপের থেকে আলাদা নয় । ওনার পূজা করা হয়, ওনার নাম শিব । উনি পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর । আত্মা স্মরণ করে, সেই পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে । আত্মা বাবার মহিমা বর্ণনা করে । উনি হলেন সুখ শান্তির সাগর । নিশ্চয়ই বাবা বর্সা(অধিকার) দেবেন বাচ্চাদের, যারা তাঁর নাম স্মরণ করে, তাদেরকে তাঁর স্মৃতিতে রাখেন। একমাত্র শিববাবাই আছেন যাঁকে ভজন ও পূজন করা হয়। নিশ্চয়ই উনি শারীরিক ভাবে কর্তব্য করেন তাই ওনার স্মরণে গান হয় । উনি সর্বকালীন পবিত্র ও খাঁটি । বাবা কখনো পূজারী হন না, তিনি তো সর্বদাই পূজ্য । বাবা বলেন, "আমি কখনো পূজারী হই না । আমি তো পূজ্য, পূজারীগণ আমাকে পূজা করে । সত্যযুগে তো আমার পূজা করো না" । ভক্তি মার্গে পতিত পাবন বাবাকে স্মরণ করে থাকো । প্রথম প্রথম তো অব্যাভিচারী ভক্তি প্রত্যেকের হয়ে থাকে, তারপর আবার ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে যায় । ব্রহ্মা সরস্বতীকেও শিববাবা বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন । ভক্তির কত বিস্তার রয়েছে । বীজের কোনো বিস্তার নেই ।

বাবা বলছেন-- আমাকে স্মরণ করো, আর আমার বর্সাকে(অধিকার) স্মরণ করো । যেমন বৃক্ষের বিস্তার হয় তেমনই ভক্তিরও অনেক বিস্তার হয়ে থাকে । জ্ঞান হল বীজ । যখন তুমি এই জ্ঞান অর্জন করো তখন তুমি সদগতি প্রাপ্ত করো । তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না । জ্ঞান আর ভক্তি রয়েছে ।

সত্য আর ত্রেতাযুগে ভক্তির বৃক্ষ হয় না । অর্ধকল্প ধরে এই ভক্তি বৃক্ষের বৃদ্ধি হতে থাকে । সব ধর্মের নিজস্ব রীতি, রেওয়াজ আছে । ভক্তি তো কত বড় হয় । জ্ঞান তো সবার জন্য একই হয় — কেবল-- "মনমনাভব"। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো । বাবাকে স্মরণ করলে পরে বর্সা (অধিকার) নিশ্চয়ই স্মরণে আসবে । সম্পদের তো বিস্তার হতেই থাকে । সে সব হল লৌকিক(হদের) সম্পদ । আর এখানে তোমাদের আলৌকিক(বেহদের) সম্পত্তির কথা স্মরণে আসে। বেহদের বাবা এসে বেহদের বর্সা(অধিকার) ভারতবাসীদের দেন । ওনার স্মরণ এখানেই করা হয় । এইসব তো নাটকের মধ্যে অনাদিকাল থেকে লিপিবদ্ধ রয়েছে । যেমন ভগবান হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ, সর্বোচ্চ । তেমনই ভারতভূমিও হল উচ্চ থেকে উচ্চ, সর্বোচ্চ । যেখানে বাবা এসে পুরো দুনিয়ার সদগতি করে দেন । তাই এটা একটা বড় তীর্থস্থান হয়েছে, তাই না । আমরা বলি, হে গড ফাদার আমাদের ঘরে নিয়ে চলুন । ভারতকে সবাই ভালোবাসে । বাবাও ভারতে আসেন। এখন তোমরা পরিশ্রম করছো । গোপী - বল্লভ এর গোপ - গোপী হলে তোমরা । সত্যযুগে গোপ- গোপীর কোনো অস্তিত্ব নেই । ওখানে সব রাজকার্য নিয়ম অনুযায়ীই চলে(Systematically) । কৃষ্ণের কোনো দৈবী ক্রিয়াকলাপ নেই । দৈবী ক্রিয়াকলাপ তো কেবল বাবারই আছে । বাবার দৈবী ক্রিয়াকলাপ কত বিশাল । সমগ্র পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানান। এটা কত চতুরতার সাথে করেন । এই সময় মানুষ মাত্রই অজামিলের মতো পাপী । মানুষ ভাবে যে, সাধু সন্ন্যাসীরা হলেন শ্রেষ্ঠাচারী । বাবা বলেন যে, আমাকে এদেরকেও আমাকে উদ্ধার করতে হবে । তোমরা যেমন অভিনেতা তেমনই বাবাও তো অভিনয় করেন । তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে অভিনয় করছো । উনি হলেন জগৎস্রষ্টা, পরিচালক, এবং মুখ্য অভিনেতা, করণকরাবনহার । উনি কি করেন? পতিতদের পবিত্র বানান । বাবা বলছেন যে, তোমরা আমায় ডাকছো, বাবা এসো,

আমাদের পবিত্র করো । আমিও এই চরিত্রে বাঁধা রয়েছি । এটা কেউ বলতে পারবে না, এই সব কেন হয়েছে? কখন হল ? এটা তো অনাদি কাল থেকে রচিত নাটক । এর আদি - মধ্য - অন্ত নেই, প্রলয় হয় না । আল্লা অবিনাশী, কখনো এর বিনাশ হতে পারে না । এর পাটও অবিনাশী হয়ে থাকে । এটা তো বেহদের (আলৌকিক) ড্রামা । সংক্ষেপে (in a nutshell) বাবা বসে বসে আমাদের বোঝাচ্ছেন। এই নাটকে অভিনয় কেমন করে চলছে । তবে এমন নয় যে, পরমাত্মা বলে তিনি মরা মানুষকে জীবিত করে দেবেন । এই অন্ধশ্রদ্ধার, রিদ্ধি-সিদ্ধির (তন্ত্রমন্ত্র, Occult power), কোনো ব্যাপার নেই । আমাকে তো ডাকাই হয় এই বলে যে, হে পতিত পাবন এসো । এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাও । আমি তো সেই ডাক শুনে অবশ্যই আসি । গীতা হল সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি । ভগবান নিজে গীতা জ্ঞান শুনিয়েছেন । আচ্ছা, সহজ রাজযোগ কবে শিখিয়েছেন? এটাও তোমরা জানো । বাবা তো আসেন কল্পের সঙ্গমযুগে । তারপর এসে পবিত্র দুনিয়ায় নতুন রাজধানী স্থাপন করেন । সত্যযুগে তো স্থাপন করা হয় না! ওখানে তো পবিত্র দুনিয়া আগে থেকেই আছে । কল্পের সঙ্গমযুগে কুস্ত্র মেলা হতো। সেই কুস্ত্র মেলা ১২ বছর পরে পরে আবার হয়ে থাকে । কিন্তু এই কুস্ত্র মেলা তো পাঁচ হাজার বছর পরে পরে হয়ে থাকে । এ হল আত্মা আর পরমাত্মার মিলন মেলা । এই সময় পরমপিতা পরমাত্মা এসে সমস্ত আত্মাদের পবিত্র করে নিয়ে যান । কল্পের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হবার জন্য মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে । এখন তো তোমরা সব বুঝতে পারছো । তোমাদের যে ম্যাগাজিন বের হয় তার লেখা পড়ে তোমরা বুঝতে পারো যা আর কেউ বোঝে না। বাবা বলছেন যে, বলে দাও যা কিছু হয়েছে তা নতুন কিছু নয়, এই হলো পাঁচ হাজার বছর আগের উদাহরণ । পাঁচ হাজার বছর আগে যা হয়েছিল তাই আবার করে হচ্ছে । কেউ যদি বুঝতে চায় তাহলে তাকে এখানে এসে বুঝতে হবে । এই রকম ভাবনা চিন্তা করতে হবে । খবরের কাগজে কি ছাপানো হবে! তোমরা এভাবে লিখতে পারো--এই মহাভারতের যুদ্ধ কেমন করে পবিত্র দুনিয়ার দ্বার খুলতে সাহায্য করে । এই সব বোঝার কথা, পূর্ব কল্পের উদাহরণ। এই মহাভারতের যুদ্ধ হওয়ার পর সত্যযুগের স্থাপনা স্থাপনা কেমন করে হয়েছিল । এসব বোঝো । দেবী দেবতাদের রাজধানী স্থাপন করা হচ্ছে, গড ফাদারের কাছ থেকে জন্ম সিদ্ধ অধিকার নিতে হবে । এই রকম চিন্তা ভাবনার বিচার সাগরের মন্ডন করতে হবে । যারা কাহিনী ইত্যাদি রচনা করে, যারা অভিনয় করে, সবই নাট্য রূপে গঠিত আছে । ব্যাসদেবও নাটকের পরিকল্পনা অনুযায়ী শাস্ত্র ইত্যাদি রচনা করেছেন। এই রকম পাট পেয়েছেন । এখন তোমরা ড্রামা বুঝতে পেরেছো, এই ড্রামাই আবার পুনর্বার হবে । তোমরা এখন এসেছো আবার নতুন করে জ্ঞান শুনছো । তোমরা জানো যে, আবার লক্ষী-নারায়ণের রাজ্য তৈরি হবে । বাকি সব ধর্ম সমাপ্ত হয়ে যাবে । এখন তো তুমি জ্ঞান অর্জন করেছো । বাবা তোমাদের নিজের মতো জ্ঞানে পরিপূর্ণ হচ্ছে।. তোমরা জানো যে এখন অর্ধ কল্প অবধি শান্তি পূর্ণ থাকবে । কোনো প্রকারের অশান্তি শুরু হবে না । ওখানে বাচ্চারা বা অন্য কেউ কাঁদে না, সর্বদাই হাসিমুখে থাকে । এখানেও তোমাকে কাঁদতে হবে না । গানও আছে--মা গত হলে হালুয়া খাও..... যে কাঁদে, সে হারায় । পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায় । তোমরা তো পতিরও পতি পেয়েছ, যিনি স্বর্গের বাদশাহী দিয়ে থাকেন । ওনার তো মৃত্যু নেই, তাহলে তো কাঁদার কি দরকার, যিনি ক্রন্দন-প্রফু হবেন, সেই বাদশাহী প্রাপ্ত করে। বাদবাকি সব প্রজা হয়ে যাবে । বাবাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আমরা এই অবস্থায় কি হবো? বাবা সেটা বলে দেবেন । অন্তিম কালে বাচ্চারা সব সাক্ষাৎ করবে । যেমন স্কুলে সব কিছু শেখা যায়, রুদ্র মালা কেমন করে তৈরি হয় - - - সেটা অন্তিমে তোমরা জানবে । অন্তিমের সময় খুব পুরুষার্থ করা হয় কেননা ভয় হয় যদি অমুক বিষয়ে উত্তীর্ণ না হতে পারি । তোমরা ও সব জানতে পারবে । অনেকে বলে যে

আমাদের সন্তানদের প্রতি খুব মোহ আছে । এই মোহ দূর করতে হবে । মোহ তো থাকবে একটাতে। বাকি সব ট্রাস্টি হয়ে সামলাতে হবে । বলা হয় যে - - - - এই সব কিছু বাবা দিয়েছেন তাই ট্রাস্টি হয়ে থাকো । মমত্ব বার করে দাও । বাবা নিজে এসে বলছেন যে এর(সংসার) থেকে মমত্ব বার করে দাও । ভাবো যে এই সব কিছু বাবার, ওনার মত অনুযায়ী চলো। ওঁনার কার্যক্রমে লেগে পড়ো । অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করতে থাকো । বাবার মনে কুমারীদের জন্য অনেক দয়া ও শ্রদ্ধা । কেননা কুমারীরা কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত(ফ্রি) থাকে । কুমাররা লৌকিক বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করার আশায় থাকে । কুমারীরা লৌকিক বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করে না । এখানে তো বাবার কাছে পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । বাবা আমাদের এই সব বোঝান । তোমরা তো জানো যে, আমরা সবাই ভাই ভাই, বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নিচ্ছো । আমরা পড়াশোনা করে । বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নেয় । যত বেশি বর্সা(অধিকার) নেবে তত বেশি উঁচু পদ লাভ করবে । বাবা এসে সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। শিববাবা তো নিরাকার, তাঁর পূজা করা হয় । সোমনাথ মন্দির বানানো হয়েছে । তোমরা তো এখন জেনে গেছো, শিববাবা এসে কি কি করেছেন! ওনার স্মৃতিতে মন্দির কেন বানানো হয়েছে তা তোমরা জেনে গেছো । সব বুঝতে পেরেছো । কল্প কল্প ধরে এমনই হয়ে চলবে । ড্রামাতে এই সব গথিত আছে, তাই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে । বাবাকে আসতেই হবে । পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে । কোনো আফসোস করে কিছু হবে না । এটা তো রক্তাক্ত কান্ড, বিপদজনক খেলা । বিনা কারণেই সবাই মারা যাবে । নাহলে এমন হবে যে কেউ কাউকে খুন করবে আর তার ফাঁসির সাজা হবে । এইবার কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে । এই রকম ভাবেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে আর বিনাশও হবে । অমরলোক, মৃত্যুলোক এর অর্থও কেউ জানে না । তোমরা জানো যে তোমরা আজ মৃত্যুলোকে আছো, কাল অমরলোকে থাকবে, এই জন্যই তোমরা পড়েছো । মনুষ্যগণ তো ঘোর অন্ধকারে আছে । তোমরা যখন জ্ঞান-অমৃত পান করাও তখন তোমাদের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মিলিয়ে দেয়, কিন্তু আবার নিদ্রিত হয়ে যায় । যদিও তারা জানছে যে বেহদের বাবা বর্সা (অধিকার) দিচ্ছেন। এইটা সেই মহাভারতের যুদ্ধ যার দ্বারা স্বর্গের দ্বার খুলে যায় । খুব ভালো ভালো জ্ঞানের কথা লেখা হয় কিন্তু এই জ্ঞান কেউ দিতে পারে না । আমরা তো এটাই মেনে নিয়ে চলতে থাকি, ব্যাস । নিজেরা তো কিছু জ্ঞান অর্জন করে না, নিদ্রিত থাকে, এদেরকে বলা হয় কুস্কর্ষণ । তোমরা তো বলতে পারো, লিখেও দিতে পারো কিন্তু এমন যেন না হয় যে ঘরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লো । কুস্কর্ষণের চিত্রের সামনে নিয়ে যেতে হবে, বলতে হবে যে এনার মতো নিদ্রিত থেকে না। বোঝাবার জন্য খুব যুক্তি পূর্ণ বুদ্ধি চাই । বাবা বলছেন যে, বাচ্চারা তোমরা নিজেদের কর্মস্থলে, দোকানে প্রধান প্রধান চিত্র লাগিয়ে রাখো, যখনই কেউ আসবে ওই চিত্রের বিষয় বোঝাও । এইসব ধারণার আদান- প্রদান(সৌদা) করো । এই হলো আসল খাঁটি সৌদা । এর দ্বারা তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে সক্ষম হবে । এতে লজ্জাজনক কোনো ব্যাপার নেই । কেউ জিজ্ঞেস করে বী. কে হয়েছে । তখন বোলো যে, আরে, তোমরাও তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার কুমার- কুমারী । বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করছেন । পুরোনো দুনিয়ায় অগ্নি সংযোগ হচ্ছে । তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বী. কে না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গে যেতে পারবে না । এই ভাবেই কর্মস্থলে ও দোকানে সেবা কাজ করতে থাকলে কত ভালো বেহদের সেবা কাজ হতে থাকবে । নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো, দোকান যদি ছোট হয় তাহলে দেওয়ালে চিত্র লাগাতে পারো । চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম । তাই প্রথমে তাদের কল্যাণ করতে হবে । বাবা বলছেন যে এখন কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না । শিববাবাকে স্মরণ করো, যাঁর থেকে

তোমরা বর্সা (অধিকার) লাভ করতে পারবে । মানুষ তো বেচারী বিভ্রান্ত হয়ে আছে । তাদের বোলো-- "দেব রাজ্যের সার্বভৌমত্ব" (deity world sovereignty) পেতে হলে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে, তাই হও এখানে এসে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) একমাত্র বাবার সাথেই শুদ্ধ ও সত্যকারের মোহ রাখবে, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। দেহধারীদের থেকে মমত্ব সরিয়ে নিতে হবে । ট্রাস্টি হয়ে সব সামলাতে হবে ।

২) বিকর্মাঙ্গীত হতে হবে । সেই জন্য কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম যেন না হয়, এই ব্যাপারে খুব সচেতন হতে হবে ।

বরদান :- স্নেহ আর শক্তি রূপের ভারসাম্য (balance) বজায় রেখে সেবাকারী সফলতামুরত ভবঃ (হও) ।

যেমন সর্বদা এক চোখে বাবার স্নেহ আর অন্য চোখে বাবার থেকে প্রাপ্ত কর্তব্য বা সেবা স্মৃতিতে থাকে, এমনই স্নেহী মুরত হওয়ার সাথে সাথে এখন শক্তিরূপও হও । স্নেহের সাথে সাথে শব্দগুলোর মধ্যে যেন এমন ধার থাকে যাতে অপরের হৃদয়ে তা ভীরের মতো বেঁধে । যেমন মা তার সন্তানকে কোনো কিছু শেখানো সময় কড়া শব্দ ব্যবহার করলেও তা মনে আঘাত করে না, মায়ের স্নেহের কারণে তীক্ষ্ণ বা কটু বোধ হয় না । সেই রকমই জ্ঞানের যা কিছু সত্য কথা আছে তা স্পষ্ট করে বোলো-- কিন্তু সেই শব্দগুলি স্নেহমিশ্রিত হলে সফলতা মুরত হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- সর্ব শক্তিমান বাবাকে সাথী বানিয়ে নাও, তো অনুতাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা-- পতিত পাবন বাবার শ্রীমতে তোমরা পবিত্র হও এইজন্য তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার রাজত্ব লাভ হয়, নিজের মতের দ্বারা পবিত্র হলে কোনো পাণ্ডি হয় না"

প্রশ্ন:- বাচ্চাদের সেবার বিষয়ে বিশেষ কোন্ বিষয়টির প্রতি নজর রাখা উচিত?

উত্তর:- সেবাতে যাওয়ার সময় কখনও ছোটখাটো ব্যাপারে একে অন্যের উপর রেগে যেও না অর্থাৎ বিরক্ত হয়ে না। যদি নিজেদের মধ্যে নুনজল হও, কথা না বলে তো অহিতসাধনের (Disservice) নিমিত্ত হয়ে যাও। কোনো কোনো বাচ্চা তো বাবার উপরও মনে মনে রেগে যায়। উল্টো কাজ করতে থাকে। তখন এরকম বাচ্চাদের অ্যাডপশনই (দত্তক নেওয়াই) বাতিল হয়ে যায়।

ওমশান্তি। পতিত-পাবন বাবা, যে বাচ্চারা পবিত্র হয় তাদেরকে বোঝান। পতিত বাচ্চারাই যিনি পবিত্র বানান, সেই বাবাকে ডেকে থাকে। বিশ্ব নাটকের পরিকল্পনাও বলে, রাবণরাজ্য হওয়ার জন্য সব মানুষ হল পতিত। পতিত তাকে বলা হয় যে বিকারে যায়। এরকম অনেকে আছেন যারা বিকারে যায় না। ব্রহ্মচারী থাকে। ভাবে আমরা নির্বিকারী আছি, যেরকম পাদ্রীরা আছেন, মোল্লাকাজী আছেন, বৌদ্ধরাও আছেন যারা পবিত্র থাকেন। তাদেরকে পবিত্র কে বানিয়েছে? ওনারা নিজেই হয়েছেন। দুনিয়ায় এরকম অনেক ধর্মাবলম্বী আছে যারা বিকারে যায় না। কিন্তু তাদের পতিত-পাবন বাবা তো পাবন বানান না এইজন্য ওঁরা পাবন দুনিয়ার মালিক হতে পারে না। পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারে না। সন্ন্যাসীও ৫ বিকারকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাদেরকে সন্ন্যাস করালো কে? পতিত-পাবন পরমপিতা পরমআত্মা তো সন্ন্যাস করাননি। পতিত-পাবন বাবাকে ছাড়া সফলতা হতে পারে না। তারা পবিত্র দুনিয়া শান্তিধামে যেতে পারবে না। এখানে তো বাবা এসে তোমাদের পবিত্র হওয়ার শ্রীমৎ দেন। সত্যযুগকে বলা হয় নির্বিকারী দুনিয়া। এতেই প্রমাণিত হয়, সত্যযুগে যারা আসেন তারা নিশ্চয় পবিত্র হবেন। সত্যযুগেও পবিত্র ছিলেন , শান্তিধামেও আত্মা পবিত্র থাকে। এই রাবণরাজ্যে তো হলই সকলে পতিত। পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে। সত্যযুগেও পুনর্জন্ম নেয়, কিন্তু বিকারের দ্বারা নয়। ওটা হলই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। যদিও ত্রেতাতে ২ কলা কম হয় কিন্তু বিকারি বলা হয় না।

ভগবান শ্রী রাম, ভগবতী শ্রী সীতা বলে তাই না। ১৬ কলা তারপর ১৪ কলা বলা হয়। চাঁদেরও এরকম হয় তাই না। তো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যতক্ষণ না পতিত-পাবন বাবা এসে পবিত্র বানান ততক্ষণ কেউ মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারে না। বাবা-ই হলেন পথপ্রদর্শক। এই দুনিয়ায় পবিত্র তো অনেক আছে। সন্ন্যাসীদেরও পবিত্রতার কারণে সম্মান করা হয়। কিন্তু বাবার দ্বারা তারা পবিত্র হন না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদেরকে পবিত্র বানান যিনি তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমআত্মা। ওঁরা তো নিজেরাই নিজেদের মতে পবিত্র হয়। তোমরা বাবার দ্বারা পবিত্র হও। পতিত-পাবন বাবার দ্বারাই পবিত্র দুনিয়ার অধিকার লাভ হয়। বাবা বলেন-- হে বাচ্চারা কাম হল তোমাদের মহা-শত্রু, এর উপরে বিজয় লাভ করো। এর দ্বারাই তোমরা নিচে নামো। কখনও এরকম লেখে না যে আমরা ক্রোধ করেছি, তো কালো মুখ করে দিয়েছি। কামের জন্যই

লেখে যে আমরা মুখে চুনকালি লাগিয়েছি। পড়ে গেছি। এসব কথা তোমরা বাচ্চারা জানো, দুনিয়া জানে না। সৃষ্টি নাটক অনুসারে যাঁদের এসে ব্রাহ্মণ হওয়ার কথা, তাঁরাই আসতে থাকবে। অন্য সৎসঙ্গে তো কোনো লক্ষ্যই সামনে রাখা হয় না। শিবানন্দ আদির তো অনুসরণকারী অনেকে আছে কিন্তু ওঁদের মধ্যেও কেউ-কেউ সন্ন্যাস নিয়ে থাকেন। গৃহস্থরা সন্ন্যাস নেন না। বাকি অল্প সংখ্যকই আছে যারা ঘরদুয়ার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। সন্ন্যাসী হলেও তবুও পুনর্জন্ম নিতে হয়। শিবানন্দের জন্য খোড়াই বলবে কি যে জ্যোতিতে জ্যোতি মিলিয়ে গেছে! তোমরা জানো যে সকলের সন্নতিদাতা তো হলেন একমাত্র বাবা-ই, উনিই পথপ্রদর্শক। পথপ্রদর্শক ছাড়া কেউ যেতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের বাবা, তিনি যেমন আমাদের বাবা, তেমনি সর্বজ্ঞানীও। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ তিনি। সকল মনুষ্য সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তো বীজের মধ্যেই হবে তাই না। তাঁকে পিতা তো সকলে বলে তাই না। বাচ্চারা তো জানে যে আমাদের ঈশ্বরীয় পিতা তো একজনই, তো সেই পিতার করুণা তো সকলের প্রতিই হবে তাই না! কত কত মানুষ, কত জীব-জন্তু আছে। ওখানে মানুষ অল্পই হয় তো জীব-জন্তুও অল্প হয়। সত্যযুগে এরকম আবর্জনা থাকে না। এখানে তো অনেক প্রকারের রোগ ব্যাধি কত কি বের হতে থাকে, যার জন্য আবার নতুন ঔষধ বেরোতে থাকে। সৃষ্টি নাটকের পরিকল্পনা অনুসার নানান প্রকারের গুণাবলী বের হতে থাকে। সেসব হল মানুষের বিশিষ্টতা (Skills)। পারলৌকিক বাবার বিশিষ্টতা (Skills) কি? বাবার বিষয়ে বলে থাকে-- হে পতিত-পাবন এসে আমাদের আত্মাদের পবিত্র বানাও, পবিত্র শরীরের কথাও বলে। বলে থাকে পতিত-পাবন, দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী, এক কেই ডেকে থাকে তাই না। নিজের-নিজের ভাষায় প্রত্যেকে স্মরণ অবশ্যই করে থাকে। মানুষ মৃত্যু শয্যায় হলেও বাবাকে স্মরণ করে থাকে, বোঝে অন্য কেউ সাহারা দেবে না, এইজন্য বলে-ঈশ্বর পিতাকে স্মরণ করো। খ্রিস্টানরাও বলবে ঈশ্বর পিতাকে স্মরণ করো। এরকম বলবে না-ক্রাইস্ট কে স্মরণ করো। জানে ক্রাইস্টের উপরে রয়েছেন ভগবান। ভগবান তো সকলের একই হবে তাই না! এখন তোমরা বাচ্চারা জানো মৃত্যুলোক কি আর অমরলোক কি! দুনিয়ায় কেউ জানে না। ওরা তো বলে স্বর্গ নরক সব এখানেই আছে। কেউ-কেউ বোঝে যে সত্যযুগ ছিল, দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখনও পর্যন্ত কত নতুন-নতুন মন্দির তৈরি হয়ে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা ছাড়া আর কেউ আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা নিজের সুইট হোমে যাচ্ছি। বাবা আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত করছেন। এটা স্মৃতিতে থাকা উচিত।

বাবা বোঝান বাচ্চারা তোমরা এত-এত জন্ম নিয়েছ। এখন আমরা এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি। আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে হবে, স্বর্গে যেতে হবে। এখন হল সঙ্গম। বিরাট রূপে ব্রাহ্মণের টিকি বিখ্যাত। হিন্দুদের জন্যও ঠিকই হল চিহ্ন। মানুষ তো মানুষই। মানুষই খালসা (শিখ), মুসলমান ইত্যাদি হয়ে যায়, তখন আর তোমরা আলাদা করতে পারো না? চিনা, আফ্রিকান, এদের আলাদা করা যায়। ওঁদের মুখমণ্ডলই আলাদা হয়। খ্রিস্টানদের ভারতের সাথে যোগাযোগ আছে তারা এদের থেকে শিখেছে। কত বিভিন্নতা আছে ধর্মের। ওঁদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সব আলাদা। এখন তোমাদের বাচ্চাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা সত্যযুগের স্থাপনা করছি। ওখানে আর কোন ধর্ম ছিল না। এখন তো বিভিন্ন ধর্মের লোকদের উপস্থিতি রয়েছে। এখন শেষে আর কি ধর্ম স্থাপন করবে। হ্যাঁ, অবশ্যই নতুন আত্মারা পবিত্র হয়, তাই কোনো নতুন আত্মা যখন আসে তো সেই আত্মার মহিমা হয়ে থাকে।

তাদের বিবেক বলে যে, যে পরে আসবে তার নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সুখ প্রাপ্ত হবে, মহিমা হবে আবার দুঃখও হবে। তাদের কেবল একটিই জন্ম। যেমন তোমরা সুখধামে অনেক জন্ম থাকো। ওরাও সেই রকম শান্তিধামে অনেক দিন থাকে। শেষ পর্যন্ত অনেক বৃদ্ধি হতে থাকে। আর তো অনেক বড় হয় তাই না। এইসময় মানুষের সংখ্যা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে, এইজন্য একে বন্ধ করার উপায় বের করতে থাকে। কিন্তু সেসব করে কিছু হবে না। তোমরা জানো নাটকের পরিকল্পনা অনুসারে বৃদ্ধি হতেই হবে। নতুন পাতা আসতে থাকবে তারপর নতুন ডালপালা ইত্যাদি বের হতে থাকবে। কত রকমের ভ্যারাইটি রয়েছে। এখন বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন আর কোনো কিছুর কানেকশনে থাকি না। বাবা-ই আমাদের পবিত্র বানান আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সংবাদ শোনান। তোমরাও তাঁকেই ডাকো হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র বানাও তবে নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে। এরও হিসাব রয়েছে। সত্যযুগে অল্প মানুষই থাকে। কলিযুগে তো কতো মানুষ, বাচ্চারা তোমাদেরকেই বোঝাতে হবে যে বাবা আমাদের পড়ান, এই পুরানো দুনিয়ার এখন বিনাশ হবে। স্থাপনা বাবা-ই করবেন। ভগবানুবাচ-- আমিই স্থাপনা করাই। বিনাশ তো সৃষ্টি নাটক অনুসারে হয়। ভারতেই চিত্রও আছে। ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী দেখ কত আছে। ওরা হল গর্ভজাত ব্রাহ্মণ। তারা তো বাবাকে জানেই না। তোমাদের এখন উৎসাহ এসেছে। তোমরা জানো এখন কলিযুগের বিনাশ হয়ে সত্যযুগ আসবে। এটা হল রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এতে পুরানো দুনিয়ার আছতি পড়তেই হবে। অন্য তো আর কোনো আছতি হয় না। বাবা বলেন-- আমি সমগ্র সৃষ্টিতে এই রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ রচনা করেছি। সমস্ত ভূমি জুড়েই তা রচিত হয়েছে। যজ্ঞ কুণ্ড যাকে বলে। এতে সকল দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে। যজ্ঞ কুণ্ড বানায়। এই সকল সৃষ্টি যজ্ঞ কুণ্ড হয়ে আছে। এই যজ্ঞ কুণ্ডে কি হবে? সকলে এতে শেষ হয়ে যাবে। এই কুণ্ড পবিত্র নতুন হয়ে যাবে, এতে তারপর দেবতারা আসবেন। সমুদ্র চারিদিকেই আছে, সকল দুনিয়া নতুন হয়ে যাবে। উখাল-পাখাল তো অনেক হবে। এমন কোনো জায়গা নেই যে বাদ যাবে। লোকে বলে এটা আমার। এখন আমার- আমার বলা সব মানুষই শেষ হয়ে যাবে। এছাড়া আমি যাকে পবিত্র বানাই, সে খোড়াই সমগ্র দুনিয়াতে থাকবে! সর্বপ্রথমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম হবে। যমুনা নদীর ধারে তাঁদের রাজ্য হবে। এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে বসা দরকার, খুশী থাকা উচিত। মানুষ একে অপরকে কাহিনী শোনাতে থাকে। এটাও হল সত্য-নারায়ণের কাহিনী, এটা হল বেহদের(অসীমের)। তোমাদের বুদ্ধিতেই এই কথা আছে। তার মধ্যেও ভালো ভালো সার্ভিসেরবল বাচ্চারা রয়েছে, তাঁদের বুদ্ধিতে ধারণা হয়, তাদের ঝুলি পূর্ণ হতে থাকে আর তারা সেসব দান করতে থাকে। এইজন্য বলে ধন দিলে ধন কখনও ফুরায় না। বোঝে দান দিলে সম্পত্তিবান হবে। তোমাদের তো হল অবিনাশী ধন। এখন ধন দিলে ধন কখনও ফুরায় না, যত ধন দেবে ততই খুশী হবে। শোনবার সময় কারো কারো কাঁধ দুলতে থাকবে। কেউ তো মাথা গরম করে বসে থাকে। বাবা এত ভালো ভালো পয়েন্টস শোনান। তো শোনবার সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাঁধ নড়বে। এখানে বাচ্চারা আসেই সামনা সামনি বাবার থেকে সতেজ (Refresh) হতে। বাবা কিরকম ভাবে বসে যুক্তির দ্বারা বিভিন্ন বিন্দুগুলিকে শোনান। তোমরা জানো ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। ভারতকে স্বর্গ বলা হয়। এখন তো হল নরক। নরক বদলে স্বর্গ হবে সবার বিনাশ হবে। তোমাদের জন্য তো স্বর্গ যেন কালকের কথা। কাল রাজ্য করতে, অন্য কেউ এ কথা বলতে পারে না। বলেও থাকে ক্রাইস্টের এত বছর আগে স্বর্গরাজ্য(Paradise) ছিল, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। দ্বাপর থেকে সব ধর্ম আসে। খুবই সহজ কথা এসব। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এইদিকে নেই যে

বুঝতে পারবে। ডেকেও থাকে পতিত-পাবন এসো, তো এসে নিশ্চয় পতিত থেকে পাবন বানাবে তাই না ! এখানে তো কেউ পবিত্র হতে পারে না । সত্যযুগকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়ে থাকে। এখন তো হল বিকারি দুনিয়া। মুখ্য কথাই হল পবিত্রতার। এরজন্য তোমাকে কত পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা জানো আজ পর্যন্ত যা অতীত হয়েছে তা নাটক অনুসারেই হয়েছে । এতে আমরা কাউকে গালমন্দ করতে পারি না। যা কিছু হয়ে থাকে, তা নাটকে লিপিবদ্ধ আছে। বাবা সামনের দিনের জন্য বোঝান যে সেবাতে এরকম-এরকম কাজ কোরো না। তা না হলে ডিসসার্ভিস হয়ে যাবে। বাবা-ই তো বলবেন তাই না! তোমরা নিজেদের মধ্যে নুন আর জল হয়ে গেছ। বোঝে আমরা নুনজল হয়ে গেছি, তারপর একে অন্যের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলে না। তখন কাউকে কিছু বললে ক্ষেপে ওঠে । শিববাবাকে ভুলে যায়। এইজন্য বোঝানো হয় যে সবসময় শিববাবাকে স্মরণ করো। বাবা সাবধান করেন বাচ্চাদের। এরকম-এরকম কাজ করলে দুর্গতি হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বোঝেও না। শিববাবা যার থেকে উত্তরাধিকার লাভ হয়, তাঁর উপরই রেগে যায়। ব্রাহ্মণীর উপরও রেগে যায়, ঐর(ব্রহ্মার) উপরও রেগে যায়। তারপর ক্লাসে আসা বন্ধ করে দেয়। শিববাবার উপর তো কখনও রেগে যাওয়া উচিত নয় তাই না! ওঁনার মুরলী তো পড়তে হবে। স্মরণও ওঁনাকে করতে হবে। বাবা বলেন না-- বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো তাহলে সতগতি হবে! দেহ-অভিমাণে আসার জন্য দেহধারীদের উপর রুষ্ট হয়। উত্তরাধিকার তো দাদুর থেকেই প্রাপ্ত হবে। বাবার হলে তবেই দাদুর সম্পদ প্রাপ্ত হয়। বাবাকেই ছেড়ে দিলে সম্পত্তি কি করে পাবে। ব্রাহ্মণ কুল থেকে বেরিয়ে শূদ্র কূলে চলে গেলে তো অধিকার শেষ। দত্তক নেওয়া বাতিল হয়ে গেল। তবুও বোঝে না। মায়া এরকম আছে একদম তাতিয়ে দেয়। বাবাকে তো কত আনন্দের সাথে স্মরণ করা উচিত। কিন্তু স্মরণ তো করেই না। শিববাবার সন্তান আমি, যিনি আমাকে বিশ্বের মালিক বানান। নিশ্চয় ভারতেই জন্ম নেয়। শিব জয়ন্তী পালন করে তাই না ! দুনিয়ার ইতিহাস- ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হবে তো সর্বপ্রথমে শিববাবাই এসে স্বর্গের রচনা করবেন। তোমরা জানো যে আমাদের স্বর্গের বাদশাহি লাভ হচ্ছে। বাবা-ই এসে স্বর্গবাসী বানান। নতুন দুনিয়ার জন্য রাজযোগ শেখান। তোমরা গিয়ে নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করো। আত্মা-

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণ- সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ--

- ১) বুদ্ধিরূপী ঝুলিতে অবিনাশী জ্ঞানরত্ন ভরপুর করে তারপর দান করতে হবে। দান করলেই খুশী থাকবে। জ্ঞানধন বাড়তে থাকবে।
- ২) কখনও নিজেদের মধ্যে বিগড়ে গিয়ে নুনজল হবে না। খুব ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর মুরলী শুনতে হবে। ফুঙ্ক হবে না।

বরদানঃ-- অন্য আত্মাদের সেবার সাথে-সাথে নিজেরও সেবা করে সফলতার মূর্তি ভব(হও)।

সেবাতে সফলতার প্রতিমূর্তি হতে গেলে অন্যের সাথে- সাথে নিজেরও সেবা করো। যখন কোনো সেবাতে যাও তখন এরকম ভাবো যে সেবার সাথে-সাথে নিজেরও পুরানো সংস্কারের অন্তিম সংস্কার (দাহ সংস্কার) করছো। যত সংস্কারের সংকার করবে ততই সংস্কার প্রাপ্ত হবে। সব আত্মারা তোমাদেরকে মন থেকে নমস্কার করবে। কিন্তু উপর উপর নমস্কার করে এমন নয়, মন থেকে নমস্কার করবে, তাদের এরকম বানাও।

স্লোগানঃ-- অলৌকিক(বেহদের) সেবার লক্ষ্য রাখলে লৌকিক(হদের) বন্ধন সব ছুটে যাবে।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এখন এই হতাশার দুনিয়ায় কেবলই ব্যর্থতা আর নিরাশা। এই দুনিয়ার সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। তাই এর থেকে থেকেই মমত্ব সরিয়ে নিয়ে, একমাত্র আমাকেই (শিবকেই) স্মরণ করো।"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় সেবায় উৎসাহ-উদ্দীপনা না আসার কারণগুলি কি কি ?

উত্তর :- (১) যদি তার ভাব-গতি(চরিত্র) ঠিক-ঠাক না থাকে, বাবাকে সেভাবে স্মরণ না করে- তবে তার ঈশ্বরীয় সেবায় সেই উদ্যম-উৎসাহ আসে না। তার দ্বারা কোনও না কোনও অকাজ-কুকাজ হতেই থাকে, ফলে তার দ্বারা আর সেবাকার্য হয়ে ওঠে না।
(২) বাবার প্রথম নির্দেশই হল - 'আমি মরলে এই দুনিয়াও আমার কাছে মৃত'-- এই কথাটাকে একেবারেই আমল দেয় না। দেহ বা দেহের সম্বন্ধের প্রতিই মন-বুদ্ধিতে আটকে থাকে বলে ঈশ্বরীয় সেবা করতে পারে না।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ।

ওঁম্ শান্তি! ভক্তি-মার্গের এই গীত তো তোমরা শুনলে। বলা হচ্ছে - শিবায়ঃ নমঃ, শিবকে নমস্কার। মূহুর্তে মূহুর্তেই (আত্মারা) শিবের নাম উচ্চারণ করে। রোজ শিবের মন্দিরে যায় আর প্রতি বছরই তার উৎসবও করা হয়। পুরুষোত্তম্ মাস যেমন আছে, তেমনি পুরুষোত্তম্ বর্ষও হয়। আর শিবায়ঃ নমঃ তো রোজই বলা হয়ে থাকে। যেহেতু সমগ্র জগতে শিবের পূজারীর সংখ্যাও অনেক। শিব সব কিছুরই রচয়িতা-যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের সর্বোচ্চ --'ভগবান'। তাই তো ওঁনাকে বলা হয় পতিত-পাবন, পরম-পিতা, পরমাত্মা-শিব। রোজই যাঁর এত পূজা-অর্চনা করা হয়। বাচ্চারা তোমরা তো জানো, বর্তমান সময়টা সঙ্গমযুগ-পুরুষোত্তম্ হওয়ার সময় এটা। জাগতিক পড়াশুনা করে কেউ কেউ অনেক উঁচু পদের অধিকারী হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পদের অধিকারীর মালিক হলেন - তা কারও জানা নেই। রোজই শিবকে নমস্কার জানাও, --তুমিই আমাদের মাতা-পিতা বলে কতই না গুন-মহিমার কীর্তন করতে থাকো রোজ। কিন্তু এটাই কারও জানা নেই যে, উনি কখন এসে মাতা-পিতার মতন ওঁনার আশীর্বাদী-বর্ষা দেন। যদিও তোমরা তা জানো, কিন্তু জাগতিক দুনিয়ার মানুষ এ সবার কিছুই জানে না। তাই তো তারা ভক্তি-মার্গের রীতি-নীতিতে এদিক-ওদিক কেবল ঠোকর খেতেই থাকে। লোকে অমরনাথের উদ্দেশ্যে দলে-দলে যেতে থাকে। কত ধাক্কা-ধাক্কি খেতে হয়। তাদেরকে তা বললে আবার ফ্যেপেও যাবে। তোমরা অনেক সংখ্যায় না হলেও তোমাদের অন্তরে সর্বদাই খুশীর জোয়ার বয়। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এমনও লিখে জানাও, বাবা যখন থেকে তোমাকে জানতে পেরেছি, ব্যস্ তখন থেকে তো আমার খুশীর সীমা নেই। কোন প্রকারের অসুবিধা হলেও, তবুও খুশী কিন্তু অটুট থাকে। আমি যখন বাবাকে একবার আপন করেছি, তখন আর বাবাকে ভুললে চলবে না কিন্তু। বাচ্চারা তোমরা তো বলোই, আমরা শিববাবাকে পেয়েছি। তাই তো আমাদের খুশীর অন্ত নাই। মায়া প্রতি পদে পদেই তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। যদিও কেউ কেউ নিশ্চয়তার সাথে লিখে জানাও, আমি

বাবাকে জানি, তবুও তোমাদের পুরুষার্থের এগিয়ে যাওয়ার পথে চলতে গিয়ে তাতে নিরুৎসাহ (ঠান্ডা) হয়ে পড়তে হয়। কেউ ছয় থেকে আট মাস, কারও দুই-তিন বছর হলেও, বাবা তা বুঝে যান সে নিশ্চয়-বুদ্ধির হয়নি। পুরোপুরি নেশা এখনও আসেনি। যেহেতু ইনি অসীম-বেহদের বাবা, তাঁর কাছ থেকেই ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়। এটার নিশ্চয়তা এলেই কত খুশী আর আসক্তি আসা উচিত। যেমন কারও কোনও বাচ্চা যদি জানতে পারে যে, রাজা আমাকে তার পোষ্য নেবে, এমনই কথাবার্তা চলছে - তখন সেই বাচ্চা কতই না খুশীতে থাকবে। সেই বাচ্চা তখন ভাবতে থাকবে, আমি হবো রাজার সন্তান। অথবা কোনও গরীবের বাচ্চাকে ধনী ব্যবসায়ী পোষ্য নিলে, সেও কত খুশীতে থাকে। তখন সে পরিচিতি পায়, অমুকে তাকে পোষ্য নিলো। সাথে তার গরীব অবস্থার দুঃখও মোচন হল। কিন্তু এসব তো হয় কেবল এক জন্মের জন্য। আর এখানে তো বাবার বাচ্চাদের -২১ জন্মের জন্য খুশীর আশীর্বাদী-বর্ষার প্রাপ্তি ঘটে। তার জন্য শুধু অসীম-বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে হয় আর অন্যদেরকেও সেই দিশা দেখাতে হয়। সবাইকেই একথা জানানো উচিত, শিববাবা যিনি পতিত-পাবন বাবা, তিনি স্বয়ং অবতরণ করেছেন এই ধরাধামে। উনি নিজেই তা বলছেন, "আমিই (পরমাত্মা) তোমাদের (আত্মাদের) বাবা!"-- এভাবে কোনও মনুষ্যই জোরের সাথে বলতে পারে না যে, "আমিই তোমাদের বেহদের বাবা।" বাবা নিজেই তা জানাচ্ছেন যে, আগেও ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে উনি এসেছিলেন। তোমাদেরকে ঠিক একই কথা বলেছিলেন, "মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো"। আমাকে অর্থাৎ পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করলেই, তোমাদেরও এই পতিত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে পবিত্র পাবন হতে পারবে। এছাড়া অন্য কোনও উপায় আর নেই যে, পতিত থেকে পাবন অবস্থায় আসার। পতিত পাবন একজনই, তিনি হলেন বাবা। কৃষ্ণকে কিন্তু ভগবান বলা যায় না। গীতার ভগবান তো একজন-ই, যিনি পতিত পাবন, যার পুনর্জন্ম হয় না। তোমরা যাদেরকে বাবার কথা শোনাবে, তাদেরকে প্রথমে গীতার এই কথাটাই লেখাবে। গুণী-গুণীদের সেই লেখা দেখলে, অন্যেরা তা সঠিক মনে করবে। কিন্তু কোনো সাধারণ মানুষের লেখা দেখলে ভাববে, ব্রহ্মা-কুমারীরা এমনই জাদু করেছে, যার ফলে তারা এমনটাই লিখে দিয়েছে। কিন্তু গুণী-গুণীদের ক্ষেত্রে তা বলবে না অবশ্যই। তোমরা যাই বলো না কেন- তারা বলবে, ছোট মুখে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে। আবার বলে কি, ভগবান এসেছেন এই ধরায়। তারা এ সবার অর্থ তো বুঝবেই না, উল্টে ঠাট্টা-তামাসা করবে। কিন্তু তাদেরকে তো দুই বাবার বিষয়টা বোঝাতেই হবে। ফুট করে প্রথমেই সোজাসুজি তা বোঝাতে যাবে না যে, ভগবান ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আজকাল তো দুনিয়াতে অনেকেই নিজেকে ভগবান বলে প্রচার করে। তারা সব এক একজন নিজেকে ভগবানের অবতার মনে করে, তাই যুক্তি সহযোগে দুই বাবার রহস্য বোঝাতে হবে। একজন হলো এই হদের স্থূল-পার্শ্ব দুনিয়ার লৌকিক বাবা, দ্বিতীয়-জন বেহদ অসীমের পার-লৌকিক বাবা। সেই বাবার নাম -'শিব'। যিনি দুনিয়ার সব আত্মাদের বাবা -- 'পরমাত্মা'। তাই তো উনি ধরায় অবতীর্ণ হন ওনার বাচ্চাদেরকে আশীর্বাদী বর্ষা দেবার লক্ষ্যে। তাই তো বাচ্চারাও শিববাবার জয়ন্তী উৎসব পালন করে। উনি এসে স্বর্গ স্থাপনার কার্য শুরু করেন। সেক্ষেত্রে তো বর্তমানের এই নরকের বিনাশ অবশ্যই হতে হবে। তারই উদাহরণ স্বরূপ মহাভারতের যুদ্ধ। কেবল এই কথা বললে কেউ বুঝতেই পারবে না-- ভগবান স্বয়ং ধরায় উপস্থিত। তারা তো খালি ঢাক-ঢোলই পিটতে থাকে। এ ধরণের উল্টো সেবা করলে, সেই সেবাতে আরও ঢিলেমী চলে আসে। একদিকে প্রচার করে, ভগবান এসেছেন, উনি স্বয়ং আমাদের ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াচ্ছেন- আবার অন্যদিকে বাইরে গিয়ে বিয়ে-শাদী করে বসে। তখন অন্য লোকেরা তো বলবেই, তোমাদেরই এই অবস্থা। যেখানে তোমরাই জানিয়েছিলে, স্বয়ং ভগবান তোমাদের ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ান। উত্তরে তোমাদের কেউ কেউ এমনও

জানাও, --আমরা যা শুনেছিলাম, সেটাই বলেছি। এরকম অনেক প্রকারের বিঘ্নই আসে, যা আবার নিজের বচাদের থেকেই। যেমন হিন্দু-ধর্মাবলম্বীরা নিজেরাই নিজেদের ধর্মের ক্ষতি সাধন করেছে। বাস্তবে যা দেবী-দেবতা ধর্ম, কিন্তু তারা তাকেই হিন্দু-ধর্ম বলে প্রচার করে। এ ভাবেই নিজেদের ক্ষতি তো নিজেরাই করলো। এখন তো তোমরা বুঝতে পারছো, তোমরাই একদা পূজ্য ছিলে, যখন তোমাদের কর্ম ছিল শ্রেষ্ঠ, ধর্মও ছিল শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বর্তমানের এই আসুরী মতের জন্যই ধর্মও হয়েছে ভ্রষ্ট, আর কর্মও হয়েছে ভ্রষ্ট। ফলে আমরা নিজেরাই নিজেদের ধর্মকে এইভাবে দুর্বল করতে শুরু করেছি, আসুরী মায়ার (মত) নিয়মকে আঁকড়ে ধরে। এই কারণেই বাবা জানান যে, "ওরা হলো অসুরের সম্প্রদায়- আর আমরা হলো দৈবী সম্প্রদায়। আমি নিজে যাদেরকে রাজযোগ শেখাই।"-- বর্তমান সময় কলি-যুগে যে এসে এই জ্ঞানের পাঠ নেয়, সে অসুর সংস্কার মুক্ত হয়ে দেবতা স্বভাবের হয়ে যায়। যেহেতু দৈবী জ্ঞান ধারণেই দেবতা হওয়া যায়। ৫-বিকারকে বশে রাখতে পারলেই, দেবতার গুণে গুণী হওয়া যায়। এছাড়া অসুর আর দেবতার যুদ্ধ, সে তো বাস্তবিক কোনও যুদ্ধ নয়। যাকে ভুল-ভাল ভাবে প্রকাশ করা হয়। যার পক্ষে স্বয়ং ভগবান, তারই জয় হয়। সেখানে আবার কৃষ্ণের নাম বলা আছে। বাস্তবিক যুদ্ধ তো তোমাদের, --মায়ার সাথে। বাবা বসে বসে তো কত কথাই এভাবে বোঝাতে থাকেন, কিন্তু একেবারেই তমোপ্রধান হওয়ার কারণে সেগুলোকে সেইভাবে বুঝতেই পারো না। বাবাকেও সেভাবে স্মরণ করতে পারো না। তোমাদের নিজেদেরও তা উপলব্ধিও হয়, নিজেদের তমোপ্রধান বুদ্ধির জন্যই স্মরণের যোগ ঠিকমতন লাগে না। ফলে উল্টো-পাল্টা কাজও করতে থাকো তোমরা। অনেক ভাল ভাল বাচ্চারাও স্মরণটাকে ঠিকভাবে করতে পারে না। তাদের স্বভাব-সংস্কারগুলিকেও পল্টাতে পারে না, ফলে সেবাতে উদ্যম-উদ্দীপনাও আসতে পারে না। তাই তো বাবা বলেন, দেহ সহিত দেহের যে সম্বন্ধগুলি আছে, সেগুলিকে মেরে ফেলো অথবা ভুলে যাও। মারো শব্দের প্রকৃত সেই অর্থে মেরে ফেলা নয় - অর্থাৎ নিজের পুরোনো দুনিয়ার তমোপ্রধান সংস্কার-গুলিকে ঝেড়ে ফেললেই, পুরোনো সেই সংস্কারগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সেগুলিই বাবা বসে বোঝাতে থাকেন। বুদ্ধির পুরোনো সংস্কার-গুলিকে একেবারেই ভুলে যেতে হবে। যখন তোমরা পবিত্র বাবার বাচ্চা হয়েছো, তখন তো সেগুলিকে ভুলতেই হবে। একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। যখন কোনও রুগীর বাঁচার আশা একেবারেই ত্যাগ করে, তার প্রতি আর মমত্ব না রেখে, তার অন্তিম যাত্রার প্রস্তুতিতে তাকে রামনাম (হরিবোল) ধ্বনি শোনানো হয়, বর্তমানের এই জাগতিক দুনিয়ারও অবস্থাও অনেকটা সেই প্রকারের- এই কথাটাই বাবা বোঝাতে চাইছেন। যেহেতু এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হলো বলে। তখন তো সবাইকেই মরতে হবে। অতএব এখনই তার থেকে মমত্ব দূর করো। কোনও মানুষ মরলে তো লোকেরা রামনাম ধ্বনি দিতে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে তো আর এক-দুজনের ব্যাপার নয়, সম্পূর্ণ দুনিয়াটারই যে বিনাশ হবে, তাই তোমাদের জন্য কেবল একটাই মন্ত্র 'মামেকম্ যাঁদ করো'- অর্থাৎ আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। কত ভাবেই তো তা বোঝানো হচ্ছে। কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তা জানানোও হচ্ছে। যেমন পুরুষোত্তম মাস আসে, তেমনি পুরুষোত্তম যুগও আসে- তাও তো বোঝানো হয়েছে তোমাদের। এ সব বোঝাতে গেলেও তো দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যথেষ্ট ধারণারও প্রয়োজন লাগে এতে। আর তা ধারণ করতে গেলে কোনও পাপ কর্ম করা চলবে না। না জানিয়ে কোনও কিছু নেওয়া, খারাপ কিছু খাওয়া -এ সব তো গুপ্ত পাপ। আদব-কায়দা খুবই কড়া। অনেকেই পাপ করেই চলে, তবুও কিন্তু নিজেদের স্বভাব বদলায় না। এই ভাবেই পাপের বৃদ্ধিও হতে থাকে। কিন্তু, এখানে তো বাচ্চারা তোমাদেরকে পুণ্য আত্মা হতে হবে। বাবার স্নেহ তো কেবল পুণ্য-আত্মাদের জন্যই। আর পাপ-আত্মাদের প্রতি বাবার বিরোধী মনোভাব। ভক্তি-মার্গের ওরাও কিন্তু জানে যে, সু-কর্মের ভাল ফল। তাই তো তারা দান-পূণ

ইত্যাদি সু-কর্ম করে থাকে। যদিও এ সবই হয়, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে, তবুও তো বলা হয়ে থাকে, সু-কর্ম করলে, ভগবান তার ভাল ফল অবশ্যই দেন। সেক্ষেত্রে বাবা জানান, তবে কি আমি এতেই ব্যস্ত থাকবো, যে বসে বসে কেবল এই সবই করতে থাকবো ? এ সব কিছুই তো ঘটে অবিনাশী চিত্রনাট্যে যা খোঁদিত আছে সেই অনুসারেই। আবার নাটকের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী স্বয়ং বাবাকেও আসতে হয় এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে। বাবা জানান ওনার কাজ হলো - উনি এসে সবাইকে সঠিক দিশা দেখানো। কিন্তু তারজন্য কৃপা করা বা অন্য কিছুর কোনও ব্যাপারই নেই। তবুও কেউ কেউ লেখে - বাবা আপনার কৃপা পেলে, কোনও দিনই আপনাকে ভুলবো না। তাতে বাবা জানান - উনি কখনও কৃপা-টিপা করেন না। এসব তো কেবল ভক্তি-মার্গের ব্যাপার। তোমার প্রতি কৃপা কেবল তুমি নিজেই করতে পারো। তবে হ্যাঁ, বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। ভক্তি-মার্গের রীতি-নীতি জ্ঞান-মার্গে চলে না। জ্ঞান-মার্গের মূল কথাই হল জ্ঞানের পঠন-পাঠন। টিচারও কি কাউকে খোড়াই কৃপা কৃপা করতে পারেন! প্রত্যেকেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়তে হয়। বাবা যে শ্রীমত দেন, তার হিসেবেই তো চলা উচিত। কিন্তু নিজের মত অনুসারে চলার কারণে, তার ফলে কোনও সেবাই হয় না তাতে। বাচ্চাদেরকে একেবারেই পুণ্য-আত্মা হতে হবে। সামান্যতমও পাপ করা চলবে না। কোনও কোনও বাচ্চারা নিজের পাপকে লুকিয়ে রাখে। বাবা বলেন, তারা কখনই উচ্চপদ পায় না। তা তো কখন-ই আছে "চড়ে তো চাখে বৈকুণ্ঠ রস - গিরে তো চাকনাচুর" (উল্লতির শিখরে উঠলে হবে বৈকুণ্ঠ-রস পান, পড়লে অধঃমুখে পতিতে হবে স্থান") যেহেতু বাচ্চারা জানে যে, এই জ্ঞান কত উচ্চ-স্তরের। পতন হলে তো সে আর কোনও কাজেরই রইলো না। অশুদ্ধ অহংকার হল যার প্রথম কারণ। তার সাথে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহও কোনো অংশে কম নয়। লোভ, মোহ-মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। যেমন বাচ্চার প্রতি মোহ থাকলে তার দিকেই মন চলে যায়। আত্মা কিন্তু বলে-- আমার তো কেবল এক শিববাবার, দ্বিতীয় কারও স্থান-ই নেই মনে, যার কথা স্মরণে আসবে--এইভাবেই পুরুষার্থ করতে হবে। দুনিয়াদারীর সবকিছুই তো বিনাশ হয়ে যাবে। মহা-বিনাশ যে এখন দোড়-গোড়ায়। তখন তো আর আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যাবে না। তাই এসবের প্রতিও মোহ রাখাটা বেকার। এই ধরনের ভাবনা- চিন্তা নিজেরেই নিজের মনে করা উচিত। তাই বর্তমানের জগৎটাকে বুদ্ধি থেকে সরিয়ে রাখা উচিত। এসব ভুলে যাওয়াই ভালো। যেহেতু এ সবই তো শেষ হয়ে যাবে। এমন জোরেই ঝড়-তুফান আসবে, যার ফলে সবকিছুই একসাথে শেষ হয়ে যাবে। যেখানে আগুন লাগে, সেখানে খুব হাওয়া চললে, মূহুর্তেই একেবারে সব কিছুই জ্বলে-পুড়ে ছাঁই হয়ে যায়। আধ ঘন্টার মধ্যেই ১০০ থেকে ১৫০ কুঁড়েঘরকে ছাঁই করে ফেলে। তোমরা তো জেনেই গেছো, ঘূর্ণাবর্তের মতন আগুন চারদিকেই জ্বলতেই থাকবে, তা না হলে, এত সব মানুষ মরবেই বা কীভাবে। যারা সুশীল বাচ্চা, চাল-চলন, হাব-ভাবে লক্ষণ (চরিত্র) ভালো, তারা খুব ভাল সেবাও করতে পারে। বাচ্চারা তোমাদেরও এতে আসক্তি থাকা দরকার। পুরোপুরি আসক্তি তো তখনই আসবে, যখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় আসবে তবুও পুরুষার্থ তো করতেই থাকবে। বেনারসে শিবের মন্দিরে তো অনেক ভক্তই যায়, যেহেতু শিবই হলেন উচ্চ থেকে অতি উচ্চের সর্বোচ্চ ভগবান। সেখানে খুব ভক্তিও করা হয় শিবের। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, সেখানে গিয়ে সবাইকে এ সব বোঝাও। এই শিব ভগবানই লক্ষ্মী-নারায়ণকে আশীর্বাদী বর্ষা দিয়ে থাকেন। কেবলমাত্র কল্পের সঙ্গম কালেই শিববাবার এই বর্ষা ওনার থেকে পাওয়া যায়। এটা বোঝানো হলে, তারপরেই ব্রহ্মা-সরস্বতীর ব্যাপারটাও বোঝানোর প্রশ্ন আসে। চিত্রের সাহায্যে খুব স্পষ্ট ভাবেই তা বোঝানো যায়। এনারা এইভাবে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, আর তা কিসের কল্যাণে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকালে ভক্তি-মার্গ বলে কিছু থাকে না। অথচ জাগতিক প্রবাদ আছে যে, ভক্তি

চলে আসছে, সেই অনাদি কাল থেকে। সে সব বিষয়ে, এখন তো তোমাদের অনেক জ্ঞানই প্রাপ্তি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তো তোমাদের যথেষ্টই আসক্তি আসা উচিত। যেহেতু তোমাদেরকে এই পাঠ পড়াচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। আগামী ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্য বানাবার লক্ষ্যে। তোমরা এখন ছাত্র স্বরূপে। তাই তো তোমাদের নিশ্চয়তা থাকা উচিত এই যে ব্রহ্মা-কুমারীরা, যাদের থেকে তা শুনে আমাদের নিশ্চয়তা আসে, তারা নিজেরা তবে কি হতে যাচ্ছে। এই বাবার কাছে তো এফুনি যাওয়া উচিত। যতক্ষণ না পুরোপুরি নিশ্চয়তা আসে, ততক্ষণ এগিয়ে যাওয়া যায় না। যার যত নিশ্চয়তা আসে, সে তত দ্রুত গতিতে এগোতে থাকে। তখনই মনে হয়, বাবার সাথে আমি এফুনি দেখা করবো, ওনাকে কোনও ক্রমেই ছাড়বো না। ব্যাস, বাবা আমি তো আপনারই সন্তান হয়ে গেছি, আর অন্য কোথাও যাবোই না। এরকম একটা গীতও আছে যে, তুমি আমাকে নিজের করো বা দূর করে দাও, এই খ্যাপা কিন্তু তোমার দুয়ার ছাড়ছে না। যাই হোক তাকে তো আর ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না। সেবার নিমিত্তে পাঠাতেই হয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্ম ফুলের মতন থাকা উচিত। যদিও তারা সে সব প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখেও দেয়, কিন্তু বাইরে বেরোলেই মায়ার চক্রে পড়ে যায়। মায়া যে খুবই প্রবল। এই মায়ার কারণেই এত সব বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। ছোট একটা প্রদীপের শিখায় মায়ার কতই না ঝড়-তুফান লাগে। সেই গীতের সারও তো বাবা এসেই ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান সময়টা তোমাদের জন্য পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। ভক্তি-মার্গের ভক্তদের পুরুষোত্তম মাস পার হয়ে গেছে। তাই বাবা জানাচ্ছেন, কল্পের এই সঙ্গম যুগেই কেবল উনি আসেন- পতিতদের পবিত্র-পাবন বানাবার লক্ষ্যে। কত সুন্দর ভাবে তা বুঝিয়েও দেন। আচ্ছা! দিনদিন সেবাকার্যে বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিত্য নতুন যুক্তিও বের হতে থাকবে। সুন্দর সুন্দর চিত্রও তৈরী হতে থাকবে। ঐ যে কথায় আছে না, দেবী হবার পিছনে মঙ্গল লুকিয়ে থাকে। কিন্তু যা হয় - তা ভালই হয়। এখন তো একেবারে তৈরী করা জিনিষ-পত্রই পাওয়া যায়। যা ফট করে যে কেউ-ই অনায়াসেই বুঝে যায়। সিঁড়ির চিত্রটাও খুব সুন্দর। বর্তমান সময়ে এমন কেউ-ই নেই যে বলিষ্ঠ ভাবে বলতে পারে যে 'আমরা পবিত্র'। পবিত্র দুনিয়া তো সত্যযুগকে বলা হয়। সেই পবিত্র দুনিয়ার অধীশ্বর হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।

আচ্ছা ! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো রকম বড় বা সূক্ষ্ম পাপও না হয়, সেদিকে অনেক অনেক লক্ষ্য রাখতে হবে। লুকিয়ে কোনো জিনিস নেবে না। লোভ আর মোহ থেকে সাবধান হয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

২) অশুদ্ধ অহংকার, যা সর্বনাশ করে থাকে, তাকে অবশ্যই ত্যাগ করবে। এক ও একমাত্র বাবাকে ছাড়া, দ্বিতীয় কেউই যেন স্মরণে না আসে-- এই পুরুষার্থ-ই করতে হবে।

বরদান :-- স্মরণের সার্চলাইটের (জ্যোতির্দীপ্ত আলোক-রশ্মি) দ্বারা বায়ুমন্ডলকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সম্পন্ন বিজয়ী রত্ন হও (ভব)!

সেবাধারী আত্মাদের কপালে বিজয়-তিলক লাগানোই থাকে। কিন্তু যে স্থানে সেবাকার্য করতে হবে, সেই স্থানে তার আগে থেকেই সার্চলাইটের জ্যোতি-কিরণ ফেলতে হবে। স্মরণের সেই সার্চলাইট দ্বারা বায়ুমন্ডল যেন এমনই প্রভাবিত হয়, যার ফলে অনেক আত্মারা নিজেরাই সহজেই কাছে চলে আসে। ফলে কম সময়ে হাজার গুণ সফলতা পাওয়া যায়। এই রকম হওয়ার জন্য দূত সংকল্প করো-- আমিই সেই বিজয়ী রত্ন, যার প্রত্যেক কর্মেই বিজয় নিশ্চিত হয়ে আছে।

স্লোগান :-- যে সেবায় নিজেকে বা অন্যকে অসুবিধায় ফেলে, তা সেবা না হয়ে বোঝা হয়ে যায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ঈশ্বরীয় পিতার স্টুডেন্ট, তোমাদের সত্যিকার রূপ-বসন্ত হয়ে নিজেদের মুখ থেকে অবিরত জ্ঞান রঞ্জের বর্ষণ করতে হবে।"

প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা শিববারার সত্যিকারের অনেক আদরের সন্তান, তোমাদের কোন্ শ্রীমত অবশ্য পালন করা উচিত ?

উত্তরঃ - বাবা বলেন - ওহে আমার আদরের বাচ্চারা, তোমরা দয়াশীল হও। কখনো মনমতে চালিত হয়ে না। কখনো এখানের কথা ওখানে বলে কুটিলতার পরিচয় দিও না। যার মধ্যে এরকম অভ্যাস আছে সে শুধু নিজের নয় অন্যেরও সমূহ ক্ষতি করে। যারা এই ধরনের অযথা বানিয়ে কথা বলে তাদের থেকে সর্বদা সতর্ক থাকো।

ওম্ শান্তি। এটা হল বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন স্কুলে পড়ুয়ারা যখন ক্লাসে গিয়ে বসে, তাদের সহজেই বোধগম্য হয় যে টিচারের সামনে বসে আছে। কোন্ পরীক্ষায় পাশ করার জন্য বসে আছে তাও বুঝতে পারে। সতসঙ্গ ইত্যাদিতে যে বেদ শাস্ত্র প্রভৃতি শোনানো হয় সেখানে কোনও লক্ষ্য থাকেনা। সেই সমস্ত শাস্ত্রের কথা তোমাদের বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে গেছে। তোমরা জেনেছ, আমরা মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছি, আগামী ২১ জন্মের জন্য। স্টুডেন্টরা ঘরে বসে থাকুক বা কোথাও যাক, বুদ্ধিতে থেকেই যায় আমরা অমুক পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পড়ছি। তোমরা বাচ্চারাও ক্লাসে বসে বুঝতে পারছ, আমরা দেবতা হতে চলেছি। তোমরাও নিজেদের বিদ্যার্থী বলে বুঝতে পারছ তো! আমরা রুহ্ অর্থাৎ আত্মা, এই শরীরের মাধ্যমে পড়ছি। রুহ্ জানে, এই শরীর ছেড়ে ভবিষ্যতে আমরা অন্য নতুন এক শরীর নেব, সেই শরীরই হবে দেবতার। এখন তো এই শরীর বিকারি - পতিত, আমাদের আবার নতুন শরীরের প্রাপ্তি হবে। এই বোধোদয় এখন হয়েছে। আমি আত্মা জ্ঞান সাগর পিতার কাছে পড়ছি। এখানে তোমাদের গৃহস্থ-ব্যবহারের চিন্তা থাকেনা। বুদ্ধিতে শুধু এই কথাই থাকে আমরা মানুষ থেকে ভবিষ্যতের দেবতা হচ্ছি। দেবতাদের বাস স্বর্গে। মূলতঃ এই চিন্তন করলে বাচ্চাদের খুশিও থাকবে আর পুরুষার্থ করার উৎসাহও বাড়বে। মনসা - বাচা - কর্মণা পবিত্রও হবে। সবাইকে খুশির বার্তা শোনাতে হবে। ব্রহ্মাকুমার তো অনেক আছে। সকলেরই এখন স্টুডেন্ট লাইফ। এমন নয় যে ব্যবসা বা চাকরি সংক্রান্ত কোনও কাজে কর্মে গেলে সে স্টুডেন্ট লাইফ ভুলে যাবে। যেমন এই মিষ্টি বিক্রেতা বুঝতে পারবেনা যে আমরা স্টুডেন্ট। স্টুডেন্টদের কখনও কি মিষ্টি বানাতে হয়? এখানে তো তোমাদের কথাই আলাদা; শরীর নির্বাহ করার জন্য উপার্জন তো করতেই হয়। তবে সাথে সাথে এই কথাও মনে রাখতে হয় আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছে পাঠ নিচ্ছি। তোমাদের বোধগম্য হয় যে বর্তমান এই সময়ে সারা দুনিয়া নরকবাসী হয়েছে। কিন্তু এই কথা কেউ বোঝেনা যে আমরা ভারতবাসী নরকের বাসিন্দা হয়েছি, ভারতবাসীই স্বর্গবাসী ছিল। তোমাদের বাচ্চাদেরও সারাদিন এই নেশা থাকেনা, তোমরাও বারেবারে ভুলে যাও। যদিও-বা তোমরা বি.কে. টিচার্স; শিক্ষা দিচ্ছ, মানুষকে দেবতা, নরকবাসীকে স্বর্গবাসী তৈরী করছ, তবুও ভুলে যাচ্ছ। তোমরা জেনেছ এই সময় সারা দুনিয়া আসুরি সম্প্রদায়ের। আত্মা পতিত হয়েছে যখন শরীরও পতিত হয়েছে। তোমাদের বাচ্চাদের এখন এই বিকারের জন্য গ্লানি হয়। কাম

, ক্রোধ ইত্যাদি সব গ্লানিযুক্ত । সবচেয়ে গ্লানিকর বস্তু হল বিকার । সন্ন্যাসীদেরও অল্পবিস্তর ক্রোধ থাকে, কথায় বলে যেমন অল্প তেমন মন , কেননা গৃহস্থের সংসার থেকেই অল্পের ব্যবস্থা । তাদের থেকে কোনও আনাজপাতি খায়না ঠিকই কিন্তু পয়সা তো নেয় ! পতিতদের প্রভাব তো থেকেই যায় ! পতিতের অল্প পতিতই বানায় । পবিত্রতার বিষয়ে তোমরা আমূল পরিবর্তন আনছ । এই পরিবর্তন আরও বড় আকার নেবে । সবাই চাইবে আমরা পবিত্র হই , এই কথা অন্তরে গেঁথে যাবে । পবিত্র হওয়া ছাড়া তো স্বর্গের মালিক হতে পারবে না । ধীরে ধীরে সকলের মধ্যে পবিত্রতা এসে যাবে , যারা স্বর্গবাসী হয়েছিল তারাই হবে । বলবে , আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক অবশ্যই হব । এখন কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ , যখন পতিত দুনিয়া পবিত্র হয় , এইজন্য একে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়ে থাকে । এ যুগ হল কল্যাণকারী । মনুষ্য সৃষ্টির কল্যাণ হয় । বাবা হলেন কল্যাণকারী, তাই তিনি বাচ্চাদেরও তাই বানাবেন । তিনি এসে রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করেন ।

তোমরা জানো , যে এ হল আমাদের হেড স্কুল । এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো ব্যাপার নেই । বাইরে গিয়ে জীবন ধারণের জন্য নানারকম কাজে-কর্মে জুটে যাওয়ায় তখন আর এটা মনে থাকে না যে আমরা স্টুডেন্ট । আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে চলেছি । এই খেয়াল তখনই হয় যখন ফুরসত হয় , চেষ্টা করে সময় বার করে নেওয়া উচিত । এই কথা স্মরণে রাখতে হবে আমরা তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবস্থা প্রাপ্ত করছি । এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । কাজকর্মের ক্ষেত্রেও অবসর সময় পাওয়া যায় । বুদ্ধিতে এই স্মৃতি চেষ্টা করে নিয়ে আসা দরকার যে আমরা ঈশ্বরীয় পিতার স্টুডেন্ট । জীবনধারণের জন্য যে কাজকর্ম ইত্যাদি করা হয়ে থাকে, সেসব হল মায়াবী কাজকর্ম, সেও জীবিকা নির্বাহের জন্যই । ভবিষ্যতের জন্য সত্যকার উপার্জন তো এটাই , এসব বুঝতে বিশাল বুদ্ধি হওয়া চাই । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে । বোঝাতে হবে এখন আমাদের আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা আমাদের নিতে এসেছেন । সারাদিন বুদ্ধিতে বিচার মন্বন করা উচিত । গাই যেমন গলায় খাবার রেখে তারপর সারা সময় ধরে জাবর কাটে, সেইভাবে বিচার মন্বন চালাতে হবে । বাচ্চাদের অবিনাশী ধনসম্পদের ভাণ্ডারের প্রাপ্তি হয় । এই প্রাপ্তি আত্মাদের ভোজন । স্মরণে রাখতে হবে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছে পাঠ নিচ্ছি, দেবতা হওয়ার জন্য বা রাজপদ পাওয়ার জন্য, এই সবকিছু স্মরণ করতে হবে । বারেবারে ভুলে যাওয়ায় আবার, খুশির বদলে অবস্থা ঝিমিয়ে পড়ে । এই সঞ্জীবনী বুটি (স্মৃতি এবং স্মরণ) , যা নিজের কাছে রাখতে হবে আর অন্যকেও দিতে হবে , উজ্জীবিত করে তোলার জন্যে । শাস্ত্রে তো বিভিন্ন রকমের কাহিনী লিখে রেখেছে । বাবা এইসব রহস্য সামনে বসে বুঝিয়ে দেন । মনমনাভব অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো , তবে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে । নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো , বিচার করো , পরস্পর পরস্পরকে সাবধান করতে থাকো । খিটিমিটি কিছু হলে মন তাতেই লেগে থাকার কারণে কারও কথাই আর মিষ্টি লাগেনা । বুদ্ধি মায়ার দিকে ব্যস্ত থাকলে সেই চিন্তাই এসে যায় । তোমাদের বাচ্চাদের তো খুশি থাকা উচিত । বাবাকে স্মরণ করছ কিন্তু নিজেরই সমস্যায় যদি নাজেহাল হও তবে তো ওষুধ কোনও কাজ করবে না , ঝিমিয়ে পড়বে । এরকম করা ঠিক নয় । স্টুডেন্ট পড়াশুনা কি ছেড়ে দিতে পারে ! তোমরা বাচ্চারা জেনেছ এইসবই আমাদের পাঠ্য বিষয় , ভবিষ্যতের জন্য , এতেই আমাদের কল্যাণ । জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করলেও কোর্স করা দরকার । সৃষ্টির এই চক্র কিভাবে ঘোরে , এই নলেজও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । স্মরণ হলো সঞ্জীবনী বুটি । পরস্পর পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত । স্ত্রী-পুরুষ একে অন্যকে স্মরণ

করাতে থাকে। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা জ্ঞানের এই পাঠ পড়াচ্ছেন। শিববাবার রথের শৃঙ্গার হচ্ছে তবে তো শিববাবা স্মরণে থাকা উচিত। সারাদিন স্মরণ করা মুশকিল হচ্ছে! অবশ্যই অন্তে সেই অবস্থা কায়ম হবে। যতক্ষণ কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছেনা ততক্ষণ মায়া শক্তিশালী পুরুষার্থীর সাথে লড়াই চালিয়ে যাবে। গীতও তৈরী হয়েছে একে অপরকে সাবধান করতে করতেই উল্লতির পথে এগিয়ে যাও। অফিসার লোকেরা; ভৃত্যকে বলে রাখে আমাকে এই কথাটা মনে করিয়ে দিতে হবে। তোমরাও পরস্পর পরস্পরকে মনে করাও। লক্ষ্য অনেক উঁচু। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হবে। ইনি, বাবা কোনও নতুন কথা শুনাচ্ছেননা। তোমরা লক্ষ্য কোটি বার এই জ্ঞান শুনেছ, আবারও শুনবে। সতসঙ্গেইভাবে বলার কেউ থাকবেনা যে আমরা কল্প কল্প শুনছি। এখন শুনছি আবারও শুনব কল্প কল্প ধরে শুনে আসছি, একথা কেউ বলতে পারেনা। বাবা বুঝিয়ে দেন তোমরা অর্ধ-কল্প ভক্তি করেছ। এখন আবার তোমরা জ্ঞান পেয়েছ, যার থেকে সদগতি হয়। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ কেটে যাবে। এটুকুই বোঝার বিষয়। পুরুষার্থ করতে হবে। জজ বা সম্মানীয় ব্যক্তির সন্তান নিম্ন মানের কাজ করলে তবে তো বদনাম হয়ে যায়। এখানে তোমরাও বাবার হয়েছে তাই এমন কোনও কর্ম কোরোনা যাতে বাবার নিন্দা হতে পারে। সদ্গুরুর নিন্দুক পায়ের তলার জমি পায়না অর্থাৎ উঁচু পদ পেতে পারেনা। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে আসুরি কর্ম করতে ভয় থাকা উচিত। শ্রীমতে চলতে হয়। নিজের মতে চললে ধোকা খেতে হবে, পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসাও করতে পারা যায় নিজের মতে ঠিক চলছে কিনা। বাবার প্রথম - প্রথম মত হলো বাবাকে স্মরণ করো। কোনও বিকর্ম কোরোনা। বাবা কোন রকমের বিকর্ম করি, আপনার জানা থাকলে বলুন। বুঝতে পারলে বলে দেওয়া হবে। এইরকম এইরকম তোমাদের ভুল হচ্ছে, সেগুলোকে বিকর্ম বলা হয়ে থাকে। সবচেয়ে বড় বিকর্ম, কাম বিকার, কলহ বেশী হয় সেই বিকারের জন্য। বাচ্চাদের সাহসের প্রয়োজন, বিচার করে চলতে হবে। কুমারীদের গ্রুপ হওয়া উচিত। আমরা বিয়েই করব না। এখন কল্পের সঙ্গমযুগ, যেখানে পুরুষোত্তম তৈরী হতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে পুরুষোত্তম বলা হয়ে থাকে। বিকারিদের কি আর বলা যাবে! এখন তোমরা পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছে। সকলের এই অধিকার আছে, পুরুষোত্তম হওয়ার। পুরুষোত্তম মাসে তোমরা কত সেবা করতে পার! খুব ধুমধামের সাথে হওয়া চাই। এই পুরুষোত্তম যুগই উত্তম যুগ, যেখানে মানুষ নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হয়ে ওঠে। এই-ই কমল কথা। তোমাদের বাচ্চাদের যথার্থভাবে বোঝাতে হবে। পুরুষোত্তম সত্যযুগে হয়। কলিযুগে কোনও উত্তম পুরুষ হয়ই না। এই দুনিয়াই পতিত। ওখানে পবিত্রই পবিত্র। এইসব কথা বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, অন্যদের বোঝানোর জন্য। উপযুক্ত সময় দেখে বোঝানো হবে। তোমরা এখানে বসে আছ, বুঝতে পারছ নিরাকার বাবা পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগ শেখাচ্ছেন, আমরা স্টুডেন্ট। এই পড়ার মাধ্যমে স্বর্গের দেবী-দেবতা তৈরী হতে চলেছি। সব পরীক্ষার থেকে বড় পরীক্ষা, এই রাজস্ব লাভের পরীক্ষা, যা পরমাত্মা ছাড়া কেউ পড়াতে পারেনা। বাবা পরোপকারী, নিজে স্বর্গের মালিক হননা। স্বর্গের রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণই হন। নিষ্কাম সেবা বাবা করেন। তিনি বলেন রাজার ভূমিকা আমি নিই না। তোমাদের রাজার রাজা বানাই। এইসব বিষয় কারও বুদ্ধিতে নেই। এইরকম অনেক আছে, যদিও বা এখানে সাহকার ওখানে গরীব হয়ে যায় আবারও আর যারা এখন গরীব, তারা ওখানে অধিক বিত্তবান হয়। বিশ্বের মালিক হওয়া - এতো বেহদেরই কথা। গীতও তৈরী হয়েছে - আমি তোমাদের রাজার রাজা তৈরী করে দিই। স্বর্গের মালিকই তৈরী করব!! তোমরা জেনেছ আমরা স্বর্গের মালিক তৈরী হচ্ছে, কত গর্ববোধ হওয়া উচিত আমাদের যিনি পড়াচ্ছেন তিনি পরমপিতা পরমাত্মা। এখন আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী দেবতায় পরিগণিত হচ্ছে, এও স্মরণে থাকলে খুশির পারা উর্ধ্বমুখী থাকবে। স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট অর্থাৎ

ছাত্রজীবন সবচেয়ে ভালো । পুরুষার্থ করে তৈরী হতে হবে , তবে রাজা রাণীর তো প্রয়োজন হবে । এরকম বলা উচিত নয় যে আমরা রাজা হয়ে আবার ভিক্ষুকে পরিণত হব । এইসব কথা বলার নয়। জিজ্ঞাসা করতে হয় কি হতে চাও ? সবাই বলবে আমরা বিশ্বের মালিক হতে চাই । সে -তো ভগবান বাবাই তৈরী করতে পারেন । তিনি বলেন , আমাকে স্মরণ করো । তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী হয়ে যাবে , কত সহজ কথা ! যে -কেউই হতে পারে । যদি-বা কেউ গরীব হয় এতে পয়সার কোনও কথা নেই এইজন্য বাবাকে বলা হয়-- দীনবন্ধু(গরিব নিবাজ)

বাবাকে স্মরণ করে পাপের ঘড়া খালি করতে হয় , যে যেমন মেহনত করবে তেমন পাবে । সিঁড়ির চিত্রে দেখো, কত উঁচুতে উঠেছিলে । উঁচুতে উঠলে রাজস্ব রসের আশ্বাদন হবে , পড়ে গেলে ভেঙে চুরমার । বিকারে বশীভূত হয়ে ছেড়ে চলে যায় তাই বাবা বলেন একেবারে নীচে ভূপতিত হয় । সুপুত্র বাচ্চারা তো পুরুষার্থ করে নিজের হীরে তুল্য জীবন বানাবে । বাচ্চাদের পুরুষার্থ অনেক করতে হয় । এখন যারা করবে . . . সবাইকে বলা হয় মাতা-পিতাকে অনুসরণ করো , নিজের সমান তৈরী করো । যতটা দয়ালু হতে পারবে তোমাদের সুবিধা হবে সময় নষ্ট করা যাবেনা , অন্যদেরও যুক্তি বলে যেতে হবে । নয়তো সেরকম উঁচু পদ পাবেনা । পরে তোমাদের সাম্রাজ্যকার হবে কিন্তু সেই সময় তোমরা কিছু করতে পারবে না । পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া মানে অকৃতকার্যই হয়ে গেল । এরকম যেন না হয় যে পরে অনুতাপ করতে হয় । তবে তো পুরুষার্থ করতে পারবে না এইজন্য যত নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করা যায় ততই করো । অন্ধের লাঠি হও । কল্প-কল্পান্তরে স্বর্গের স্থাপনা কার্যে সহযোগ দিয়েছে , অবশ্যই করবে । ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে , এখন যা করবে তাই পাবে । বাবার আদরের বাচ্চারা লুকিয়ে থাকতে পারেনা । রূপ-বসন্ত -এর মতো মুখ দিয়ে রক্তই বেরোয় । কুটিল হয়ো না, অন্যের লোকসান যেন না হয় । তোমাদের অযথা কেউ কিছু শোনাতে বুঝবে সে কপটতার আশ্রয় নিয়েছে তার থেকে সতর্ক থাকতে হবে । নিজেদের বেহদের রাজ্যপাটের অধিকার বাবার থেকে নিতে পুরোপুরি তৎপর হও । আচ্ছা - মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ--

১) কোনও কথার জটিলতায় থাকা ঠিক নয় । একে অন্যকে সাবধান করে উল্লিখিত সাধন করতে হবে । পুরুষার্থ করে নিজের জীবন হীরে তুল্য বানাতে হবে ।

২) নিজের মনমতে না চলে শ্রীমতে চলতে হবে । যে অসার কথাবার্তা বলে , তার থেকে সাবধান থাকতে হবে । আসুরি কর্মের প্রতি ভীতি যেন থাকে ।

বরদানঃ- নিজের টেনশনের(দুশ্চিন্তা) প্রতি অ্যাটেনশান রেখে বিশ্বের টেনশনকে সমাপ্ত কারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব !

যখন অন্যের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া হয় তখন নিজের মধ্যে দুশ্চিন্তা চলতে থাকে, সেইজন্য বিশ্বাসের পরিবর্তে সার স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও, সংকল্পের সংখ্যা কমিয়ে(Quantity) দিয়ে গুণগত ভাবে উৎকর্ষ(Quality) সংকল্প করো । প্রথমে নিজের দুশ্চিন্তার প্রতি মনোযোগ দাও তবে বিশ্বে যে অনেক প্রকারের উত্তেজনা(Tension) ছড়িয়ে আছে তাকে সমাপ্ত করে বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পারবে । প্রথমে নিজেকে দেখো, নিজের সেবা সবার আগে, নিজের সার্ভিস হলে তখন অন্যের সার্ভিস নিজে থেকেই হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- যোগের অনুভূতি করতে হলে দূততার শক্তি দ্বারা মনকে আয়ত্তে আনো ।

"সম্পূর্ণতার নিকটে পৌঁছানোর প্রমাণ "

আজ দিলারাম বাবা নিজের হৃদসিংহাসনে (দিলতখতনশীন) বাচ্চাদের তাঁর হৃদয়ের কথা বলতে এসেছেন । সব বাচ্চারাই জানে যে দিলারামের মনে কোন্ কথাটি আছে? দিলারাম বাবার হৃদয়ে সর্বদা সকলকে আরাম দিতে পারে, এমন হৃদয়বান বাচ্চারাই থাকে । বাবার হৃদয়ে সব বাচ্চাদের প্রতি একটি কথাই থাকে যে প্রত্যেক বাচ্চা বিশেষ আত্মা হিসাবে বিশ্বের মালিক রূপে পরিণত হোক। বিশ্ব রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হোক। প্রত্যেক বাচ্চা একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রূপে সুসজ্জিত , গুণ সম্পন্ন , শক্তি সম্পন্ন স্বরূপে নম্বরওয়ান হোক। প্রত্যেকের বিশেষত্ব একে অপরের চেয়ে বেশী আকর্ষণকারী হোক যা দেখে সমগ্র বিশ্ব গুণগান করে। প্রত্যেকে বিশ্বের আত্মাদের জন্য লাইট হাউস মাইট হাউস হোক , ধরার উজ্জ্বল নক্ষত্রবিশেষ হোক। প্রতিটি নক্ষত্রের শ্রেষ্ঠ কর্ম শ্রেষ্ঠ সঞ্চল দ্বারা জমা হওয়া বিশেষত্বের খাজানা এতই পরিপূর্ণ যাতে থাকে যে প্রত্যেকটি নক্ষত্রের যেন একটি আলাদা জগৎ দেখা যায়। যা দেখে সবাই নিজের দুঃখ ভুলে সুখের অনুভূতি করে আনন্দ লাভ করে। সর্ব প্রাপ্তির সকলের অলৌকিক দুনিয়া দেখে বাহ-বাহ এর গান গায়। এই হল দিলারাম বাপদাদার মনের কথা।

এবার বাচ্চাদের মনে কি আছে , সবাই নিজের নিজের মনকে কি জানো ? অন্যদের মনকেও জানো কি ? নাকি শুধু নিজেকেই জানো ? যখন নিজেদের মধ্যে রুহ-রিহান করো তখন মনের উৎসাহের বর্ণনা করো কিনা । তাতে মুখ্য বর্ণনা কি থাকে ? সকলের বিশেষ ভাবে এই সঞ্চলই চলে বাবা যেটা বলেন সেটা করে দেখাবে এবং বাবার সমান হয়েই যাবে। তো বাবার মনের কথা আর বাচ্চাদের মনের কথা একই হল। তবুও পুরুষাধী নম্বর অনুযায়ী কেন ? সবাই নম্বরওয়ান কেন নয়? সবাই কি নম্বরওয়ান হতে পারবে ? সবাই বিশ্বের রাজা হতে পারে নাকি তাও অসম্ভব ? শুধু একজন বিশ্বের রাজা হবে নাকি অনেকে হবে আর নিজের নিজের সময় অনুযায়ী বিশ্বের রাজা হবে? তাহলে সবাই কেন বলো যে আমরা বিশ্বের রাজ্য নিষ্টি অথবা বিশ্বের রাজ্য অধিকারী হতে চলেছি? রাজ্যে আসব রাজ্য করব , কেউ রাজ্য করবে আর কেউ রাজ্যে কেবলই আসবে অথবা সবাই রাজ্য করবে , কি হবে প্রজা তো অনেক হবে সে চিন্তা কোরো না । শুধু রাজ্যে আসার জন্য এত পরিশ্রম করছ ? রাজ্য লাভ করতে নয় , রাজ্যে আসার জন্যে ? তাহলে রাজ্য করবে তো সকলে? প্রত্যেকে ভাবছে আমি তো করব বাকি কেউ আসুক না আসুক সেটা তাদের বিষয়। রাজযোগ শিখছ তো ? রাজা হওয়ার যোগ করছ নাকি রাজ্যে আসার জন্যে যোগ শিখছ ? রাজযোগী তাই তো ? রাজ্যে আসার যোগী নয় তো ? এমনই সবাই নম্বরওয়ান হবে নাকি এইভাবে নম্বর অনুযায়ী আসতেই থাকবে ?

আগেও বলেছি যে প্রত্যেকে নিজের স্টেজ অনুযায়ী , নিজের হিসেব অনুযায়ী নম্বরওয়ান তো হবেই তাই না ! তাদের জন্যে সেটাই হবে নম্বরওয়ান গোল্ডেন স্টেজ কিনা । সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নম্বরওয়ান স্টেজ , সেই হিসাবে অন্তিম সময়ে হয়েই যাবে তাইনা । নিজের হিসাবে সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ তো হবেই তাইনা । সম্পূর্ণ কল্পে সেই আত্মার নম্বরওয়ান শ্রেষ্ঠ স্টেজ তো সেইটাই হবে কিনা । অন্য হিসাবে নম্বর অনুযায়ী হয়েও নিজের স্টেজ হিসাবে নম্বরওয়ান হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি আত্মার নিজস্ব সম্পূর্ণ স্টেজ আছে। যেমন ব্রহ্মার পুরুষাধী এবং সম্পূর্ণ দুই স্টেজ দেখেছ এবং অনুভবও করছ যে

সম্পূর্ণ স্টেজে পৌঁছে কি কি বিশেষত্ব অব্যক্ত রূপেও পাঠে নিয়ে আসছেন। যেমন ব্রহ্মাবাবার সম্পূর্ণ স্টেজ এবং পুরুষার্থী স্টেজ দুইয়েরই তফাৎ অনুভব করো তেমনই প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মারও সম্পূর্ণ স্টেজের স্বরূপ রয়েছে। যা অব্যক্ত বতনে বাপদাদা ইমার্জ করে দেখেন আর দেখাতেও পারেন। সেই সম্পূর্ণ স্বরূপকে দেখে বাপদাদা দেখছেন যে প্রত্যেকের সম্পূর্ণ স্বরূপ কতখানি রুহানী ঝলক এবং শক্তি সহ রয়েছে। এখন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করছ আর প্রাপ্ত করবেই। কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চাদের সম্পূর্ণ স্টেজ একেবারে নিকটে আছে। যার প্রমাণ হল যেমন ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছ – সর্বদা নিজের সম্পূর্ণ স্টেজ এবং ভবিষ্যতের প্রালম্ব অর্থাৎ ফুরিস্তা স্বরূপ এবং দেবতা স্বরূপ দুই-ই স্মৃতি এতোই স্পষ্ট ছিল যে ওনার সামনে যারা থাকতো তারা পুরুষার্থী স্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও ফুরিস্তা স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের দর্শক করত এবং বর্ণনাও করত। তেমনই বাচ্চাদের মধ্যেও সম্পূর্ণতার নিকটস্থ হওয়ার প্রমাণ হবে নিজেও নিকটে থাকার অনুভব করবে এবং অন্যদেরও অনুভব হবে। ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত রূপের অনুভূতি করবে। ফলে সম্মুখীন আত্মারা ব্যক্ত ভাব ভুলে অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করবে। এই হল নিকটস্থ হওয়ার প্রমাণ। আর অনেক বাচ্চাদের এখনও সম্পূর্ণতার স্টেজের স্পষ্ট এবং নিকটের অনুভব হয়না তার প্রমাণ চিহ্ন গুলি কি? যে বস্তু স্পষ্ট এবং নিকটবর্তী হয় সেটি অনুভব করা সহজ হয়। আর দূরের বস্তু অনুভব করতে বিশেষ বুদ্ধি ব্যবহার করতে হয়। এমনভাবেই এইরূপ আত্মারা জ্ঞানের আধারে বুদ্ধিযোগ দ্বারা সম্পূর্ণ স্টেজকে টেনে রেখে পরিশ্রমের সাথে বা জোর লাগিয়ে সেই স্টেজে স্থির হয়ে থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এমন আত্মাদের স্পষ্টভাবে নিকটে থাকার অনুভূতি না থাকার দরুন কখনও কখনও এই সংকল্প উৎপন্ন হয় যে স্বরূপ ধারণ করা তো উচিত কিন্তু আমি কি পারব? নিজের প্রতি একটুও ব্যর্থ সংকল্পের রূপে সংশয় উৎপন্ন হলে তাকে বলা হবে "সংশয়ের রয়্যাল রূপ"। সংশয় যদি হালকা ভাবেও আসে তাহলেই বিপদ কিন্তু নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী অর্থাৎ নিশ্চয় পাকা তো বিজয় নিশ্চিত। এই স্থিতিতে স্বপ্নেও আসা সংকল্প, হাল্কা ডেউয়ের মতন আসা সংকল্প ফাইনাল নম্বরে দূরত্ব এনে দেয়। তার বিশেষ সংস্কার বা স্বভাব এখনই উৎসাহী উদ্ভূত স্বরূপ আর এখনই উদাসী স্বরূপ করে দেয়। বারবার এইরূপ সিঁড়িতে উঠবে আর নামতে থাকবে। উৎসাহী এবং উদাসী এই দুই স্বরূপের সিঁড়ির কারণ কি? নিজের সম্পূর্ণ স্টেজ স্পষ্ট এবং নিকটবর্তী নয়। তাহলে এখন কি করণীয়? এখন সম্পূর্ণ স্টেজকে নিকটস্থ করো। করবে কিভাবে? সেই বিধি জানো কি? কি জানো? সেটাও বেশ মজার বিষয়। বাপদাদা কি দেখছেন? অনেক বাচ্চারা, সবাই নয় কিন্তু মেজরিটি, কি করে? উঁচু থেকে উঁচু বাবার অতিপ্রিয় হওয়ার দরুন অতিরিক্ত প্রিয় হয়ে যায়। আর অতিরিক্ত প্রিয় হওয়ার কারণে একটু বেশীই সেন্সেটিভ হয়ে যায়। সেন্সেটিভ হয় বলে মান অভিমানের ঢঙ তো দেখাবেই। সেই ঢঙ গুলি কি কি? বাবার কথা বাবাকেই শোনায়ে। নিজে হয় সেন্সেটিভ আর বাবাকে বলে আমার হয়ে বাবা তুমি করে দাও। সহ্যশক্তির দূটতা কম থাকে। সহ্যশক্তি হল সকল বিঘ্ন থেকে সুরক্ষিত থাকার কবচ। কবচ না পরার জন্যে সেন্সেটিভ হয়ে যায়। আমাকে করতে হবে, এই পাঠে কাঁচা থেকে যায়। কিন্তু অন্য কেউ করুক আর বাবা-ই করুক এই পাঠ দুর্বল করে দেয়। ফলে অমনোযোগিতার পর্দা পড়ে যায় আর সম্পূর্ণ স্টেজ স্পষ্ট এবং নিকটবর্তী দেখা যায়না তাই ত্রি-লোকের পরিক্রমার বদলে এই উৎসাহী এবং উদাসী স্টেজের কথায়, এই দুনিয়ার কথায় অথবা এই সিঁড়িতেই ওঠা-নামা করতে থাকো। এরজন্য কি করতে হবে? অতিপ্রিয় হও কিন্তু অমনোযোগিতার অতিপ্রিয় হয়ে যেও না। তো কি হবে? নিজের সম্পূর্ণতাকে সহজেই প্রাপ্ত করবে। প্রথমে তো নিজের সম্পূর্ণ স্টেজকে, স্বয়ংকে বরণ করতে হবে অর্থাৎ সর্বদা উৎসাহের বরণ-মালা

গলায় দিয়ে শ্রী-লক্ষ্মী বা শ্রী-নারায়ণকে বরণ করবে। তোমাদের সবার সম্পূর্ণ স্টেজ তোমাদের (পুরুষাথীদের) আহ্বান করছে। যখন তোমরা সবাই সম্পূর্ণ স্টেজ লাভ করবে তখনই সম্পূর্ণ ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণ একত্রে ব্রহ্ম নিবাসে ফিরতে পারবে এবং আবার রাজ্য অধিকারী হতে পারবে । আচ্ছা।

এমনই সম্পূর্ণ স্টেজের নিকটস্থ আত্মারা , ব্রহ্মাবাবার সাথে সম্পূর্ণ স্টেজকে বরণ করতে পারে, সর্বদা নিজের সম্পূর্ণ স্টেজের অনুভূতি দ্বারা অন্যদের সম্পূর্ণ হতে প্রেরিত করতে পারে , প্রত্যেককে নিজের স্পষ্টতা দ্বারা দর্পণ রূপে , সম্পূর্ণ স্টেজের দর্শন করাতে পারে , সর্বদা উৎসাহী , এমন ভাগ্যবান বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের *সঙ্গে*

রুহানী সেবাধারী হল বাবার সমান । তাহলে সেবাধারীদের কি সওগাত চাই ? যখন একের সাথে অপরের মিল নজরে পড়ে তখন উপহার আদান প্রদান হয়, তাইনা ? সেবাধারী তো হলই বাবার সমান । তো বাবা কি উপহার দেবেন? বা তুমি দেবে ? জ্ঞান তো অনেক শূন্যেছ । মুরলীও শূন্যেছ। এখন আর কি বাকি রইল ? সেবাধারী হল বাপদাদার কাছে আত্মা, কাদের আত্মাদের বাপদাদা কি উপহার দেবেন? সেবাধারীদের আজ বাপদাদা বিশেষ এক গোল্ডেন ভার্সনের (Golden versions) উপহার দিচ্ছেন । সেটা কি ? 'সর্বদা প্রতিদিন স্ব-উৎসাহ এবং সকলকে উৎসাহ দেওয়ার উৎসব করো।" এটাই হল সেবাধারীদের জন্য স্নেহের সওগাত। এই সওগাতের বিষয়টিকে পরে মুরলীতে স্পষ্ট করে বলবো, সওগাত ছোট হলেও সেটি সুন্দরই হয়। তো আজ মুরলী চালাবো না, বরং সংক্ষেপে এটাই বলবো যে উৎসাহে থাকার এবং উৎসাহ দেওয়ার উৎসব করো। এর ফলে কি হবে? যেটুকু পরিশ্রম করতে হয় তা করতে হবে না । সংস্কার মেলানোর সংস্কার মেটানোর পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। যেমন কখনও কোনো বিশেষ উৎসব পালনে শারীরিক ব্যাধি , ধনের ঘাটতি , সম্বন্ধের খিটিমিটি সব ভুলে যাও। তেমনভাবে যদি এই উৎসবও পালন করো তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। তখন আর সময়ও দিতে হবেনা , শক্তিও লাগাতে হবেনা । সর্বদা এমন অনুভব করবে যে সবাই ফরিস্তা স্বরূপে চলছে। এমনিতেও কথায় আছে ফরিস্তাদের চরণ পৃথিবীতে পড়েনা। তো সবাই উড়ন্ত ফরিস্তায় পরিণত হবে। সেইজন্য রুহানী সেবাধারী এখন এই সেবা করো। কোর্স করানো, প্রদর্শনী করা এবং করানো, মেলা করা এবং করানো, এইসব করতে অনেক পরিশ্রম করেছে। এখন এই পরিশ্রমকে সহজ করার উপায় হল এই (যা বাবা আগে বলেছেন) পরিণামে ঘরে বসে অনুভব করবে যেন বহুপতঙ্গ সহজেই দীপশিখার দিকে ছুটে আসছে । তাছাড়া এই পরিশ্রম ও আর কতদিন করবে। এইসব উপায়েরও তো পরিবর্তন হবে তাই না! তো কম খরচেও উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ (কম খর্চ বালা নশীন) বা কম পরিশ্রমে অধিক সফলতার উপায় হল-- এটাই হল তোমাদের জন্য উপহার । তাহলে তোমাদের আর মেলার আয়োজন করতে হবে না বরং মেলা আয়োজন করবার জন্য নিমিত্ত অনেক আত্মা রেডি হয়ে যাবে। তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে। যেমন এখনও ভাষণের জন্যে স্টেজে আমন্ত্রণ জানায় । তখন মেলা ইত্যাদি আয়োজন করার পরিশ্রম করতে হবেনা । এখন তোমরা দিদি - দাদিদের উদ্বাটন (inauguration) করতে ডাকো তখন তোমরাই দিদি-দাদি হয়ে যাবে , উদ্বাটনকারী দর্শনীয় মূর্তি হয়ে যাবে। এটা তো ভালই তাই না ! এখনও টেব্ট লাগাও, গাইডকে ডাকো, যারা লাগাবে তাদের ডাকো এই সব পরিশ্রম করতে চাও !

আচ্ছা - এখন উপহার পেয়ে গেছ তো ! এখন কি দেবে ? এই সঙ্কল্প করো যে "না কখনো নিজের উৎসাহ কম হবে আর না-ই অন্যদের উৎসাহ কম হতে দেবে" । এইটুকুই দিতে হবে। যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, যেমন লৌকিকে ব্রত রাখলে অর্থাৎ উপোস করলে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হলেও ব্রতের নিয়ম ত্যাগ করে না, অজ্ঞান হয়ে গেলেও না । তো সেইরকম ব্রত করো। যে কোনো সমস্যাই আসুক না কেন, কেউ উৎসাহে বাধা হয়ে দাঁড়াক না কেন, না নিজের উৎসাহ কম হতে দেবো, না অন্যদের হতে দেবো। এগিয়ে যাবো আর এগিয়ে নিয়ে যাবো। তাহলে সর্বদাই উৎসব হবে, মেলা হবে, সেমিনার হবে, অন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হবে। আচ্ছা-- উপহার পেয়েছ, নিয়েও নিয়েছ আর কি চাই । আচ্ছা ।

বরদান : খুশীর সঙ্গে শক্তিকে ধারণ করে বিদ্বকে অতিক্রমকারী বিদ্ব জিত ভব। যে বাচ্চারা জমা করতে জানে তারা-ই শক্তিশালী হয়। যদি এখনই উপার্জন করে এখনই ভাগ করে দেওয়া হয় নিজের মধ্যে না রাখা হয়, তবে শক্তি সঞ্চিত হবে না। শুধু বিলিয়ে দেওয়ার বা দান করার খুশীই তাতে থাকে। খুশীর সঙ্গে শক্তিও থাকলে সহজেই বিদ্বকে পার করে বিদ্ব জিত হয়ে যাবে। তারপর কোনো বিদ্ব-ই পুরুষার্থের লগনে বাধা হবেনা ফলে চেহায়ায় যেমন খুশীর চমক দেখা দেয় তেমনই শক্তির চমকও যেন দেখা যায়।

স্লোগান : পরিস্থিতিতে না ঘাবড়ে তাকে শিক্ষক ভেবে শিক্ষা গ্রহণ করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেদের থেকে বড়দের সম্মান(regard) করাটাও হল দৈবী গুণ । যারা বুদ্ধিমান(হোশিয়ার), ভালো বোঝাতে পারেন, তাদেরকে অনুসরণ(follow) করতে হবে "

প্রশ্ন -- সত্যযুগে ভক্তির কোনো রীতি-রেওয়াজ নেই কেন?

উত্তর -- কারণ জ্ঞানের সাগর শিববাবা জ্ঞান প্রদান করে সঙ্গতিতে পাঠিয়ে দেন। ভক্তির ফল লাভ হয় । জ্ঞান লাভের সাথে সাথে ভক্তির সাথে যেন বিচ্ছেদ(Divorce) ঘটে যায় । যখন হল কিনা জ্ঞানের প্রালঙ্কার সময়, তখন সেখানে ভক্তি, তপ, দান পুণ্য করার প্রয়োজন আছে কি ? তখন সেখানে এইসব রীতি-রেওয়াজ হতে পারে না ।

ওম শান্তি । পতিতপাবন শিব ভগবান বলছেন (ভগবানুবাচ) । এখন বাবা বসে বাচ্চাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে যখন আমি আসি , তখন পতিতদের পবিত্র করার জন্য জ্ঞান শোনাই, এই জ্ঞান আর কেউই শেখাতে পারে না । তারা তো ভক্তি করাই শেখায় । জ্ঞান শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারা , যারা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার কুমারী ভাবো , তারাই শিখেছে । দিলওয়ারা মন্দির তোমাদের সামনে রয়েছে । সেখানেও রাজযোগের তপস্যায় সবাই বসে আছে । জগত অস্বাও আছেন আর প্রজাপিতাও আছেন । কুমারী কন্যাও আছে , আবার অধর কুমারীও আছে । বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ওপরে রাজস্বের চিত্রও রয়েছে । বাবা কোনো ভক্তি শেখান না। ভক্তিও তাদের করা হয় , যারা শিখিয়ে গেছেন । কিন্তু তারা জানে না যে রাজযোগ শিখিয়ে কে রাজস্ব স্থাপন করে গেছেন? তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভক্তি আলাদা আর জ্ঞান আলাদা। একমাত্র বাবা-ই জ্ঞান শোনান আর কেউই জ্ঞান শোনাতে পারেন না । জ্ঞানের সাগর বাবা, তিনি একজনই । তিনিই এসে জ্ঞানের দ্বারা পতিতদের পবিত্র করেন । আর যেসব সংসঙ্গ আছে, তারা কেউই জ্ঞান দিতে পারে না । যদিও নিজেদের তারা শ্রী শ্রী ১০৮ জগতগুরু , ভগবানও বলে, কিন্তু এরকম কেউই বলে না যে আমি সকলের পরমপিতা , জ্ঞানের সাগর, তাদেরকে কেউই পরমপিতা বলবে না । সবাই এটা জানে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পতিত পাবন । এই পয়েন্টটা বুদ্ধিতে ভালো ভাবে রাখতে হবে । লোকে বলে ব্রহ্মকুমারীরা ভক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে কিন্তু যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন ভক্তিকে বিচ্ছেদ করতেই হয় । এমন নয় যে যখন ভক্তিতে যায় সেই সময় মনে থাকে যে জ্ঞানের প্রতি বিচ্ছেদ(Divorce) আনছি । না , তখন তোমরা তো অটোমেটিক্যালি (automatically) রাবণ রাজ্যে এসে যাও। এবার তোমরা বুঝতে শিখেছো যে বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । রাজযোগ হল জ্ঞান, একে ভক্তি বলা যাবে না । ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি কখনও ভক্তি শেখান না । ভক্তির ফলই হল জ্ঞান । জ্ঞানের দ্বারাই হয় সঙ্গতি । কলিযুগের অন্তিম সময়ে সকলেই দুঃখী হয়, সেইজন্য এই পুরানো দুনিয়াকে দুঃখধাম বলা হয় । এইসব কথা এখন তোমরা বুঝতে পারছো। বাবা এসেছেন ভক্তির ফল দিতে অর্থাৎ সঙ্গতি দিতে । রাজযোগ শেখাচ্ছেন । এটা হল পুরানো দুনিয়া, যার বিনাশ হতেই হবে। আমাদের নতুন দুনিয়ায় রাজস্ব নিতে হবে। এটা হল রাজযোগের জ্ঞান। এই জ্ঞান শেখান একমাত্র পরমপিতা

পরমাত্মা শিব। তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় , কৃষ্ণকে নয় । কৃষ্ণের আলাদা মহিমা রয়েছে । অবশ্যই পূর্ব জন্মে তিনি এমন কোনো সুকর্ম করেছিল যার ফলে তিনি রাজকুমার হয়েছেন ।

এখন তোমরা জানো যে আমরা রাজযোগের জ্ঞান ধারণ করে নতুন দুনিয়া স্বর্গের রাজকুমার রাজকুমারী হবো । স্বর্গকে সন্নতি আর নরককে দুর্গতি বলা হয় । আমরা নিজের জন্যই রাজ্য স্থাপন করছি । বাকী যারা এই জ্ঞান গ্রহণ করবে না, পবিত্র হবে না, তারা রাজধানীতে আসবে না। কারণ সত্যযুগে জনসংখ্যা খুব অল্পই হবে । কলিযুগের অন্তিমে যে এত মানুষের সংখ্যা, তারা সবাই মুক্তিধামে থাকবে । কেউ হারিয়ে যায় না, সবাই ঘরে ফিরে যায় । এখন তো বাচ্চাদের নিজেদের ঘর স্মরণে থাকে যে এবার চুরাশী জন্মের চক্র পুরো হচ্ছে । নাটক এখন শেষের দিকে । অনেক বার পরিক্রমা হয়েছে । এইসব তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জানো । সমানে ব্রাহ্মণ তো হয়েও যাচ্ছে । ১৬১০৮ এর মালা হয় । সত্যযুগে তো বেশী হবে না । সত্যযুগের মডেলও তো তোমাদের দেখানো হয়েছে , তাই না! বড় জিনিসের মডেল তো ছোটোই হয় । যেমন সোনার দ্বারকা(দ্বারিকা) দেখানো হয় । বলা হয় দ্বারকায়(গুজরাতের একটি নগর) কৃষ্ণের রাজ্য ছিল । এবার দ্বারকায় বলা হবে নাকি দিল্লিতে বলা হবে ? যমুনার উপকণ্ঠ তো এখানে দিল্লিতে আছে । সেখানে তো সাগর আছে । বাচ্চারা এইসব বোঝে যে যমুনার উপকণ্ঠেই রাজধানী ছিল । দ্বারিকা রাজধানী নয় । দিল্লিই প্রসিদ্ধ । যমুনা নদীও দরকার । যমুনা নদীর মহিমা অনেক । পরিস্থান দিল্লিকেই বলা হয় । বড় গদী অর্থাৎ রাজ সিংহাসন দিল্লিতেই হবে । এখন তো বাচ্চারা বোঝে ভক্তি মার্গ শেষ হয়ে জ্ঞান মার্গ আসে । দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । বাবা বলেন যে পরে গিয়ে তোমরা বাচ্চারা সবকিছু জানতে পারবে । কে কে পাস করবে । স্কুলেও যেমন বোঝা যায় , অমুক অমুক এতো নম্বরে পাস হয়েছে । তারপর তারা পরবর্তী ক্লাসে যায় । এইসবও পরে জানা যাবে । কে কে উত্তীর্ণ হবে , যারা ট্রান্সফার(সত্যযুগে) হবে । ক্লাস তো বড়, তাই না! এ হল বেহদের ক্লাস । সেন্টারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তেই থাকবে । অনেকেই সাতদিনের কোর্স ভালো ভাবে করবে । দু'এক দিনের কোর্সও কম হয় না। দেখে যে কলিযুগের বিনাশ তো সামনে দাঁড়িয়ে, এখন সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা বলছেন বুদ্ধিযোগ আমার সাথে লাগালে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । পবিত্র দুনিয়ায় আসবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় তো করতেই হবে । যেমন ড্রামায় কল্প পূর্বেও করে এসেছো । ভারতবাসীই রাজত্ব করতো, তারপর বুদ্ধি হতে থেকেছে । ঝাড়ও (কল্পবৃক্ষ) বুদ্ধি পেতেই থাকবে । ভারতবাসীই হল দেবীদেবতা ধর্মের। কিন্তু পবিত্র না হওয়ার কারণে তারা পবিত্র দেবতাদের পূজা করে । যেমন খ্রিস্টানরা ক্রাইস্টের পূজা করে । আদি সনাতন দেবী-দেবতা হয়-- সত্যযুগে। সত্যযুগের স্থাপনা বাবা-ই করেন । বরাবর সত্যযুগে দেবতাদেরই রাজ্য ছিল । তো অবশ্যই তারা এক জন্ম পূর্বে পুরুষার্থ করেছে । আর সেই সময়টা সঙ্গমই হয়। পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে নতুন দুনিয়া হয় । কলিযুগ পরিবর্তন হয়ে যখন সত্যযুগ আসে তখন অবশ্যই কলিযুগে নিশ্চয়ই সবাই পতিত হয় । বাবা তো বোঝাচ্ছেন এই যে তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র ছাপাও বা তাদের ওপর যে সাহিত্য(literature) ছাপানো হয়, সেইখানে লিখে দেওয়া দরকার যে এঁনারা সহজ রাজযোগের জ্ঞান দ্বারা পূর্ব জন্মে পুরুষার্থ করেছিলেন । শুধু রাজা রানী তো হবে না, তার সাথে প্রজাও থাকবে । অজ্ঞান কালে তো মানুষ কিছুই জানে না, শুধুমাত্র পূজা করতে থাকে । এখন তোমরা বোঝো যে যারা পূজা করে , তারা শুধু লক্ষ্মী-নারায়ণকেই দেখতে থাকে । তাতে জ্ঞান কিছুই নেই । লোকে বোঝে ভক্তি ছাড়া নাকি ভগবানকে পাওয়া যায়না । যদি তোমরা বলো যে ভগবান এই ধরায় এসেছেন তো সবাই তোমাদের ওপর হাসতে থাকে । ভগবান তো

কলিযুগের অন্তিম সময়ে আসবেন, এখন কোথা থেকে আসবেন ! কলিযুগের অন্তিম সময় কেন বলা হয় , এটাও বোঝে না । তারা তো কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে ! মানুষ কিছু না বুঝেই যা মনে আসে তাই বলে দেয় । এইজন্য বাবা বলেন, তোমরা একদম অবুঝ হয়ে গেছো! বাবাকেও সর্বব্যাপী বলে দেয় । বাইরে থেকে ভক্তিকে খুবই সুন্দর দেখায় । ভক্তির আকর্ষণ(চমক) অনেক । তোমাদের কাছে তো কিছুই নেই । সংসঙ্গ ইত্যাদিতে গেলে সেখানে অনেক শব্দ-- গান-কীর্তন এসব শুনতে পারে । এখানে তো বাবা রেকর্ড বাজানোও পছন্দ করেন না । পরে হয়তো এসবও বন্ধ হয়ে যাবে ।

বাবা বলেন-- এইসব গানের সার তোমাদের বোঝানো হয় । এসবের তোমরা অর্থও বোঝো । এইসব হল জ্ঞানের পাঠক্রম । বাচ্চারা জানে আমরা রাজযোগ শিখছি । যদি কম পড়াশোনা করবে তাহলে প্রজায় চলে যাবে । এইজন্য যারা বুদ্ধিমান তাদের অনুসরণ করা উচিত । কারণ তাদের মনোযোগ পড়াশোনায় বেশী থাকে , তাই তাদের কাছ থেকে বেশী লাভ হবে । যারা ভালো বোঝাতে পারে তাদের কাছ থেকে শেখা উচিত । যারা ভালো বোঝায় , সেন্টারে তাদেরকেই বেশী স্মরণ করে, তাই না! ব্রহ্মাকুমারী উপস্থিত থাকলেও তবু বলে অমুক, আসুক কারণ তার বুদ্ধি খুব প্রখর । এইরকম হলে তো তাঁকে সেই রূপ সম্মানও দিতে হয় । এইভাবে বড়দেরও সম্মান করতে হয় । আমাদের থেকে জ্ঞানে ইনি তীক্ষ্ণ, অবশ্যই ইনি উচ্চ পদ লাভ করবেন । এইসবে অহঙ্কার আসা উচিত নয় । বড়দের যথাযথ সম্মান দিতে হয় । প্রেসিডেন্টের অনেক বেশী নিশ্চয়ই বেশী সম্মান । প্রত্যেকের নম্বর অনুযায়ীই সম্মান হয়। একে অপরের প্রতি সম্মান তো দিতে হয়, তাইনা । ব্যারিষ্টারেও নম্বরের ভিত্তিক হয় । বড় বড় কেস-এ (case) বড় বুদ্ধিমান উকিল নেওয়া হয়। কেউ কেউ তো আবার লাখ লাখ টাকা দিয়েও কেস চালাতে থাকে । তার মধ্যেও অবশ্যই ক্রম রয়েছে । আমাদের থেকে বুদ্ধিমান হলে তাকে অবশ্যই সম্মান দেওয়া উচিত । সেন্টার সামলাতে হয় । সব কাজও করতে হয় । বাবাকে তো সারাঞ্চল খেয়াল রাখতে হয় তাই না ! প্রদর্শনীর আয়োজন কীভাবে করা যায় , সে সব দিকেও পুরো মনোযোগ দিতে হয় । আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কীভাবে হতে পারি । বাবা আসেনই সতোপ্রধান বানাতে । বাবা-ই হলেন পতিতপাবন । এখানে আবার বলা হয় পতিতপাবনী গঙ্গা, যেখানে জন্ম জন্মান্তর ধরে স্নান করা হয় , কিন্তু কেউই পবিত্র হয় না । এসব হল ভক্তি । এদিকে বলে হে পতিতপাবন এসো । তিনি একই বার আসেন আর সঙ্গমেই আসেন । প্রত্যেকের নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ রয়েছে । যেমন নেপালে অষ্টমীতে বলি হয় । ছোটো ছোটো বাচ্চাদের হাতে বন্দুক দিয়ে চালানো হয় , সেটাই আবার দেবীর কাছে উৎসর্গ করা হয় । বড় হবে তো একই কোপেই বাছুর কাটবে । কেউ যদি এক কোপে না পারে, এক কোপে না মরে, তবে সেই বলি দেবীকে উৎসর্গ করা হবে না । সবই হল ভক্তি মার্গের কথা । প্রত্যেকের নিজ নিজ কল্পনা । কল্পনার ওপরেই অনুসরণকারী (followers) তৈরী হয় । এখানে হল সবই একেবারে নতুন কথা । এসব তো বাচ্চারা বুঝতে পারবে। এক বাবা-ই বসে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান শোনান । তোমরা এ সব কথা জেনে খুশী হও যে আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী, আর কেউ এসব বোঝে না । সভায় যদি তোমাদের বলি-- সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ , স্বদর্শন চক্রধারী, তাহলে তার অর্থ তোমরাই অর্থ বুঝতে পারবে। কিন্তু নতুন যদি কেউ থাকলে তারা হকচকিয়ে যাবে যে-- কি বলল ? স্বদর্শন চক্রধারী তো বিষ্ণু ! এসব তো নতুন কথা, তাই তোমাদের বলা হয় যে, বাইরে সেবার ময়দানে এসো, তখন বুঝতে পারবে।

তোমাদের হল জ্ঞান মার্গ । তোমরা পাঁচ বিকারের ওপরে বিজয় লাভ করো । এই অসুরদের (পাঁচ বিকারদের) সাথে তোমাদের লড়াই। তারপর তোমরা দেবতা হও, আর কোনো লড়াইয়ের ব্যাপার নেই । যেখানে অসুর থাকে সেখানে দেবতা থাকে না । তুমি হলে ব্রাহ্মণ, দেবতা হওয়ার পথে পুরুষার্থ করছো । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে ব্রাহ্মণ অবশ্যই দরকার । ব্রাহ্মণ ছাড়া এই যজ্ঞ হবে না । রুদ্র হলেন শিব , তাহলে কৃষ্ণের নাম কোথা থেকে আসছে ! তোমরা হলে এই দুনিয়ার থেকে একেবারেই আলাদা (ন্যারা) আর সংখ্যায়ও তোমরা হলে অল্প । বলা হয় যে চড়ুই পাখিরা নাকি সাগরকে গিলে ফেলেছিল। এইরকম কত গল্প গাথা শাস্ত্রে আছে । বাবা বলেন এইসব ভুলে এবার মামেকম্ স্মরণ করো । আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে । বাবা তো হলেন একজন-ই, তাইনা! হে পরমাত্মা, বা হে প্রভু যখন বলে, সেই সময় লিঙ্গও স্মরণে আসে না । শুধুমাত্র ঈশ্বর বা প্রভু বলে ডাকে । আত্মারা বাবার কাছ থেকে আধা কল্প সুখ লাভ করেছে, তাই তারা ভক্তি মার্গেও স্মরণ করেছে । এখন তোমাদের জ্ঞান লাভ হয়েছে যে-- আত্মা কি ? পরমাত্মা কি ? আমরা সব হলাম মূলবতনের অধিবাসী । সেখান থেকে ক্রম অনুসারে পাঁচ প্লে করতে আসে । প্রথমে আসেন দেবীদেবতারা । বলাও হয় যে, খ্রীষ্টের আগে দেবীদেবতা ধর্ম ছিল । পাঁচ হাজার বছরের কথা । তারা বলে দেয়-- পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরোনো জিনিস, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরোনো জিনিস কখনও পাওয়া যায় না । ড্রামা হলই পাঁচ হাজার বছরের । মুখ্য ধর্মই হল এটা । ঘরবাড়ি যা কিছু পাওয়া গেছে, সে সবই হল এই ধর্মের লোকেদের । আগে ছিল রজোগুণী বুদ্ধি, আর এখন তো আরোই তমোগুণী বুদ্ধি হয়েছে । প্রদর্শনীতে তো কত বোঝানো হয় কিন্তু কেউ খোড়াই বোঝে । ব্রাহ্মণদেরই স্যাপলিং লাগবে । তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে জ্ঞান আলাদা আর ভক্তি হল আলাদা । জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি হয় । এইজন্য বলাও হয় হে পতিতপাবন এসে দুঃখ থেকে আমাদের উদ্ধার করো । তারপর গাইড হয়ে সাথে করে নিয়ে যাবেন । বাবা এসে আত্মাদের নিয়ে যান । দেহ তো সব এখানেই শেষ হয়ে যাবে । বিনাশ হবে তো ! শাস্ত্রে তো এক মহাভারতের লড়াইয়ের কথা বলেছে । বলাও হয় যে এ হল সেই মহাভারতের লড়াই । সেই লড়াই তো লাগবেই। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার রাস্তা তো এই একটাই। বাবা বলেন--মামেকম্ স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর আত্মা আমার (শিববাবার) সাথে চলে যাবে । সবাইকে বার্তা দিলে অনেকের কল্যাণ হবে । আচ্ছা--

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যারা পড়াশোনায় বুদ্ধিমান(হোশিয়ার), ভালো বোঝাতে পারে-- তাদের সঙ্গ করতে হবে । তাদের সম্মান করতে হবে , কখনও অহঙ্কার করবে না ।

২) জ্ঞানের নতুন নতুন পয়েন্টকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে আর বোঝাতে হবে । এই খুশিতে থাকতে হবে যে আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী ।

বরদান --: সরলতার(ভোলাপন) সাথে সর্বশক্তির অধিকারী(almighty authority) হয়ে মায়াকে মোকাবিলা করতে সমর্থ শক্তি স্বরূপ ভব!

অনেক সময়ে সরলতা আমাদের ক্ষতি করে । সরলতা ভোলা(innocence) রূপ ধারণ করে । কিন্তু এমন ভোলা বা সরল হওয়া উচিত নয় যাতে কোনো কিছু মোকাবিলাই করতে না পারে। বাবা যেমন ভোলানাথ হওয়ার সাথে হলেন সর্বশক্তির অধিকারী(Almighty Authority)। সেইরকম তোমরাও সরলতার(ভোলাভাব) সাথে সাথে শক্তি স্বরূপ হও, তাহলে মায়ার গোলা তোমাকে আঘাত করতে পারবে না। বরং মায়া মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে নমস্কার করবে ।

স্লোগান -- তোমার হৃদয়ে স্মরণের পতাকা উত্তোলন করো, তবে প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলিত হতে থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা-তোমরা যখন সচেতন(বুদ্ধিসম্পন্ন) হয়েছো তখন তোমাদের কামাইয়ের অনেক শখ থাকা চাই। কাজকর্মের মধ্যেও সময় বের করে যদি বাবাকে স্মরণ করলে উপার্জন হতে থাকবে।"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা এখন এমন কোন শ্রীমত পাও যা কখনও পাও নি ?

উত্তর :- ১) তোমাকে এই সময় বাবা শ্রীমত দিচ্ছেন-- মিষ্টি বাচ্চারা, সকাল সকাল উঠে তোমরা যদি বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পাবে। ২) গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো থাকো, এমন শ্রীমত দ্বিতীয় কোনো সত্সঙ্গে তোমরা পাবে না। সেইসব সত্সঙ্গে বাবা এবং তাঁর বর্সার কোনো কথাই থাকে না।

গীত :- তুমিই মাতা পিতাও তুমি

ওম্ শান্তি। বিশেষতঃ ভারতে হলেও সারা দুনিয়ারতেই অনেক প্রকারের সত্সঙ্গ হয়। এমন কোনো সত্সঙ্গ, চার্চ বা মন্দির নেই যেখানে মানুষ বুদ্ধি দিয়ে এ কথা ভাবতে পারে যে, এখান থেকে আমরা ঈশ্বরীয় বর্সা বা উত্তরাধিকার পাচ্ছি। এখানে তোমরা বাচ্চারা এসেছো, সমস্ত সেন্টারেও বাচ্চারা বেহদের বাবার স্মরণে বসেছে-- এই বিচারধারা নিয়ে যে আমরা আমাদের বাবার থেকে সুখধামের বর্সা পাচ্ছি। অন্য কোনো সত্সঙ্গে বা চার্চে এ কথা কেউ বুঝবে না। এই কথা একমাত্র বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে। বাচ্চারা তোমরা জানো, তোমরা বেহদের বাবার স্মরণে বসেছো। বাবার থেকে নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গের বর্সা নিচ্ছে। সব বাচ্চারা এক শিববাবার থেকে এই বর্সা বা অধিকার নিচ্ছে। আস্তে আস্তে এই বাচ্চার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকলেরই এই শ্রীমত লাভ হয় যে-- ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো। আমরা বাবার থেকে এই বর্সা নেবো, কারণ আমরা এখন সেই (শিব)বাবার হয়েছি। বাবার থেকে আস্তা তারা তাদের পরিচয় পেয়েছে। বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন যে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকো। সবাই তো আর এখানে এসে থাকবে না। স্কুলে পড়ে সবাই যে যার ঘরে ফিরে যায়। সমস্ত বাচ্চারাই তাদের শিক্ষকের থেকে এই বর্সা পেতে পারে। এখানেও ঠিক তেমনই। রোজ পড়াশোনা করে তারপর ঘরে গিয়ে নিজেদের কাজকর্ম করো। তোমরা গৃহস্থ জীবনে আছো আবার একই সঙ্গে তোমরা ছাত্রও। গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকতে হবে। এমন কথা কোনো সন্ন্যাসীরাও বলে না। তোমরা এখানে আক্ষরিক অর্থেই বসে আছো। আবার গৃহস্থ জীবনে থেকেও তোমরা পবিত্র হতে থাকো। দ্বিতীয় কেউই এমন পবিত্রভাবে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারে না। যদিও মানুষ গীতা শোনে বা পড়ে কিন্তু বাবাকে স্মরণ তো আর করে না। কথা আর কাজের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। তোমরা জানো যে তোমাদের বাবা হলেন জ্ঞানে পরিপূর্ণ, তাঁর কাছে এই চক্রের নাটকের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। এখন বাবার থেকে তোমাদেরও এই জ্ঞান মিলছে। এই চক্র খুবই সুন্দর। এই যুগ পুরুষোত্তম হওয়ার কারণে তোমাদের জন্মও পুরুষোত্তম। অতিরিক্ত মাস হয় তাই না ?

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা বরাবর বাবার থেকেই পুরুষোত্তম তৈরী হই। মর্যাদা পুরুষোত্তম আমরা আবার নতুন করে তৈরী হচ্ছে। তারপর আবার ৪৪ জন্মের চক্র পার করবো এই জ্ঞানও আমাদের বুদ্ধিতে আছে। অন্য কোনো সত্সঙ্গে এ কথা বোঝানোই হয় না। তোমরা বুঝতে পারছো

যে আমরা এই হতে যাচ্ছি । একমাত্র শিববাবাই আমাদের এমন বানান । এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি দেখিয়ে তোমরা এই কথা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো । বরাবর ব্রহ্মার দ্বারা যোগবলের মাধ্যমে ঐনারা এই পদ পেয়েছিলেন । বুদ্ধিতে এই কথাকে ধারণ করতে হবে । ব্রহ্মা-সরস্বতী, লক্ষ্মী - নারায়ণের দুই রূপ দেখানো হয়েছে । ব্রহ্মা - সরস্বতীর সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদেরও দেখানো চাই । প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর খুব ভালো করে বিচার করতে হবে । বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো । ব্রহ্মাকেও বাবা বলেন যে-- আমাকে স্মরণ করো তাহলে এমন হতে পারবে । আবার ব্রহ্মামুখ বংশাবলীদের সবাইকে বাবা বলেছেন যে আমাকেই স্মরণ করো । কেমনভাবে স্মরণ করতে হবে, সেই কথাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমাদের সামনে ছবিও রাখা আছে । এই ছবি দিয়ে বোঝানোও খুব সহজ । বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে । প্রদর্শনীতেও এর উপর বোঝাও । তোমাদের বুদ্ধিতেও এ কথা নিশ্চিতভাবে বসা চাই যে, বরাবর ইনিই হলেন সকলের বেহদের শিববাবা । এই হিসাবেই আমাদের বেহদের বর্ষা পাওয়া চাই । আমরা নিরাকারী আত্মারা সকলেই ভাই-ভাই । যখন সাকারে আসি তখনই আমরা ভাই-বোন হই , আর তখনই এই পড়া পড়তে পারি । ব্রহ্মার বাচ্চারাই ভাই বোন হয় । বর্ষা(শিব)বাবার থেকেই পাওয়া যায় । এই কথা বুদ্ধিতে রাখা চাই । যে কোনো মানুষকে এ কথা বুঝিয়ে বলো । সবার প্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দাও । বলো আমরা সবাই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, সর্বব্যাপী বললে ফাদারহুড বোঝানো হয় । ফাদারহুড(সবাই বাবা হয়ে গেলে) বর্ষা কার থেকে পাওয়া যাবে ? সবাইকে বাবা বলার কারণেই মানুষ নামতেই থেকেছে । বর্ষা বা অধিকার কিছুই পায় নি । *সবাই ভাই ভাই বুঝতে পারলেই বাবার থেকে বর্ষা পাওয়া যাবে । **একথা সবাইকে খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারলে মানুষের বুদ্ধিতে যে অষ্ট দেব আদির বসে রয়েছে(অর্থাৎ মানুষ যে দেবদেবীর পূজা করে) সেইসব বুদ্ধি থেকে বের হয়ে যাবে । সবাইকে বলো আমাদের সকলের দুইজন বাবা । রুহানী বাবা অর্থাৎ আত্মার বাবা, যার দ্বারা সকলের সদ্গতি হয়, তিনিই আমাদের সুখ শান্তির বর্ষা দেন । এই বর্ষা পেয়ে সবাই সুখী হয়ে যায় । তাঁকে বলা হয় স্বর্গের গড ফাদার অর্থাৎ স্বর্গের রচয়িতা । প্রথমে বাবার প্রভাব তোমাদের বুদ্ধিতে বসানো চাই । ইনি হলেন আত্মাদের বেহদের বাবা । তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় । তোমরা আত্মারা হলে পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । এই কথাটা একেবারে নিশ্চিত করে নাও । আগে এই মূল কথাটা তাদের বুদ্ধিতে বসিয়ে দাও । এই কথা বুঝতে পারলে তাদের খুশীর পারা চড়তে থাকবে আর তখনই তারা বলবে "আমরা বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করবো । আমরা নিশ্চিত যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করে এই বিশ্বের মালিক হবো ।" এই খুশীর পরিমাণ তখন অনেক বেড়ে যাবে । যারা বুদ্ধিমান বা বুঝদার হবে তাদের বুদ্ধিতে এই কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবে এবং তারা বলবে যে, এমন বেহদের বাবা যিনি দাদার মধ্যে আসেন সকলের আগে তাঁর সাথে মিলিত হতে হবে । শিববাবা ব্রহ্মাবাবার দ্বারাই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন । তোমরা আত্মারা তাঁর সঙ্গে মিলন করতে না পারলে কেমন করে স্মরণ করবে ? বাচ্চাদের দত্তক(Adopt) নেওয়া হলেই স্মরণে আসে । দত্তকই যদি না নেওয়া হয় তাহলে কেমন করে স্মরণে আসবে ? প্রথমে তাঁর হও । এমন বাবার সাথে তো চট করে মিলন করা চাই । বাবাও এই কথাই জিজ্ঞেস করবেন যে , তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো তো ? আমি হলাম তোমাদের আত্মাদের বাবা । শিব বাবা তোমাদের সাথে কথা বলছেন । আমার আত্মার বাবা তাই তোমাদেরও বাবা । তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি এই নিশ্চয়তা আছে যে বরাবর সমস্ত আত্মার বাবা .একজনই । তিনিই বর্ষা দিয়ে থাকেন । তোমাদের পবিত্রও হতে হবে । একমাত্র বাবা ছাড়া সবাইকে ভুলে যেতে হবে । তোমরা আত্মারা ঘর অর্থাৎ পরমধাম থেকে নগ্ন এসেছিলে তাই না ! তোমাদের কোনো দেহ বা সম্বন্ধ ছিলো না । আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে

বড় হতে থাকে তখন তাকে বোঝানো হয় যে , ইনি হলেন তোমার বাবা আর ইনি অমুক । আত্মা তো সব সম্বন্ধ থেকেই পৃথক বা আলাদা । আত্মা যখন চলে যায় তখন বলা হয়-- আমি মরলে এই দুনিয়াও আমার কাছে মৃত । আত্মা বন্ধন মুক্ত হয়ে যায় । যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় শরীর পায় । মায়ের গর্ভ থেকে বাইরের দুনিয়ায় আসে , বুঝদার হলেই তখন সম্বন্ধের বিষয় বুঝতে পারে । সুতরাং এই কথাও তোমাদের বাচ্চাদের বোঝাতে হবে । বেঁচে থেকেও সমস্ত কিছু ভুলে যেতে হবে । এক বাবাকেই স্মরণ করা-- এটাই হল অব্যভিচারী স্মরণ । একেই যোগ বলা হয় । এখানে তো মানুষ অনেককেই স্মরণ করে । আর তোমাদের হল অব্যভিচারী স্মরণ । আত্মারা জানে এইসব শরীরের সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাবে । আমাদের সম্বন্ধ এক বাবার সাথে , যত বাবাকে স্মরণ করবে , ততই বিকর্ম বিনাশ হবে । এমন নয় যে মিত্র সম্বন্ধীদের স্মরণ করলে বিকর্ম হবে । *বিকর্ম তখনই হবে যখন কোনো ভুল কাজ করবে । বাকি অন্য কাউকে স্মরণ করলে বিকর্ম হবে না, *কিন্তু অবশ্যই সময় নষ্ট হবে । এক বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয় । পাপ কাটাবার এই একমাত্র যুক্তি । বাকি সম্বন্ধের মানুষজন তো অবশ্যই স্মরণে আসবে । শরীর নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করো, কিন্তু যত সময় পাওয়া যায় বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো তাহলে আত্মার খাদ বের হয়ে যাবে । মূল কথাই হল এটা । নিজের মনে বিচার করো যে পতিত থেকে পাবন কেমন করে হবে ? বাবাকে স্মরণ করতেই হবে, গৃহস্থ জীবনেও থাকতে হবে । সন্ন্যাসীরাও এক শরীর ছেড়ে গৃহস্থীর ঘরে গিয়েই জন্ম নেয় । এমন নয় যে তারা জন্ম - জন্মান্তরের জন্য পবিত্র হয়ে যায় । পাপহীন দুনিয়া তো এখন কোথাও নেই । এ হল পাপের দুনিয়া । এর থেকে কেউই বেরোতে পারে না । পাপের দুনিয়ায় থাকার কারণে কিছু না কিছু কমতি অবশ্যই থাকে । বাকি দুনিয়া তো দুই ধরনের । *পাপের দুনিয়া আর পাপহীন দুনিয়া, পবিত্র দুনিয়ায় দেবতারা থাকতেন, তাহলে সহজভাবে এই কথা বোঝানো যাবে । এই পতিত দুনিয়ার এখন বিনাশের সময় উপস্থিত হয়েছে । এই বিনাশ হওয়ার আগে বেহদের বাবার থেকে বর্সা নিতে হবে । বাবা বলেন-- দেহের সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । বাবা বলেন-- তোমরা আমাকে পতিত পাবন বলো না ! গঙ্গাস্নান তো অনেকেই করে । তাতে কেউই পবিত্র হতে পারে না । প্রদর্শনীতে খুব ভালোভাবে বোঝাতে হয় । *প্রজাপিতাকে তো এখানেই চাই তাই না ? নীচে ছবিতে দেখানো হয় ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীরা তপস্যারত । তাই এই কথা খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । প্রত্যেককেই খুব আন্তরিকভাবে বোঝাতে হবে । ভাসা-ভাসা(ওপর-ওপর) বোঝালে নাম বদনাম হয়ে যাবে । যদি দেখো তুমি কিছু ঠিক করে বোঝাতে পারছো না তাহলে বলো যে অন্য বোনকে পাঠাচ্ছি । এক এক জন অন্যদের থেকে বেশ তীক্ষ্ণ হয় । প্রদর্শনী বা মেলাতেও লক্ষ্য রাখতে হয় যে সবাই ঠিক মতো বোঝাতে পারছে, তর্কে জড়িয়ে পড়ছে না তো! গেটেও সবাইকে চেনে এমন লোক রাখতে হবে । নানান ধরনের লোকজন আসে তাই না ? বড় মানুষদের অবশ্যই সম্মান দিতে হবে । তফাত তো অবশ্যই থাকবে । এরকম ভাবা উচিত নয় যে এ বেশী প্রিয় আর ও প্রিয় নয় । দূরকম মনোভাব, না তা নয় । একে দূরকম মনোভাব বলা হয় না । অনেকে ভাবে যে এখানে বড় মানুষদের বেশী সম্মান দেওয়া হয় । যারা সেবাপরায়ণ তাদের তো খাতির করতেই হবে । কেউ যদি বাড়ী বানিয়ে দেয় তাহলে তো তাকে অবশ্যই খাতির করতে হবে । তোমাদের জন্যই বাড়ী তৈরী হবে তাই না ? যারা পরিশ্রম করে রাজা হবে , প্রজারা তো তাদের অবশ্যই খাতির করবে । কম পদ পাওয়া লোকেরা উঁচু পদ পাওয়া লোকেদের তো অবশ্যই খাতির করবে । সারা দুনিয়ার আত্মারা এই বেহদের শিববাবার সন্তান । কিন্তু শিববাবা এই ভারতেই এসেছেন । ভারতবাসীরা প্রথমে উঁচু ছিল কিন্তু এখন নীচে নেমে গেছে । তাই বাবা বলেন যে আমি এখন তোমাদের পড়াতে এসেছি । আমি

ভারতেই আসি তাতে সকলের কল্যাণ হয় । বিশেষ ("In particular") আর সাধারণ ("In general") তো আছেই না ! এখন ভারত নরক হয়ে গেছে, একে আবার নতুন করে স্বর্গ বানাতে হবে । তাই ভারতেই বাবা আসবেন অন্য কোথাও গিয়ে কি করবেন ? ভারতেই ভক্তিমার্গে সবার প্রথমে জাঁকজমকপূর্ণ সোমনাথ মন্দির বানানো হয়েছিলো । যেমন ভাবে একের পর এক বড় চার্চ বিলেতে বানানো হয় কেননা সেখানে পোপের রাজত্ব । সমস্ত চার্চ একরকম হয় না । সেখানেও ক্রমানুসারে চার্চ তৈরী হয় । সোমনাথ মন্দির কত হীরে জহরত খচিত ছিল কিন্তু মুসলমানরা সব লুণ্ঠ করে নিয়ে চলে গেছে । সেই মন্দির ধনসম্পত্তিতে পূর্ণ ছিল । চার্চ থেকে কি আর লুণ্ঠ করা যাবে ? মানুষ এইসব ধন সম্পত্তি আর অর্থের পিছনে পড়ে থাকে । মহম্মদ গজনবী কত কিছু নিয়ে গেছে । তারপর ইংরেজ এসেছিল , তারাও এখান থেকে ধন নিজেদের দেশে পাঠিয়েছিল । তারাও অনেক ধন নিয়ে গিয়েছিল । এখন তোমরা সেই ধন আবার ফেরত পাচ্ছ । তারা কোটি কোটি টাকা দেয় । সঠিক সময়ে সেসব তোমরা পাচ্ছ । হিসাব মতো সে সব না পেলে প্রয়োজনের সময় কি করে চলবে ! বাবা বোঝান যে এই নাটক কেমনভাবে বানানো হয়েছে । এই দেনা - পাওয়ার হিসাব আসলে কি । এখন তোমাদের বাচ্চাদের স্বর্গের মালিক হতে হবে । এই পৃথিবীর ইতিহাস আর ভূগোল কেমনভাবে এই চক্রে বারে বারে ফেরে তাও বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে । তবুও বাবা বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা "মনমনাভব ।" এই সমস্ত আবার রিপিট হবে । সমস্ত জিনিসই সত্য থেকে তমোপ্রধান হয়ে যাবে । দিনে তোমরা কাজকর্ম করো তাই সেই সময় বাদ দিয়ে বাকি সময় বাবাকে স্মরণ করো । কাজকর্ম করতে করতেও অনেক সময় কিছু সময় পাওয়া যায় । কিছু কিছু মানুষের এমনই কাজ থাকে শুধু সই করতে হয়, আর কিছুই করতে হয় না । এমন অনেকেই আছে যারা ফ্রি থাকে । তবুও রাত তো সম্পূর্ণ নিজের । দিনে তোমরা শরীর নির্বাহের জন্য কাজ করো কিন্তু রাতে এই ভাগ্যের কামাই করো । এই কামাই হল ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য । বলা হয় যে এক মুহূর্ত বা আধ মুহূর্তও যদি বাবার স্মরণে থাকো তাহলেও তোমাদের অনেক কামাই হবে । যারা সচেতন বাচ্চা, তারা বুঝতে পারবে যে বরাবর আমরা অনেক কামাই করতে পারবো । কেউ কেউ আবার চার্টও লেখে-- আমরা এতটা সময় ধরে বাবাকে স্মরণ করি । অগুণ্ঠন অবস্থায় কেউই নিজের দিনচর্যা লিখত না । তোমরাও যদি চার্ট লেখো তাহলে তোমাদের নিজেদের উপর নজর থাকবে । এতে কোনো সময় নষ্ট হয় না । কোনো বিকর্মও হয় না ।

আচ্ছা - মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দ্বৈত ভাবনাকে সমাপ্ত করে সকল আত্মাকে সম্মান দিতে হবে । যে কোনো আত্মাকেই আন্তরিকভাবে বোঝাতে হবে । ঈশ্বরীয় উপার্জনে ব্যস্ত থাকতে হবে ।

২) বেঁচে থেকেও সবকিছু ভুলে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে । সাথে সাথে সচেতন হয়ে অবিনাশী কামাইও করতে হবে । বাবাকে কতটা স্মরণ করছে সেই চার্টও রাখতে হবে ।

বরদান :- নিজের শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা পতিত বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন কারী পতিত-পাবনী হও।

বায়ুমন্ডল যেমনই হোক নিজের শক্তিশালী বৃত্তি সেই বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করতে পারে। বায়ুমন্ডল বিকারী হলেও নিজেদের বৃত্তি যেন নির্বিকারী হয়। যে পতিত বায়ুমন্ডলকে পবিত্র করতে পারে, সে কখনো পতিত বায়ুমণ্ডলের বশীভূত হয় না। মাষ্টার পতিত পাবনী হয়ে নিজের শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা অপবিত্র বা কমজোর বায়ুমন্ডলের পরিবেশকে দূর করে, এই অপবিত্র বায়ুমণ্ডলের বর্ণনা করে না। কমজোর বা অপবিত্র বায়ুমণ্ডলের বর্ণনা করাও পাপ।

স্লোগান :- এখন ধরিগ্রীতে পরমাত্মার পরিচয়ের বীজ বপন করো তাহলে প্রত্যক্ষতা হবে।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা-- তোমরা রুহানি বাবার থেকে নতুন নতুন আধ্যাত্মিক(রুহানী) কথা শুনতে পাচ্ছো, তোমরা জানো যে, আমরা আল্লাহ যেন নিজের নিজের রূপ বদলে এসেছি তেমন ভাবে বাবাও এসেছেন । "

প্রশ্ন :- ছোট ছোট বাচ্চারা, বাবা যা বোঝাচ্ছেন সেটা যদি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো, তবে তোমরা কোন্ উপাধি(টাইটেল) নিতে পারো ?

উত্তর :- আধ্যাত্মিক নেতার (spiritual leader) উপাধি। ছোট বাচ্চারা যদি কোনো সাহসী বা প্রশংসনীয় কাজ করে দেখায়, বাবার কাছ থেকে যা কিছু শুনছে তাতে মনোযোগ দেয়, এবং অন্যদেরও বোঝায়, তবে সে সকলের স্নেহের পাত্র হয়ে উঠবে। এতে বাবার খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়বে।

গীত:- ছোড় ভী দে আকাশ সিংহাসন.... (ওই আকাশ সিংহাসন থেকে নেমে এসো এবার.....)

ওম শান্তি । বাচ্চারা বাবাকে ডেকেছে, বাবাও তাতে সাড়া দিয়েছেন । বাস্তবে তোমরা বাচ্চারা কি বলো? বাবা আবার তুমি এই রাবণ রাজ্যে এসো । কথাতেও আছে না-- আবার মায়ার ছায়া পড়েছে । মায়া বলা হয় রাবণকে । সেই জন্যই তো ডাকে যে বাবা আবার এসো। রাবণের রাজ্যে অনেক দুঃখ । আমরা অনেক দুঃখী, পাপী-আত্মা হয়ে গেছি । এখন বাবা বাস্তব রূপে আছেন । বাচ্চারা জানে যে, আবার সেই মহাভারতের যুদ্ধ সামনে উপস্থিত । বাবা জ্ঞান আর রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ডাকাও হয়ে থাকে যে, হে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, নিরাকারের থেকে এসে সাকার রূপে এসো, রূপ বদল করো । বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরাও ওখানকার বাসিন্দা-- যেটা হল ব্রহ্ম মহাত্ম বা নিরাকারী দুনিয়া । তোমরাও রূপ বদল করেছো । এটা কেউ জানে না । যে আত্মা নিরাকার, সেই আত্মা আবার সাকার শরীর ধারণ করে । সেটা হল নিরাকারী দুনিয়া, এটা হল সাকারী দুনিয়া। আর সেটা হল সূক্ষ্ম(Subtle world, আকারী দুনিয়া), সেটা আবার আলাদা । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা শান্তিধাম বা নির্বাণধাম থেকে আসি। বাবাকে যখনই প্রথম নতুন দুনিয়ার রচনা করতে হয়, তখন তিনি প্রথমে সূক্ষ্ম লোকেরই রচনা করবেন । সূক্ষ্মলোকে তোমরা এখন যেতে পারো, আর কখনোই যেতে পার না । প্রথম যখন তোমরা আসো, তখন তো সূক্ষ্ম লোক হয়ে(via) আসো না। সোজাসুজি চলে আসো। এখন তোমরা সূক্ষ্মলোকে আশা যাওয়া করতে পারো । পায়ে হেঁটে যাবার কোনো ব্যাপার নেই এখানে । এ তো তোমাদের সাক্ষাৎকার হয়, বাচ্চারা, তোমাদেরই হয় । মূল দুনিয়ারও সাক্ষাৎকার হতে পারে, কিন্তু যেতে পারবে না । বৈকুণ্ঠেরও সাক্ষাৎকার হতে পারে, কিন্তু যেতে পারবে না । যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হবে । তবে তোমরা এটা বলতে পারবে না যে, আমরা সূক্ষ্মলোকে যেতে পারব। তোমরা সাক্ষাৎকার করতে পারো । সেখানে শিববাবা, দাদা আর তোমরা বাচ্চারা আছো। তোমরা এখন কত নতুন নতুন আধ্যাত্মিক(রুহানি) কথা শুনছো । এসব কথা দুনিয়ায় কেউ জানে না । যদিও বলা হয় নিরাকারী(incorporeal) দুনিয়া, কিন্তু এটা কেউ জানে না যে, সেটা কেমন । প্রথমত আত্মা কি তাই জানে না, তাহলে আর নিরাকারী দুনিয়াকে কি করে জানবে! বাবা-সম সর্বপ্রথম এসে আত্মা

কি তা অনুভব (realisation) করান । তোমরা আল্লাহ আবার রূপ বদল করছো, অর্থাৎ নিরাকার থেকে সাকার এসেছ ।

তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে, আল্লাহ কেমন করে ৮৪ জন্ম ভোগ করে । এই সমস্ত পাঁচ আল্লাহ মধ্যে রেকর্ডের মতো ভরা আছে । যদিও আগেও এইসব কথা বলেছি। বাবা বলেন-- এখন আমি তোমাদের গুহ্য রমণীয় কথা শোনাই । যা তোমরা আগে জানতে না, যা এখন জানতে পারছো । নতুন নতুন পয়েন্ট বুদ্ধিতে এলে অন্যদেরও তৎক্ষণাৎ বোঝাতে পারো । দিন দিন ব্রাহ্মণদের বৃক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে । এইটাই আবার দৈবী বৃক্ষে পরিণত হবে। ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে । দেখতে সংখ্যায় ছোট মনে হয় । যেমন পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতকে কত ছোট মনে হয় । কিন্তু বাস্তবে ভারত কত বিশাল । তেমনই জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বলা হয় যে-- "মনমনাভব" অর্থাৎ "ঈশ্বরকে" (অক্ষ) স্মরণ করো। বীজ কত ছোট হয় । তার থেকে কত বড় বৃক্ষের সৃষ্টি হয় । এই ব্রাহ্মণ কুলও তো কত ছোট, কিন্তু এর বৃদ্ধি হতেই থাকে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা এই সময় ব্রাহ্মণ আছি, তারপর দেবতা হবে। ৮৪ জন্মের সিঁড়ি তো খুব ভালো । তোমরা (বাচ্চারা) এটা বোঝাতে পারো, যে ৮৪ জন্মগ্রহণ করে সেই বুঝতে পারে, তারপর কেউবা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে, কেউ ৮০ জন্মগ্রহণ করে । এইটা তো বুঝতে পারো যে তোমরা এই দৈবী কুলের অন্তর্গত । আমরা সূর্যবংশী ঘরানার হবে । যদি অসফল হই তো আবার দেরি করে আসব । সবাই এক সঙ্গে তো আসবে না । অনেকে জ্ঞান নিলেও, একসঙ্গে সবাই আসবে না। একসাথে যাওয়া, আসবে অল্প অল্প করে-- এ তো জানা কথাই , তাই না! সবাই একসঙ্গে কেমন করে ৮৪ জন্ম নেবে! বাবাকে তো ডাকাই হয়-- বাবা আবার এসে গীতার জ্ঞান দান করুন । তাহলে এইটা প্রমাণ হয় যে, যখন মহাভারতের যুদ্ধ হয়, সেই সময়ই বাবা এসে গীতার জ্ঞান শোনান । তাকেই রাজযোগ বলা হয় । তোমরা এখন রাজযোগ শিখছ । কল্পে কল্পে, ৫ হাজার বছর বাদে বাবা এসে আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন । সত্য নারায়ণের কথা শোনান হয় না । তাঁরা কোথা থেকে এসেছেন , তারপর আবার কোথায় চলে গেলেন ! তা জানে না । বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা, রাবণের যে ছায়া এখন পড়েছে, ড্রামা অনুযায়ী সেই রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হয়ে যাবে । সত্যযুগে রামরাজ্য থাকে, আর এই সময় এখানে রাবণ রাজ্য আছে। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে, আমরা যে জ্ঞান লাভ করেছি, সেই জ্ঞান এই দুনিয়ায় কারোর নেই । আমাদের এই নতুন পড়াশোনা, নতুন দুনিয়ার জন্য । গীতাতে কৃষ্ণের নাম লেখা আছে, সেটা তো একটা পুরোনো বিষয় । তোমার এখন নতুন কথা শুনছো । লোকে বলবে যে, এ তো কখনো শুনিনি যে শিব ভগবানুবাচ, আমরা তো কৃষ্ণ ভগবানুবাচ শুনে আসছি । তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য সব কিছু নতুন (every thing new) শুনছো । এটা তো সবাই জানে যে ভারত হল প্রাচীন । কিন্তু কখন ছিল, এবং এই লক্ষী নারায়ণ-এর রাজ্য কেমন করে চলেছে, এঁনারা কেমন করে রাজ্য পেলেন, তারপর আবার কোথায় চলে গেলেন-- এসব কারও বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না । কি হয়েছিল যে এনাদের রাজ্য শেষ হয়ে গেল । কার জিত হল, কেউ কিছু বুঝতে পারে না, আর সেই জন্যই লোকেরা সত্যযুগকে লক্ষ বছরের বলে থাকে। এটা তো হতে পারে না যে লক্ষী নারায়ণ লক্ষ বছর ধরে রাজত্ব করছেন । তাহলে তো সূর্য বংশী রাজা অনেক আছেন । কারোর তো নাম নেই । ১২৫০ বছরের কথা কেউ জানে না, তারপর লক্ষী-নারায়ণ এর রাজত্ব কতদিন চলেছে, এটাও ঠিক কেউ জানে না, তাহলে আবার লক্ষ বছরের কথা কি করে জানবে । কারও বুদ্ধি কাজ করছে না । এখন তোমাদের মধ্যে থেকে ছোটরাও কেউ ঝট করে এ কথা বুঝিয়ে দিতে পারবে । এসব তো খুব সহজ । সমস্ত কাহিনীই ভারতের উপর রচিত । সত্য,

ত্রৈতা যুগে ভারতবাসী রাজা ছিল। আলাদা আলাদা চিত্রও আছে। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ছিল। এখানে তো হাজার বছর বলে দিয়েছে। বাবা বলেন-- এ তো পাঁচ হাজার বছরের কাহিনী। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে লক্ষী নারায়ণ-এর রাজত্ব ছিল। সাম্রাজ্য (dynasty) ছিল, তারপর পুনর্জন্ম নিতে হল। ছোট ছোট কন্যারা এতটুকু জিনিসও যদি বসে বোঝাও, তাহলে সবাই বুঝতে পারবে যে এর তো খুব ভালো জ্ঞান (নলেজ)এর কথা পড়া আছে। এই আধ্যাত্মিক (spiritual) জ্ঞান (knowledge) একমাত্র আধ্যাত্মিক পিতা (spiritual father) ছাড়া আর কারও কাছে নেই। তোমরাও বলবে আমাদেরকেও স্পিরিচুয়াল ফাদার এসে বলেছেন। আত্মা শরীরের দ্বারা শুনে থাকে। আত্মাই বলে থাকে যে আমরা ওমুক হয়েছি। মানুষ নিজেকে নিজে উপলব্ধি (self realise) করে না। আমাদের বাবা উপলব্ধি (realise) করিয়েছেন। আমরা আত্মারা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। এই রকম সমস্ত কথা যদি বোঝানো হয়, তাহলে সবাই বলবে যে এর তো খুব ভালো জ্ঞান আছে। ঈশ্বর তো নলেজ ফুল তাই না! গাওয়াও হয়-- গড ইজ নলেজফুল, ক্লিসফুল (পরম সুখদায়ী), লিবরেটর (মুক্তিদাতা), গাইড (পথনির্দেশক) কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবেন, সেটা তো কেউ জানে না। বাচ্চারা তো এই সমস্ত বোঝাতে সক্ষম। (স্পিরিচুয়াল ফাদার) আধ্যাত্মিক পিতা নলেজফুল, তাঁকে পরম সুখদায়ী (ক্লিসফুল) বলা হয়। মুক্তি (লিবরেট) তখনই দেন যখন মানুষ খুব দুঃখী থাকে। এক হল রাবণের রাজ্য। বলা হয়-- হেভেনলী গড ফাদার। হেলকে (নরক) রাবণ রাজ্য বলা হয়। এই সমস্ত জ্ঞান কাউকে যদি শোনানো হয়, তক্ষুণি বলবে চলো সবাইকে গিয়ে এ কথা শোনাও। কিন্তু জ্ঞানের ধারণা খুব ভালো বা পোক্ত হতে হবে। ম্যাগাজিনে প্রদর্শনীর চিত্রও আছে, তার থেকে আরো ভালো করে বুঝতে পারলে এই বিষয়ে আরো অনেক সার্ভিস করতে পারবে।

এই বাচ্চা (জয়ন্তী বোন) লন্ডনে গিয়ে নিজের টিচারকে বোঝাতে পারেন। ওখানে লন্ডনে এই সার্ভিস করতে পারেন। দুনিয়ায় ঠকবাজ কম নেই। রাবণ তো সবাইকে ঠকবাজ বানিয়ে দিয়েছে। বাচ্চারা সম্পূর্ণ পৃথিবীর হিস্টি, জিওগ্রাফী বোঝাতে পারে। লক্ষী-নারায়ণ-এর রাজত্ব কতদিন চলেছে, তারপর ওমুক সম্ভবত (বর্ষ) থেকে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্ম শুরু হয়েছে। বৃদ্ধি হতে হতে বিভিন্ন ধর্মের বৃক্ষ কত বড় হয়ে যায়। আধাকল্প পরে আরো ধর্ম আসে। এই রকম সমস্ত কথা যদি এখানে শোনানো হয় তাহলে শ্রোতারা সব তাকে স্পিরিচুয়াল লিডার (আধ্যাত্মিক নেতা) বলবে, বলবে এনার মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আছে। তারপর আবার বলবে— এই জ্ঞান তো ভারতবর্ষে পাওয়া যাচ্ছে। স্পিরিচুয়াল গড ফাদার (আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় পিতা) এই জ্ঞান প্রদান করছেন। তিনিই হচ্ছে বীজরূপ। এটা হল উল্টো বৃক্ষ। বীজ হলেন নলেজফুল। বীজের মধ্যে তো বৃক্ষের জ্ঞান ভরা থাকবে, তাই না! এ হল বিভিন্ন ধর্মীয় ঝড়। একে ভারতের দৈবী (Deity Religion of Bharat) ধর্ম বলা হয়। প্রথমে লক্ষী-নারায়ণের রাজ্য, তারপর রাম সীতার রাজ্য। অর্ধকল্প ধরে এই সব চলতে থাকে, তারপর আসে ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি..... বৃক্ষের বৃদ্ধি হতেই থাকে। এই ভাবে যদি বাচ্চারা ভাষণ দেয়, আর বোঝায় যে এই বৃক্ষ কেমন করে উদ্ভূত (emerge) হয়। এই সৃষ্টিচক্র কেমন করে আবর্তিত হয়, আমরা বোঝাতে পারি। বিলেতে তো আর কেউ নেই বোঝাবার জন্য। এই বাচ্চা গিয়ে বোঝাতে পারে যে, এখন লৌহযুগ (আয়রণ এজ) এর অন্তিম কাল, স্বর্ণযুগ আসছে, এই সব শুনলে ওরা খুব খুশি হয়ে ওঠে। বাবা অনেক যুক্তি তথ্য দিতে থাকেন, তাতে খুব মনোযোগ দেওয়া উচিত। ছোট বাচ্চারা যেন অনেক সম্মান পায়। ছোট কেউ যদি সাহসী কাজ করে, তাহলে তাকে অনেক ভালোবাসা হয়। বাবার বলছেন যে এই রকম সমস্ত

বাচ্চারা যদি এইসব কথায় মনোযোগ দেয় তাহলে তারা আধ্যাত্মিক নেতা(স্পীরিচুয়াল লিডার) হতে পারে । আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় পরমপিতা আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন । কৃষ্ণকে গড ফাদার বলা ভুল। ঈশ্বর তো নিরাকার । আমরা সব আত্মারা ভাই ভাই, উনি(ঈশ্বর) হলেন বাবা । লৌহযুগে মানুষ যখন দুঃখী হয়ে পড়ে, তখন বাবা আসেন । লৌহ যুগে বাবাকে আসতে হয় স্বর্ণযুগ স্থাপন করতে । ভারত প্রাচীন কালে সুখধাম ছিল, ভারত স্বর্গ ছিল। খুব কম সংখ্যক মানুষ ছিল । বাকি এতো সব আত্মারা কোথায় ছিল ! শান্তিধামে ছিল, তাই না । তাহলে এই ভাবেই সব বুঝতে হবে । এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই । এতো কেবল কাহিনী । কাহিনী তো আনন্দের সাথে বলা হয় । পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল কেমন করে রিপোর্ট হয়, এই সব কাহিনী বলতে পারো । জ্ঞান শোনাতে পারো । তোমাদের তো এই সব খুব ভালো ভাবে স্মরণে রাখতে হবে । বাবা বলেন-- "আমার আত্মাতে সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান রয়েছে, যা আমি রিপোর্ট করি"। নলেজ ফুল(জ্ঞানী) বাবা বাচ্চাদের নলেজ (জ্ঞান) দিচ্ছেন । এই বাচ্চা(জয়ন্তী বোন) এই জ্ঞান দান করলে, তারা অন্যদেরও ডাকতে বলবে জ্ঞান শোনানোর জন্য। তখন বলবে যে, হ্যাঁ ডাকতে পারি, কেননা তারা জানতে চাইছে যে ভারতের প্রাচীন রাজযোগ কেমন ছিল ! যার দ্বারা ভারত স্বর্গ হয়েছিল-- সেটা যদি কেউ বোঝাতো । সন্ন্যাসীরা আর কি শোনাবে? আধ্যাত্মিক জ্ঞান কেবল গীতায় আছে। সন্ন্যাসীরা তো সেই গীতাই শুনিয়ে থাকেন । গীতা কত পড়া হয়, কণ্ঠস্থ করা হয় । এইটাই কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান? এইসব তো মানুষের নামে বানানো হয়েছে । আধ্যাত্মিক জ্ঞান তো মানুষ তো দিতে পারে না । তোমরা এখন পার্থক্য বুঝতে পারছো-- গীতায় যা আছে, আর বাবা যা কিছু বলেন তাতে দিন রাত্রির প্রভেদ । বাবা জ্ঞান দিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে । সত্যযুগে কৃষ্ণের এই জ্ঞান ছিলই না । নলেজ ফুল তো হলেন একমাত্র বাবা। কি খটোমটো ব্যাপার ! কৃষ্ণের আত্মা যখন সত্যযুগে ছিল তখন এই জ্ঞান ছিল না । কত জট পাকিয়ে দিয়েছে । বিদেশে গিয়ে তোমরা বাবার নাম উচ্ছ্বল করতে পারো । ভাষণ দিতে পারো । বলো, পৃথিবীর হিস্ট্রি জিওগ্রাফীর জ্ঞান আমরা তোমাদের দিতে পারি । ঈশ্বর স্বর্গের স্থাপনা কেমন করে করেন, তারপর আবার স্বর্গ থেকে নরক কেমন করে হয়ে যায়, এই সব আমরা তোমাদের বোঝাব । এই পয়েন্ট গুলি বসে লেখো, কোনো পয়েন্ট না বাদ চলে যায় । আবার মনে পড়লে লিখে রাখো । এইভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকলে খুব ভালো লেখা হবে, খুব ভালো বোঝাতে পারবে আর অনেক সুনামও হবে । এখান থেকেও বাবা কাউকে বাইরে পাঠাতে পারেন । এরা গিয়ে বোঝাতে পারলে খুবই ভালো । সাতদিনে খুব বুদ্ধিমান হয়ে যেতে পারে । বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে, বীজ আর ঝাড় কি, বিস্তৃত ভাবে বোঝাতে হবে । চিত্র বানিয়ে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে । সার্ভিসের রুচি থাকা দরকার । উঁচু পদও হবে । জ্ঞান খুব সহজ । এ হল পুরানো ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া । স্বর্গের কাছে এই পুরানো দুনিয়া যেন গোবর তুল্য, এর থেকে দুর্গন্ধ বের হয় । ওটা(স্বর্গ) হল সোনার ভুবন(দুনিয়া), আর এটা (পুরোনো দুনিয়া) হল গোবরের দুনিয়া । তোমরা তো জানো যে তোমরা এখন এই শরীর ছেড়ে গিয়ে প্রিন্স-প্রিন্সেস হয়ে যাবে । সেই রকম স্কুলে পড়তে যাবে । ওখানে এমন বিমান হবে, যা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত(ফুল-ফ্রফ) হবে । এই খুশীতে অন্তর যদি পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে কোনো কথায় কান্না আসবে না । তোমরা তো জানছো যে আমরা প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো। তাহলে তো তোমাদের অন্তর খুশীতে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত, তাই না ! ভবিষ্যতে এই রকম স্কুলে যাব, এই - এই ভাবে সব করবো । বাচ্চারা না জানি কেন সব ভুলে যায় । অত্যন্ত নেশা থাকা চাই । আচ্ছা--

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা- পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পুরোনো ছিঃ ছিঃ গোবর তুল্য দুনিয়াকে বুদ্ধি থেকে বাইরে বের করে বা ভুলে সত্যযুগী দুনিয়ার স্মরণ করে অপার খুশী ও নেশাতে থাকতে হবে । কখনো কাঁদবে না ।

২) বাবা যে গুহ্য রমণীয় কথা শোনান সেই সব বুদ্ধিতে ধারণ করে সবাইকে বোঝাতে হবে । স্পীরিচুয়াল লিডার-এর খেতাব বা টাইটেল নিতে হবে ।

বরদান :- নিজের সর্ব শ্রেষ্ঠ স্থিতির দ্বারা মায়াকে নিজের সামনে নত করে হাইয়েস্ট(সর্বোচ্চ) পদের অধিকারী ভবঃ (হও) ।

যেমন মহান আল্লাহা কখনো কারোর কাছে নত হন না, তাঁদের কাছে সবাই মাথা নত করে । তেমনই তোমরা বাবার দ্বারা বাছাই করা সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহা, যে কোনো স্থানে, যে কোনো পরিস্থিতিতে, অথবা মায়ার দ্বারা ভিন্ন- ভিন্ন আকর্ষণীয় রূপের কাছে নিজেকে নত করবে না। এখন থেকে যদি সর্বদা নত করানোর স্থিতিতে স্থির থাকবে তবেই সর্বোচ্চ পদের অধিকার প্রাপ্ত করবে । এই রকম আল্লাদের সামনে সত্যযুগের প্রজা স্বমান-এর সাথে নত হবে আর দ্বাপরে তোমাদের স্মরণ করে ভক্ত নত হতে থাকবে ।

স্লোগান :- কর্মের সময় যোগের ভারসাম্য সঠিক থাকলে, তবেই বলা হবে কর্মযোগী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা-- সত্য বাবা সৎখণ্ড স্থাপন করেন, তোমরা বাবার কাছে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্যিকারের জ্ঞান শুনতে"

প্রশ্ন:- তোমাদের বাচ্চাদের নিজের গৃহস্থ ব্যবহারে অনেক বেশী বুঝে শুনে চলতে হবে-- কেন?

উত্তর:- কারণ তোমাদের মত ও পথ সকলের থেকে আলাদা। তোমাদের জ্ঞান হল গুপ্ত। সেইজন্য বিশাল বুদ্ধি হয়ে সকলের সাথে কর্তব্য পালন হবে। ভিতরে যেন এই ভাব থাকে যে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই বা ভাই- বোন । কিন্তু এরকম নয় যে স্ত্রী নিজের পতিকে বলবে তুমি হলে আমার ভাই । এতেঅন্যেরা শুনলে ভাববে এর কি হল। যুক্তির দ্বারা চলতে হবে।

ওমশান্তি। রুহানি বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। রুহানি শব্দটা না বলে শুধু বাবা বললেও বোঝা যাবে যে তিনিই রুহানি বাবা । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। সবাই নিজেদের ভাই-ভাই তো বলেই থাকে। তো বাবা বসে বোঝান বাচ্চাদেরকে। সবাইকে তো বোঝাবেন না নিশ্চয়। গীতাতেও লেখা আছে ভগবান উবাচ। কার প্রতি? ভগবানেরই সব সন্তান । উনি ভগবান বাবা, তো ভগবানের সন্তানরা হল সকলে ব্রাদার্স । ভগবানই বুঝিয়ে থাকবেন। রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে, তোমাদের ছাড়া আর কারও এরকম ভাবনা চলতে পারে না। যারা যারা এই বার্তা পাবে, তারা বিদ্যালয়ে আসতে থাকবে, পড়তে থাকবে। ভাববে প্রদর্শনী তো দেখেছি, এখন গিয়ে আরো ভালো করে শুনি। সবার আগে মুখ্য কথা হল জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন, গীতা জ্ঞান দাতা শিব ভগবান উবাচ। ওঁরা যেন বুঝতে পারে যে ওঁদের কে শিক্ষা দেন, কে বোঝান । তিনি হলেন পরম আত্মা, জ্ঞানের সাগর নিরকার । উনি হলেনই সত্য। উনি সত্যই বলবেন তাতে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তোমরা সব ছেড়ে দিয়েছ, সত্যের উপর। তো সবার প্রথমে তো এটা বোঝাতে হবে যে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্ম দ্বারা রাজযোগ শেখান। এটা হল রাজ্য পদ-মর্যাদার ব্যাপার। যাদের নিশ্চয় হয়ে যাবে যে যিনি হলেন সকলের বাবা পারলৌকিক বাবা-ই বসে বোঝাচ্ছেন, তিনিই হলেন হাইয়েস্ট অথোরিটি। তাহলে দ্বিতীয় কোনো প্রশ্নই উঠতেই পারে না। উনি হলেন পতিত-পাবন। উনি যখন এখানে আসেন তবে নিশ্চয় নিজের সময় অনুসারেই আসবেন । তোমরা দেখছোও যে এটা হল সেই মহাভারত লড়াই । বিনাশের পরে নির্বিকারী (Viceless) দুনিয়া হবে। মানুষ জানে না যে ভারতই নির্বিকারী ছিল। এখন তাদের বুদ্ধি কাজ করে না । গোদরেজের তালা লেগে আছে। তার চাবি একমাত্র বাবার কাছেই আছে। এইজন্য এটা কারও জানা নেই যে তোমাদের পড়ান কে। তারা ভাবে এই দাদা-ই (ব্রহ্মা বাবা) বুঝি পড়ান, তাই টিকাটিপ্পনি করতে থাকে, অপপ্রচার করতে থাকে। সেইজন্য সবার আগে এটা বোঝাও যে এতে লেখা আছে-- শিব ভগবানউবাচ। তিনি হলেন সত্য। বাবা হলেন নলেজফুল । সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকে তিনিই বোঝান। এই শিক্ষা এখন তোমরা এই বেহদের বাবার কাছ থেকে পাচ্ছ । উনিই হলেন সৃষ্টির রচয়িতা, পতিত সৃষ্টিকে পাবন বানান। তাই সবার আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সেই পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক । উনি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য জ্ঞান দেন।

বাচ্চারা জানে বাবা হলেন সত্য, যিনি সত্যখণ্ড বানান। তোমরা এখানে এসেছ-ই নর থেকে নারায়ণ হতে। কেউ ব্যারিস্টারী পাশ করলে ভাববে আমি ব্যারিস্টার হতে এসেছি। এখন তোমাদের নিশ্চয়

হয়েছে যে আমাদের ভগবান পড়ান। *এ কথায় নিশ্চয় আসার পরেও কারো কারো মনে সংশয় এসে পড়ে, তখন সবাই তাকে বলে যে তুমি তো বলতে যে-- আমাদের ভগবান পড়ান। তাহলে ভগবানকে কেন ছেড়ে দিলে ? সংশয় এলেই ভাগল্টি(পালিয়ে) হয়ে যায়। কিছু না কিছু বিকর্ম করে। ভগবানুবাচ-- কাম হল মহাশত্রু, তার উপর জিত পেলেই জগতজিত হবে। যে পবিত্র হবে সে-ই পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। এখানে আছেই রাজযোগের কথা, তোমরা গিয়ে রাজত্ব করবে। আর যে সব আত্মারা আছে তারা হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেরত চলে যাবে। এটা হল মহাবিনাশের সময় (Time of settlement)। এখন বুদ্ধি বলে সত্যযুগের স্থাপনা অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে। আর সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে। তাদের আবার নিজেদের ভূমিকা পুনরাবৃত্তি (repeat) করতে হবে। তোমরাও নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো। পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য। মালিক তো নিজেকে ভাবে তাই না। প্রজাও তো মালিক। এখন প্রজাও তো বলে-- আমাদের ভারত। তোমরা বোঝো এখন সবাই হল নরকের বাসিন্দা। এখন আমরা স্বর্গের বাসিন্দা হওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছি। সবাই তো স্বর্গবাসী হবে না। বাবা বলেন যখন ভক্তিমার্গ পুরো হবে তখনই আমি আসবো। আমাকেই এসে সব ভক্তদের ভক্তির ফল দিতে হবে। ভক্তদের সংখ্যাই তো বেশী তাই না। সবাই ডাকতে থাকে হে গড ফাদার। ভক্তদের মুখ থেকে হে গড ফাদার, হে ভগবান-- এটা নিশ্চয় বেরোবে। ভক্তি আর জ্ঞানে পার্থক্য আছে। তোমাদের মুখে কখনও হে ঈশ্বর, হে ভগবান বেরোবে না। মানুষের তো এটা অর্ধেককল্প ধরে অভ্যাস হয়ে আছে। তোমরা জানো যে ইনি হলেন আমাদের বাবা, তোমাদের হে বাবা খোড়াই বলার প্রয়োজন আছে! বাবার থেকে তো তোমাদের অধিকার নিতে হবে। প্রথমে তো এটা নিশ্চয় হতে হবে যে আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিই। বাবা বাচ্চাদের বর্সা নেওয়ার অধিকারি বানান। ইনি তো হলেন সত্যিকারের বাবা, তাই না ! বাবা জানেন আমি যে বাচ্চাদেরকে জ্ঞান অমৃত পান করিয়েছি, জ্ঞান-চিতায় বসিয়ে বিশ্বের মালিক দেবতা বানিয়েছিলাম তারাই কাম চিতায় বসে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন আমি আবার জ্ঞান-চিতায় বসিয়ে, গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাই।

বাবা বুঝিয়েছেন-- তোমরা আত্মারা ওখানে শান্তিধাম আর সুখধামে থাকো। সুখধামকে বলা হয়ে থাকে বিকারহীন দুনিয়া, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। ওখানে দেবতারা থাকেন আর ওটা(পরমধাম) হল সুইট হোম, আত্মাদের ঘর। সব অভিনেতা ঐ শান্তিধাম থেকে আসে, এখানে ভূমিকা পালন করতে। আমরা আত্মারা এখানকার বাসিন্দা নই। এই অভিনেতারা এখানকার অধিবাসী হয়। খালি ঘর থেকে এসে পোশাক পাল্টে ভূমিকা পালন করে। তোমরা তো জানো আমাদের ঘর হল শান্তিধাম। যেখানে আমরা আবার ফিরে যাই। যখন সব অভিনেতারা মঞ্চে এসে যায় তখন বাবা এসে সবাইকে নিয়ে যান, এইজন্য তাঁকে মুক্তিদাতা, পথপ্রদর্শক বলা হয়। তিনি হলেন দুঃখহরণকারী, সুখ দাতা, তো এত সব মানুষ কোথায় যাবে। বিচার তো করো-- পতিত-পাবনকে ডাকে কেন ? নিজের মরণের জন্য। দুঃখের দুনিয়ায় থাকতে চায় না, এইজন্য বলে ঘরে নিয়ে চলে। সবাই মুক্তিকে বিশ্বাস করে। ভারতের প্রাচীন যোগও কত প্রসিদ্ধ, বিদেশেও যায় প্রাচীন রাজযোগ শেখাতে খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা সন্ন্যাসীদের খুব সম্মান করে। গেরুয়া বস্ত্র হল হঠযোগের পোশাক। *তোমাদের তো ঘরবাড়ী ছাড়তে হবে না। না কোনো সাদা কাপড়ের বন্ধন আছে বা পড়তেই হবে। তবে সাদা মন্দ নয়। তোমরা যোগ অগ্নিতে(ভাঙি) থাকার ফলে তোমাদের পোশাকও এরকম হয়ে গেছে। আজকাল সাদা অনেকে পছন্দ করে। মানুষ মরলে সাদা চাদর দেয়। তো (নতুন কাউকে) প্রথমেই বাবার পরিচয় দিতে হবে।

আমাদের দুজন বাবা-- এই কথা বুঝতে সময় নেবে। প্রদর্শনীতে এতটা বুঝতে পারবে না। সত্যযুগে এক বাবা, আর এই সময় তোমাদের তিন বাবা আছেন, কারণ ভগবান আসেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দেহে। তিনি তো সকলের পিতা। *আচ্ছা এখন তিন বাবার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ উত্তরাধিকার কার থেকে পাওয়া যায়? নিরাকার বাবা বর্ষা কি করে দেন? উনি তা দেন ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন আর ব্রহ্মার দ্বারা বর্ষাও দেন। এই চিত্রের দ্বারা তোমরা খুব ভালো ভাবে তা বুঝতে পারবে। শিববাবা রয়েছেন, তারপর রয়েছেন এই প্রজাপিতা আদি দেব, আদি দেবী। ইনি হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। বাবা বলেন আমি শিবকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা যাবে না। আমি হলাম সকলের পিতা। *ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা হয়ে গেলে ভাই-বোন, তাই নিজেদের মধ্যে অপরাধমূলক আচরণ(আক্রমণ) করতে পারবে না। যদি দুজনের মধ্যে বিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে নিচে নেমে যায়, বাবাকে ভুলে যায়। বাবা বলেন-- তুমি আমার সন্তান হয়ে মুখে কালি দিয়েছ। বেহদের বাবা বাচ্চাদের বোঝান। তোমাদের এই নেশা চড়েছে। তোমরা জানো গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। লৌকিক সম্বন্ধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতে হবে। লৌকিক বাবাকে তুমি বাবা বলবে তাই না! ওনাকে তো তুমি ভাই বলতে পারবে না। সাধারণভাবে বাবাকে বাবা-ই বলবে। বুদ্ধিতে আছে যে ইনি আমাদের লৌকিক বাবা। জ্ঞান তো আছে তাই না। এই জ্ঞান হল বড় বিচিত্র। আজকাল তো নামও নেয় কিন্তু কোনো সাক্ষাৎকারী বাইরের ব্যক্তির সামনে ভাই বলে দিলে তো উনি ভাববেন ওনার মাথা খারাপ হয়েছে। *তোমাদের অনেক যুক্তির সাথে চলতে হবে। তোমাদের হল গুপ্ত জ্ঞান, গুপ্ত সম্বন্ধ। বেশিরভাগ সময় স্ত্রীরা স্বামীর নাম নেয় না। স্বামী স্ত্রীর নাম নিতে পারে। তোমাদের অনেক যুক্তির সাথে চলতে হবে। লৌকিক ক্ষেত্রেও সম্বন্ধ বজায় রাখতে হবে। বুদ্ধি উপরের দিকে থাকতে হবে-- আমরা বাবার থেকে বর্ষা নিচ্ছি। এছাড়া কাকাকে কাকা, বাবাকে বাবা-ই বলতে হবে। যারা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয় নি তারা ভাই-বোন বুঝবে না। যে বি.কে. হয়েছে, সেই এ কথা বুঝবে। বাইরের লোক তো প্রথমেই অবাক হবে। এতে বোঝার বুদ্ধি ভাল চাই। *বাবা তো বাচ্চাদেরকে বিশাল বুদ্ধি বানান। তোমরা প্রথমে হদের বুদ্ধিতে ছিলে। এখন বুদ্ধি চলে যায় বেহদে। উনি হলেন আমাদের বেহদের বাবা। এরা সবাই হল আমাদের ভাই-বোন। কিন্তু বাড়িতে শাশুড়িকে শাশুড়িই বলবে, বোন থোড়াই বলবে। *বাড়িতে খুব যুক্তির সাথে চলতে হবে, তা না হলে লোকে বলবে এতো পতিকে ভাই, শাশুড়িকে বোন বলছে, এটা কি? এই জ্ঞানের কথা তোমরাই জানো আর কেউ জানে না। বলেনা-- প্রভু তোমার মতি গতি তুমিই জানো। এখন তোমরা তাঁর বাচ্চা হয়েছে তো তোমাদের মতি গতি তোমরাই জানো। খুব সামলে চলতে হয়। কোথাও কেউ যেনহতাশ না হয়। *প্রদর্শনীতে তোমাদের বাচ্চাদের সবার প্রথমে এটা বোঝাতে হবে যে আমাদের ভগবান পড়ান। এখন তুমি বলো ভগবান কে? নিরাকার শিব না দেহধারী শ্রীকৃষ্ণ। গীতাতে যে মহাবাক্য আছে ভাবানুবাচ তা শিব পরমাত্মা এই মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন না শ্রীকৃষ্ণ? কৃষ্ণ তো হল স্বর্গের প্রথম রাজকুমার। এরকম তো বলতে পারা যায় না যে যা কৃষ্ণ জয়ন্তী তাই শিব জয়ন্তী। শিব জয়ন্তীর পরে আবার কৃষ্ণ জয়ন্তী। শিব জয়ন্তী থেকে স্বর্গের রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ কি করে হলেন, তা হল বোঝার বিষয়। শিবজয়ন্তী তারপর গীতাজয়ন্তী আবার হঠাৎ করে কৃষ্ণ জয়ন্তী, কারণ বাবা-ই রাজযোগ শেখান তাই না! এ সব কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসেছে তাই না! যতক্ষণ শিব পরমাত্মা না আসেন ততক্ষণ শিবজয়ন্তী পালন করতে পারে না। *যতক্ষণ শিব এসে কৃষ্ণপূর স্থাপন না করেন তবে কৃষ্ণজয়ন্তীও কি করে পালন করতে পারে। কৃষ্ণের জন্ম তো পালন করে কিন্তু বোঝে কিছুই না। কৃষ্ণ রাজকুমার ছিলেন, তবে নিশ্চয়ই তা সত্যযুগেই হবে। দেবী-দেবতাদের রাজধানী হবে নিশ্চয়। *কেবল এক কৃষ্ণেরই তো বাদশাহী হবে

না। নিশ্চয় কৃষ্ণপূরী হবে তো! বলেও থাকে কৃষ্ণপূরী, আর তারপর এটা হল কংসপূরী। কৃষ্ণপূরী নতুন দুনিয়া, কংসপূরী হল পুরানো দুনিয়া। বলে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই লেগেছিল। দেবতারা জিতে ছিল। কিন্তু এরকম তো নয়। কংসপূরী শেষ হয়েছিল তারপর কৃষ্ণপূরীর স্থাপনা হয়েছিল। কংসপূরী পুরানো দুনিয়াতে হবে। নতুন দুনিয়াতে থোড়াই এই কংস দৈত্য আদি হবে। এখানে তো দেখো কত মানুষ ! সত্যযুগে খুব অল্প হয়। এখন তোমরা এটা বুঝতে পারো। তোমাদের বুদ্ধি এখান এসব বুঝতে সক্ষম যে দেবতারা তো কোন লড়াই করেন নি। দৈবী সম্প্রদায় সত্যযুগেই হয়। আসুরী সম্প্রদায় হল এখানে। না দেবতাদের আর অসুরের লড়াই হয়েছিল, না কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে । তোমরা রাবণের উপর বিজয় লাভ করো । বাবা বলেন-- এই বিকারের উপর জিত পেলে জগতজিত হয়ে যাবে। এতে কোনো লড়াইয়ের প্রয়োজন নেই। লড়াইয়ের নাম নিলে তো ভায়োলেন্স(violence, হিংসা)হয়ে যাবে। রাবণের উপর জিত পেতে হবে কিন্তু তা হবে ননভায়োলেন্স (অহিংসক)। শুধু বাবাকে স্মরণ করলেই আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ প্রসিদ্ধ ।

বাবা বলেন-- আমার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাও তবে তোমাদের পাপ ভস্ম হবে। বাবা হলেন পতিত-পাবন, বুদ্ধিযোগ সেই বাবার সাথেই লাগাতে হবে, তাহলে তোমরা পতিত থেকে পাবন হয়ে যাবে। এখন তোমরা প্রত্যক্ষ ভাবেই তাঁর সাথে যোগ লাগাচ্ছ, এতে লড়াইয়ের কোন কথাই নেই। যে ভাল মত পড়বে, বাবার সাথে যোগ লাগাবে, সে-ই বাবার থেকে অধিকার পাবে-- কল্প পূর্বে যেমন পেয়েছিলো। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশও হবে। সব হিসাব-পত্র মিটিয়ে যাবে । তারপর কক্ষ(class) পরিবর্তন হয়ে নম্বর অনুসারে গিয়ে বসবে । *তোমরাও নম্বর অনুযায়ী ওখানে গিয়ে রাজত্ব করবে। কত বোঝবার কথা আছে। আচ্ছা-মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ- সুমন ও সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) এই বিনাশের সময় যখন সত্যযুগের স্থাপনা হচ্ছে তখন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাবা আর বাবার কর্মের প্রতি সংশয় থাকা উচিত নয়।

২) জ্ঞান আর সম্বন্ধ হল গুপ্ত , এইজন্য লৌকিকে অনেক যুক্তির দ্বারা বিশাল বুদ্ধি হয়ে চলতে হবে। এমন কোনো শব্দ বলা উচিত নয় যাতে যে শুনবে সে নিরাশ হয়ে যাবে ।

বরদানঃ- নিজের সর্বোচ্চ স্থিতিতে স্থিত হয়ে প্রত্যেক সঙ্কল্প, বোল, আর কর্ম করে নির্বিকারী ভব(হও)।

সম্পূর্ণ নির্বিকারী অর্থাৎ সামান্য শতাংশও যেন বিকারের প্রতি আকর্ষণ না যায়, কখনও সেগুলির বশীভূত যেন না হয় । সর্বোচ্চ স্থিতিতে স্থিত আত্মারা কোনো সাধারণ সঙ্কল্পও করতে পারে না। তাই যে কোনো সঙ্কল্প বা কর্ম করার আগে পরীক্ষা করো যেহেতু উচ্চ নাম সেই অনুসারে উচ্চ কর্ম হচ্ছে কি? যদি নাম উচ্চ হয় আর কর্ম নীচু হয় তবে নাম বদনাম হবে এইজন্য লক্ষ্য অনুযায়ী লক্ষণ ধারণ করো তবে বলা হবে সম্পূর্ণ নির্বিকারী অর্থাৎ পবিত্র আত্মা(Holiest soul) ।

স্লোগানঃ- কর্ম করার কালে করণ-করাবানহার বাবার স্মৃতি থাকলে স্ব-পুরুষার্থ আর যোগের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে সেই পঠন-পাঠনই করছো, যেই পাঠের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মতনই রাজকুমার হতে পারা যায়। যেহেতু তোমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।"

প্রশ্ন :- বাবা(শিব) যখন 'ভগবান উবাচঃ' - শব্দ বলেন, তখন কোনও কোনও বাচ্চার মুখ মলিন হয়ে শুকিয়ে যায় - কিন্তু কেন ?

উত্তর :- যেহেতু ভগবান গুপ্তরূপে থাকেন, তাই সেই বাচ্চারা ভাবে বোধহয় এই দাদা-ই (ব্রহ্মাবাবাই) ভগবান উবাচঃ বলছেন। কিন্তু, নিরাকার ভগবানের কথা বলার জন্য তো অবশ্যই কারও মুখের প্রয়োজন। বাবা তাই বলেন, এটা অবশ্যই খুবই আশ্চর্যজনক, অথচ তা বোঝারও ব্যাপার আছে, আমি কিভাবে এঁনার শরীরে প্রবেশ করে, তোমাদেরকে এই পাঠ পড়াই।

ওঁ শান্তি! ভগবানুবাচঃ। এর মাধ্যমে ভগবান কি জানাচ্ছেন ? এই ভগবানুবাচঃ শব্দটি কে বললেন? কেই, তাকে তো দেখা যাচ্ছে না। আবার মানুষকেও তো আর ভগবান বলা যায় না। কেউ কেউ ভাববে, 'ভগবানুবাচঃ'- এই শব্দ যার বলার তিনিই বলছেন। কিন্তু তা যে নিরাকার ভগবান বলছেন, তা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। আবার তোমাদের সামনে ইনি কে বসে আছেন? তবে এখানে ভগবান কোথায়? এটাই তো নতুন ধরণের কথা, যার দরুণ মানুষ ধন্দে পড়ে নিরাশ হয়ে যায়। কিন্তু এটাও আবার সঠিক যে, অবশ্যই তা ভগবান-ই বলছেন। উনি স্বয়ং বলছেন, "আমিই বাচ্চাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দিই। নর থেকে নারায়ণ বা কৃষ্ণ, নারীকে লক্ষ্মী বা রাধায় পরিণত করার লক্ষ্যে যোগ আর জ্ঞানের শিক্ষা দিই, এরপর আর কি বা চাই তোমাদের। তোমাদের আমি রাজাদেরও রাজা, রাজ-কুমারদের থেকেও বড় রাজ-কুমার বানিয়ে দিই।" রাজকুমার এবং রাজকুমারীরাও তো মন্দিরে যায়। যারা বিকারী রাজকুমার হয় তাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের মতন নির্বিকারী রাজকুমারকে প্রণাম ও শ্রদ্ধা করতে হয়। কিন্তু আমি তো তোমাদেরকে রাজকুমারেরও রাজকুমার বানিয়ে দিই। তাই শ্রীকৃষ্ণের মতন স্বর্গের রাজ-কুমারই পরিণত হও। জ্ঞানের পাঠের দ্বারাই তো তা হতে পারবে। যেমন ডাক্তার বা ব্যারিস্টারেরা তাদের ছাত্রদের বলে থাকে, আমরাই তোমাদেরকে ডাক্তার বা ব্যারিস্টার তৈরী করছি। কিন্তু ভালো মতন পড়াশুনা করলে তবেই তো তা হতে পারবে। বাবাও তেমনি বলছেন যে বাচ্চারা, তোমরা এটা তো খুব ভালো মতনই বুঝতে পারছো, এই রাজযোগ শেখাচ্ছেন, সেই এক ও একমাত্র পরম-পিতা ভগবান। অবশ্যই কৃষ্ণ নয়। *রাধা আর কৃষ্ণ কিন্তু দুটো পৃথক রাজ-ঘরানার সন্তান। তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয়, বিয়ের পর নামের পরিবর্তন হয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হিসাবে পরিচিত হন। চিত্রে তাই লক্ষ্মী-নারায়ণের নীচে রাধা-কৃষ্ণকেও দেখানো হয়।

এখন বাবা খুব সুন্দর ভাবে বোঝান যে, এই ব্রহ্মাও ভক্তি-মার্গে এক নম্বর ভক্ত ছিলেন। আগে উনি নারায়ণের পূজা করতেন। কৃষ্ণকে ভক্তি করা বা নারায়ণকে ভক্তি করা, ব্যাপারটা তো একই। যেহেতু কৃষ্ণই পরিণত বয়সে নারায়ণ হন। তাই এখন তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাবার লক্ষ্যে এই রাজ-যোগ শেখানো হচ্ছে। যেহেতু এই জন্মেই তোমাদের ৮৪-জন্মের চক্র পুরো হয়ে

যাবে। আর এনার (ব্রহ্মার) আত্মাও এখন সেই পাঠই পড়ছে, আবার আগামীতে কৃষ্ণ হওয়ার লক্ষ্যে। বাবা বলেন-- বাচ্চারা তোমরা জ্ঞান-চিতায় বসে নির্মল- উজ্জ্বল হয়ে যাও, কিন্তু যদি আবার কাম-চিতায় বসে কালো হয়ে গেছ। তাই একে কংসপুরী বলা হয়। তাই তো বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে কৃষ্ণপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াতে কেউই সর্বগুণ সম্পন্ন নয়। বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বানাতে। কিন্তু তা হতে হবে যোগ-বলের দ্বারা। বাহুবল তো হিংসার লড়াই। যা তীর-কামানের সাহায্যে হয়। পরে যা বন্দুক-তলোয়ালের সাহায্যে হয়। আর বর্তমানে তা হচ্ছে বোমার সাহায্যে। এরা নিজেরাই আবার ঘোষণা করে, এরকম বোম তারা বানাতে পারে, যা নাকি ঘরে বসেই সব কিছু শেষ করা যায়। তখন মিলিটারী আর কি করতে পারবে। বাবা তাই বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এটা তোমাদের পাঠশালা। এখানে *আমি তোমাদেরকে রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণের মতন করেই তৈরী করি। যিনি শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার ছিলেন। সে-ই আবার ৮৪ বার জন্ম নিতে নিতে কলিযুগে তার ভিত্তারীর দৈন্যদশা। এই ভারত-ভূমিতেই তার রাজ্যপাট ছিল। এরপর পুনর্জন্মে নিতে হয় তাকে। কৃষ্ণ যদি ভগবানই হত, তবে তো আর তার পুনর্জন্ম হতই না। যেহেতু ভগবান হলেন নিরাকার। উনিই হলেন এক ও একমাত্র রচয়িতা। বাকী সব হল রচনা। তবেই তো আমরা বলতে পারি আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। সেটাই বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা নিজেদের মধ্যে হলে ভাই-বোন। সেখানে অপরাধমূলক দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে আসবে, যেখানে তোমরা ভবিষ্যতের লক্ষ্যে একই বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকো। পবিত্রতা রক্ষা না করতে পারলে, শান্তিধাম, সুখধামে যাবেই বা কি করে। তোমরাই তো কাল্লাকাটি করে জানিয়েছিলে, আমরা পতিত হয়ে পড়েছি, বাবা এসো, আমাদেরকে পবিত্র বানাও। তখন বাবা তোমাদেরকে জানান-- "আমাকেই স্মরণ করো, এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। তোমাদের সব আত্মাদেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা অর্থাৎ বাণপ্রস্থী। কোনো গুরুই কিন্তু এরকম দিশা দেখাতে পারবে না। এই জ্ঞান একমাত্র এই এক বাবার কাছেই আছে। যিনি পতিত-পাবন নিরাকার। বাবা বার বার বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো, কিছু সময়ের জন্য আমিও ঐনার (ব্রহ্মার) শরীরকে আধার করেছি। শরীর ছাড়া আত্মা কথাই বা বলবে কিভাবে! ভগবানুবাচ হল-- আমি সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করে, তোমাদের বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়াই। আমি কোনও গর্ভের মাধ্যমে আসি না অবশ্যই। পুনর্জন্মে যারা আসে, তারাই গর্ভে প্রবেশ করে। (প্রতি কল্পের সঙ্গমে) আমি তো একবারই আসি এই দুনিয়ায়। প্রকৃতির(শরীর) আধার তো আমার অবশ্যই প্রয়োজন। ঐনার (ব্রহ্মা) শরীরকে আধার করেই, আমি তোমাদেরকে পাঠ পড়াই। ইনি (ব্রহ্মা)তো আগে নিজের হীরে-জহরত ব্যবসা করতেন। কোনো গুরু ঐনাকে এসব কিছুই শেখাননি - হঠাৎ-ই (শিব) বাবা ঐনার শরীরে প্রবেশ করেন। ভগবান শিব হলেন 'করণকরাবানহার', সেই কারণে ঐনাকে(ব্রহ্মা-বাবাকে) দিয়ে কর্ম-কর্তব্য করিয়ে নেন। আর ব্রহ্মা-বাবাও তা শিখতে থাকেন। একই সাথে তোমরাও তা শিখতে থাকো। শিববাবা তোমাদেরকে বলেন, কিন্তু সবার আগে আমি (ব্রহ্মাবাবা) তা শুনতে পাই। শিববাবা বাচ্চাদেরকে যখন পড়াতে আসেন, তখন ব্রহ্মাবাবার আত্মাও সেই পাঠ পড়তে থাকেন। আমি বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। এই পাঠ জাগতিক কেউ পড়ায় না। যা হল পবিত্র হওয়ার পাঠ। কল্পের এই সঙ্গমযুগ-ই পুরুষোত্তম হবার সময়। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম ছিলেন। *যদিও স্বয়ম্বরের পরে তাঁর ডিগ্রী সামান্য কম হয়ে যায়। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বেশী। *ঐনার নামে স্বর্গের নামকরণও করা হয় কৃষ্ণপুরী। আর বর্তমান দুনিয়াটা হল কংসপুরী। কিন্তু, কংসের সাথে কৃষ্ণের গল্প-গাথা সব লোকেদের বানানো।

বাচ্চারা তোমাদের তো বোঝানোই হয়েছে, পরিপক্ব (mature) অবস্থায় এলে, ভক্তিমার্গ থেকে মন আপনা থেকেই সরে যায়। তোমরা কাউকে এমনটা কখনোই বলবে না যে, ভক্তি করো না। কিন্তু তাকে জ্ঞানের কথা বলবে। বাবা এসেছেন তোমাদেরকে জ্ঞান দান করে স্বর্গ-রাজ্যের রাজকুমার বানাতে। কৃষ্ণও একদা স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, অবশ্য এখন আর তা নেই। আবার উনি রাজযোগের সাহায্যে তা হতে চলেছেন। তোমাদেরকেও পুরুষার্থের দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনার কাজ শুরু করতে চলেছেন স্বর্গীয় পিতা (Heavenly God Father)। উনি এসেই আবার নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। আর তা করেন, যখন কলিযুগের সময়কাল সম্পূর্ণ হয়, তখন। সত্যযুগ-ত্রৈতাতে উনি আসেন না। উনি নিজেই তা বলেন-- প্রতি কল্পের কেবল সঙ্গমযুগেই উনি আসেন। কিন্তু জাগতিক লোকেরা তো সেই কল্প-কল্প শব্দটিকেই বাদ দিয়ে বলে, যুগে যুগে। তাও তো চারটি যুগ-ই হচ্ছে। পঞ্চমটি হচ্ছে সঙ্গমযুগ। আচ্ছা, সে হিসেবে তাঁর পাঁচ-জন অবতারকে মানো। অথচ সেখানে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, পরশুরাম (রাম আর কুঠার)-- এরা কি অবতার হতে পারে। এসব কেবল শাস্ত্রের কথা। এমন কি ধর্মের নাম, ভারতের নামও বদলে দিয়েছে। যাকে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুস্থান নামকরণ করা হয়েছে। ভারতের নাম কেনই বা বদল হবে-- যেখানে গীতায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে- "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"। তাতেও ভারত শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা তো কেবল মাত্র এই এক জন্মেই ভক্তি করছো না-সেই দ্বাপর থেকে তা শুরু হয়েছে। *এই ভক্তি-মার্গও শুরুর দিকে অব্যভিচারী ছিল, যা কেবল শিবের উদ্দেশ্যেই ভক্তি করা হতো। যেই শিববাবা ভারতেই স্বর্গের স্থাপনা করেছিলেন। এখন আবার উনি এসেছেন, তোমাদেরকে স্বর্গের অধিকারী বানাতে। তাই এই পতিত শরীরের আধারে থেকেই বলেন যে-- "আমি এই পতিত শরীরেই আসি, এই পতিত দুনিয়ার পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। ভক্তি-মার্গের ভক্তরা আমার উদ্দেশ্যে বিশাল বড় বড় মন্দিরও বানায়। এটা তো খুবই সরল কথা। ব্রহ্মার শরীরে শিববাবার প্রবেশ হতেই, তিনি গীতা ইত্যাদি পাঠও ছেড়ে দেন। ভক্তি একেবারেই ছেড়েই দিয়েছেন। অনায়াসেই তা ছেড়েছেন। *তোমাদেরকে কেউ ভক্তি করতে বারণ করছে না। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, আবার করে তোমাদের আমি কৃষ্ণপুরীর অধিকারী হিসাবে তৈরী করছি। তারপর কৃষ্ণের ৮ রাজ্যপাট চলবে। প্রথমে যিনি হবেন তাকে বলে সত্যযুগের রাজকুমার, এরপরে উনি হন সত্যযুগের রাজা। এইভাবে ওঁনারই ৮ প্রজন্ম চলবে। ঐ সময়কালে অন্য আর দ্বিতীয় কোনও কুলের রাজ্য শাসন থাকে না। এখন বাবা বলেন-- বাচ্চারা তোমরাও সেইরূপ সত্যযুগের রাজপুত্র হও। ভক্তির দ্বারা কোন সুখের প্রাপ্তি ঘটে না। জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে পারো। কারও পিতার মৃত্যু হলে, তার কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, তোমার পিতা কোথায় গেছেন - সে উত্তর দেবে, উনি স্বর্গবাসী হয়েছেন। ভাবে আত্মা আর শরীর দুইই স্বর্গে গেছে। কিন্তু শরীর তো এখানেই ত্যাগ করতে হয়। বাকী থাকল আত্মা। এর অর্থ তো তবে এমনটাই দাঁড়াচ্ছে যে, এতদিন তবে নরকেই ছিল। আত্মা শরীর ছেড়ে যদি স্বর্গেই যায়, তবে তার জন্য শোক-বিলাপ, কান্নাকাটিরই বা দরকার কি? বর্তমানে এখানে কোথায় স্বর্গ? কিন্তু তারা তো তা বুঝবেই না। উপরন্তু বলবে, এ সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়। সুখ-দুঃখ সবই ঈশ্বরের দান। সব কিছুই ঈশ্বরেরই রূপ। *কিন্তু বাবা বলেন, উনি নিজের বাচ্চাদেরকে কি ভাবেই বা দুঃখ দিতে পারেন। বাচ্চাও কি কখনও বাবার কাছ থেকে দুঃখ চায়? বরং বাবা তো তার বাচ্চাদেরকে উপযুক্ত বানিয়ে সম্পদশালী করে যান। এছাড়া দুঃখ তো প্রত্যেকের যার যার নিজের কর্ম অনুসারে পেয়ে থাকে। *বাবা সতর্ক করে বলছেন, এই সময়ে তোমরা নিজের সন্তান ইত্যাদি কোনও কিছুই চেয়ো না। এখনকার এই ধন-সম্পদ সব কিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। তবে তখন তোমাদের বাচ্চারা

কি বা পাবে, এতটা সময়ও আর নেই যে তোমাদের সম্পদের অধিকারী তোমাদের বাচ্চারা হতে পারবে। বাচ্চা বড় হলে তবেই না তার অধিকারী হতে পারবে। কিন্তু ততটা সময় তো আর নেই। মহা বিনাশ যে তোমাদের দোড়-গোড়ায়। জাগতিক দুনিয়ার মানুষ তো প্রচার করছে, কলি-যুগের আয়ু এখনও ৪০ হাজার বর্ষ বাকী আছে। আর এদিকে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা তো কেবল বিনাশ বিনাশ করতে থাকে। যেমন গল্প-কথায় আছে না, বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে অবশেষে বাঘও এলো, আর তাকে খেয়েও নিল। সবাই ভাবে যে কালের-গ্রাস হয় ধীরে ধীরে। কালের কবলে তো লোকেরা পড়তেই থাকে। কিন্তু তোমরাই বলে থাকো যে মহাকাল তো এসেই গেছে। শিববাবা যিনি কালেরও কাল, তিনি স্বয়ং অবতরণ করেছেন। যিনি সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে শরীরকে ত্যাগ তো করতে হবে অবশ্যই। তাই তো বাবা বার বার বলেন, যোগের দ্বারা নিজেকে পবিত্র-পাবন বানাও। প্রথমে আত্মাদেরকে পবিত্র বানাবো, তারপরেই তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু যারা পবিত্র হবে না, অন্তিমে তাদেরকে ভীষণ সাজা ভুগতে হবে এবং কোনও উচ্চপদের অধিকারী হতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ তো প্রথম হন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সম্মান (Pass with honours) ও বিশেষ পান্ডিত্য পুরস্কারও (scholarship) পান। ফল স্বরূপ উনি ২১ জন্মের জন্য রাজ্য-ভাগ্য পান। কত সহজ ভাবেই বাবা তা বুঝিয়ে দেন। এগুলি কি তোমাদের বুদ্ধিতে পাকা হয়েছে, নাকি এখনই তা ভুলে গেছো। কাউকে ভক্তি-মার্গের রাস্তা থেকে সরাবে না। বাবা এসেছেন, ভক্তদের তাদের ভক্তির ফল দিতে। উনি নিজেই তা বলেন, "আমি পূর্ব কল্পের মতন এসে আবার সেই সাধারণ শরীরের আধার গ্রহণ করি। কল্পে কল্পে এসে জ্ঞানের পাঠ পড়াই তোমাদের। যা উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ পাঠ এটা। তোমরা তো জানোই, একদা তোমরাই কত সত্যো-প্রধান অবস্থায় ছিলে। কিন্তু, এখন তমোপ্রধান অবস্থায়। আবার এই ভারতই সত্যোপ্রধান হবে। অন্য সব ধর্মাবলম্বীরা এত সুখ কখনও দেখেইনি এবং এত দুঃখও দেখেনি। বাইরের লোকদের কাছে পয়সা-কড়ি তো অনেকই আছে। তাই তারা গরীব দেশ-গুলিকে ধারও দিতে পারে। তারা তো এসব বিচার করে দেখেই না যে, এটা তারা এখন সব ফেরত দিচ্ছে। একে-বারেই নিশীথ অন্ধকারে কুস্কর্ণের ঘুমের মতন শুয়ে আছে। পরে তারাই হয়-হয় করবে। অগত্যা তোমাদের বলতে হবে, অনেক দেবী হয়ে গেছে, কারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তখন আর করার কি বা থাকবে। দাবানল লাগলে তো আর কিছু করারই থাকে না, তখন অনেক দেবীই হয়ে যায়। সামলানোই যায় না। তাই তো বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এখন তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করতে থাকো। বাবা বেশী কষ্ট দেন না। কেউ কেউ এসে আবার বাবাকে বলে যে, বাবা আমি পূজা-অর্চনা করি না বলে অন্যেরা বলে আমি নাস্তিক হয়ে গেছি। *বাবা তাতে রায় দেন, সাক্ষী-ভাবে বাবার স্মরণে থাকো। লোক দেখানো একটু-আধটু পূজা-অর্চনা না হয় করলেই। একটা হয় অন্তর থেকে করা, আর এক হল, অন্যদের খুশী রাখার জন্য। মনে মনে অন্তরেই তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। কিন্তু কেউ যদি বিরক্ত করে, তখন তাকে দেখাও যে, তোমরা পূজা-অর্চনাও করো। ফলে সেও খুশী হয়ে যাবে। এটা কোনো পাপ কাজ নয়। বাবা তো অনেককেই এমনও বলেন যে, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুর্তানেও যাও। দু-দিকের সম্পর্কই বজায় রাখতে হবে। সেখানেও জ্ঞানের কথা শোনাতে শোনাতে, কারও না কারও তীরও লেগে যাবে। যুক্তি সহকারে চলতে হবে। বাবার আদেশ হল, এরপর আর পতিত হওয়া চলবে না। পবিত্র হতে পারলেই, তোমরা কৃষ্ণ-পূরীর অধিকারী হতে পারবে। শিববাবকে স্মরণ করলে তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বিশ্বের অধিকারী হতে পারবে। বাচ্চারা, এই ধরনের যুক্তিগুলি নিজেদের, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের বোঝাতে হবে। ওরা যে যাত্রা করে, তা হল জাগতিক তীর্থ-যাত্রা। কিন্তু, তোমাদের যে যাত্রা - তা তো আধ্যাত্মিক (রহানী) যাত্রা। আর সেই রহানী তীর্থ-

যাত্রার পথ প্রদর্শক হলেন স্বয়ং বাবা। তাই তো উনি বলেন-- একমাত্র আমাকেই স্মরণ করলে, পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র হয়ে যাবে, ফলে সব দুঃখই দূর হয়ে যাবে। কদাচিৎ কোনো ব্যবসায়ী যদি এই সওদা করতে পারে তবেই সে বৈকুণ্ঠের বাদশাহী নিতে পারবে। তাই শ্রীমত অনুসারে চলতে থাকো। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, এমন না হয় যে , টাকাপয়সা বৃথাই নষ্ট হল, কিন্তু কোনো ফল এল না । তাই নিজের ঘর-বাড়ীও সামলাতে হবে, বাচ্চাদের লালন-পালনও করতে হবে। কিন্তু সব কিছুই করতে হবে শ্রীমত অনুসারে। প্রয়োজন অনুসারে বাবার রায় নিতে হবে, বাবা এই অবস্থায় আমি কি করবো। কেউ এসে বলে--বাবা, আমার মেয়ে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তখন বাবা বলেন, "তবে তো তাকে বিয়ে দিতেই হবে, তার ভাগের অংশটা তাকে দিয়ে দাও।" বাবা তো কেবল বুদ্ধি দিয়েই থাকেন, তবুও যদি আরও কিছু জানার থাকে তা জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারো। কিন্তু অবশ্যই চলতে হবে শ্রীমত অনুসারে। বাচ্চাদের তো তার বাবার আশ্তানুসারেই চলতে হয়। তাতেই যে তাদের কল্যাণ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি, মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সু-প্রভাত। রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন তাদের রুহানী বাবা।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রত্যেক কর্ম করার সময়, সাক্ষী হয়ে শিববাবার স্মরণে থেকেই করতে হবে। লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় দিকেরই সম্পর্কে বজায় রেখেই চলতে হবে। লৌকিক সমাজে যুক্তি সহকারে চলতে হবে।

২) বর্তমান কল্পের এই শেষ জন্ম আত্মার বাণপ্রস্থ অবস্থা। নিজ গৃহে ফিরতে হবে, তাই পবিত্র অবশ্যই হতে হবে । কোনও প্রকারের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া চলবে না।

বরদান :- প্রত্যেক সংকল্প বা কর্মকে শ্রেষ্ঠ আর সফল বানাবার লক্ষ্যে জ্ঞান-স্বরূপ, বুঝদার (ভব) হও।

যে জ্ঞান-স্বরূপ ও বুঝদার হয়ে, যে কোনও সংকল্প বা কর্ম করে, সে সফলতা মূরত্ব হতে পারে। তারই স্মৃতিতে ভক্তি-মার্গে কোনও কাজ শুরু করার সময় স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা হয় আর গণেশকে প্রণাম করা হয়। এই স্বস্তিকা স্ব-স্থিতিতে স্থিত হওয়ার আর গণেশ হল জ্ঞানের ভান্ডার স্থিতির সূচক। তোমরা বাচ্চারা যখন নিজে জ্ঞানের ভান্ডারে পরিণত হয়ে, যে কোনও সংকল্প ও কার্য করবে, তখন সহজেই সফলতার অনুভব করতে পারবে ।

স্নোগান :- ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বই হল খুশী। তাই খুশীর দান করতে থাকো।